শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
২য় খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এ দিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্‌সেরগণের যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগীতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্‌সের মুফতী হাসানাইন মাখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহম্মাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran, (এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে) ও অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran, Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন- (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরো বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যেসব ক্ষেত্রে দু'টি আরবী শব্দ মিলে একটি বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দু'টোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে; এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয়বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্‌। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউয়াল-১৪২১ হিঃ
আগস্ট- ২০০০
শ্রাবন-১৪০৭

সূচীপত্র

সূরা আন্-নিসা

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও বিষয়-বস্তু আলোচনা

এই সূরাটি বিভিন্ন ভাষণের সমন্বয়। এটা সম্ভবতঃ তৃতীয় হিজরী সনের শেষ ভাগ হতে শুরু করে ৪র্থ হিজরীর শেষ কিংবা ৫ম হিজরীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন স্থান হতে কোন স্থান পর্যন্তকার আয়াত এক একটি ভাষণের প্রসংগে নাযিল হয়েছে এবং ঠিক কোন সময়ে তা নাযিল হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু কোন কোন আদেশ ও ঘটনা সম্পর্কে এমন কিছু ইশারা পাওয়া যায় যার অবতীর্ণ হবার সময় ও তারিখ আমরা অন্যান্য বর্ণনার সাহায্যে জানতে পারি। এ জন্যে এর সাহায্যে এই সূরার বিভিন্ন ভাষণের যাতে এই সব আদেশ ও ঘটনার দিকে ইংগিত উল্লেখ হয়েছে– বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মীরাস বন্টন ও ইয়াতীমদের হক সম্পর্কীয় বিধান ওহুদ যুদ্ধের পর নাযিল হয়েছে কেননা এই যুদ্ধেই মুসলমানদের সত্তর জন লোক শহীদ হয়েছিল। মদীনার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র উপ-শহরে এই দুর্ঘটনার কারণে শহীদদের মীরাস কিভাবে বন্টন করা হবে ঐ সম্পর্কে এবং যেসব ইয়াতীম শিশু তারা রেখে গিয়েছেন তাদের অধিকার কিভাবে রক্ষিত হবে এই প্রশ্ন বহু পরিবারের সম্মুখেই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। আমরা ধারণা করতে পারি যে, সূরার প্রাথমিক চারটি রুকু ও পঞ্চম রুকুর প্রথমোক্ত তিনটি আয়াত সম্ভবতঃ এই সময় নাযিল হয়েছিল।

হাদীসের বর্ণনাসমূহে ভয় কালীন নামায (যুদ্ধকালীন নামায) পড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় 'জা-তুর-রিকা' যুদ্ধ প্রসংগে। এই যুদ্ধ ৪র্থ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল। এ জন্যে মনে করা যেতে পারে যে, সূরার যে ভাষণাংশে ভয় কালীন নামায পড়ার রীতি-নীতির বিবরণ রয়েছে (১৫ রুকু) তা উল্লেখিত সময়ের কোন এক মুহূর্তে নাযিল হয়েছিল।

মদীনা হতে বনী-নজীর গোত্রের বহিষ্কার ৪র্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। কাজেই এই সূরার যে অংশে ইয়াহুদীদেরকে সর্বশেষ সতর্কবাণী শোনানো হয়েছিল এই বলে যে, "ঈমান আন" –অন্যথায় মুখ-মন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হবে" সেই অংশ তার পূর্বে কোন এক সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পানি না পেলে' তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল বনী মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ৫ম হিজরী সনে। কাজেই যে অংশে তায়াম্মুমের উল্লেখ রয়েছে তা এরই নিকটবর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়েছিল বলে মনে করতে হবে। (৭ম রুকু)

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ও বিষয়-বস্তু

এরূপ আলোচনা হতে সমগ্র সূরাটি অবতরণ কাল মোটামুটি জেনে নেয়ার পর সে সময়কার ইতিহাস আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনা হতে সূরার আলোচ্য বিষয়সমূহ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে বিশেষ সাহায্যে হবে।

এ সময় নবী করীমের (সঃ) সামনে যে বিরাট কাজ ছিল তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। হিজরতের পর মুহূর্তেই মদীনার ও তার আশে-পাশে যে নতুন সুসংবদ্ধ সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছিল তার ক্রমবিকাশ দান এবং জাহেলী যুগের পুরাতন রীতি-নীতি ও স্বভাব নির্মূল করে নৈতিক চরিত্র, তমদ্দুন, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন আদর্শ প্রচলন করাই ছিল সর্ব প্রথম কর্তব্য। দ্বিতীয়, আরবের মুশরিক, ইয়াহূদী উপ-জাতি ও মুনাফিকদের সংস্কার বিরোধী শক্তি সমূহের সংগে যে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম ছিল, পূর্ণ শক্তিতে তার মোকাবিলা করা।

আর তৃতীয় হচ্ছে, এই সব বিরোধী শক্তির হাজার বিরুদ্ধতাকেও পদদলিত করে ইসলামের আন্দোলনকে অধিকতর সম্প্রসারিত করা, আরও অসংখ্য জনগণের মন ও মগজকে তার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুগত করে তোলা। এই সময় আল্লাহর নিকট হতে যতগুলি ভাষণ নাযিল হয়েছে তা সবই এই তিনটি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইসলামী সমাজ গঠন সম্পর্কে সূরা বাকারায় যে নির্দেশ-উপদেশ দান করা হয়েছিল বর্তমান পর্যায়ে এই সমাজের আরো অধিক আদেশ-উপদেশের প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই সূরা নিসার এই ভাষণসমূহে এ সম্পর্কে অধিক বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমানগণ তাদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবন ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী কিভাবে গঠন করবে তা এতে বিবৃত হয়েছে। পরিবার সংগঠনের নিয়ম পদ্ধতিও এতে বলে দেয়া হয়েছে, বিবাহ-শাদীর উপর নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে, সমাজ জীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক-সম্বন্ধের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, ইয়াতীমদের 'হক' ঠিক করা হয়েছে, মীরাস বর্ন্টনের নিয়ম-ধারা ঠিক করা হয়েছে, অর্থনৈতিক জীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দেয়া হয়েছে, পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ ও মন কষা-কষির মীমাংসার পন্থা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, দন্ড-বিধি আইনের ভিত্তি স্থাপনও করা হয়েছে। মদ্যপান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, পবিত্রতা লাভের জন্য বিভিন্ন আইন জারী করা হয়েছে, আল্লাহ ও মানুষের সংগে একজন নেককার ব্যক্তির কী ধরনের সম্পর্ক হওয়া উচিত তা মুসলমানদের বলে দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জামাআতী সংগঠনের দৃঢ়তা ও সংহতি বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করা হয়েছে। আহলি-কিতাব লোকদের নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণের সমালোচনা করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যেন তারা এই সব পূর্বগামীদের পদাংক অনুসরণ হতে বিরত থাকে। মুনাফিকদের আচার-আচরণের সমালোচনা করে প্রকৃত ও সত্যকার ঈমানদারীর পরিচয় কি হতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং ঈমান ও মুনাফেকীর তারতম্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্কার-বিরোধী শক্তিসমূহের সংগে যে দ্বন্দ্ব ছিল ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর তা অধিকতর নাজুক হয়ে দেখা দেয়। ওহুদের পরাজয়ে চতুষ্পার্শস্থ মুশরিক গোত্র, ইয়াহুদী প্রতিবেশী ও ঘরের মুনাফিকদের সাহস খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মুসলমানগণ চতুর্দিক হতে কঠিন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় আল্লাহতা'আলা একদিকে অত্যন্ত তেজপূর্ণ ভাষণের সাহায্যে মুসলমানদেরকে প্রতিরোধ কার্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন অপর দিকে যুদ্ধাবস্থায় কাজ করার জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন জরুরী উপদেশ দান করেন। মদীনায় মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেরা সকল প্রকার বিভীষিকাপূর্ণ খবরা-খরব প্রচার করে চরম হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। আদেশ করা হয়েছিল যে, এই ধরণের প্রত্যেকটি খবরকেই সর্ব প্রথম দায়িত্বশীল লোক পর্যন্ত পৌছাতে হবে এবং তিনি যতক্ষণ কোন খবরের সত্যাসত্য যাচাই করে না নেবেন ততক্ষণ যেন কোন খবরই প্রচার না হয়।

এই মুসলমানদের বারবার বিভিন্ন প্রকার সামরিক মিশনে ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ যুদ্ধে গমন করতে হত এবং প্রায়শঃ এমন সব এলাকা অতিক্রম করতে হত যেখানে পানি পাওয়া যেত না। এজন্য তখন অনুমতি দেওয়া হল যে, পানি পাওয়া না গেলে গোশল ও অজু উভয়েরই পরিবর্তে তায়াম্মুম করা যেতে পারে। উপরুন্ত এরূপ পরিস্থিতিতে নামায সংক্ষেপ করারও অনুমতি দেয়া হল এবং বিপদ ঘনীভূত সময়ে-ভয়-কালীন নামায পড়ার নিয়ম-পদ্ধতিও বলে দেয়া হল। আরবের বিভিন্ন এলাকায় যে সব মুসলমান কাফের-গোত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন-যাপন করছিল এবং অনেকে যুদ্ধের আওতায় পড়ে জীবন দান করতে বাধ্য হ'ত তাদের ব্যাপারটি মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত জটিল ও মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিল। এ সম্পর্কে ইসলামী জামায়াতকে একদিকে বিস্তারিত উপদেশ দান করা হল, অপরদিকে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ও কাফের পরিবেষ্টিত মুসলমানদেরকে হিজরত করে দারুল ইসলামে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হল।

ইয়াহুদীদের মধ্যে বনী নজীর গোত্রের আচরণ বিশেষ ভাবে শত্রুতামূলক ছিল। তারা সম্পাদিত চুক্তি সমূহ প্রাকশ্যভাবে ভংগকরে ইসলামের দুশমনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিল। অপর দিকে মদীনায় স্বয়ং নবী করীম(সঃ) এবং তার জামাআতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার কাজে ব্যস্ত হয়েছিল। তাদের এরূপ আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়। এর অব্যবহিত পর মদীনা হতে তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়।

মুনাফিকদের বিভিন্ন উপদলের কর্মনীতি বিভিন্ন ধরনের ছিল। ফলে কোন ধরনের মুনাফিকদের সংগে কোন ধরণের আচরণ করা উচিত তা ঠিক করা মুসলমানদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাড়ায়। এজন্য এই সকল শ্রেণীর মুনাফিকদের আলাদা আলাদা উল্লেখ করে তাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ চুক্তি-সম্পন্ন গোত্র সমূহের সাথে মুসলমানদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তাও বিস্তারিত রূপে বলে দেয়া হয়েছে।

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল মুসলমানদের চরিত্র নির্মল হওয়া। কেননা এই সাংঘাতিক ধরণের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে একমাত্র উন্নত ও নির্মল চরিত্রের সাহায্যেই জয়লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এজন্যে মুসলমানদের উন্নত ধরনের চরিত্র শিক্ষাদান করা হয় এবং তাদের সামাজ-জামা'আতে যে দুর্বলতাই দেখা গিয়েছে তারই উপর আপত্তি জানানো হয়েছে।

আদর্শ প্রচার ও আদর্শ গ্রহণের আহ্বান জানানোর দিকটিও এই সূরায় পরিত্যক্ত হয়নি। জাহেলী আদর্শ, সভ্যতা ও তমদ্দুনের বিপক্ষে ইসলাম যে ধরনের নৈতিক চরিত্র ও তমদ্দুনিক সংশোধনের দিকে গোটা দুনিয়াকে আহ্বান জানাচ্ছিল তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা ছাড়াও ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুশরিক এই তিন শ্রেণীর লোকদের ভ্রান্ত ধার্মিকতা ও ধর্মীয় ধারণা এবং ভুল চরিত্র ও ভ্রান্তিপূর্ণ কাজ-কর্মের সমালোচনা করে তাদেরকে এই সূরায় একমাত্র সত্য দ্বীন ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

اٰيَاتُهَا ۱۷۶ (٤) سُوْرَةُ النِّسَآءِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ۲۴

চব্বিশ তার রুকু (সংখ্যা) মাদানী আন-নিসা সূরা (৪) একশত ছিহাত্তর তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ

হে | মানবজাতি | তোমরা ভয় কর | তোমাদের রবকে | যিনি | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | থেকে

نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا

প্রাণ | একটি (অর্থাৎ আদম (আঃ)) | ও | তিনি সৃষ্টি করেছেন | তার থেকে | তার জুড়ি (অর্থাৎ হাওয়া) | ও | ছড়িয়ে দিয়েছেন | তাদের দুজন থেকে

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ

পুরুষ লোক | অনেক | ও | স্ত্রীলোক (অনেক) | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | সেই (সত্ত্বার) | তোমরা পরস্পরে (হক) দাবী কর

بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ①

যার (দোহাই)দিয়ে | আর | আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে সতর্ক থাক | নিশ্চয় | আল্লাহ | আছেন | তোমাদের উপর | দৃষ্টিবান

وَ اٰتُوا الْيَتٰمٰۤى اَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ

এবং | তোমরা (ফেরত) দাও | য়াতীমদেরকে | তাদের মাল সম্পদ সমূহ | এবং | না | তোমরা বদল করো | খারাব (মালকে)

بِالطَّيِّبِ ۪

পরিবর্তে | ভাল (মালের)

রুকু-১

১. হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতেই তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট হতে নিজের নিজের হক দাবী কর। এবং আত্মীয়সূত্র ও নিকটত্বের সম্পর্ক বিনষ্ট করা হতে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখছেন।

২. ইয়াতীমদের মাল-সম্পত্তি তাদের নিকট ফিরিয়ে দাও, ভাল মাল খারাব মালের সাথে বদল করো না

وَ	لَا	تَأْكُلُوٓا	اَمْوَالَهُمْ	اِلٰٓى	اَمْوَالِكُمْ ط
এবং	না	তোমরা খেয়ো	তাদের মাল সমুহকে	সাথে (মিশিয়ে)	তোমাদের মালসমূহের

اِنَّهٗ	كَانَ	حُوْبًا	كَبِيْرًا ②	وَ	اِنْ	خِفْتُمْ	اَلَّا	تُقْسِطُوْا
তা নিশ্চয়ই	হলো	গুনাহর (কাজ)	বড়ই	এবং	যদি	তোমরা ভয় কর	যে না	তোমরা সুবিচার করতে পারবে

فِى	الْيَتٰمٰى	فَانْكِحُوْا	مَا	طَابَ	لَكُمْ	مِّنَ	النِّسَآءِ	مَثْنٰى
প্রতি	য়াতীমদের	তোমরা বিয়েতবে কর	যা	পছন্দনীয়	তোমাদের জন্য	মধ্যহতে	(অন্য স্বাধীনা) নারীদের	দুই

وَ	ثُلٰثَ	وَ	رُبٰعَ ج	فَاِنْ	خِفْتُمْ	اَلَّا	تَعْدِلُوْا	فَوَاحِدَةً
বা	তিন	বা	চারটা (পর্যন্ত)	কিন্তু যদি	তোমরা ভয় কর	না যে	তোমরা ইনসাফ করতে পারবে	একজনকে তবে (বিয়ে করবে)

এবং তাদের মাল তোমাদের মালের সাথে মিলিয়ে হজম করে ফেলো না। এ অত্যন্ত বড় গুনাহ।

৩. তোমরা যদি ইয়াতীমদের প্রতি অবিচার করাকে ভয় কর তবে যে সব স্ত্রীলোক তোমাদের পছন্দ হয়, তন্মধ্য হতে দুই দুই, তিন তিন, চার চার, জনকে বিয়ে করে নাও[১]। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের সাথে 'ইনসাফ' করতে পারবে না তাহলে একজন স্ত্রীই গ্রহণ কর[২];

১. একথা লক্ষ্য করার বিষয় যে, একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য এ আয়াত নাযিল হয়নি। কারণ এ আয়াত নাযিল হবার পূর্ব থেকেই তা' বৈধ ছিল এবং রসুলে করীমের (সাঃ) ও সে সময়ে একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। আসলে যুদ্ধে শহীদদের এতিম সন্তান-সন্ততির সমস্যা সমাধানের জন্য এই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, যদি তোমরা এমনিতেই এতিমদের হক আদায় করতে না পারো; তবে তোমরা সেই স্ত্রীলোকদের বিবাহ কর যাদের কাছে এতিম সন্তান-সন্ততি রয়েছে।

২. সমস্ত ফিকাহ্‌বিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, এই আয়াতের দ্বারা স্ত্রীদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একসংগে চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই আয়াত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয় বিচার-ইনসাফের শর্তে। যে ব্যক্তি এই ইনসাফের শর্ত পূর্ণ করে না অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে সে আল্লাহতা'আলার সংগে ধোকাবাজির অপরাধ করে। যে বা যেসব স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ হয় না ইসলামী রাষ্ট্রের আদালতের তাদের অভিযোগ শ্রবণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। পাশ্চাত্য মতবাদ ও ধারণার দ্বারা বিজিত ও বিব্রত হ'য়ে কোন কোন ব্যক্তি একথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে, কুরআনের আসল লক্ষ্য হচ্ছে বহু-বিবাহ প্রথা বন্ধ করা- যা ইউরোপীয় দৃষ্টিতে মূলতঃই খারাপ। কিন্তু এই ধরণের কথা মূলতঃ নিছক মানসিক গোলামিরই পরিণতি। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মূলতঃ খারাপ হওয়ার কথাটাই গ্রহণ-যোগ্য নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও নৈতিক প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় এটা বৈধ ঘোষণা করেছে এবং ইশারা-ইংগিতেও এর দোষ বর্ণনায় কুরআন এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেনি যার দ্বারা জানা যেতে পারে যে কুরআন বস্তুতঃ এ জিনিস বন্ধ করতে চায়।

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣ وَ

অথবা (বিয়েকর) — যা — মালিক হয়েছে — তোমাদের ডানহাত (অর্থাৎদাসী) — এটা — (সম্ভাবনার) নিকটবর্তী — যে না — তোমরা অবিচার করবে — এবং

آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ

তোমরা দাও — নারীদেরকে — তাদের মোহরগুলো — স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে — যদি অতঃপর — তারা ছেড়ে দেয় — তোমাদের জন্য

عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۝٤ وَلَا تُؤْتُوا

কোন কিছু — তা থেকে — নিজেই — তোমরা খাও তবে তা — স্বানন্দে — তৃপ্তিসহ — এবং — না — তোমরা দিও

السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

অবোধদেরকে — তোমাদের সম্পদগুলোকে — যা — বানিয়েছেন — আল্লাহ — তোমাদের জন্যে — (জীবিকা) প্রতিষ্ঠার (জন্যে)

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

এবং — তোমরা খাওয়াও তাদেরকে — তা থেকে — ও — তোমরা পরাও তাদেরকে — এবং — তোমরা বল — তাদেরকে — কথা

مَعْرُوفًا ۝٥ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

উত্তম — এবং — তোমরা পরীক্ষা কর — ইয়াতীমদেরকে — পর্যন্ত — যতক্ষণ — তারা পৌঁছে — বিবাহ (বয়সে)

কিংবা সেই সব মেয়েলোকদেরকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নাও যারা তোমাদের মালিকানা ভুক্ত হয়েছে;[৩] অবিচার হতে বাঁচার জন্যে এই অধিকতর সঠিক কাজ।

৪. এবং স্ত্রীদের 'মোহরাণা' মনের সন্তোষের সাথে (ফরয মনে করে) আদায় কর। অবশ্য তারা নিজেরা যদি নিজেদের খুশীতে 'মোহরানার' কোন অংশ মাফ করে দেয় তবে তা তোমরা সানন্দে খেতে (গ্রহণ করতে) পার।

৫. এবং তোমাদের সেইসব ধন-সম্পদ যা আল্লাহতা'আলা তোমাদের জন্যে জীবনে প্রতিষ্ঠার উপকরণ স্বরূপ বানিয়েছেন তা অজ্ঞ লোকদের আয়ত্তে ছেড়ে দিওনা। অবশ্য তাদের খাওয়া ও পরার জন্যে ব্যবস্থা কর এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও।

৬. এবং ইয়াতীমদের পরীক্ষা করতে থাক, যতক্ষণ না তারা বিয়ের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে[৪]।

৩. এর অর্থ ক্রীতদাসী। অর্থাৎ যেসব স্ত্রীলোক যুদ্ধবন্দী হয়ে এসেছে এবং যুদ্ধবন্দী বিনিময় না-হবার কারণে যাদেরকে হুকুমতের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়েছে।

৪. অর্থাৎ যখন তারা বয়সে সাবালক হতে চলেছে তখন লক্ষ্য করতে থাকো-তাদের জ্ঞানবুদ্ধি কতটা বিকাশ লাভ করছে এবং তাদের নিজেদের কাজকর্ম নিজেদের দায়িত্বে চালাবার কতটা যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ج

অতঃপর যদি | তোমরা দেখ | তাদের মধ্যে | বিচারের জ্ঞান | তখন তোমরা অর্পণ কর | তাদের কাছে | তাদের ধন মাল

وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ط وَمَنْ كَانَ

এবং | না | তোমরা তা খেয়ো | সীমালংঘন করে | ও | তাড়াতাড়ি করে | যে | তারা বড় হয়ে যাবে | আর | যে (পৃষ্ঠপোষক) | হবে

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ج وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ

অভাব মুক্ত | সে ক্ষেত্রে সে নিবৃত্ত থাকবে (তার মাল খাওয়া হতে) | আর | যে | হবে | অভাবী | সে খাবে সেক্ষেত্রে

بِالْمَعْرُوْفِ ط فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

ন্যায় সঙ্গতভাবে | যখন তবে | তোমরা সমর্পণ কর | তাদের কাছে | তাদের সম্পদ সমূহ

فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦ لِلرِّجَالِ

তখন তোমরা সাক্ষী রাখ | তাদের উপর | এবং | যথেষ্ট | আল্লাহই | হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে | পুরুষদের জন্যে

نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ص

অংশ | তাহতে যা | ছেড়ে গেছে (সম্পত্তি) | পিতা-মাতা | ও | আত্মীয়-স্বজনরা

অতঃপর তোমরা যদি তাদের মধ্যে যোগ্যতা দেখতে পাও তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরই হাতে তুলে দাও। এই ভয়ে যে, তারা বড় হয়ে নিজেদের অধিকার ফিরিয়ে নেবে –ইনসাফের সীমা লংঘন করে তাদের মাল জলদি জলদি খেয়ে ফেলোনা। ইয়াতীমের যে পৃষ্ঠপোষক সচ্ছল অবস্থার লোক হবে, সে যেন পরহেযগারী অবলম্বন করে, আর যে হবে গরীব সে যেন প্রচলিত সঠিক পন্থায় তা গ্রহণ করে[৫]। অতঃপর তাদের মাল-সম্পদ যখন তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তার সাক্ষী বানিয়ো। বস্তুতঃ হিসেব গ্রহণের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৭. পুরুষদের জন্যে সেই মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছে।

---

৫. অর্থাৎ নিজের খেদমতের বিনিময় স্বরূপ এতটুকু গ্রহণ করবে যা' সকল নিরপেক্ষ বিবেচক লোক যুক্তিসংগত মনে করবে। উপরন্তু যা সে গ্রহণ করবে তা গোপনে লুকিয়ে চোরের মত গ্রহণ করবে না বরং প্রকাশ্য ভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করবে ও তার হিসাব রাখবে।

وَ لِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَ الْاَقْرَبُوْنَ

এবং নারীদের জন্যে অংশ তাহতে যা ছেড়ে গেছে (সম্পত্তি) পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন

مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ؕ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا ۞ وَ اِذَا

তা হতে যা কম হ্উক তাহতে বা বেশী হ্উক অংশ নির্ধারিত এবং যখন

حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنُ

উপস্থিত হয় বন্টন (কালে) দূর আত্মীয়-স্বজনরা ও য়াতীমরা ও দরিদ্ররা

فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَ قُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۞

সেক্ষেত্রে তাদের দান কর তাহতে এবং তোমরা বল তাদের কথা সদ্ভাবে

এবং স্ত্রীলোকদের জন্যেও সেই মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে যা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনগণ রেখে যায়, তা অল্প হোক আর বেশী হোক৬; এবং এই অংশ (আল্লাহর তরফ হতে) নির্ধারিত।

৮. আর মীরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে তখন সে মাল হতে তাদেরকেও কিছু দান কর। এবং তাদের সংগে ভাল মানুষের ন্যায় কথা বল।

---

৬. এই আয়াতে সুস্পষ্টরূপে পাঁচটি কানুনী নির্দেশ দান করা হয়েছেঃ প্রথমতঃ উত্তরাধিকার শুধুমাত্র পুরুষের হক নয়। স্ত্রীলোকদেরও এর মধ্যে হক আছে। দ্বিতীয়তঃ মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে তা' পরিমাণে যতই কম হোক না কেন তৃতীয়তঃ, এই আয়াতে মৃতের পরিত্যক্ত সমগ্র সম্পদকে বন্টনযোগ্য ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে- তা সে সম্পদ স্থাবর হোক বা অস্থাবর হোক, আবাদী হোক বা অনাবাদী হোক, পৈত্রিক হোক বা অপৈত্রিক হোক-বন্টনযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে এর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। চতুর্থতঃ এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, মৃতের জীবিত কালে তার সম্পদ-সম্পত্তিতে কারো কোন উত্তরাধিকার হক উদ্ভূত হয় না। উত্তরাধিকারের হক মাত্র তখনই উৎপন্ন হয় যখন মৃতব্যক্তি কোন সম্পদ ত্যাগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পঞ্চমতঃ এই আয়াত থেকে এ নিয়মও পাওয়া যায় যে, নিকটতর আত্মীয়ের বর্তমানে দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মীরাস পাবে না। এ নিয়মের বিশদ বিবরণ পরে ১১ নং আয়াতের শেষাংশে ও ৩৩ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে।

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا

এবং ভয় করুক | তারা | ছেড়ে যায় যদি | তাদের পিছনে | সন্তান | অসহায় অবস্থায়

خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

তারা ভয় পায় | তাদের জন্যে | তারা অতএব ভয় করে যেন | আল্লাহকে | এবং | তারা যেন বলে | কথা | সঠিক

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا إِنَّمَا

নিশ্চয়ই | যারা | খায় | মালসমূহ | য়াতীমদের | অন্যায়ভাবে | মূলতঃ

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

তারা খায় | মধ্যে | তাদের পেটগুলোর | আগুন | এবং | জ্বলবে | আগুনে

يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ

তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন | আল্লাহ | সম্বন্ধে | তোমাদেরসন্তানদের | এক পুত্রের জন্য | বরাবর | অংশ | দুই কন্যার

---

৯. লোকদের এ কথা চিন্তা করে ভয় করা উচিত যে, তারা নিজেরা যদি অসহায় সন্তান রেখে দুনিয়া হতে চলে যায় তবে মৃত্যুর সময় তাদের নিজেদের সন্তানদের সম্পর্কে কত না আশংকা তাদেরকে কাতর করে ! অতএব আল্লাহকে ভয় করা ও সঠিক কথাবার্তা বলা তাদের কর্তব্য।

১০. যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে হরণ করে, তারা মূলতঃ আগুন দ্বারা নিজেদের পেট বোঝাই করে এবং তারা নিশ্চয়ই জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

রুকু-২

১১. তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে এ বিধান দিচ্ছেনঃ পুরুষের অংশ দুজন মেয়েলোকের সমান হবে[৭],

---

৭. যেহেতু শরীয়ত পারিবারিক জীবনে পুরুষের উপর অধিকতর আর্থিক দায়িত্বভার অর্পণ করেছে এবং বহু আর্থিক দায়িত্ব থেকে স্ত্রীলোকদের মুক্ত রেখেছে সেজন্য বিচারের দাবী হচ্ছে- মীরাসে স্ত্রীলোকের অংশ পুরুষলোকের অংশ অপেক্ষা কম নির্দ্ধারিত করা।

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

যদি অতএব | তারা হয় | কন্যা | উর্দ্ধে | দুইএর | তবে তাদের জন্য | দুই-তৃতীয়াংশ

مَا تَرَكَ ج وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ৮

যা | ছেড়ে গিয়েছে | এবং | যদি | হয় | একজন (কন্যা) | তবে তারজন্যে | অর্ধেক

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

এবং | তার মা বাপের জন্যে | প্রত্যেকের জন্যে | দুজনের মধ্য হতে | ষষ্ঠাংশ | তাহতে যা | ছেড়ে গেছে

إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ج فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ

যদি | থাকে | তার জন্যে | ছেলে সন্তান | অতঃপর যদি | না | থাকে | তার জন্যে | ছেলে সন্তান | ও | তার উত্তরাধিকারী

أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ج

তারমা-বাপ | তবে তার মার জন্যে | এক তৃতীয়াংশ

(মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী) যদি দু'জনের অধিক কন্যা হয়, তবে তাদেরকে ত্যাক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ দেয়া হবে[৮], আর একজন কন্যা হলে সে ত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকেই সম্পত্তির ষষ্ঠ অংশ পাবে[৯]। আর মৃত ব্যক্তি যদি নিঃসন্তান হয় এবং বাপ মা-ই তার উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা-কে দেয়া হবে তিন ভাগের একভাগ[১০]।

---

৮. দুই কন্যার ক্ষেত্রেও এই একই নির্দেশ। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির কোন পুত্রসন্তান উত্তরাধিকারী না থাকে, তার শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই থাকে তবে কন্যাসন্তান সংখ্যায় দু'জন হোক বা দুই এর অধিক হোক, উভয় অবস্থাতেই তার সমগ্র পরিত্যাক্ত সম্পদের $\frac{২}{৩}$ অংশ উক্ত কন্যা-সন্তানদের মধ্যে বন্টিত হবে; এবং অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির যদি মাত্র একটি পুত্র সন্তান থাকে, তবে সর্ব সম্মত অভিমত হচ্ছে, অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অবর্তমানে সে সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে; এবং অন্যান্য উত্তরাধিকারী যদি বর্তমান থাকে তবে তাদের নির্দিষ্ট অংশ দানের পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি সেই পুত্র পাবে।

৯. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি থাকলে তার মাতা-পিতা প্রত্যেকেই ত্যাক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ ভাগ হকদার হবে। এক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারী মাত্র কন্যা সন্তান বা পুত্র, বা পুত্র-কন্যা উভয়ই থাকুক কিংবা মাত্র এক পুত্র বা এক কন্যা থাকুক এসব অবস্থাতে একই বিধি। অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা পাবে।

১০. মাতা-পিতা ছাড়া যদি অন্য কোন ওয়ারিশ না থাকে তবে অবশিষ্ট $\frac{২}{৩}$ অংশ পিতা পাবে। অন্যথায় $\frac{২}{৩}$ অংশে পিতা ও অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা শরীক হবে।

فَاِنْ	كَانَ	لَهٗ	اِخْوَةٌ	فَلِاُمِّهِ	السُّدُسُ
অতঃপর যদি	হয়	তার জন্যে	ভাইবোন	তারমার জন্যে তবে	এক ষষ্ঠাংশ

مِنْۢ بَعْدِ	وَصِيَّةٍ	يُّوْصِيْ	بِهَآ	اَوْ	دَيْنٍ ط
পরে	অসীয়ত (পূর্ণকরার)	সে ওসীয়ত করেছে (যা)	এসম্পর্কে	বা	ঋণ (পরিশোধের)

اٰبَآؤُكُمْ	وَ	اَبْنَآؤُكُمْ ۚ	لَا	تَدْرُوْنَ	اَيُّهُمْ	اَقْرَبُ	لَكُمْ
তোমাদের মা বাপ	বা	তোমাদেরসন্তানসন্ততি	না	তোমরা জান	তাদের মধ্যে কে	নিকটতর	তোমাদের জন্যে

نَفْعًا ط	فَرِيْضَةً	مِّنَ	اللّٰهِ ط	اِنَّ	اللّٰهَ	كَانَ	عَلِيْمًا
উপকারে	নির্দিষ্ট	পক্ষহতে	আল্লাহ	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	হলেন	সর্বজ্ঞ

حَكِيْمًا ⑪
প্রজ্ঞাময়

আর মৃতের যদি ভাই-বোন থাকে তবে মা ষষ্ঠ ভাগের হকদার হবে[১১]। এসব অংশ বন্টন করে দেয়াহবে তখন যখন মৃতের অসীয়াত –যা সে মরার পূর্বে করেছে– পূর্ণ করা হবে, এবং তার যে সমস্ত ঋণ রয়েছে তা আদায় করা হবে[১২]। তোমরা জাননা তোমাদের মা-বাপ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে অধিক নিকটবর্তী। এই সব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিত রূপেই সমস্ত তত্ব ও নিগুঢ় সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং সমস্ত কল্যাণ ও মংগলময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত।

---

১১. ভাই-ভগ্নির বর্তমানে মায়ের অংশ $\frac{১}{৩}$ এর স্থলে $\frac{১}{৬}$ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই ভাবে মায়ের অংশ থেকে যে $\frac{১}{৬}$ অংশ গ্রহণ করা হল তা বাপের অংশে দেয়া হবে, কেননা সে অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। একথা জানা দরকার যে মৃতের মাতা-পিতা জীবিত থাকলে তার ভাই-ভগ্নীদের কোন অংশ বর্তাবে না।

১২. যদিও অসীয়াতের উল্লেখ ঋণের উল্লেখের পূর্বে করা হয়েছে, কিন্তু উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে ঋণ অসীয়াত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি মৃতের দায়িত্বে কোন ঋণ থাকে তবে সকলের আগে মৃতের ত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে, তারপর অসীয়াত পালন করা হবে; এর পরে উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে।
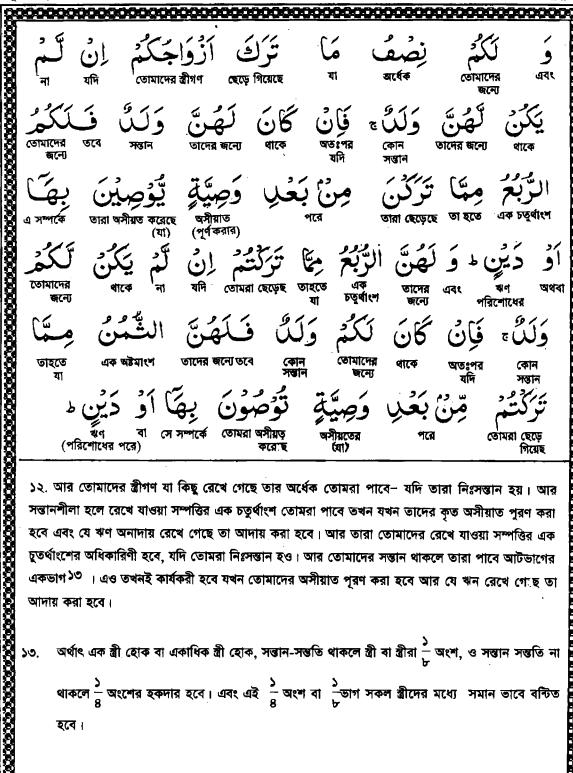
১২. আর তোমাদের স্ত্রীগণ যা কিছু রেখে গেছে তার অর্ধেক তোমরা পাবে– যদি তারা নিঃসন্তান হয়। আর সন্তানশীলা হলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ তোমরা পাবে তখন যখন তাদের কৃত অসীয়াত পূরণ করা হবে এবং যে ঋণ অনাদায় রেখে গেছে তা আদায় করা হবে। আর তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক চুতর্থাংশের অধিকারিণী হবে, যদি তোমরা নিঃসন্তান হও। আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে আটভাগের একভাগ[১৩]। এও তখনই কার্যকরী হবে যখন তোমাদের অসীয়াত পূরণ করা হবে আর যে ঋন রেখে গেছ তা আদায় করা হবে।

১৩. অর্থাৎ এক স্ত্রী হোক বা একাধিক স্ত্রী হোক, সন্তান-সন্ততি থাকলে স্ত্রী বা স্ত্রীরা $\frac{১}{৮}$ অংশ, ও সন্তান সন্ততি না থাকলে $\frac{১}{৪}$ অংশের হকদার হবে। এবং এই $\frac{১}{৪}$ অংশ বা $\frac{১}{৮}$ভাগ সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমান ভাবে বন্টিত হবে।

وَ	اِنْ	كَانَ	رَجُلٌ	يُّوْرَثُ	كَلٰلَةً	اَوِ	امْرَاَةٌ	وَّ	لَهٗٓ	اَخٌ
এবং	যদি	হয়	কোন পুরুষ (যার)	মিরাশ বন্টন করা হবে	পিতামাতা ও সন্তানহীন	অথবা	মহিলা (পিতা-মাতাও সন্তানহীন)	এবং	তার থাকে	এক ভাই (বৈপিত্রেয়)

اَوْ	اُخْتٌ	فَ	لِكُلِّ وَاحِدٍ	مِّنْهُمَا	السُّدُسُ ۚ	فَاِنْ	كَانُوْٓا
অথবা	একবোন (বৈপিত্রেয়)	তবে	প্রত্যেকের জন্যে	তাদের দুজনের (মধ্যকার)	এক ষষ্ঠাংশ (পাবে)	যদি অতঃপর	তারা হয়

اَكْثَرَ	مِنْ	ذٰلِكَ	فَهُمْ	شُرَكَآءُ	فِى	الثُّلُثِ	مِنْۢ بَعْدِ
অধিক	থেকে	এর	তারা তবে	(সমান হবে) অংশীদার	মধ্যে	এক তৃতীয়াংশের	পরে

وَصِيَّةٍ	يُّوْصٰى	بِهَآ	اَوْ	دَيْنٍ ۙ	غَيْرَ	مُضَآرٍّ ۚ	وَصِيَّةً
অসীয়তের	(যা) অসীয়ত করেছে	তা সম্পর্কে	অথবা	ঋণ (পরিশোধের পরে)	ব্যতীত	(কাউকে) ক্ষতি করা	এনির্দেশ

مِّنَ	اللّٰهِ ؕ	وَ	اللّٰهُ	عَلِيْمٌ	حَلِيْمٌ ﴿١٢﴾	تِلْكَ	حُدُوْدُ	اللّٰهِ ؕ
পক্ষহতে	আল্লাহর	এবং	আল্লাহ	সর্বজ্ঞ	সহনশীল	এইসব	সীমাসমূহ	আল্লাহর

সেই পুরুষ কিংবা স্ত্রী (যার মীরাস বন্টন করা হবে) যদি নিঃসন্তান হয় এবং তার মা-বাপও যদি জীবিত না থাকে, কিন্তু তার এক ভাই কিংবা এক বোন যদি জীবিত থাকে তবে ভাই-বোনদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি ভাই-বোন দু'জনের অধিক হয় তবে সমস্ত ত্যাক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশে তারা সকলেই শরীক হবে[১৪], যখন অসীয়াত পূরণ করা হবে ও ঋণ যা মৃত ব্যক্তি অনাদায় রেখে গেছে– আদায় করা হবে; অবশ্য শর্ত এই যে, তা যেন ক্ষতিকর[১৫] না হয়। বস্তুতঃ এ আল্লাহতা''আলারই নির্দেশ এবং আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী ও পরম ধৈর্যশীল।

১৩. এসব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা।

---

১৪. এ আয়াত সম্পর্কে সমস্ত তফসীরকার একমত যে, এখানে ভাই ও বোন বলতে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সংগে যাদের মাত্র মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্ক এবং পিতা তাদের ভিন্ন। কিন্তু আপন ভাই-বোন, ও বৈমাত্রেয় ভাই-বোন যারা বাপের দিক দিয়ে মৃতের সংগে সম্পর্ক যুক্ত এবং মা যাদের ভিন্ন তাদের সম্পর্কে বিধান এই সূরার শেষ আয়াতে দান করা হয়েছে।

১৫. অসীয়াত দ্বারা ক্ষতি সাধনের অর্থ এরূপ ভাবে অসীয়াত করা যাতে হকদার আত্মীয়েদের হক মারা যায়; এবং কার্যের ব্যাপারে ক্ষতি সাধন হচ্ছে- মাত্র হক দারদের বঞ্চিত করার জন্য নিজের উপর এরূপ ঋণের কথা বলা যা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ করা হয়নি, বা এরূপ অন্যকোন অপকৌশল অবলম্বন করা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে হকদার উত্তরাধিকারীদের তাদের হক থেকে বঞ্চিত করা।

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ

এবং | যে | আনুগত্য করবে | আল্লাহর | ও | তাঁর রসূলের | তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন | জান্নাতে | প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿۱۳﴾

তার পাদদেশে | ঝর্ণাধারা | তারা স্থায়ী হবে | তার মধ্যে | এবং | এটাই | সাফল্য | বিরাট

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ

এবং | যে | অবাধ্য হবে | আল্লাহর | ও | তাঁর রসূলের | এবং | লংঘন করবে | সীমাসমূহের | তাঁর

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ۠ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۴﴾

তাকে তিনি প্রবেশ করাবেন | (জাহান্নামের) আগুনে | সে স্থায়ীহবে | তার মধ্যে | এবং | তার জন্যে (রয়েছে) | শাস্তি | অপমানকর

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا

এবং | যে সব মহিলা | লিপ্ত হয় | ব্যভিচারে | মধ্যে হতে | তোমাদেরনারীদের | তবে | তোমরা সাক্ষী চাও

عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ

তাদের উপর | চার (জনের) | তোমাদের মধ্য থেকে | যদি অতঃপর | তারা সাক্ষী দেয় | তোমরা আবদ্ধকর তবে | তাদেরকে

فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ

মধ্যে | (তাদের) ঘরগুলোর | যতক্ষণনা | তাদের উঠিয়ে নেয় | মৃত্যু | অথবা | করেদেন | আল্লাহ

لَهُنَّ سَبِيْلًا ﴿۱۵﴾

তাদেরজন্যে | কোন পথ

যে লোক আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তাকে আল্লাহ এমন বাগীচার মধ্যে দাখিল করাবেন যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগীচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে বিরাট সাফল্য।

১৪. পক্ষান্তরে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহকে লংঘন করবে তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে সব সময় থাকবে , আর এ তার জন্যে অপমানকর শাস্তি বিশেষ।

রুকু-৩

১৫. তোমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে যারাই ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, তাদের সম্পর্কে তোমাদের নিজেদের মধ্যে হতে চারজন সাক্ষী গ্রহণ কর। এই চারজন লোক যদি সাক্ষ্য দান করে তবে তাদেরকে (স্ত্রীলোক) ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখ- যতদিন না তাদের মৃত্যু হয়, অথবা আল্লাহ নিজেই তাদের জন্যে কোন পথ বের করে দেন।

وَ (এবং) الَّذٰنِ (যে দুজন) يَاْتِيٰنِهَا (তাতে লিপ্ত হবে) مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যহতে) فَاٰذُوْهُمَا ۚ (তাদের দু'জনকে অতঃপর শাস্তি দাও) فَاِنْ (অতঃপর যদি)

تَابَا (দু'জনে তওবা করে) وَ (ও) اَصْلَحَا (দুজনে সংশোধন হয়) فَاَعْرِضُوْا (তবে তোমরা উপেক্ষা কর) عَنْهُمَا ۗ (তাদের দুজনকে (অর্থাৎ মাফ করে দাও)) اِنَّ (নিশ্চয়ই) اللّٰهَ (আল্লাহ)

كَانَ (হলেন) تَوَّابًا (বড়ই ক্ষমাশীল) رَّحِيْمًا ⑯ (মেহেরবান) اِنَّمَا (মূলতঃ) التَّوْبَةُ (তওবা) عَلَى (কাছে) اللّٰهِ (আল্লাহর) لِلَّذِيْنَ ((তাদের) জন্যে যারা)

يَعْمَلُوْنَ (কাজ করে) السُّوْٓءَ (মন্দ) بِجَهَالَةٍ (অজ্ঞতার কারণে) ثُمَّ (এরপর) يَتُوْبُوْنَ (তারা তওবা করে) مِنْ قَرِيْبٍ (অবিলম্বে)

فَاُولٰٓئِكَ (ঐসব লোকঅতঃপর) يَتُوْبُ (ক্ষমাশীল হন) اللّٰهُ (আল্লাহ) عَلَيْهِمْ ۗ (তাদের উপর) وَ (এবং) كَانَ (হলেন) اللّٰهُ (আল্লাহ)

عَلِيْمًا (সর্বজ্ঞ) حَكِيْمًا ⑰ (প্রজ্ঞাময়) وَ (এবং) لَيْسَتِ (নয়) التَّوْبَةُ (তওবা) لِلَّذِيْنَ ((তাদের) জন্যে যারা) يَعْمَلُوْنَ (কাজ করে)

السَّيِّاٰتِ ۚ (পাপের)

১৬. আর তোমাদের মধ্যে হতে যারা এই কায করবে সেই দুইজনকেই শাস্তি দাও। অতঃপর তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তবে তাদেরকে নিষ্কৃতি দাও। কেননা আল্লাহ মহান তওবা গ্রহণকারী ও অনুগ্রহ দানকারী[১৬]।

১৭. জেনে রেখ, তাদেরই তওবা আল্লাহর নিকট গৃহীত হবার অধিকার লাভ করতে পারে যারা অজ্ঞতার কারণে কোন অন্যায় কায করে বসে এবং তার পর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ পুনরায় অনুগ্রহের দৃষ্টি ফিরিয়ে থাকেন। আল্লাহ সব বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান।

১৮. কিন্তু তাদের জন্যে তওবার কোন অবকাশ নেই যারা অব্যহতভাবে পাপকায করতেই থাকে।

১৬. এ হচ্ছে ব্যাভিচার সম্পর্কীয় প্রাথমিক নির্দেশ। পরে সূরা নূরের আয়াত নাযিল হয়। তাতে পুরুষও স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান দেয়া হয়- প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত।

আরবী	অর্থ
حَتّٰٓى	এমনকি
اِذَا	যখন
حَضَرَ	উপস্থিত হয়
اَحَدَ	কারও
هُمُ	তাদের
الْمَوْتُ	মৃত্যু
قَالَ	সেবলে
اِنِّىْ	আমি নিশ্চয়ই
تُبْتُ	তওবা করছি
الْـٰٔنَ	এখন
وَ	এবং
لَا	নয়
الَّذِيْنَ	(তাদের জন্যেও) যারা
يَمُوْتُوْنَ	মারা যায়
وَ هُمْ	তারা এঅবস্থায় যে
كُفَّارٌ ط	কাফের
اُولٰٓئِكَ	ঐ সব লোক
اَعْتَدْنَا	আমরা তৈরী করেরেখেছি
لَهُمْ	তাদের জন্যে
عَذَابًا	আযাব
اَلِيْمًا ⑱	বড় যন্ত্রণাদায়ক
يٰٓاَيُّهَا	ওহে
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْا	ঈমান এনেছ
لَا	না
يَحِلُّ	বৈধহবে
لَكُمْ	তোমাদের জন্যে
اَنْ	যে
تَرِثُوا	তোমরা উত্তরাধিকারী হবে
النِّسَآءَ	স্ত্রীলোকদের
كَرْهًا ط	জোরপূর্বক
وَ	এবং
لَا	না
تَعْضُلُوْ	তোমরা বাঁধা দিও (বিবাহ বন্ধন হতে)
هُنَّ	তাদেরকে
لِتَذْهَبُوْا	তোমরা নেয়ার জন্যে
بِبَعْضِ	কিছু অংশ
مَا	যা
اٰتَيْتُمُوْ	তোমরা দিয়েছ
هُنَّ	তাদেরকে.
اِلَّآ	কিন্তু
اَنْ يَّاْتِيْنَ	তারা লিপ্ত হলে
بِفَاحِشَةٍ	ব্যভিচারে
مُّبَيِّنَةٍ ج	প্রকাশ্য (তা হতে বাধা দিও)

এই অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন সে বলে যে, এখন আমি তওবা করলাম। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন তওবা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফেরই থেকে যায়। এই সব লোকের জন্যে আমরা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি।

১৯. হে ঈমানদারগণ, জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই হালাল নয়[১৭] এবং যে 'মোহরাণা' তোমরা তাদের দান করেছ তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কিন্তু তারা যদি সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তবে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে, [১৮])

১৭. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর তার পরিবারের লোকজন তার বিধবাকে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পত্তি মনে করে তার ওলি ও উত্তরাধিকারী হয়ে না বসে। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী হবে স্বাধীন। ইদ্দৎ পালনের পর সে যেখানে ইচ্ছা যেতে ও যার সঙ্গে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারবে।

১৮. মাল হরণ করার জন্য নয় বরং তার বদ-চলনের শাস্তি দান স্বরূপ।

وَ عَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ

এবং | তোমরা জীবন যাপনকর | তাদের নিয়ে | সদ্ভাবে | যদি অতঃপর | তোমরা অপছন্দ কর | তাদেরকে

فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا

হতেপারে তবে | যে | তোমরা অপছন্দ কর | কিন্তু এক জিনিস | রেখেছেন | আল্লাহ | তার মধ্যে | কল্যাণ

كَثِيْرًا ﴿١٩﴾ وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ

অনেক | এবং | যদি | তোমরা ইচ্ছে করে থাক | পরিবর্তন করতে | এক স্ত্রী | জায়গায়

زَوْجٍ ۙ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ

(অন্য) এক স্ত্রীর | এবং | তোমরা দিয়েছ | তাদের কাউকে | অগাধ সম্পদ | না তবুও | তোমরা গ্রহণ করবে | তা থেকে

شَيْئًا ؕ اَ تَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ﴿٢٠﴾ وَ كَيْفَ

কোন কিছু | কি? | তোমরা নেবে তা | দোষারোপ (করে) | পাপ (করে) ও | সুস্পষ্ট | এবং | কিরূপে

تَاْخُذُوْنَهٗ وَ قَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّ

তা তোমরা গ্রহণ করবে | অথচ | নিশ্চয় | স্বাদ নিয়েছ (স্ত্রী মিলনের) | তোমাদের একে | থেকে | অপরের | এবং

اَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

তারা নিয়েছে | তোমাদের থেকে | প্রতিশ্রুতি | দৃঢ়

এবং তাদের সাথে মিলে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তারা যদি তোমাদের মনোমত না হয়, তবে হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।

২০. আর তোমরা যদি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করার ইচ্ছা করেই থাক তবে তাকে এক স্তুপ সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা হতে কিছুই ফিরিয়ে নিবে না। তোমরা কি দোষারোপ করে ও সুস্পষ্ট যুলুম করে তা ফেরত নিবে?

২১. আর মূলতঃ তোমরা তা কিরূপে ফেরত নিতে পার যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্বাদ গ্রহণ করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে?

وَ لَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَآؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا

এবং না তোমরা বিবাহ করো যাদের বিবাহ করেছে তোমাদেরপিতা (পিতামহ ইত্যাদি) মধ্য হতে স্ত্রীলোকদের কিন্তু যা

قَدْ سَلَفَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّ مَقْتًا ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿۲۲﴾

হয়েছে বিগত (সেটা ধর্তব্য নয়) তা নিশ্চয়ই হল অশ্লীল কাজ ও বড়ই অপছন্দীয় এবং নিকৃষ্ট আচরণ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَ بَنٰتُكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ وَ

নিষিদ্ধ করা হয়েছে(বিবাহ) তোমাদের উপর তোমাদের মাতা দেরকে ও তোমাদেরকন্যাদেরকে ও তোমাদের বোনদেরকে ও

عَمّٰتُكُمْ وَ خٰلٰتُكُمْ وَ بَنٰتُ الْاَخِ وَ بَنٰتُ الْاُخْتِ

তোমাদের ফুফুদেরকে ও তোমাদের খালা দেরকে ও কন্যাদেরকে ভাই-এর ও কন্যাদেরকে বোনের

---
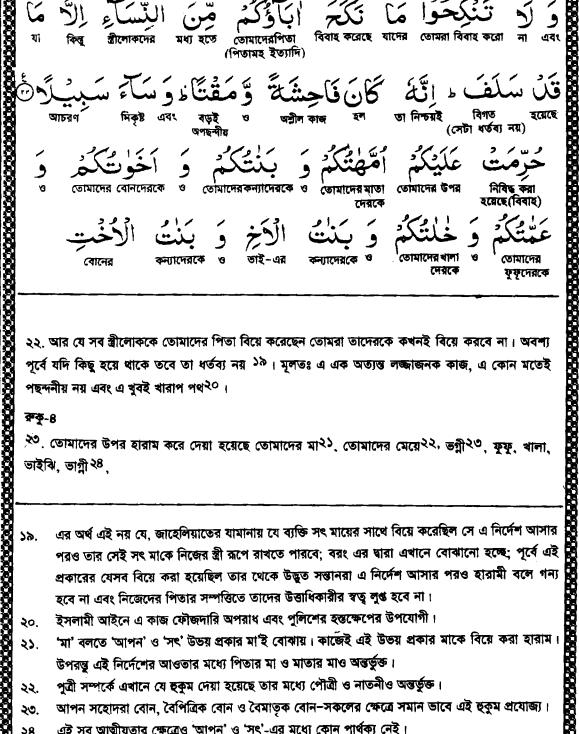
২২. আর যে সব স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতা বিয়ে করেছেন তোমরা তাদেরকে কখনই বিয়ে করবে না। অবশ্য পূর্বে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা ধর্তব্য নয় [১৯]। মূলতঃ এ এক অত্যন্ত লজ্জাজনক কাজ, এ কোন মতেই পছন্দনীয় নয় এবং এ খুবই খারাপ পথ[২০]।

রুকু-৪

২৩. তোমাদের উপর হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের মা[২১], তোমাদের মেয়ে[২২], ভগ্নী[২৩], ফুফু, খালা, ভাইঝি, ভাগ্নী[২৪],

---

১৯. এর অর্থ এই নয় যে, জাহেলিয়াতের যামানায় যে ব্যক্তি সৎ মায়ের সাথে বিয়ে করেছিল সে এ নির্দেশ আসার পরও তার সেই সৎ মাকে নিজের স্ত্রী রূপে রাখতে পারবে; বরং এর দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে; পূর্বে এই প্রকারের যেসব বিয়ে করা হয়েছিল তার থেকে উদ্ভূত সন্তানরা এ নির্দেশ আসার পরও হারামী বলে গন্য হবে না এবং নিজেদের পিতার সম্পত্তিতে তাদের উত্তাধিকারীর স্বত্ব লুপ্ত হবে না।

২০. ইসলামী আইনে এ কাজ ফৌজদারি অপরাধ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের উপযোগী।

২১. 'মা' বলতে 'আপন' ও 'সৎ' উভয় প্রকার মা'ই বোঝায়। কাজেই এই উভয় প্রকার মাকে বিয়ে করা হারাম। উপরন্তু এই নির্দেশের আওতার মধ্যে পিতার মা ও মাতার মাও অন্তর্ভুক্ত।

২২. পুত্রী সম্পর্কে এখানে যে হুকুম দেয়া হয়েছে তার মধ্যে পৌত্রী ও নাতনীও অন্তর্ভুক্ত।

২৩. আপন সহোদরা বোন, বৈপিত্রিক বোন ও বৈমাতৃক বোন-সকলের ক্ষেত্রে সমান ভাবে এই হুকুম প্রযোজ্য।

২৪. এই সব আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও 'আপন' ও 'সৎ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

وَ اُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَ اَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

ও তোমাদের (সেই সব) মাতাদেরকে | যারা | তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন | ও | বোনদের | দুধ পান করান (সম্পর্কিত)

وَ اُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَ رَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ

ও মাতাদেরকে | তোমাদের স্ত্রীদের | ও | তোমাদের স্ব-পত্নীদের কন্যাদেরকে | যারা | মধ্যে | তোমাদের ঘরে (লালিতা-পালিতা)

مِّنْ نِّسَآئِكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا

পক্ষহতে | তোমাদের স্ত্রীদের | যাদের | তোমরা সহবাস করেছ | তাদের সাথে | যদি তবে | নাই | করে থাক

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز وَ حَلَآئِلُ اَبْنَآئِكُمُ

তোমরা সহবাস | তাদের সাথে | নাই তবে | কোন দোষ (তাদের কন্যা) | তোমাদের উপর | এবং (নিষিদ্ধ) | স্ত্রীরা | তোমাদের ছেলেদের

الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ

যারা | হতে | তোমাদের ঔরস

এবং তোমাদের সেইসব মা যারা তোমাদের দুধ খাওয়ায়েছে। আর তোমাদের দুধবোন[২৫], তোমাদের স্ত্রীদের মা, তোমাদের স্ত্রীদের মেয়েরা যারা তোমাদের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে[২৬],- সে সব স্ত্রীর মেয়েরা যাদের সাথে তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যদি (কেবল বিয়ে হয়ে থাকে আর) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত না হয়ে থাকে তা হলে (তাদের পরিবর্তে তাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে করায়) তোমাদের কোন দোষ হবেনা। আর তোমাদের ঔরসজাত[২৭] পুত্রদের স্ত্রীগণ

---

২৫. এ বিষয়েও উম্মতের মধ্যে ঐক্যমত আছে যে, কোন ছেলে বা কোন মেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে থাকলে সেই ছেলেমেয়ের জন্য সেই স্ত্রীলোক মায়ের মত ও তার স্বামী পিতার মত গণ্য হবে। এবং আপন মা ও বাপের সম্পর্কের দিক দিয়ে যে সব আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন হারাম, দুধ-মা ও দুধ বাপের দিক দিয়েও তা হারাম হবে। দুধ-মার মাত্র সেই সন্তানটি যার সঙ্গে দুধপান করা হয়েছে হারাম নয় বরং দুধমার সকল সন্তান-সন্ততি আপন ভাই বোনের মত গণ্য হবে ও তাদের সন্তান-সন্ততি আপন ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নির মত।

২৬. এই ধরণের মেয়েদের বিবাহ করা হারাম হওয়া কেবল সৎ-পিতার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ার শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। উম্মতের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে প্রায় ঐক্যমত বর্তমান যে, সৎ কন্যা সৎ পিতার জন্য সর্বাবস্থায় হারাম, তা সে সৎ কন্যা সৎ পিতার ঘরে লালিত পালিত হোক বা না হোক।

২৭. পুত্রের ন্যায় পৌত্র ও নাতির স্ত্রীও দাদা ও নানার জন্য হারাম।

وَ اَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا

এবং (এওনিষিদ্ধ) যে তোমরাএকত্রিত করবে মাঝে দুই বোনের কিন্তু যা

قَدْ سَلَفَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٣﴾

হয়েছে অতীত (সেটা)কর্তব্য নয়) নিশ্চয় আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল মেহেরবান

وَّ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ج

এবং (বিবাহ নিষিদ্ধ) (অন্যের) বিবাহাধীন নারীদেরকে মধ্যহতে স্ত্রীলোকদের এদ্ব্যতীত যা মালিক হয়েছে তোমাদের ডান হাত (অর্থাৎ যুদ্ধ বন্দিনী)

كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ج وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ

নির্দেশ আল্লাহর তোমাদের উপর এবং হালাল করা হয়েছে তোমাদের জন্য যা (আছে নারী) ব্যতীত এসব

اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ ط

(এশর্তে) যে তোমরাচাইবে তোমাদের ধনমাল দিয়ে বিবাহবন্ধনেআবদ্ধ হবে (হিসেবে) নয় ব্যভিচারী হিসেবে

এবং একই সংগে দুই বোনকে বিয়ে করা তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে[২৮], কিন্তু পূর্বে যা হয়েছে, তাতো হয়েই গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী[২৯]।

২৪. সে সব মেয়েলোকও তোমাদের প্রতি হারাম যারা অন্য কারো বিবাহাধীন রয়েছে; অবশ্য সে সব স্ত্রীলোক এর বাইরে যারা (যুদ্ধে) তোমাদের হস্তগত হবে[৩০]। এ আল্লাহতা'আলারই প্রদত্ত আইন, যা মেনে চলা তোমাদের পক্ষে একান্তই কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে। এতদ্ব্যতীত আর যত মেয়েলোক রয়েছে তাদেরকে নিজেদের মাল-সম্পদের বিনিময়ে হাসিল করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে, যদি বিয়ের দূর্গে তাদেরকে সুরক্ষিত কর এবং স্বাধীন-মুক্ত যৌনস্পৃহা পুরণে উদ্যত না হও।

---

২৮. নবী করীমের (সঃ) নির্দেশ হচ্ছেঃ খালা, ভাগ্নী এবং ফুফি ও ভাইঝিকেও একই সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। এ সম্পর্কে একটি মূলনীতি বুঝে নেয়া প্রয়োজন– এমন দু'জন স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা হারাম যাদের একজন যদি পুরুষ হতো, তাহলে অন্যের সংগে তার বিবাহ হারাম হতো।

২৯. অর্থাৎ এর জন্য শাস্তিদান করা হবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কাফের থাকা অবস্থায় দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করে রেখেছে ইসলাম গ্রহণের পর তাকে একজনকে রেখে অন্যজনকে ত্যাগ করতে হবে।

৩০. অর্থাৎ যে সব স্ত্রী লোক যুদ্ধে বন্দিনী হয়ে আসে, তাদের কাফের স্বামী 'দারুল হরাবে' অর্থাৎ কাফের শত্রুদের দেশে বর্তমান থাকলেও তারা তোমাদের জন্য হারাম নয়। কেননা দারুল হারাব থেকে দারুল ইসলামে আসার পর তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে।
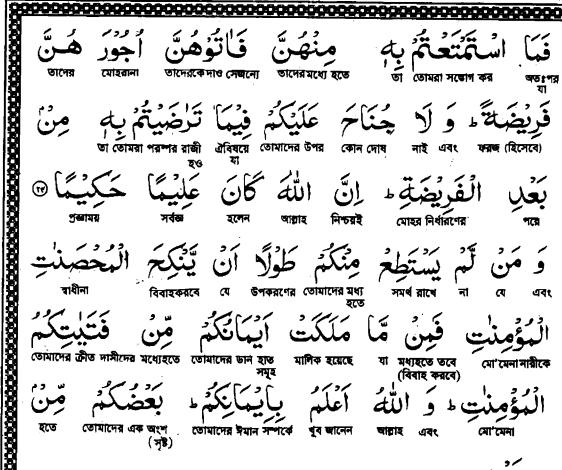
অন্য অংশ
(অর্থাৎতোমরাসমগোত্রভুক্ত)

অতঃপর দাম্পত্য জীবনের যে মধু তোমরা তাদের দ্বারা লাভ কর, তার বিনিময়ে তাদের মোহরাণা ফরয হিসাবে আদায় কর। অবশ্য মোহরাণার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক রেযামন্দীর সাথে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই আল্লাহ সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।

২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বংশীয় মুসলমান মেয়েদের বিয়ে করতে পারে না সে যেন তোমাদের মালিকানা ভুক্ত ক্রীতদাসীদের মধ্যে হতে এমন নারীকে বিয়ে করে যে মু'মিনা হবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমানের অবস্থা খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা সব মূলতঃ একই গোত্রের লোক,

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَ اٰتُوْهُنَّ

তাদেরকে তোমরা বিবাহ কর | অতএব | অনুমতি নিয়ে | তাদের মালিকের | এবং | তাদের তোমরা দাও

اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ

মোহরানা | তাদের | প্রচলিত পন্থায় | (ঐসব দাসীদেরকে যারা) সচ্চরিত্রা | নয় | ব্যভিচারিণী

وَّ لَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ ۚ فَاِذَآ اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَيْنَ

এবং | না | গ্রহণকারিণী | উপ-পতি | অতঃপর | যখন | বিবাহিতা হয় | তখন যদি | লিপ্ত হয়

بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ

ব্যভিচারে | তবে তাদের উপর | অর্ধেক (শাস্তি) | যা (নির্ধারিত) | উপর | স্বাধীনা নারীদের

الْعَذَابِ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ؕ وَ اَنْ

শাস্তি | এটা | (ঐ ব্যক্তির)জন্যে যে | ভয় করে | ব্যভিচারের | তোমাদের মধ্যহতে | এবং | যদি

تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٥﴾ ع

তোমরা সবর কর | উত্তম | তোমাদের জন্যে | এবং | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

অতএব তাদের কর্তৃপক্ষের অনুমতি

নিয়ে তাদের সাথে বিয়ে করে নাও এবং প্রচলিত পন্থায় 'মোহরাণা' আদায় কর, যেন তারা বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হয়ে থাকে এবং স্বাধীন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা ভাবে যৌন লালসা নিবৃত্ত করায় লিপ্ত না হয় ও গোপনে চুরি করে প্রেম করে না বেড়ায়। তারা যখন বিয়ের দুর্গে সুরক্ষিতা হবে তার পর যদি তারা কোন প্রকার ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির মাত্রা বংশীয় স্বাধীন মেয়েলোকদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক[৩১]। এই সুবিধা দান করা হয়েছে তোমাদের মধ্যের সে লোকদের জন্যে ,বিয়ে না করলে যাদের তাকওয়ার বাঁধন ভেঙে যাবার আশংকা হবে। কিন্তু তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ কর তবে তা তোমাদের পক্ষে ভাল। আল্লাহ ক্ষমাকারী মেহেরবান।

৩১. এই রুকুতে 'মুহসানাত' (সুরক্ষিতা মেয়েরা) শব্দটি দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম- বিবাহিত স্ত্রীলোক যারা স্বামীর সংরক্ষণ লাভ করেছে। দ্বিতীয় বংশীয়-মহিলা যারা পারিবারিক ও বংশীয় সংরক্ষণের মধ্যে আছে, যদিও তারা বিবাহিতা না হয়। ২৪নং আয়াতে 'মুহসানাত' শব্দটি ক্রীতদাসীর বিপরীতার্থক রূপে অবিবাহিত বংশীয় স্ত্রী লোকদের বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে; আয়াতের বক্তব্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে 'মুহসানাত' শব্দ প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যখন তারা বিবাহবন্ধন সংরক্ষণের মধ্যে আনিত হবে, (কা-ইযা উহ্সিন্না) তখন তাদের 'যেনা'র অপরাধের জন্য, 'মুহসানাত' (অবিবাহিত বংশীয়) স্ত্রী লোকদের জন্য উক্ত অপরাধে নির্দিষ্ট শাস্তির অর্ধেক শাস্তি দান করা হবে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ

চান | আল্লাহ | বর্ণনা করতে (বিশদ ভাবে) | তোমাদের জন্যে | ও | তোমাদের পথ প্রদর্শন করতে | রীতিনীতি (নেক লোকদের) | যারা (ছিল)

مِنْ قَبْلِكُمْ وَ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ ط وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٦﴾ وَ اللّٰهُ

তোমাদের পূর্বে | এবং | ক্ষমা করবেন | তোমাদেরকে | এবং | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | এবং | আল্লাহ

يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ قف وَ يُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ

চান | যে | ক্ষমা করবেন | তোমাদেরকে | এবং | চায় | (তারা) যারা | অনুসরণ করে

الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ

কুপ্রবৃত্তির | যে | তোমরা ঝুঁকে পড় (পথভ্রষ্টতার দিকে) | ঝুঁকা | ভীষণ ভাবে | চান | আল্লাহ

يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ج وَ خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴿٢٨﴾

হালকা করতে | তোমাদের থেকে (বোঝা) | আর | সৃষ্টি করা হয়েছে | মানুষকে | দুর্বলভাবে

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা খেয়ো | তোমাদের মাল-সম্পদ | তোমাদের মাঝে

بِالْبَاطِلِ

অন্যায়ভাবে

রুকু-৫

২৬. আল্লাহ চান যে, তিনি তোমাদের সামনে সেই পন্থাসমূহ সুস্পষ্ট করে বিবৃত করবেন এবং সে পন্থা অনুযায়ী তোমাদের পরিচালিত করবেন যা তোমাদের পূর্বগামী নেক ও আদর্শবান লোকেরা অনুসরণ করে চলত। আল্লাহ নিজের রহমতের সাথে তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করার ইচ্ছে রাখেন, তিনি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

২৭. হ্যাঁ, আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চান, কিন্তু যারা নিজেদের নফসের লালসার পায়রুবী করে তারা চায় যে, তোমরা সত্যের পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে সরে যাবে।

২৮. আল্লাহ তোমাদের উপর বাধা-নিষেধের বোঝা হাল্কা করতে চান, কেননা মানুষকে অনেক দুর্বল পয়দা করা হয়েছে।

২৯. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে ভক্ষণ করো না,
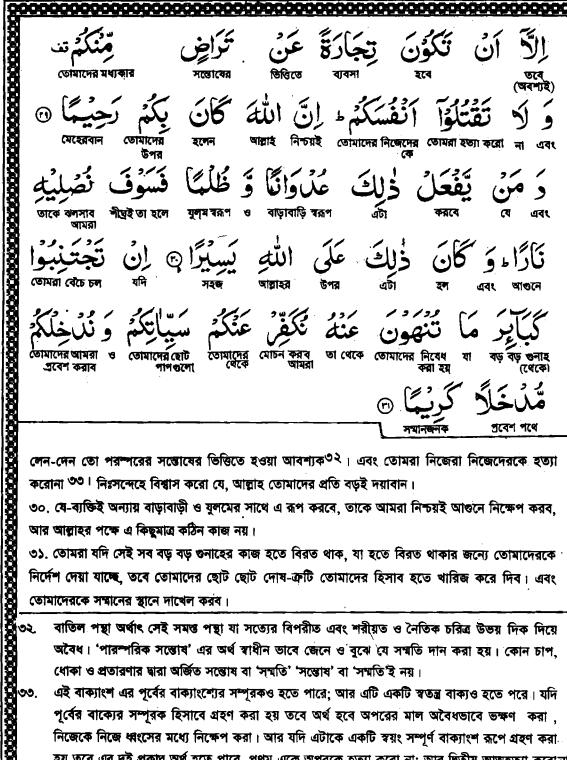
লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক[৩২]। এবং তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করোনা [৩৩]। নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান।

৩০. যে-ব্যক্তিই অন্যায় বাড়াবাড়ী ও যুলমের সাথে এ রূপ করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আগুনে নিক্ষেপ করব, আর আল্লাহর পক্ষে এ কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

৩১. তোমরা যদি সেই সব বড় বড় গুনাহের কাজ হতে বিরত থাক, যা হতে বিরত থাকার জন্যে তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে, তবে তোমাদের ছোট ছোট দোষ-ত্রুটি তোমাদের হিসাব হতে খারিজ করে দিব। এবং তোমাদেরকে সম্মানের স্থানে দাখেল করব।

৩২. বাতিল পন্থা অর্থাৎ সেই সমস্ত পন্থা যা সত্যের বিপরীত এবং শরীয়ত ও নৈতিক চরিত্র উভয় দিক দিয়ে অবৈধ। 'পারস্পরিক সন্তোষ' এর অর্থ স্বাধীন ভাবে জেনে ও বুঝে যে সম্মতি দান করা হয়। কোন চাপ, ধোকা ও প্রতারণার দ্বারা অর্জিত সন্তোষ বা 'সম্মতি' 'সন্তোষ' বা 'সম্মতি'ই নয়।

৩৩. এই বাক্যাংশ এর পূর্বের বাক্যাংশ্যের সম্পূরকও হতে পারে; আর এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পরে। যদি পূর্বের বাক্যের সম্পূরক হিসাবে গ্রহণ করা হয় তবে অর্থ হবে অপরের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করা, নিজেকে নিজে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করা। আর যদি এটাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বাক্যাংশ রূপে গ্রহণ করা হয় তবে এর দুই প্রকার অর্থ হতে পারে, প্রথম একে অপরকে হত্যা করো না; আর দ্বিতীয় আত্মহত্যা করোনা।

وَ (এবং) لَا (না) تَتَمَنَّوْا (তোমরা লোভ করো) مَا (যা) فَضَّلَ (শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন) اللّٰهُ (আল্লাহ) بِهٖ (তার)

بَعْضَكُمْ (তোমাদের কাউকে) عَلٰى (উপর) بَعْضٍ (কারও) لِلرِّجَالِ (পুরুষদের জন্যে) نَصِيْبٌ (অংশ (রয়েছে)) مِّمَّا (তা হতে যা) اكْتَسَبُوْا (তারা অর্জন করে)

وَ (এবং) لِلنِّسَآءِ (মহিলাদের জন্যে (রয়েছে)) نَصِيْبٌ (অংশ) مِّمَّا (তা হতে যা) اكْتَسَبْنَ (তারা অর্জন করে) وَ (এবং) سْـَٔلُوا (চাও তোমরা) اللّٰهَ (আল্লাহর (কাছে))

مِنْ (হতে) فَضْلِهٖ (তাঁর অনুগ্রহ) اِنَّ (নিশ্চয়ই) اللّٰهَ (আল্লাহ) كَانَ (হলেন) بِكُلِّ (সম্বন্ধে সব) شَیْءٍ (কিছুর) عَلِيْمًا (খুব অবহিত) ৩২

وَ (এবং) لِكُلٍّ (প্রত্যেকের জন্যে) جَعَلْنَا (আমরা বানিয়েছি) مَوَالِیَ (উত্তরাধিকারী) مِمَّا (তাহতে যা) تَرَكَ (ত্যাগ করেছে) الْوَالِدَانِ (পিতামাতা) وَ (এবং) الْاَقْرَبُوْنَ (আত্মীয় স্বজনরা (তাদের))

وَ (আর) الَّذِيْنَ (যাদের (সাথে)) عَقَدَتْ (আবদ্ধ হয়েছে) اَيْمَانُكُمْ (তোমাদের অংগীকার) فَاٰتُوْهُمْ (সেক্ষেত্রে তাদেরকে দাও) نَصِيْبَهُمْ (তাদের অংশ)

৩২. আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কাউকে অপরের মোকাবেলায় যা কিছু বেশী দান করেছেন তোমরা তার লোভ করোনা । যা পুরুষেরা অর্জন করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু স্ত্রীলোকেরা অর্জন করেছে তদানুযায়ী তাদের অংশ নির্দিষ্ট। অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্যে প্রার্থনা করতে থাকবে। আল্লাহ নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।

৩৩. এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজন যাকিছু সম্পত্তি রেখে যায় আমরা তার প্রত্যেকটির হকদার নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। আর যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি ও ওয়াদা রয়েছে তাদের অংশ তোমরা তাদেরকে দান কর।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ اَلرِّجَالُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন উপর সব কিছুরই পর্যবেক্ষক পুরুষেরা

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ

পরিচালক উপর নারীদের এ জন্যে যে বিশিষ্টতা দিয়েছেন আল্লাহ কাউকে তাদের উপর

بَعْضٍ وَّبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ

কারও এবং এ জন্যেও যে তারা খরচ করে থেকে তাদের মাল সম্পদ অতএব (যারা) সৎমহিলা

قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ

আনুগত্যপরায়না (হয়ে থাকে) (তারা)রক্ষণাবেক্ষণ কারিণী লোক চক্ষুর অন্তরালে ঐ বিষয়ে যা হেফাজত করেছেন আল্লাহ

নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই পর্যবেক্ষক ৩৪।

রুকু-৬

৩৪. পুরুষ স্ত্রীলোকদের পরিচালক৩৫ এই কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে এককে অপরের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন, এবং এ জন্যে যে, পুরুষ তার ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব যারা সৎ মেয়েলোক আনুগত্য পরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহর রক্ষাণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে।

---

৩৪. আরববাসীদের মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে, যেসব লোকের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃ সম্পর্কের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি করা হতো তারা একে অপরের মীরাস পাওয়ার হকদার হতো। অনুরূপ ভাবে যাকে পালক-পুত্র রাখা হতো সেও মুখ-ডাকা (পালক) পিতার উত্তরাধিকারী হতো। এই আয়াতে জাহেলী যুগের এই নিয়মকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আমি মীরাস বন্টনের যে বিধি দান করেছি, সেই নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তা বন্টন হওয়া চাই। অবশ্য যেসব লোকের সংগে তোমাদের অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি আছে তাদেরকে তোমরা জীবিত কালে তোমাদের যা ইচ্ছা তা দান করতে পারো।

৩৫. 'কাউয়াম' অথবা 'কাইয়েম' সেই লোককে বলা হয় যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাপনার ব্যাপারসমূহ সুষ্ঠ সঠিকভাবে পরিচালনা করার, রক্ষাণাবেক্ষণ ও পাহারাদারী করার ও তার সকল প্রয়োজন পূরণ করার জন্য দায়িত্বশীল হয়ে থাকে।

وَ الّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَ اهْجُرُوْهُنَّ

এবং | যাদেরকে | তোমরা ভয় কর | তাদের অবাধ্যতার | তাদেরকে তোমরা তবে উপদেশদাও | ও | তাদেরকে তোমরা ত্যাগ কর (একাকী)

فِى الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا

উপর | শয্যার | ও | তাদেরকে তোমরা মার | যদি অতঃপর | তোমাদের তারা অনুগত হয় | না তবে | তোমরা তালাশ করো

عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

তাদের বিরুদ্ধে | কোনবাহানা | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | উচ্চতর | শ্রেষ্ঠ

وَ اِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ

এবং | যদি | তোমরা আশংকা কর | সম্পর্কচ্ছেদের | তাদের দুজনের মাঝে | তোমরা তবে নিযুক্তকর | একজন শালিশ | মধ্যহতে

اَهْلِهٖ وَ حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا

তার পরিবারের (অর্থাৎ স্বামীর) | ও | একজন শালিশ | মধ্যেহতে | তার পরিবারের (অর্থাৎ স্ত্রীর) | যদি | দুজনে চায় | মীমাংসা

يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

তৌফিক দিবেন | আল্লাহ | তাদের দুজনের মাঝে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | সর্বজ্ঞ | খুব অবহিত

আর যে সব স্ত্রী লোক বিদ্রোহী ভাবধারা-সম্পন্না হওয়ার তোমরা আশংকা করবে তাদেরকে তোমরা বুঝাতে চেষ্টা কর, বিছানায় তাদের হতে দূরে থাক এবং তাদেরকে মারধর কর[৩৬]। অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয়ে যায় তাহলে শুধু শুধুই তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতা তালাশ করো না। নিঃসন্দেহে মনে রেখো যে উপরে আল্লাহ রয়েছেন যিনি অধিক বড় ও উচ্চতর।

৩৫. আর কোথাও যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশংকা হয় তবে একজন শালিশ পুরুষের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হতে এবং আর একজন স্ত্রীলোকের আত্মীয়দের মধ্যে হতে নিযুক্ত কর। তারা দুইজনই [৩৭] সংশোধন ও মিটমাট করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিল-মিশের অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সর্বাভিজ্ঞ।

৩৬. তিনটি কাজ একই সময়ে করার কথা বলা হচ্ছে না। বরং এখানে অর্থ হচ্ছেঃ স্ত্রীর মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাব দেখা গেলে এই তিনটি পন্থায় চেষ্টা তদবির করার অনুমতি আছে। অবশ্যই এই চেষ্টা–তদবিরের ব্যাপারে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে আনুপাতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক হবে। যেখানে সহজ ও হালকা তদবিরে সংশোধন সম্ভব সেখানে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন উচিৎ হবে না। নবী করীম (সঃ) স্ত্রীদেরকে প্রহার করার অনুমতি যখনই দিয়েছেন, দিয়েছেন খুবই অনিচ্ছা সত্ত্বেও - তবুও তিনি মারধরকে অপছন্দই করেছেন।

৩৭. এখানে 'দুইজন' অর্থঃ দুইজন শালিশও হয়; এবং স্বামী ও স্ত্রী এই দুইজন-এও হয়। প্রত্যেক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা সম্ভব; অবশ্যই যদি পক্ষদ্বয় সন্ধি-প্রিয় হয় এবং মধ্যস্থ ব্যক্তিরাও যে কোন প্রকারে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য আন্তরিকতার সংগে চেষ্টা-যত্ন করে।
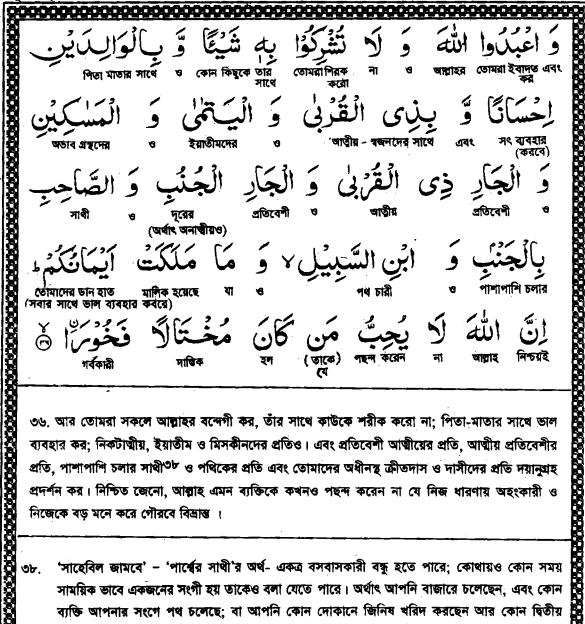
৩৬. আর তোমরা সকলে আল্লাহর বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার কর; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও। এবং প্রতিবেশী আত্মীয়ের প্রতি, আত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী[৩৮] ও পথিকের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়ানুগ্রহ প্রদর্শন কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী ও নিজেকে বড় মনে করে গৌরবে বিভ্রান্ত ।

৩৮. 'সাহেবিল জামবে' – 'পার্শ্বের সাথী'র অর্থ- একত্র বসবাসকারী বন্ধু হতে পারে; কোথায়ও কোন সময় সাময়িক ভাবে একজনের সংগী হয় তাকেও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ আপনি বাজারে চলেছেন, এবং কোন ব্যক্তি আপনার সংগে পথ চলেছে; বা আপনি কোন দোকানে জিনিষ খরিদ করছেন আর কোন দ্বিতীয় খরিদদার ও আপনার পাশে বসেছে; বা সফরে কোন ব্যক্তি আপনার সহযাত্রী হয়েছে। এসব অস্থায়ী ও সাময়িক প্রতিবেশীদেরও প্রত্যেক ভদ্র ও সম্ভ্রমশীল মানুষের উপর কিছু না কিছু হক আছে। সুতরাং তার প্রতি যথাসম্ভব ভাল ব্যবহার করা ও তাকে দুঃখ দেয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।
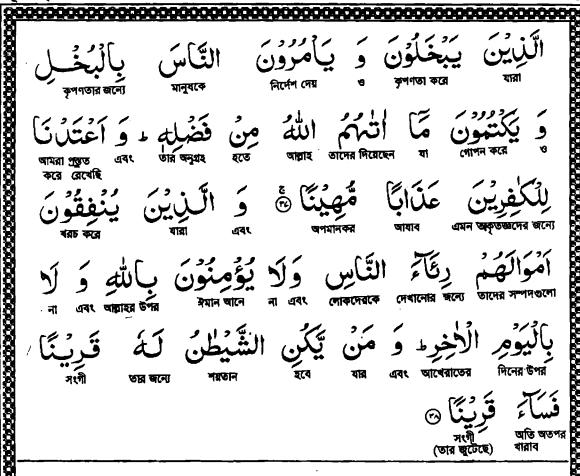
৩৭. সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেরা কার্পণ্য করে, অন্য লোককেও কার্পণ্য করার উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দান করেছেন তা লুকিয়ে রাখে। এরূপ অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আমরা অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

৩৮. আর সে সব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না যারা নিজেদের ধন-মাল শুধু লোকদের দেখাবার ছলে ব্যয় করে থাকে, আর প্রকৃতপক্ষে তারা না আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, আর না পরকালের প্রতি। সত্য কথা এই যে, শয়তান যার সংগী হয়েছে তার ভাগ্যে খুব খারাব সংগীই জুটেছে।

وَ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ

وَ	مَاذَا	عَلَيْهِمْ	لَوْ	اٰمَنُوْا	بِاللّٰهِ	وَ
এবং	কি (হত)	তাদের উপর	যদি	তারা ঈমান আনত	আল্লাহর উপর	ও

الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ ط وَ كَانَ

الْيَوْمِ	الْاٰخِرِ	وَ	اَنْفَقُوْا	مِمَّا	رَزَقَهُمُ	اللّٰهُ	وَ	كَانَ
দিনে	আখেরাতের	ও	তারা খরচ করত	তা হতে যা	তাদের রিযিক দিয়েছেন	আল্লাহ	এবং	হলেন

اللّٰهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ﴿٣٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ج

اللّٰهُ	بِهِمْ	عَلِيْمًا	اِنَّ	اللّٰهَ	لَا	يَظْلِمُ	مِثْقَالَ	ذَرَّةٍ
আল্লাহ	তাদের সম্পর্কে	খুব অবগত	নিশ্চয়ই	আল্লাহ	না	যুলুম করেন	পরিমাণ (কারও উপরে)	অনু

وَ اِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَ يُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ

وَ	اِنْ	تَكُ	حَسَنَةً	يُّضٰعِفْهَا	وَ	يُؤْتِ	مِنْ	لَّدُنْهُ
এবং	যদি	হয়	নেকী (কারও)	তা দ্বিগুণ করেন (তার জন্যে)	এবং	দেন	থেকে	তাঁর নিকট

اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ

اَجْرًا	عَظِيْمًا	فَكَيْفَ	اِذَا	جِئْنَا	مِنْ	كُلِّ	اُمَّةٍ	بِشَهِيْدٍ
পুরস্কার	বিরাট	কেমন অতঃপর (হবে)	যখন	আমরা হাযির করব	মধ্যহতে	প্রত্যেক	উম্মতের	একজনসাক্ষী

وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ شَهِيْدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَّوَدُّ

وَّ	جِئْنَا	بِكَ	عَلٰى	هٰٓؤُلَآءِ	شَهِيْدًا	يَوْمَئِذٍ	يَّوَدُّ
এবং	আমরা হাযির করব	তোমাকে	উপর	তাদের	সাক্ষী হিসেবে	সে দিন	কামনা করবে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ عَصَوُا الرَّسُوْلَ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْاَرْضُ ط

الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	وَ	عَصَوُا	الرَّسُوْلَ	لَوْ	تُسَوّٰى	بِهِمُ	الْاَرْضُ
যারা	কুফরি করেছে	ও	অবাধ্যতা করেছে	রসূলের	যদি	মিশিয়ে দেয়াহত	তাদেরকে	যমীনে

---

৩৯. তাদের উপর কি বিপদটা ঘটত যদি তারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনত, এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন তা হতে খরচ করত? তারা যদি এরূপ করত, তা হলে তাদের এই নেক কাজ আল্লাহর অগোচরে থেকে যেত না।

৪০. আল্লাহ কারও উপর একবিন্দু পরিমান যুলম করেন না; কেউ যদি একটি নেকী করে তবে আল্লাহ তাকে দ্বিগুন করে দেন, তদুপরি তিনি নিজের তরফ হতে আরও বড় ফল দান করেন।

৪১. তার পরে চিন্তা কর যে, আমি যখন প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে হতে একজন করে সাক্ষী হাযির করব, এবং এ সমস্ত সম্পর্কে তোমাকে (হে মুহাম্মাদ) সাক্ষী হিসেবে পেশ করব তখন তারা কি করবে!

৪২. তখন সে সব লোক– যারা রসূলের কথা মেনে নেয়নি, বরং তাঁর না–ফরমানিতেই নিযুক্ত রয়েছে– কামনা করবে, হায়! যমীন যদি ফেটে যেত এবং তার মধ্যে সে প্রবেশ করতে পারত!
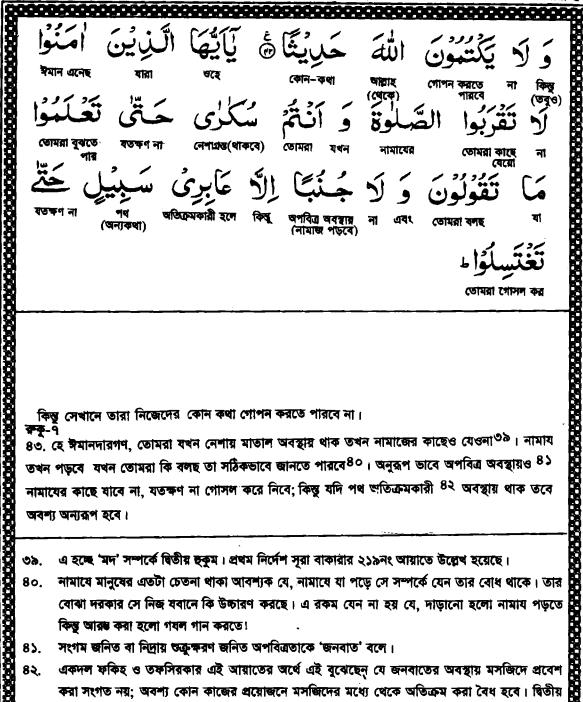
কিন্তু সেখানে তারা নিজেদের কোন কথা গোপন করতে পারবে না।

রুকূ-৭

৪৩. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নেশায় মাতাল অবস্থায় থাক তখন নামাজের কাছেও যেওনা[৩৯]। নামায তখন পড়বে যখন তোমরা কি বলছ তা সঠিকভাবে জানতে পারবে[৪০]। অনুরূপ ভাবে অপবিত্র অবস্থায়ও [৪১] নামাযের কাছে যাবে না, যতক্ষণ না গোসল করে নিবে; কিন্তু যদি পথ অতিক্রমকারী [৪২] অবস্থায় থাক তবে অবশ্য অন্যরূপ হবে।

---

৩৯. এ হচ্ছে 'মদ' সম্পর্কে দ্বিতীয় হুকুম। প্রথম নির্দেশ সূরা বাকারার ২১৯নং আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

৪০. নামাযে মানুষের এতটা চেতনা থাকা আবশ্যক যে, নামাযে যা পড়ে সে সম্পর্কে যেন তার বোধ থাকে। তার বোঝা দরকার সে নিজ যবানে কি উচ্চারণ করছে। এ রকম যেন না হয় যে, দাড়ানো হলো নামায পড়তে কিন্তু আরম্ভ করা হলো গযল গান করতে।

৪১. সংগম জনিত বা নিদ্রায় শুক্রস্খলন জনিত অপবিত্রতাকে 'জনবাত' বলে।

৪২. একদল ফকিহ ও তফসিরকার এই আয়াতের অর্থে এই বুঝেছেন যে জনবাতের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা সংগত নয়; অবশ্য কোন কাজের প্রয়োজনে মসজিদের মধ্যে থেকে অতিক্রম করা বৈধ হবে। দ্বিতীয় দলের অভিমতে এর অর্থ -সফর। অর্থাৎ সফর কালে কোন ব্যক্তির জনাবতের অবস্থা হলে সে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা হাসেল করতে পারে।

وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ

এবং যদি তোমরা হও অসুস্থ বা উপর সফরের অথবা আসে

اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ

কেউ তোমাদের মধ্যহতে হতে পায়খানা (প্রস্রাব পায়খানা করে) বা তোমরা সহবাস কর স্ত্রীদের (সাথে) অতঃপর না

تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا

তোমরা পাও পানি তবে তোমরা তায়াম্মুম কর মাটি দিয়ে পবিত্র অতঃপর তোমরা মসেহ কর

بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٤٣﴾

তোমাদের মুখমন্ডলকে ও তোমাদের হাতগুলোকে নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন মাফকারী ক্ষমাশীল

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ

তুমি দেখনাই কি তাদের প্রতি যাদের দেওয়াহয়েছিল এক অংশ কিতাবের (জ্ঞানের)

يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿٤٤﴾

তারা ক্রয় করে পথ-ভ্রষ্টতা ও তারাকামনা করে যে তোমরা হারিয়ে ফেল (সঠিক) পথ

আর যদি তোমরা অসুস্থ অবস্থায় থাক, কিংবা পথিক অবস্থায় থাক, অথবা তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পায়খানা করে আসে, কিংবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস করে থাক[৪৩], আর তার পর যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটির সাহায্য গ্রহণ কর এবং তা দিয়ে নিজের মুখমন্ডল ও হাত 'মসেহ' কর[৪৪]। আল্লাহ নিঃসন্দেহে কোমলতার সাথে কাজ নিয়ে থাকেন ও তিনি ক্ষমাশীল।

৪৪. তুমি সে সব লোকও কি দেখেছ যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা নিজেরা মূর্খতা ও গোমরাহীর খরিদ্দার সেজে বসেছে, বরং তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করতে চাইছে।

---

৪৩. স্পর্শ করার অর্থ কি, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিছু সংখ্যক ইমামের মতে এর অর্থ স্ত্রী-সহবাস। ইমাম আবু হানিফা ও তার সহচরগণ এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য কিছু সংখ্যক ফকিহর মতে এর অর্থ 'স্পর্শ করা' বা 'হাত লাগানো' মাত্র। ইমাম শাফীও এই মত গ্রহণ করেছেন। ইমাম মালিকের মতে, যদি পুরুষ বা স্ত্রীলোক কামনাবশে এক অন্যকে স্পর্শ করে তবে ওযূ নষ্ট হবে, কিন্তু কামভাব ছাড়া যদি একের দেহে অন্যের স্পর্শ লাগে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

৪৪. এই নির্দেশের বিস্তারিত কথা এই যে, কেউ যদি ওযুহীন হয়, বা কারো যদি গোশলের প্রয়োজন হয় কিন্তু পানি না পাওয়া যায় তবে তায়াম্মুম করে সে নামায় পড়তে পারে। আর যদি কেউ অসুস্থ্য ও রোগগ্রস্থ হয় এবং গোশল বা ওযু করলে তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা হয় তবে পানি পাওয়া গেলেও তায়াম্মুম করার অনুমতির সুযোগ সে গ্রহণ করতে পারবে।

وَاللّٰهُ اَعۡلَمُ بِاَعۡدَآئِكُمۡ ؕ وَكَفٰی بِاللّٰهِ وَلِيًّا ٞ وَّكَفٰی

এবং আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে এবং যথেষ্ট আল্লাহই অভিভাবক হিসেবে ও যথেষ্ট

بِاللّٰهِ نَصِيۡرًا ﴿۴۵﴾ مِنَ الَّذِيۡنَ هَادُوۡا يُحَرِّفُوۡنَ

আল্লাহই সাহায্যকারী হিসেবে (তাদের) মধ্য হতে যারা ইহুদী হয়েছে তারা বিকৃত করে

الۡكَلِمَ عَنۡ مَّوَاضِعِهٖ وَيَقُوۡلُوۡنَ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا

শব্দগুলোকে হতে তার জায়গাগুলো (অর্থ মূলঅর্থ হতে) এবং তারা বলে আমরা শুনলাম কিন্তু আমরা অমান্য করলাম

وَاسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعٍ وَّرَاعِنَا لَيًّۢا بِاَلۡسِنَتِهِمۡ وَطَعۡنًا فِى الدِّيۡنِ ؕ

ও শুনুন ব্যতীত শুনা এবং (বলে) 'রাইনা' মুড়া দিয়ে তাদের জিহ্বাগুলো (অর্থ বিকৃতকরার জন্যে) ও তাচ্ছিল্য করে দ্বীনের ক্ষেত্রে

৪৫. আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের খুব ভাল করেই জানেন। তোমাদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।

৪৬. যারা ইহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা শব্দগুলোকে তার মূল অর্থ হতে সরিয়ে দেয়[৪৫] এবং দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রকাশের জন্যে নিজেদের জিহ্বা বাঁকা করে বলে–"সামে'না ও আসাইনা"[৪৬] ও "এসমা গাইরা মূসমাইন"[৪৭] এবং "রায়েনা"[৪৮],

৪৫. এর তিন প্রকার অর্থ হতে পারে। প্রথম তারা আল্লাহর কিতাবের শব্দ অদল-বদল করতো; দ্বিতীয় তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা আল্লাহর কিতাবের আয়াতের বিকৃত অর্থ করতো; তৃতীয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও তার অনুগামীদের সহচার্যে এসে তাদের কথা শুনতো এবং ফিরে গিয়ে লোকদের সামনে তার বিবরণ দান করতো। তারা এক কথা বলতেন, কিন্তু ওরা নিজেদের নষ্টামি বশেঃ তার থেকে অন্য কথা বানিয়ে লোকদের মধ্যে বিকৃত প্রচার করতো।

৪৬. অর্থাৎ যখন তাদের আল্লাহর নির্দেশ শোমানো হতো তখন তারা প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে বলতো 'সামে'না' অর্থাৎ 'আমরা শুনেছি'। কিন্তু সেই সংগে অনুচ্চস্বরে চুপেচুপে বলতো 'আ-সাইনা' অর্থাৎ আমরা মানিনা। কিংবা 'আতাইনা' (আমরা মেনে নিলাম)। শব্দটি এরূপভাবে জিহবা বাঁকিয়ে বিকৃত করে বলতো যে তার দ্বারা তা 'আসাইনা' (আমরা মানিনা) হয়ে যেতো।

৪৭. অর্থাৎ কথাবার্তা বলার মধ্যে যখন তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে কিছু বলার ইচ্ছা করতো তখন তারা বলতো–.........اِسۡمَعۡ.(শুনুন) , এবং সংগে সংগে বলতো– ....غَيۡرَ مُسۡمَعٍ এই শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছেঃ আপনি এরূপ সম্মানীয় ব্যক্তি যে আপনার মর্জির খেলাফ কোন কথা আপনাকে শোনানো যেতে পারে না। আর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছেঃ– তোমাকে কোন কথা বলা যেতে পারে এর যোগ্যই তুমি নও। ৪৮. এর ব্যাখ্যা সুরা বাকারার ৩৬ নং টীকাতে করা হয়েছে।
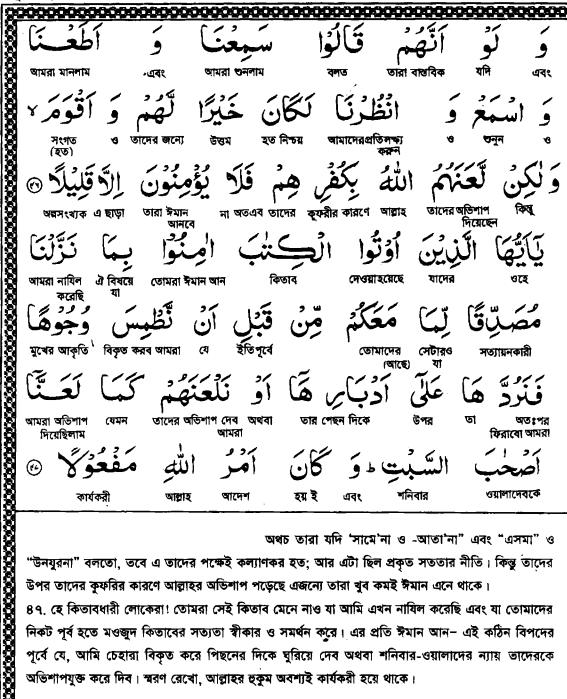
অথচ তারা যদি 'সামে'না ও -আতা'না" এবং "এসমা" ও "উনযুরনা" বলতো, তবে এ তাদের পক্ষেই কল্যাণকর হত; আর এটা ছিল প্রকৃত সততার নীতি। কিন্তু তাদের উপর তাদের কুফরির কারণে আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে এজন্যে তারা খুব কমই ঈমান এনে থাকে।

৪৭. হে কিতাবধারী লোকেরা! তোমরা সেই কিতাব মেনে নাও যা আমি এখন নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের নিকট পূর্ব হতে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আন– এই কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি চেহারা বিকৃত করে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার-ওয়ালাদের ন্যায় তাদেরকে অভিশাপযুক্ত করে দিব। স্মরণ রেখো, আল্লাহর হুকুম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে।
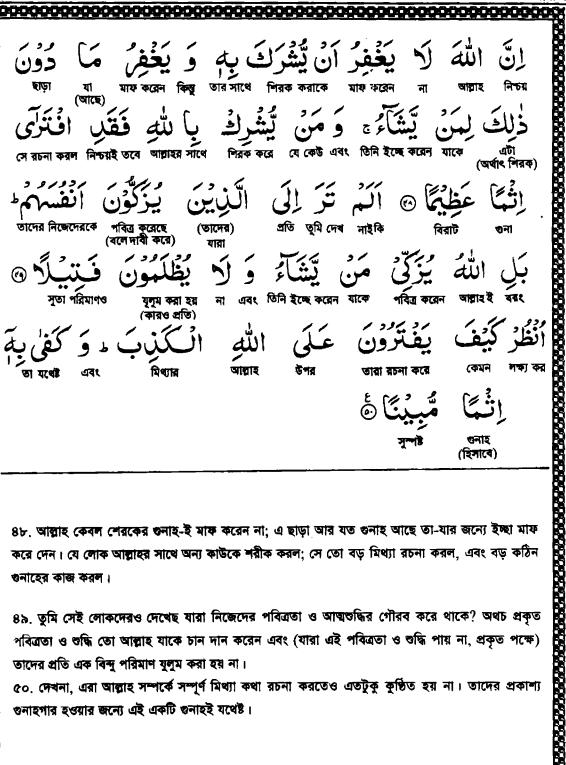
৪৮. আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহ-ই মাফ করেন না; এ ছাড়া আর যত গুনাহ আছে তা-যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করল; সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল, এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল।

৪৯. তুমি সেই লোকদেরও দেখেছ যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির গৌরব করে থাকে? অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ যাকে চান দান করেন এবং (যারা এই পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না, প্রকৃত পক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হয় না।

৫০. দেখনা, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহগার হওয়ার জন্যে এই একটি গুনাহই যথেষ্ট।

أَلَمْ تَرَ	إِلَى	الَّذِينَ	أُوتُوا	نَصِيبًا
তুমি দেখ নাই কি	প্রতি	(তাদের) যাদের	দেওয়াহয়েছিল	এক অংশ

مِّنَ	الْكِتٰبِ	يُؤْمِنُونَ	بِالْجِبْتِ	وَ	الطَّاغُوتِ
	কিতাবের (জ্ঞানের)	তারা বিশ্বাস করে	উপর 'জিবতের'	এবং	তাগুতের (উপর)

وَ	يَقُولُونَ	لِلَّذِينَ	كَفَرُوا	هٰؤُلَاءِ	أَهْدٰى	مِنَ
ও	তারা বলে	যারা (তাদেরকে)	কুফরী করেছে	এরা	অধিকতর সঠিক	(তাদের) চেয়ে

الَّذِينَ	اٰمَنُوا	سَبِيلًا ۝٥١	أُولٰٓئِكَ	الَّذِينَ	لَعَنَهُمُ
যারা	ঈমান এনেছে	পথ (প্রাপ্তির ব্যাপারে)	ঐ সব লোক	(তারাই) যাদের	তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন

اللّٰهُ	وَ	مَنْ	يَّلْعَنِ	اللّٰهُ	فَلَنْ	تَجِدَ	لَهُ	نَصِيرًا ۝٥٢
আল্লাহ	এবং	যাকে	অভিশাপ দেন	আল্লাহ	এরপর কক্ষণ না	তুমি পাবে	তার জন্যে	কোন সাহায্যকারী

রুকু-৮

৫১. তুমি কি সেই লোকদের দেখনি যাদেরকে কিতাবের জ্ঞানের একাংশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা এই যে, তারা 'জিব্‌ত'[৪৯] ও 'তাগুত'কে[৫০] মেনে চলছে এবং কাফেরদের[৫১] সম্পর্কে বলে যে, ঈমানদার লোক অপেক্ষা এরাই তো অধিকতর সঠিক পথে চলছে।

৫২. বস্তুতঃ এ সব লোকের উপরই আল্লাহতা'আলা লা'নৎ পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহ যার উপর লা'নৎ পাঠান তার কোন সাহায্যকারী তুমি পাবে না।

---

৪৯. 'জিব্‌ত' এর আসল অর্থ-অর্থ শূন্য, ভিত্তিহীন নিষ্ফল জিনিষ। ইসলামী পরিভাষায় জাদু, গোনা-পড়া (জ্যোতিষ), ফাল গ্রহণ, টোনা টোটকা, শগুন (কুসংস্কারমূলক শুভাশুভ লক্ষণবিচার বিদ্যা, মাহুরাত-) এবং অন্যান্য সকল প্রকার কুসংস্কারপূর্ণ অমূলক ধারণা ভিত্তিক ও খেয়ালী কথাবার্তা ও জিনিসকে 'জিব্‌ত' বলা হয়।

৫০. সূরা বাকারার ৮৯-৯০ টীকা দ্রষ্টব্য।

৫১. এখানে 'কাফের' বলতে আরবের মুশরিকদের বোঝানো হয়েছে।
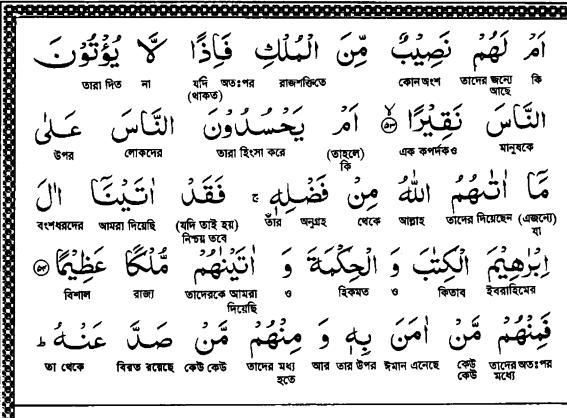
৫৩. রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে তাদের কোন অংশ আছে কি? যদি তাই হত, তবে তারা অন্য লোকদেরকে একটি ফুটো কড়িও দান করত না।

৫৪. তাহলে এরা অন্যান্য লোকদের প্রতি কি শুধু এজন্যে হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদেরকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছেন? যদি তাই হয় তবে তারা যেন জেনে রাখে যে, আমরা তো ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও বুদ্ধি-বিজ্ঞান দান করেছি এবং বিরাট রাজ্য দিয়েছি।

৫৫. কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতি ঈমান এনেছে, আর কেউ কেউ তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে,

وَكَفٰى بِجَهَنَّمَ سَعِيْرًا ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا

এবং | যথেষ্ট | জাহান্নামের | অগ্নি শিখা (তাদের জন্যে) | নিশ্চয়ই | যারা | প্রত্যাখ্যান করেছে | আমাদের নিদর্শনাদির

سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ

শীঘ্রই | আমরা তাদের জ্বালাবো | (দোজখের) আগুনে | যখনই | জ্বলে যাবে | চামড়াগুলো তাদের

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ط اِنَّ

তাদের আমরা পাল্টে দেব | (আরও অন্য) চামড়ায় | তা ব্যতীত | যেন তারা স্বাদ নেয় | আযাবের | নিশ্চয়ই

اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿٥٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

আল্লাহ | হলেন | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | এবং | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে

الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

নেকীর | আমরা প্রবেশ করাব তাদের | জান্নাতে | প্রবাহিত হয় | তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط

ঝর্ণাধারা | তারা হবে চিরস্থায়ী | তার মধ্যে | অনন্তকাল ধরে

আর যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাদের জন্যে জাহান্নামের দাউ দাউ করা আগুনই যথেষ্ট[৫২]।

৫৬. যে সব লোক আমাদের আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তাদেরকে নিঃসন্দেহে আমরা আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের দেহের চামড়া গলে যাবে তখন তদস্থলে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দিব, যেন তারা আযাবের স্বাদ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফয়সালাসমূহ কার্যকরী করার পন্থা-কৌশল খুব ভাল করেই জানেন।

৫৭. আর যারা আমার আয়াত মেনে নিয়েছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদেরকে আমরা এমন বাগিচায় প্রবেশ করাব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে,

৫২. মনে রাখা আবশ্যক, এখানে বনী-ইসরাঈলের হিংসাত্মক কথাবার্তার জবাব দেয়া হচ্ছে। এ জাবাবের, অর্থ হচ্ছে- তোমরা কোন কথাটায় জ্বলে মরছো? তোমরা যেমন ইবরাহিমের (আঃ) সন্তান, এই বনী ইসরাঈলরাও তো সেরূপ ইব্রাহিমেরই (আঃ) সন্তান, ইব্রাহিমকে দুনিয়ার নেতৃত্ব সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম, তা ইব্রাহিমের বংশধরদের মধ্যে মাত্র সেইসব লোকদের জন্য ছিল যারা আমার প্রেরিত কিতাব ও জ্ঞানের অনুসারী হবে। এই কিতাব ও জ্ঞান প্রথমে আমি তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, কিন্তু তোমরা নিজেদের অযোগ্যতার ফলে তা থেকে বিমূখ হয়ে গেলে। এখন সেই জিনিসই আমি বনী-ইসরাঈলকে দান করেছি। এবং এটা তাদের সৌভাগ্য যে তারা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

আরবী	অর্থ
لَهُمْ	তাদের জন্যে
فِيهَا	তার মধ্যে (আছে)
أَزْوَاجٌ	স্ত্রীরা
مُّطَهَّرَةٌ	পূত পবিত্রা
وَ	ও
نُدْخِلُهُمْ	তাদের প্রবেশ করাব আমরা
ظِلًّا	ছায়ায়
ظَلِيلًا ٥٧	ঘন
إِنَّ	(হে মুসলমান) নিশ্চয়ই
اللَّهَ	আল্লাহ
يَأْمُرُكُمْ	তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন
أَنْ	যে
تُؤَدُّوا	তোমরা সমর্পণ কর
الْأَمَانَاتِ	আমানত গুলোকে
إِلَىٰ	কাছে
أَهْلِهَا	তার উপযোগী লোকদের
وَ	এবং
إِذَا	যখন
حَكَمْتُمْ	তোমরা ফয়সালা কর
بَيْنَ	মাঝে
النَّاسِ	লোকদের
أَنْ	(তখন) যেন
تَحْكُمُوا	তোমরা ফয়সালা দিবে
بِالْعَدْلِ	ইনসাফের সাথে
إِنَّ	নিশ্চয়ই
اللَّهَ	আল্লাহ
نِعِمَّا	কত উত্তম তা
يَعِظُكُمْ	তোমাদের উপদেশ দেন
بِهِ	যে সম্পর্কে
إِنَّ	নিশ্চয়
اللَّهَ	আল্লাহ
كَانَ	হলেন (এমন যে)
سَمِيعًا	সবকিছু শুনেন
بَصِيرًا ٥٨	সবকিছু দেখেন

সেখানে পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘন ছায়ায় আশ্রয় দান করব।

৫৮. মুসলমানগণ ! আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিচ্ছেন যে, যাবতীয় আমানত তার যোগ্য লোকদের নিকট সোপর্দ করে দাও। আর লোকদের মধ্যে যখন (কোন বিষয়ে) ফয়সালা করবে, তখন তা ইনসাফের সাথে করো[৫৩], আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম নসিহত করছেন, আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।

৫৩. অর্থাৎ বনী-ইসরাঈল যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা তা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখো। বনী-ইসরাঈলের লোকেদের মৌলিক ভুল-ত্রুটির মধ্যে একটি এই ছিল যে, তারা তাদের পতন যুগে আমানত সমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব -অযোগ্য, সংকীর্ণচেতা, দুশ্চরিত্র, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক ও দুষ্কর্মী, পাপী-ব্যাভিচারী লোকদের হাতে সমর্পন করত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বাধীনে সমগ্র জাতি খারাপের পথে চলে যেতে লাগলো। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে তোমরা এরূপ পন্থা অবলম্বন করোনা। বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় খারাপ দুর্বলতা ছিল– তাদের মধ্যে থেকে বিচার-বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থের জন্য তারা বিনা দ্বিধায় ঈমানকে বিসর্জন দিতো, সুস্পষ্ট হঠকারিতার কাজ করতে তাদের কুণ্ঠা ছিল না, ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তাদের বিন্দু মাত্র সংকোচ বোধ হতো না। আল্লাহতা'আলা মুসলমানদের উপদেশ দান করেন তোমরা যেন ঐরূপ অবিচারক হয়ো না। কারুর সংগে বন্ধুত্ব থাক বা শত্রুতা সর্ব অবস্থায় তোমরা যখন কথা বলবে তখন বিচারের সংগে কথা বলো, এবং যখন কোন ফায়সালা করবে তখন ন্যায় সহকারে, ফায়সালা কর।

يَآيُّهَا	الَّذِيْنَ	اٰمَنُوْآ	اَطِيْعُوا	اللّٰهَ	وَ
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা আনুগত্য কর	আল্লাহর	ও

اَطِيْعُوا	الرَّسُوْلَ	وَ	اُولِي	الْاَمْرِ	مِنْكُمْ ج	فَاِنْ
তোমরা আনুগত্য কর	রসূলের	এবং	অধিকারীর	নির্দেশের (অর্থাৎ দায়িত্বশীলদের)	তোমাদের মধ্যহতে	যদি অতঃপর

تَنَازَعْتُمْ	فِيْ	شَيْءٍ	فَرُدُّوْهُ	اِلَى	اللّٰهِ	وَ	الرَّسُوْلِ
তোমরা মত ভেদ কর	ব্যাপারে	কোন কিছুর	তা প্রত্যার্পণ কর তবে	প্রতি	আল্লাহর	ও	রসূলের

اِنْ	كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ	بِاللّٰهِ	وَ	الْيَوْمِ	الْاٰخِرِ ط
যদি	তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক	আল্লাহর উপর	ও	দিনের	আখেরাতের (উপর)
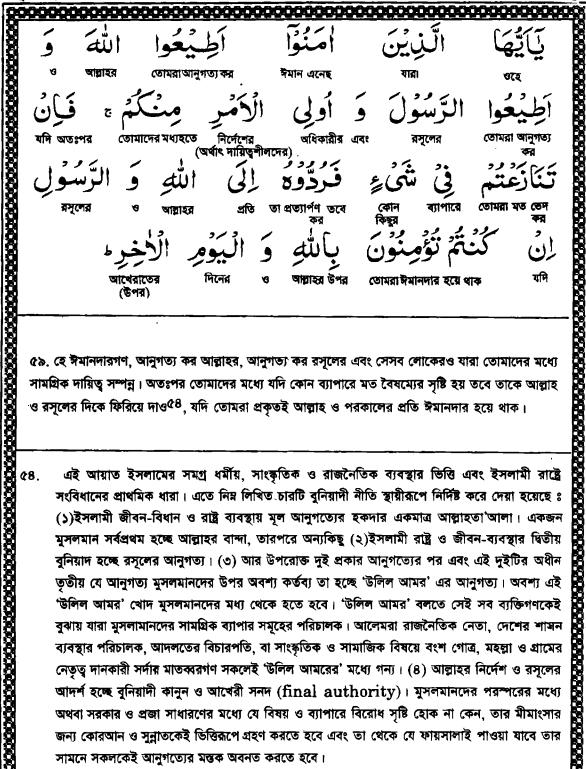
৫৯. হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মত বৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও[৫৪], যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।

৫৪. এই আয়াত ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি এবং ইসলামী রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাথমিক ধারা। এতে নিম্ন লিখিত চারটি বুনিয়াদী নীতি স্থায়ীরূপে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঃ (১)ইসলামী জীবন-বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূল আনুগত্যের হকদার একমাত্র আল্লাহতা'আলা। একজন মুসলমান সর্বপ্রথম হচ্ছে আল্লাহর বান্দা, তারপরে অন্যকিছু (২)ইসলামী রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হচ্ছে রসূলের আনুগত্য। (৩) আর উপরোক্ত দুই প্রকার আনুগত্যের পর এবং এই দুইটির অধীন তৃতীয় যে আনুগত্য মুসলমানদের উপর অবশ্য কর্তব্য তা হচ্ছে 'উলিল আমর' এর আনুগত্য। অবশ্য এই 'উলিল আমর' খোদ মুসলমানদের মধ্য থেকে হতে হবে। 'উলিল আমর' বলতে সেই সব ব্যক্তিগণকেই বুঝায় যারা মুসলামানদের সামগ্রিক ব্যাপার সমূহের পরিচালক। আলেমরা রাজনৈতিক নেতা, দেশের শাসন ব্যবস্থার পরিচালক, আদলতের বিচারপতি, বা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে বংশ গোত্র, মহল্লা ও গ্রামের নেতৃত্ব দানকারী সর্দার মাতব্বরগণ সকলেই 'উলিল আমরের' মধ্যে গন্য। (৪) আল্লাহর নির্দেশ ও রসূলের আদর্শ হচ্ছে বুনিয়াদী কানুন ও আখেরী সনদ (final authority)। মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে অথবা সরকার ও প্রজা সাধারণের মধ্যে যে বিষয় ও ব্যাপারে বিরোধ সৃষ্টি হোক না কেন, তার মীমাংসার জন্য কোরআন ও সুন্নাতকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে এবং তা থেকে যে ফায়সালাই পাওয়া যাবে তার সামনে সকলকেই আনুগত্যের মস্তক অবনত করতে হবে।

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ

এটা উত্তম ও প্রকৃষ্টতর পরিণতিতে তুমি দেখ নাই কি (তাদের) প্রতি যারা

يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ

দাবী করে যে তারা ঐ বিষয়ে ঈমান এনেছে যা নাযিল হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল হয়েছে

مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ

তোমার পূর্বে তারা চায় যে তারা বিচার প্রার্থী হবে কাছে 'তাগুতের'

وَ قَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ؕ وَ يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ

অথচ নিশ্চয় তারা নির্দেশিত হয়েছে যে তারা অস্বীকার করবে তাকে কিন্তু চায় শয়তান

اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿٦٠﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ

যে তাদের পথ ভ্রষ্ট করবে পথ ভ্রষ্টতায় বহুদূরে এবং যখন বলা হয় তাদেরকে

تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى الرَّسُوْلِ

তোমরা আস দিকে যা নাযিল করেছেন আল্লাহ ও দিকে রসূলের

এটাই সঠিক কর্ম-নীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও উত্তম।

রুকু-৯

৬০. হে নবী! তুমি কি সে সব লোকদের দেখনি যারা দাবী তো করে যে, আমরা ঈমান এনেছি সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্যে 'তাগুতে'র নিকট পৌঁছিতে চায়। অথচ তাগুতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করার তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল[৫৫], মূলতঃ শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সত্য-সঠিক পথ হতে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়।

৬১. তাদেরকে যখন বলা হয় যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেই দিকে আস ও রসূলের নীতি গ্রহণ কর

৫৫. এখানে, 'তাগুত' বলতে সম্পূর্ণ রূপে বোঝানো হচ্ছে সেই শাসককে যে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং সেই বিচার ব্যবস্থাকে যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রভুত্বের অনুগত নয় এবং আল্লাহর কিতাবকে সর্বোচ্চ সনদরূপে মান্য করে না।

رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ۞ فَكَيْفَ اِذَآ

তুমি দেখবে | মুনাফিকদেরকে | তারা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে | তোমার থেকে | (যেমন) পাশ কাটান হয় | অতঃপর কেমনে (হবে) | যখন

اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ

তাদের পৌছে | কোন বিপদ | এ কারণে যে | আগে পাঠিয়েছে | তাদের হাতগুলো | এরপর

جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ ۖ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا

তোমার কাছে তারা আসে | তারা হলফ করে (বলে) | আল্লাহর (নামে) | না | আমরা চেয়েছিলাম | এছাড়া | কল্যাণ

وَّتَوْفِيْقًا ۞ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ

ও | সম্প্রীতিসহ | ঐসব লোক | যাদেরকে | জানেন | আল্লাহ | যা কিছু (আছে) | মধ্যে | তাদের অন্তর গুলোর

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًاۢ

অতএব উপেক্ষা কর | তাদেরকে | ও | তাদের উপদেশ দাও | এবং | বল | তাদেরকে (যেন) | মধ্যে | তাদের অন্তরে | কথা

بَلِيْغًا ۞ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ

পৌছে | এবং | না | আমরা পাঠিয়েছি | কোন রসূল | এছাড়া যে | আনুগত্য করার জন্যে

بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ

অনুমতিক্রমে | আল্লাহর

তখন এই মূনাফিকদেরকে তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্ততঃ করছে ও পাশ কাটায়ে চলে যাচ্ছে।

৬২. অতঃপর তাদের কৃতকমের্র ফলে কোন বিপদ যদি এসে পড়ে তখন তাদের অবস্থা কি হয়...? তখন তারা তোমার নিকট এসে কসম খায় এবং বলে যে, আল্লাহর শপথ, আমরা তো কেবল কল্যাণই করতে চেয়েছিলাম এবং আমাদের নিয়ত এই ছিল যে, উভয় দলের মধ্যে কোন প্রকারে মিল-মিশ ও ঐক্যের সৃষ্টি হয়!

৬৩. মূলতঃ তাদের মনে যা কিছু রয়েছে আল্লাহ তা খুব ভাল করেই জানেন। তাদের পিছে লেগোনা তাদের বুঝাতে চেষ্টা কর এবং এমন উপদেশ দান কর যা তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে।

৬৪. (তাদেরকে বল) আমরা যে রসূল পাঠিয়েছি তাঁকে এ জন্যে পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমতি অনুযায়ী তাঁর আনুগত্য করা হবে।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ

এবং / যদি / তারা বাস্তবিক / যখন / যুলুম করেছিল / তাদের নিজেদের উপর / তোমার কাছে আসত

فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا

তারা অতঃপর ক্ষমা চাইত / আল্লাহর কাছে / ও / ক্ষমা চাইত / তাদের জন্যে / রসূল / তারা পেত অবশ্যই

اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

আল্লাহকে / ক্ষমাশীল / মেহেরবান (হিসেবে) / অতএব না / কসম / তোমার রবের / না / তারা মু'মিন হবে

حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ

যতক্ষণ না / তোমাকে বিচারক মানবে / সে ক্ষেত্রে (যে বিষয়ে) / মতভেদ করে / তাদের মাঝে / এরপর / না / তারা পাবে / মধ্যে

اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ

তাদের মনের / কুণ্ঠাবোধ / তাহতে যা / তুমি সিদ্ধান্ত দিয়েছ / ও / তারা আত্মসমর্পণ করবে / পূর্ণ আত্মসমর্পণ / এবং / যদি

اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا

নিশ্চয়ই আমরা / হুকুম দিতাম / তাদের উপর / যে / তোমরা হত্যা কর / তোমাদের নিজেদেরকে / বা / তোমরা বের হও

مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ ط

থেকে / তোমাদের ঘরগুলো / না / তারা করত / তা / এছাড়া / অল্প কিছু সংখ্যক / তাদেরমধ্যেহতে

তারা যদি এই পন্থা অবলম্বন করত যে, যখনি তারা নিজেদের উপর যুলম করে বসত তখনি তোমার নিকট আসত ও আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করত; তবে তারা আল্লাহকে নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল অনুগ্রহকারীরূপে পেতে পারত।

৬৫. না, হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের শপথ, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের বিষয় ও ব্যাপার সমূহে তোমাকে বিচারপতি রূপে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি যা ফয়সালা করবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠবোধ করবে না, বরং তার সম্মুখে নিজদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে।

৬৬. আমি যদি তাদেরকে এই হুকুম দিতাম যে, তোমরা নিজেরা নিজদেরকে ধ্বংস কর, অথবা নিজেদের ঘর হতে বের হয়ে যাও তবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই তদানুযায়ী আমল করত।
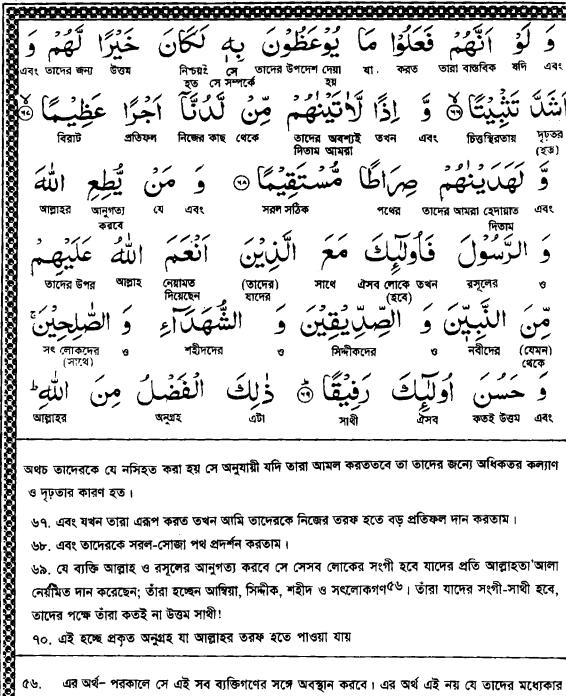
অথচ তাদেরকে যে নসিহত করা হয় সে অনুযায়ী যদি তারা আমল করততবে তা তাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণ ও দৃঢ়তার কারণ হত।

৬৭. এবং যখন তারা এরূপ করত তখন আমি তাদেরকে নিজের তরফ হতে বড় প্রতিফল দান করতাম।

৬৮. এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করতাম।

৬৯. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে সে সেসব লোকের সংগী হবে যাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা নেয়ামত দান করেছেন; তাঁরা হচ্ছেন আম্বিয়া, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎলোকগণ[৫৬]। তাঁরা যাদের সংগী-সাথী হবে, তাদের পক্ষে তাঁরা কতই না উত্তম সাথী!

৭০. এই হচ্ছে প্রকৃত অনুগ্রহ যা আল্লাহর তরফ হতে পাওয়া যায়

৫৬. এর অর্থ– পরকালে সে এই সব ব্যক্তিগণের সঙ্গে অবস্থান করবে। এর অর্থ এই নয় যে তাদের মধ্যেকার কেউ নিজের এই কাজের জন্য 'নবী' হয়ে যাবে।
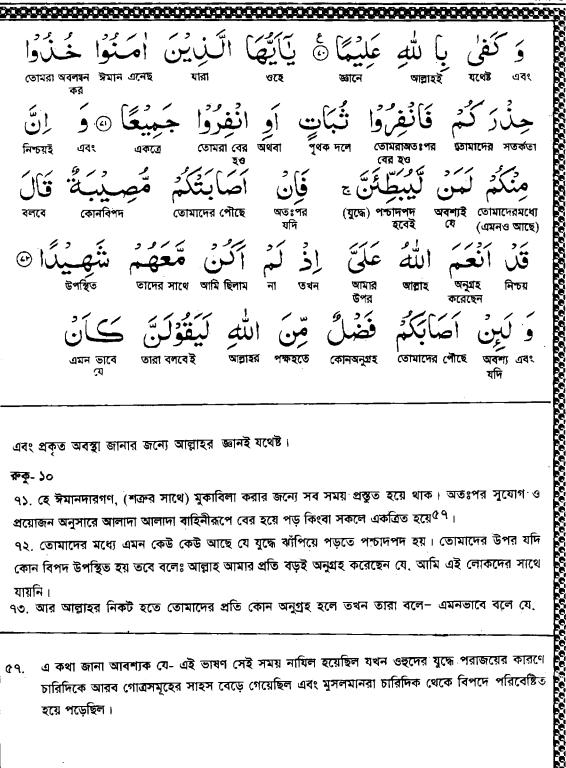
এবং প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে আল্লাহর জ্ঞানই যথেষ্ট।

রুকু- ১০

৭১. হে ঈমানদারগণ, (শত্রুর সাথে) মুকাবিলা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাক। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন অনুসারে আলাদা আলাদা বাহিনীরূপে বের হয়ে পড় কিংবা সকলে একত্রিত হয়ে[৫৭]।

৭২. তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পশ্চাদপদ হয়। তোমাদের উপর যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে বলেঃ আল্লাহ আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি এই লোকদের সাথে যায়নি।

৭৩. আর আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ হলে তখন তারা বলে– এমনভাবে বলে যে,

৫৭. এ কথা জানা আবশ্যক যে- এই ভাষণ সেই সময় নাযিল হয়েছিল যখন ওহুদের যুদ্ধে পরাজয়ের কারণে চারিদিকে আরব গোত্রসমূহের সাহস বেড়ে গেয়েছিল এবং মুসলমানরা চারিদিক থেকে বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল।

لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ مَعَهُمْ
না ছিল তোমাদের মাঝে ও তার মাঝে কোন সম্পর্ক হায় আফসোস আমার আমি হতাম (যদি) তাদের সাথে

فَاَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۳﴾ فَلْيُقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
তবে আমি সফল হতাম সাফল্য বিরাট অতএব লড়াই করা উচিত পথে আল্লাহর

الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۭ وَ مَنْ
যারা বিক্রয় করে জীবন দুনিয়ার আখেরাতের বিনিময়ে এবং যে

يُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
লড়াই করবে পথে আল্লাহর অতঃপর নিহতহবে বা বিজয়ী হবে শীঘ্রই অতঃপর

نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۷۴﴾ وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ
আমরা দেব তাকে পুরস্কার বিরাট এবং কি হলো তোমাদের (যে) না তোমরা লড়াই করছ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ
পথে আল্লাহর অথচ দুর্বল পুরুষ ও নারী

وَ الْوِلْدَانِ
ও শিশু

তোমাদের ও তাদের মধ্যে যেন ভালবাসার কোন সম্পর্কই ছিলনা– হায়, আমিও যদি তাদের সংগে থাকতাম তা হলে আমি বড়ই সাফল্য লাভ করতাম।

৭৪. (এই সব লোকের জেনে রাখা উচিত যে) আল্লাহর পথে লড়াই করা কর্তব্য সেই সব লোকেরই যারা পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রি করে দেয়। যারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে ও নিহত হবে, কিংবা বিজয়ী হবে, তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিরাট ফল দান করব।

৭৫. কি কারণ থাকতে পারে যে, তোমরা আল্লাহর পথে সেই সব পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুদের খাতিরে লড়াই করবে না যারা দুর্বল হওয়ার কারণে নিপিড়িত হচ্ছে

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
যারা বলছে হে আমাদের রব আমাদের বের কর হতে

هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن
এই জনপদ যালিম তার অধিবাসীরা এবং বানিয়ে দাও আমাদের জন্যে থেকে

لَّدُنكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾
তোমার নিকট কোন অভিভাবক ও বানাও আমাদের জন্যে থেকে তোমরা নিকট কোন সাহায্যকারী

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
যারা ঈমান এনেছে তারা লড়ে পথে আল্লাহর এবং যারা কুফরী করেছে

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ
তারা লড়ে পথে তাগুতের অতএব তোমরা লড় (বিরুদ্ধে) বন্ধুদের

الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾
শয়তানের নিশ্চয়ই কৌশল শয়তানের হলো (বড়) দুর্বল

এবং ফরিয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এই জনপদ হতে বের করে নাও, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী, এবং তোমার নিজের নিকট হতে আমাদের কোন বন্ধু,দরদী ও সাহায্যকারী বানিয়ে দাও[৫৮]।

৭৬. যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে 'তাগুতে'র পথে। অতএব তোমরা শয়তানের সংগী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর; নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করো যে শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই অত্যন্ত দুর্বল[৫৯]।

৫৮. মক্কাতে ও আরবের অন্যান্য গোত্রে যে সমস্ত শিশু, বালক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং সেজন্য অত্যাচারিত হচ্ছিল কিন্তু তারা হিজরত করতে এবং নিজেদেরকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না এখানে তাদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। এই বেচারাদের উপর নানা উৎপীড়ন-অত্যাচার চালান হচ্ছিল ও তারা একমাত্র আল্লাহতা'আলার কাছে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছিল যে তাদের এই নিপীড়ন থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ কোন সাহায্যকারীকে প্রেরণ করুন।

৫৯. অর্থাৎ তোমরা যদি আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের আঞ্জাম দাও ও তাঁর পথে প্রাণপণ সাধ্য-সাধনা কর তবে এ কখনো সম্ভব নয় যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের এ কাজের প্রতিদান নষ্ট হবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓا أَيْدِيَكُمْ وَ

কি তুমি দেখনাই প্রতি যাদের বলা হয়েছিল তাদেরকে সংবরণ কর (তোমরা) হাতগুলো তোমাদের ও

أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ

তোমরা কায়েম কর নামায ও তোমরা দাও যাকাত অতঃপর যখন নির্দেশ দেয়া হলো তাদের উপর

الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ

যুদ্ধের তখন একদল তাদের মধ্য হতে ভয় করেছে মানুষকে যেমন ভয় (করা উচিৎ)

اللّٰهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ

আল্লাহকে বা অধিকতর ভয় এবং তারা বলেছিল হে আমাদের রব কেন তুমি নির্ধারিত করলে

عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَآ أَخَّرْتَنَآ إِلٰٓى أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ

আমাদের উপর যুদ্ধ কেন না আমাদের অবকাশ দিলে পর্যন্ত কাল আরও কিছু বল

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۚ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى

সম্ভোগ দুনিয়ার অতিসামান্য আর আখেরাত উত্তম (তার) জন্যে যে ভয় করে (আল্লাহকে)

وَ لَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

এবং না তোমাদেরকে যুলুম করা হবে একবিন্দু ও

রুকু-১১

৭৭. তুমি তাদেরকে দেখেছ কি? তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের হাত ফিরিয়ে রাখ, নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও। এখন যখন তাদেরকে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে তখন তাদের এক অংশের লোকদের অবস্থা এই যে তারা অন্য লোকদেরকে এমন ভয় করে যে রকম ভয় আল্লাহকে করা উচিত। কিংবা তা অপেক্ষাও বেশী ভয়। বলেঃ হে আল্লাহ, এই লড়াই করার আদেশ কেন আমাদের প্রতি লিখে দিলে? আমাদেরকে আরো কিছু কাল অবসর দেয়া হলো না কেন? তাদেরকে বল, দুনিয়ার জীবন-সম্পদ অত্যন্ত কম। আর পরকাল একজন আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির জন্যে অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণও যুলম করা হবে না।

أَيْنَ مَا	تَكُونُوا	يُدْرِكْكُمُ	الْمَوْتُ	وَ	لَوْ
যেখানেই	তোমরা থাক	তোমাদের নাগাল পাবে	মৃত্যু	এবং	যদিও

كُنْتُمْ	فِي	بُرُوجٍ	مُشَيَّدَةٍ ط	وَ	إِنْ	تُصِبْهُمْ
তোমরা হও	মধ্যে	কেল্লার	সুদৃঢ় (তবুও)	এবং	যদি	তাদের পৌঁছে

حَسَنَةٌ	يَّقُولُوا	هٰذِهٖ	مِنْ	عِنْدِ	اللّٰهِ ج	وَ	إِنْ	تُصِبْهُمْ
কোন কল্যাণ	তারা বলে	এটা (এসেছে)	হতে	নিকট	আল্লাহর	আর	যদি	তাদের পৌঁছে

سَيِّئَةٌ	يَّقُولُوا	هٰذِهٖ	مِنْ	عِنْدِكَ ط	قُلْ	كُلٌّ	مِّنْ	عِنْدِ
কোন অকল্যাণ	তারা বলে	এটা (এসেছে)	হতে	তোমার নিকট	বল	সবকিছুই (আসে)	হতে	নিকট

اللّٰهِ ط	فَمَالِ	هٰؤُلَاءِ	الْقَوْمِ	لَا	يَكَادُونَ	يَفْقَهُونَ
আল্লাহর	অতঃপর কি হল	এসব	লোকদের	না	একে বারেই	তারা বুঝে

حَدِيثًا ۝٧٨	مَا	أَصَابَكَ	مِنْ	حَسَنَةٍ	فَمِنَ	اللّٰهِ ز	وَ	مَا
কোন কথা	যা	তোমার কাছে পৌঁছে (হে মানুষ)		কল্যাণ	তা (আসে) হতে	আল্লাহ	এবং	যা

أَصَابَكَ	مِنْ	سَيِّئَةٍ	فَمِنْ	نَّفْسِكَ ط	وَ	أَرْسَلْنٰكَ
তোমার কাছে পৌঁছে		অকল্যাণ	তা (আসে) হতে	তোমার নিজের	এবং (হে নবী)	তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি

لِلنَّاسِ	رَسُولًا ط
মানুষের জন্যে	রসূল (হিসেবে)

৭৮. তারপরে মৃত্যু, সে তো তোমরা যেখানেই থাকবে সকল অবস্থায়ই তা তোমাদেরকে ধরবে, তোমরা যত মজবুত দালানের মধ্যেই থাকনা কেন। তারা যদি কোন কল্যাণ লাভ করে তবে বলে যে, এ আল্লাহর নিকট হতে এসেছে, আর যদি কোন ক্ষতি সাধিত হয় তবে বলেঃ এ তোমার কারণেই হয়েছে । বলঃ সবকিছু আল্লাহরই নিকট হতে হয়ে থাকে। .... এদের হল কি, কেন এরা কোন কথাই বুঝতে সক্ষম হয় না!

৭৯. হে মানুষ, তুমি যে কল্যাণই লাভ করে থাক তা আল্লাহ অনুগ্রহে পেয়ে থাক! আর তোমার উপর যে বিপদই আসে তা তোমার নিজের অর্জন এবং কাজের ফলেই এসে থাকে। হে মুহাম্মদ, আমরা তোমাকে লোকদের জন্যে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি,

يُّطِعِ	مَنْ	شَهِيْدًا ⑦٩	بِاللّٰهِ	كَفٰى	وَ
আনুগত্য করে	যে	সাক্ষী(এর) হিসেবে	আল্লাহই	যথেষ্ট	এবং

اَرْسَلْنٰكَ	فَمَآ	تَوَلّٰى	مَنْ	وَ	اللّٰهَ ج	اَطَاعَ	فَقَدْ	الرَّسُوْلَ
তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি	কারণ না (তাতে দুঃখ নেই)	মুখ ফিরাল	যে	এবং	আল্লাহর	সে আনুগত্য করল	তবে নিশ্চয়	রসূলের

مِنْ	بَرَزُوْا	فَاِذَا	طَاعَةٌ ز	يَقُوْلُوْنَ	وَ	حَفِيْظًا ط ⑧٠	عَلَيْهِمْ
হতে	তারা বের হয়	অতঃপর যখন	আনুগত্য (করি আমরা)	তারা বলে	এবং	পাহারাদার হিসেবে	তাদের উপর

تَقُوْلُ ط	الَّذِىْ	غَيْرَ	مِّنْهُمْ	طَآئِفَةٌ	بَيَّتَ	عِنْدِكَ
তুমি বল	যা	(তার) বিপরীত	তাদের মধ্যহতে	এক দল	রাত্রে পরামর্শ করে	তোমার নিকট

تَوَكَّلْ	وَ	عَنْهُمْ	فَاَعْرِضْ	يُبَيِّتُوْنَ ج	مَا	يَكْتُبُ	اللّٰهُ	وَ
ভরসা কর তুমি	ও	তাদেরকে	উপেক্ষা কর অতএব	শলা পরামর্শ করে তারা	যা	লিখছেন	আল্লাহ	এবং

يَتَدَبَّرُوْنَ	اَفَلَا	وَكِيْلًا ⑧١	بِاللّٰهِ	كَفٰى	وَ	اللّٰهِ ط	عَلَى
তারা চিন্তাভাবনা করে	অতঃপর কি না	ভরসারস্থল হিসেবে	আল্লাহই	যথেষ্ট	এবং	আল্লাহর	উপর

الْقُرْاٰنَ ط
কুরআন (সম্পর্কে)

এই কথার (সত্যতা প্রমাণিত হবার জন্যে) একমাত্র আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

৮০. যে ব্যক্তি রসূলকে মেনে চলল সে মূলতঃ আল্লাহরই আনুগত্য করল; আর যে ব্যক্তি তা হতে মুখ ফিরাল, ...তা যাই হোক না, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার বানিয়ে পাঠাই নি।

৮১. তারা মুখে মুখে বলে, আমরা অনুগত-ফরমাবরদার; কিন্তু তোমার নিকট হতে যখন বের হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে একটি দল রাত্রিবেলা একত্রিত হয়ে তোমার সমস্ত কথার বিরুদ্ধে সলা-পরামর্শ করে। আল্লাহ তাদের এই সমস্ত কানাকানি লিখে রাখছেন, তুমি তাদের একটুও পরোয়া করো না এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখ, বস্তুতঃ ভরসার জন্যে তিনিই যথেষ্ট।

৮২. এরা কি কোরআন গভীর মনোনিবেশের সাথে চিন্তা করে না?

وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ

এবং | যদি | হতো | থেকে | নিকট (অন্য কারো) | ব্যতীত | আল্লাহ | তারা পেত অবশ্যই | তার মধ্যে

اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾ وَ اِذَا جَآءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ

অসংগতি | বহু | এবং | যখন | কাছে আসে | তাদের | কোন বিষয় (সংবাদ) | শান্তির

اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ ط وَ لَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ

বা | ভয়ের | তারা প্রচার করে | তা সম্পর্কে | কিন্তু | যদি | তা পৌঁছে দিত | কাছে | রসূলের | ও

اِلٰٓى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ط

কাছে | দায়িত্বশীলদের | তাদের মধ্যকার | তা অবশ্যই জেনে নিত | যারা | তার তথ্যানুন্ধান করে | তাদেরমধ্যহতে
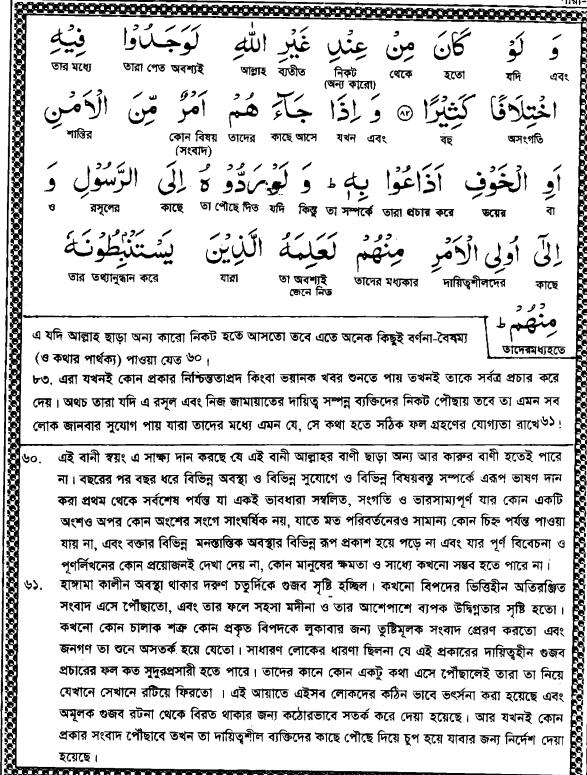
এ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে আসতো তবে এতে অনেক কিছুই বর্ণনা-বৈষম্য (ও কথার পার্থক্য) পাওয়া যেত ৬০।

৮৩. এরা যখনই কোন প্রকার নিশ্চিন্ততাপ্রদ কিংবা ভয়ানক খবর শুনতে পায় তখনই তাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এ রসূল এবং নিজ জামায়াতের দায়িত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিকট পৌছায় তবে তা এমন সব লোক জানবার সুযোগ পায় যারা তাদের মধ্যে এমন যে, সে কথা হতে সঠিক ফল গ্রহণের যোগ্যতা রাখে৬১।

৬০. এই বানী স্বয়ং এ সাক্ষ্য দান করছে যে এই বানী আল্লাহর বাণী ছাড়া অন্য আর কারুর বাণী হতেই পারে না। বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন সুযোগে ও বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে এরূপ ভাষণ দান করা প্রথম থেকে সর্বশেষ পর্যন্ত যা একই ভাবধারা সম্বলিত, সংগতি ও ভারসাম্যপূর্ণ যার কোন একটি অংশও অপর কোন অংশের সংগে সাংঘর্ষিক নয়, যাতে মত পরিবর্তনেরও সামান্য কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না, এবং বক্তার বিভিন্ন মনস্তাত্তিক অবস্থার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে না এবং যার পূর্ণ বিবেচনা ও পূণর্লিখনের কোন প্রয়োজনই দেখা দেয় না, কোন মানুষের ক্ষমতা ও সাধ্যে কখনো সম্ভব হতে পারে না।

৬১. হাঙ্গামা কালীন অবস্থা থাকার দরুণ চতুর্দিকে গুজব সৃষ্টি হচ্ছিল। কখনো বিপদের ভিত্তিহীন অতিরঞ্জিত সংবাদ এসে পৌঁছাতো, এবং তার ফলে সহসা মদীনা ও তার আশেপাশে ব্যপক উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হতো। কখনো কোন চালাক শত্রু কোন প্রকৃত বিপদকে লুকাবার জন্য তুষ্টিমূলক সংবাদ প্রেরণ করতো এবং জনগণ তা শুনে অসতর্ক হয়ে যেতো। সাধারণ লোকের ধারণা ছিলনা যে এই প্রকারের দায়িত্বহীন গুজব প্রচারের ফল কত সুদুরপ্রসারী হতে পারে। তাদের কানে কোন একটু কথা এসে পৌঁছালেই তারা তা নিয়ে যেখানে সেখানে রটিয়ে ফিরতো । এই আয়াতে এইসব লোকদের কঠিন ভাবে ভৎর্সনা করা হয়েছে এবং অমূলক গুজব রটনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। আর যখনই কোন প্রকার সংবাদ পৌঁছাবে তখন তা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে পৌছে দিয়ে চুপ হয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
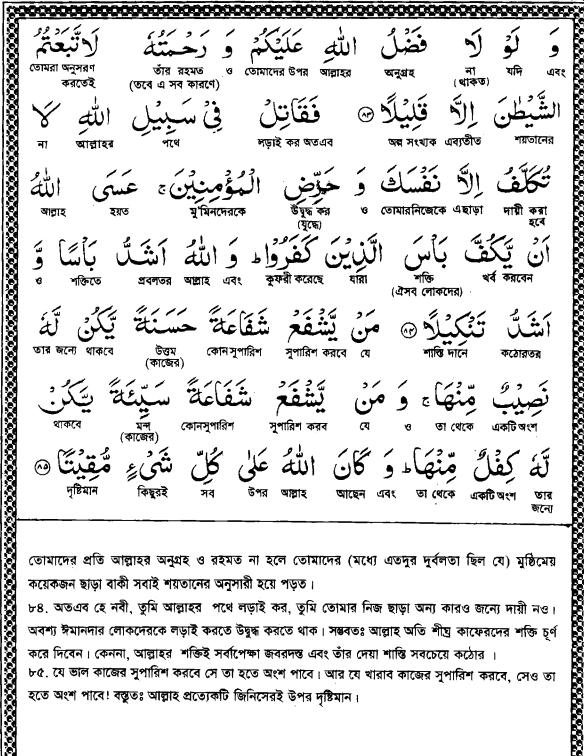
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত না হলে তোমাদের (মধ্যে এতদুর দুর্বলতা ছিল যে) মুষ্ঠিমেয় কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়ত।

৮৪. অতএব হে নবী, তুমি আল্লাহর পথে লড়াই কর, তুমি তোমার নিজ ছাড়া অন্য কারও জন্যে দায়ী নও। অবশ্য ঈমানদার লোকদেরকে লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করতে থাক। সম্ভবতঃ আল্লাহ অতি শীঘ্র কাফেরদের শক্তি চূর্ণ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহর শক্তিই সর্বাপেক্ষা জবরদস্ত এবং তাঁর দেয়া শাস্তি সবচেয়ে কঠোর।

৮৫. যে ভাল কাজের সুপারিশ করবে সে তা হতে অংশ পাবে। আর যে খারাব কাজের সুপারিশ করবে, সেও তা হতে অংশ পাবে! বস্তুতঃ আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর দৃষ্টিমান।
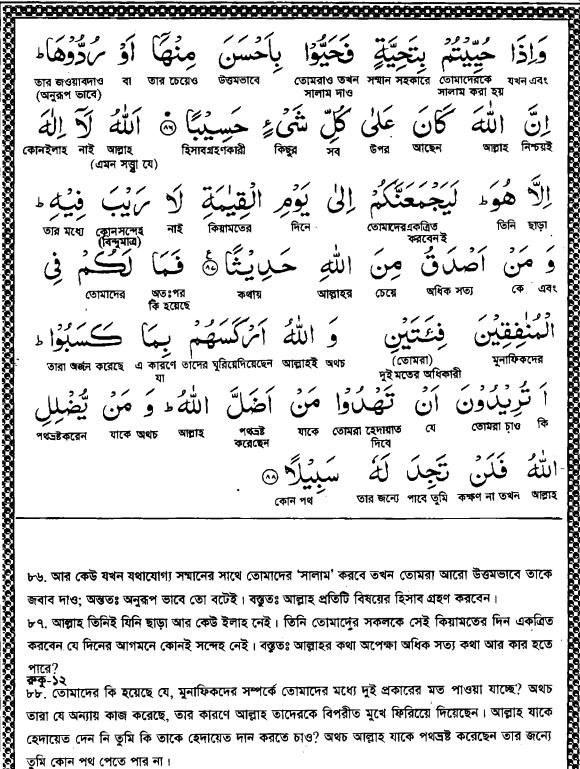
৮৬. আর কেউ যখন যথাযোগ্য সম্মানের সাথে তোমাদের 'সালাম' করবে তখন তোমরা আরো উত্তমভাবে তাকে জবাব দাও; অন্ততঃ অনুরূপ ভাবে তো বটেই। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন।

৮৭. আল্লাহ তিনিই যিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সকলকে সেই কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন যে দিনের আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহর কথা অপেক্ষা অধিক সত্য কথা আর কার হতে পারে?

রুকূ-১২

৮৮. তোমাদের কি হয়েছে যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে দুই প্রকারের মত পাওয়া যাচ্ছে? অথচ তারা যে অন্যায় কাজ করেছে, তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন নি তুমি কি তাকে হেদায়েত দান করতে চাও? অথচ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তার জন্যে তুমি কোন পথ পেতে পার না।

আরবি	অর্থ
وَدُّوْا	তারা কামনা করে
لَوْ	যদি
تَكْفُرُوْنَ	তোমরা কাফেরা হয়ে যাও
كَمَا	যেমন
كَفَرُوْا	তারা কাফের হয়েছে
فَتَكُوْنُوْنَ	তোমরা হয়ে যাবে তবে
سَوَآءً	(তাদের সাথে) সমান
فَلَا	না সুতরাং
تَتَّخِذُوْا	তোমরা গ্রহণ করো
مِنْهُمْ	তাদেরকে
اَوْلِيَآءَ	বন্ধুরূপে
حَتّٰى	যতক্ষণ না
يُهَاجِرُوْا	তারা হিজরত করে
فِىْ سَبِيْلِ	পথে
اللّٰهِ ط	আল্লাহর
فَاِنْ	অতঃপর যদি
تَوَلَّوْا	তারা মুখ ফিরায়
فَخُذُوْهُمْ	তাদের তোমরা ধর তবে
وَ	ও
اقْتُلُوْهُمْ	তাদেরকেহত্যা কর
حَيْثُ	যেখানে
وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص	তাদের তোমরা পাও
وَ	এবং
لَا	না
تَتَّخِذُوْا	তোমরা গ্রহণ করো (কাউকে)
مِنْهُمْ	তাদেরমধ্যহতে
وَلِيًّا	বন্ধুরূপে
وَّ لَا	না আর
نَصِيْرًا ۝٨٩	সাহায্যকারীরূপে
اِلَّا	তবে
الَّذِيْنَ	যারা
يَصِلُوْنَ	মিলিত হয়
اِلٰى	সাথে
قَوْمٍ	(এমনকোন) জাতির
بَيْنَكُمْ	তোমাদের মাঝে
وَ	ও
بَيْنَهُمْ	তাদের মাঝে
مِّيْثَاقٌ	চুক্তি (রয়েছে)
اَوْ	অথবা
جَآءُوْكُمْ	তোমাদেরকাছেআসে (এমন ভাবেযে)

৮৯. তারা তো এই চায় যে, তারা নিজেরা যেমন কাফের, তোমরাও তেমনি ভাবে কাফের হয়ে যাও, যেন তোমরা ও তারা একেবারে সমান হয়ে যাও। কাজেই তাদের মধ্যে হতে কাউকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যতক্ষণ না সে আল্লাহর পথে হিজরত করে আসবে। আর সে যদি হিজরত না করে তবে যেখানেই পাবে তাকে ধরবে, তাকে হত্য করবে[৬২] এবং তাদের মধ্যে কাউকেও নিজের বন্ধু ও সাহায্যকারী রূপে গ্রহণ করবে না।

৯০. অবশ্য সেই সমস্ত মুনাফিক এই কথার মধ্যে শামিল নহে যারা তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ[৬৩] কোন জাতির সাথে যেয়ে মিলিত হবে। অনুরূপ ভাবে সেই সব মুনাফিকরাও এর-অন্তর্ভূক্ত নয়, যারা তোমার নিকট আসে

৬২. এ নির্দেশ সেই সব মোনাফেক মুসলমানদের প্রতি যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফের কওমের সংগে সম্পর্ক রাখে ও ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কার্যক্রমে কার্যত অংশ গ্রহণ করে।

৬৩. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ মোনাফেকদের বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তাদেরকে ধরা ও মারা যাবে না, কেননা তারা এমন জাতির সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়েছে যাদের সঙ্গে ইসলামী রাষ্ট্রের সন্ধি-চুক্তি আছে।
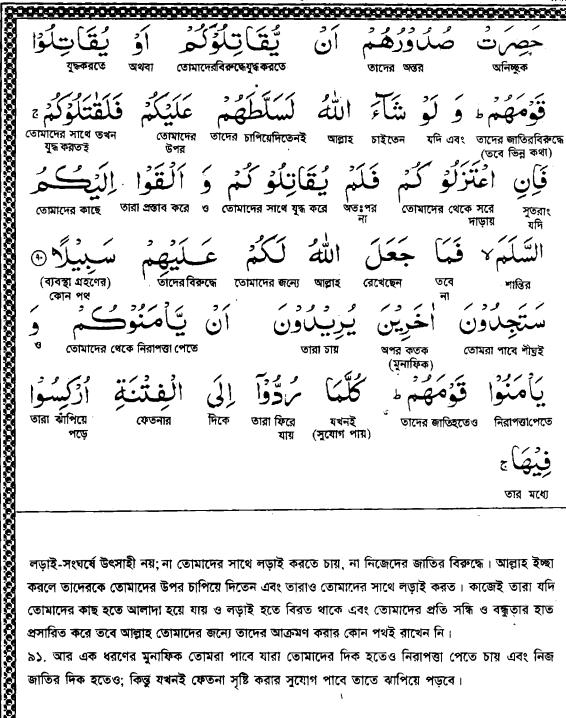
লড়াই-সংঘর্ষে উৎসাহী নয়; না তোমাদের সাথে লড়াই করতে চায়, না নিজেদের জাতির বিরুদ্ধে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতেন এবং তারাও তোমাদের সাথে লড়াই করত। কাজেই তারা যদি তোমাদের কাছ হতে আলাদা হয়ে যায় ও লড়াই হতে বিরত থাকে এবং তোমাদের প্রতি সন্ধি ও বন্ধুত্বার হাত প্রসারিত করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে তাদের আক্রমণ করার কোন পথই রাখেন নি।

৯১. আর এক ধরণের মুনাফিক তোমরা পাবে যারা তোমাদের দিক হতেও নিরাপত্তা পেতে চায় এবং নিজ জাতির দিক হতেও; কিন্তু যখনই ফেতনা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে তাতে ঝাপিয়ে পড়বে।
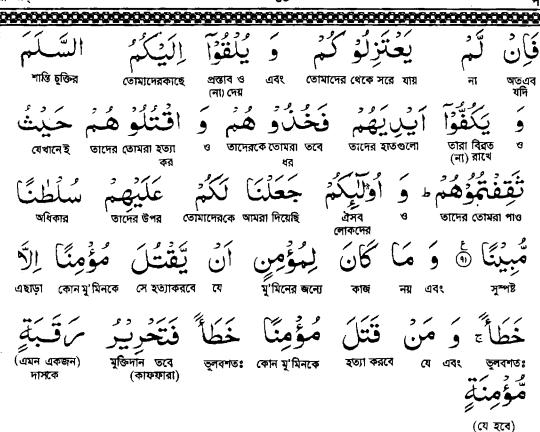
এই ধরনের লোক যদি তোমাদের সাথে মোকাবেলা করা হতে বিরত না থাকে এবং সন্ধি ও শান্তির আবেদন তোমাদের সামনে পেশ না করে এবং নিজেদের আক্রমনের হাত বিরত না রাখে তবে তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই তাদেরকে ধরবে এবং হত্যা করবে। এই ধরনের লোকদের উপর আক্রমণ চালাবার জন্যে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ফরমান দান করলাম।

রুকু-১৩

৯২. কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করা কোন ঈমানদার ব্যক্তির কাজ হতে পারেনা; অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ হত্যা করবে তার 'কাফ্ফরা' স্বরূপ এক মুমিন ব্যক্তিকে গোলামী হতে মুক্ত করতে হবে [৬৪]

৬৪. নিহত ব্যক্তি মু'মিন থাকার কারণে তার হত্যার কাফফরা স্বরূপ একটি মুমিন গোলাম মুক্ত করার বিধি দান করা হয়েছে।

وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ
ও রক্ত মূল্য সমর্পিত হবে কাছে তার পরিবারের তবে যদি

يَّصَّدَّقُوْا ؕ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ
তারা ক্ষমা করে দেয় (তবে ভিন্ন কথা) অতঃপর যদি সেহয় মধ্যহতে জাতির শত্রু তোমাদের যখন সে

مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَ اِنْ كَانَ
মু'মিনও তবে (কাফফারা) মুক্তি দান (এমন একজন) দাসকে (যে হবে) মু'মিন এবং যদি হয়

مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ
মধ্য হতে জাতির (এমন) তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে সন্ধি চুক্তি (রয়েছে) তবে রক্ত মূল্য

مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ج
সমর্পিত হবে কাছে তার পরিবারে ও মুক্তিদান (এমন একজন) দাসকে (যে হবে) মু'মিন

এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদেরকে 'রক্তমূল্য' দিতে হবে[৬৫]। 'রক্তমূল্য' মাফ করে দিলে সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু নিহত মুসলিম ব্যক্তি যদি তোমাদের শত্রু জাতির মধ্য হতে হয়ে থাকে, তবে তার কাফফারা হচ্ছে একজন মুমিন গোলামকে মুক্ত করা। পক্ষান্তরে সে যদি এমন কোন অমুসলিম জাতির লোক হয়ে থাকে যার সাথে তোমাদের সন্ধি-চুক্তি রয়েছে তবে তার উত্তরাধিকারীদেরকে রক্ত বিনিময় দিতে হবে এবং একজন মুমিন গোলামকে আযাদ করতে হবে[৬৬]।

৬৫. নবী করীম (সঃ) রক্তপণের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন- একশত উট অথবা দুইশত গাভী; কিংবা দুই হাজার ছাগল। এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কেউ রক্তের বিনিময়-মূল্য দিতে চাইলে ঐসব জিনিসের বাজারমূল্য হিসাবে তা নির্ধারণ করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে নবী করীমের (সঃ) যামানায় নগদ মূল্যে রক্তপণ নির্দিষ্ট ছিল ৮ (আট) শত দীনার বা ৮ (আট) হাজার দিরহাম। হযরত উমরের (রাঃ) যামানা এলে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, এখন উটের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে; সুতরাং এখন স্বর্ণমুদ্রায় এক হাজার দীনার বা রৌপ্যমুদ্রায় ১২হাজার দিরহাম রক্তপণ দিতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রক্তপণের এই পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য নয়; এ হচ্ছে ভুলবশতঃ হত্যার জন্য।

৬৬. এই আয়াতের নির্দেশের সারাংশ এই যে- যদি নিহত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে রক্তের বিনিময়-মূল্য দিতে হবে এবং আল্লাহর কাছে নিজ অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য একটি গোলামকেও মুক্ত করতে হবে। আর যদি নিহত ব্যক্তি দারুল হারাবের বাসিন্দা হয়; তবে হত্যাকারীকে মাত্র গোলাম আযাদ করতে হবে; এর জন্যে রক্তপণ নেই। নিহত ব্যক্তি যদি ইসলামী রাষ্টের সংগে চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিম রাষ্টের অধিবাসী হয় তবে হত্যাকারীকে একটি দাসমুক্ত করতে হবে ও উপরন্তু রক্তপনও দান করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে রক্তের বিনিময়-মূল্যের পরিমাণ হবে চুক্তিবদ্ধ জাতির কোন অমুসলিম ব্যক্তিকে হত্যার জন্য চুক্তি-মত যে পরিমাণ প্রদেয়।

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ز تَوْبَةً

তবে যে | না | পায় | রোযা সেক্ষেত্রে রাখবে | দু'মাস | ক্রমাগত | তওবা (করার নীতি)

مِّنَ اللّٰهِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٩٢﴾ وَ مَنْ

হতে | আল্লাহর | এবং | হলেন | আল্লাহ | সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময় | এবং | যে

يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا

হত্যা করবে | মু'মিনকে | ইচ্ছাকৃত | তার শাস্তি (হল) | জাহান্নাম | সে স্থায়ী হবে

فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهٗ وَ اَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا

তার মধ্যে | ও | ক্রুদ্ধ হয়েছেন | আল্লাহ | তার উপর | ও | তাকে লানত করেছেন | ও | প্রস্তুত করে রেখেছেন | তার জন্যে | শাস্তি

عَظِيْمًا ﴿٩٣﴾

বিরাট
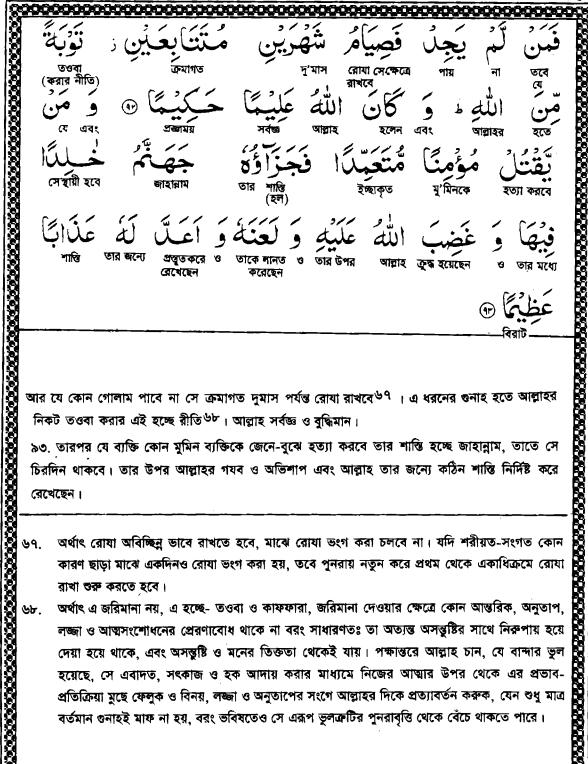
আর যে কোন গোলাম পাবে না সে ক্রমাগত দুমাস পর্যন্ত রোযা রাখবে[৬৭]। এ ধরনের গুনাহ হতে আল্লাহর নিকট তওবা করার এই হচ্ছে রীতি[৬৮]। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

৯৩. তারপর যে ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তিকে জেনে-বুঝে হত্যা করবে তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম, তাতে সে চিরদিন থাকবে। তার উপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্যে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

---

৬৭. অর্থাৎ রোযা অবিচ্ছিন্ন ভাবে রাখতে হবে, মাঝে রোযা ভংগ করা চলবে না। যদি শরীয়ত-সংগত কোন কারণ ছাড়া মাঝে একদিনও রোযা ভংগ করা হয়, তবে পুনরায় নতুন করে প্রথম থেকে একাধিক্রমে রোযা রাখা শুরু করতে হবে।

৬৮. অর্থাৎ এ জরিমানা নয়, এ হচ্ছে- তওবা ও কাফফারা, জরিমানা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন আন্তরিক, অনুতাপ, লজ্জা ও আত্মসংশোধনের প্রেরণাবোধ থাকে না বরং সাধারণতঃ তা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির সাথে নিরুপায় হয়ে দেয়া হয়ে থাকে, এবং অসন্তুষ্টি ও মনের তিক্ততা থেকেই যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ চান, যে বান্দার ভুল হয়েছে, সে এবাদত, সৎকাজ ও হক আদায় করার মাধ্যমে নিজের আত্মার উপর থেকে এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলুক ও বিনয়, লজ্জা ও অনুতাপের সংগে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করুক, যেন শুধু মাত্র বর্তমান গুনাহই মাফ না হয়, বরং ভবিষতেও সে এরূপ ভুলক্রটির পুনরাবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

৯৪. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে বের হবে, তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করো। কেউ তোমাদেরকে প্রথমেই সালাম দিলে সহসাই তাকে বলে ফেলোনা যে, 'তুমি মুমিন নও'। তোমরা যদি বৈষয়িক স্বার্থ পেতে চাও তবে আল্লাহর নিকট প্রচুর পরিমাণে গনীমতের মাল রয়েছে। তোমরা নিজেরাই তো ইতিপূর্বে ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, কাজেই সতর্কতা ও সত্যানুসন্ধিৎসার সাথে কাজ করো[৬৯]।

৬৯. ইসলামের সূচনা কালে 'আসসালামু আলাইকুম' শব্দটি মুসলমানদের ধর্মীয় কৃষ্টির বিশেষ চিহ্ন ও নিদর্শন রূপে গণ্য হত, এবং একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে দেখে এ শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করতো যে আমি তোমাদেরই দলভুক্ত লোক, আমি তোমাদের বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী, শত্রু নই। বিশেষতঃ সে সময়ে এই 'শেআর' (ধর্মীয় চিহ্ন)-এর গুরুত্ব আরও বেশী থাকার কারণ ছিল তখন আরবের নব মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে পোষাক, ভাষা বা অন্য কোন জিনিসের এরূপ কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য ছিলনা যে একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে সাধারণভাবে দেখে তাকে মুসলমান বলে চিনতে পারে। কিন্তু যুদ্ধকালে একটি জটিলতার সৃষ্টি হতো। মুসলমান যখন কোন শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ চালাতো, সেখানে যদি কোন মুসলমান এই আক্রমণের পাল্লায় পড়ে যেতো তবে সে আক্রমণকারী মুসলমানকে সে যে তার দ্বীনি ভাই একথা জানাবার জন্য 'আসসালামু আলাইকুম' বা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠতো। কিন্তু মুসলমানদের তার উপর এই সন্দেহ হতো যে- এ কোন কাফের হবে, কিন্তু নিছক প্রাণ বাঁচানোর জন্য কৌশল অবলম্বন করছে। এজন্য অনেক সময় তাকে হত্যা করে ফেলা হতো। আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান হিসেবে পেশ করে তার সম্পর্কে বিনা অনুসন্ধানে হালকা ভাবে তোমাদের এ সিদ্ধান্ত করার অধিকার নেই যে- সে মাত্র প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলছে। সে সত্যবাদীও হতে পারে আর মিথ্যাবাদীও হতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার তো অনুসন্ধানের পরই জানা যেতে পারে। তদন্ত ছাড়া ছেড়ে দেওয়ায় যেমন একজন কাফেরের পক্ষে মিথ্যা বলে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে নেয়ার সম্ভাবনা আছে সেরূপ তদন্ত ছাড়া তাকে হত্যা করার মধ্যেও একজন নিষ্পাপ মুমিনের তোমাদের হাতে নিহত হবার সম্ভাবনাও বর্তমান আছে।

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِي

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | ঐবিষয়ে যা | তোমরা কাজকর | খুব অবহিত | না | সমান হয়

الْقٰعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ

(গৃহে) উপবেশন কারী (ঐসব লোক) | মধ্যহতে | মু'মিনদের | এ ব্যতীত | অক্ষমতাশীলরা | ও

الْمُجٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ط

মুজাহিদরা (যারা জিহাদ করে) | পথে | আল্লাহর | তাদের মাল-সম্পদ দিয়ে | ও | তাদের জান (দিয়ে)

فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন | আল্লাহ | জিহাদকারীদেরকে | তাদের মালসম্পদদিয়ে | ও | তাদের জান (দিয়ে)

عَلَى الْقٰعِدِينَ دَرَجَةً ط وَ كُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ

(তাদের) উপর | (যারা) (গৃহে)উপবেশনকারী | মর্যাদায় | এবং | প্রত্যেকেরই | ওয়াদা দিয়েছেন | আল্লাহ

الْحُسْنٰى ط وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِينَ عَلَى الْقٰعِدِينَ

কল্যাণের | কিন্তু | শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন | আল্লাহ | জিহাদকারীদেরকে | উপর | উপবিষ্টদের

أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَّ رَحْمَةً ط

পুরস্কারের (ক্ষেত্রে) | বিরাট | মর্যাদায় | তাঁরপক্ষহতে | ও | ক্ষমা | ও | রহমত (রয়েছে)

তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

৯৫. যেসব মুসলমান কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, এই উভয় ধরনের লোকের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহতা'আলা বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা জান-মাল দ্বারা জিহাদকারীদের সম্মান উচ্চে রেখেছেন; এদের প্রত্যেকেরই জন্য যদিও কল্যাণের ওয়াদা রয়েছে ; কিন্তু তাঁর দরবারে মুজাহিদদের কল্যাণ কর কাজের ফল বসে-থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী।

৯৬. তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে।

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٩٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ

এবং হলেন আল্লাহ ক্ষমাশীল মেহেরবান নিশ্চয় যারা তাদের জান কবজ করে

الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ

ফেরেশতারা জুলুমকারী তাদের নিজেদের উপর (ফেরেশতারা) বলে কেমন তার মধ্যে তোমরা ছিলে

قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ

তারা বলে আমরা ছিলাম দুর্বল মধ্যে দুনিয়ার তারা বলে কি না

تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ

ছিল যমীন আল্লাহর প্রশস্ত তোমরা অতঃপর হিজরত করতে তার মধ্যে

فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَ سَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾

ঐসবলোক অতএব তাদের বাসস্থল (হবে) জাহান্নাম এবং অতি খারাব গন্তব্যস্থান
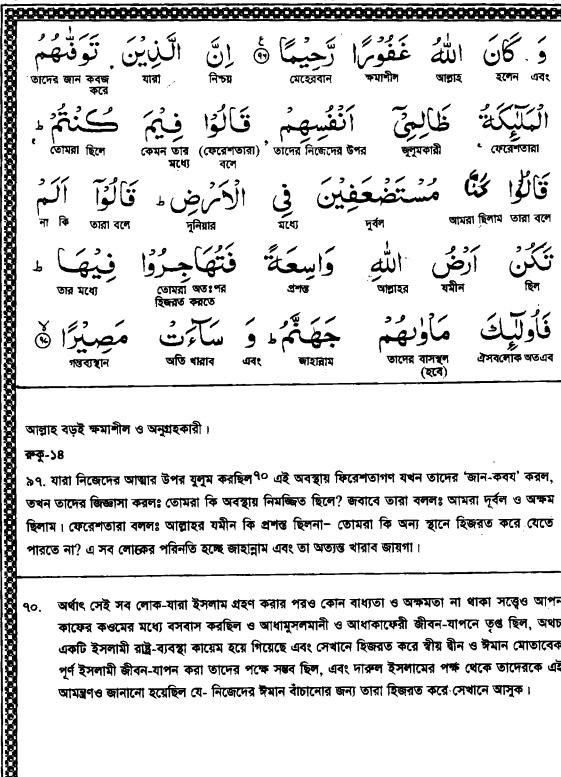
আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

রুকু-১৪

৯৭. যারা নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করছিল[৭০] এই অবস্থায় ফিরেশতাগণ যখন তাদের 'জান-কবয' করল, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করলঃ তোমরা কি অবস্থায় নিমজ্জিত ছিলে? জবাবে তারা বললঃ আমরা দুর্বল ও অক্ষম ছিলাম। ফেরেশতারা বললঃ আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিলনা– তোমরা কি অন্য স্থানে হিজরত করে যেতে পারতে না? এ সব লোকের পরিনতি হচ্ছে জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত খারাব জায়গা।

৭০. অর্থাৎ সেই সব লোক-যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরও কোন বাধ্যতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও আপন কাফের কওমের মধ্যে বসবাস করছিল ও আধামুসলমানী ও আধাকাফেরী জীবন-যাপনে তৃপ্ত ছিল, অথচ একটি ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে হিজরত করে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান মোতাবেক পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, এবং দারুল ইসলামের পক্ষ থেকে তাদেরকে এই আমন্ত্রণও জানানো হয়েছিল যে- নিজেদের ঈমান বাঁচানোর জন্য তারা হিজরত করে সেখানে আসুক।
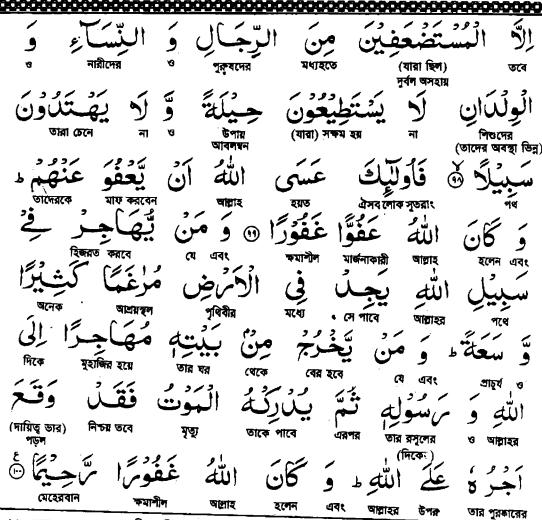
৯৮. তবে যে সব পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু প্রকৃতই অসহায় এবং যাদের নিজেদের ঘর পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার কোন পথ –কোন উপায় ছিলনা;

৯৯. সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই মার্জনাকারী ও রেহাই দানকারী।

১০০.বস্তুতঃ আল্লাহর পথে যে হিজরত করবে যমীনে আশ্রায় নিবার জন্যে সে অনেক জায়গা এবং দিন-যাপনের জন্যে বিরাট অবকাশ পাবে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘর হতে আল্লাহ ও রসূলের দিকে হিজরত করার জন্যে বের হবে, এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হবে তার প্রতিফল দান করা আল্লাহর প্রতি ওয়াজিব হবে। আল্লাহ বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল ৭১।

৭১. একথা বুঝে লওয়া আবশ্যক যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের উপর ঈমান এনেছে তার পক্ষে কাফেরী সমাজ-ব্যবস্থার অধীনে জীবন-যাপন করা মাত্র দুই ক্ষেত্রে বৈধ হতে পারে। প্রথম- সে সেই ভুখন্ডে ইসলামকে বিজয়ী করার এবং কাফেরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করার জন্য সাধ্য-সাধনা করতে থাকবে। যেমন নবীগণ (আঃ) ও তাদের প্রাথমিক সঙ্গী-সাথীরা করেছিলেন। দ্বিতীয়- সে সেখান থেকে প্রস্থান করার কোন উপায়ই পাচ্ছে না এবং তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষের সঙ্গে নিরুপায় হয়ে সেখানে বসবাস করছে।

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

এবং যখন তোমরা সফর কর যমীনে তখন নাই তোমাদের উপর কোন গুনাহ

اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ

যে তোমরা কসর করবে থেকে নামাযে যদি তোমরা ভয় কর যে তোমাদের বিপদে ফেলবে

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا

যারা কুফরী করেছে নিশ্চয়ই কাফেররা হলো তোমাদের জন্যে শত্রু

مُّبِيْنًا ﴿١٠١﴾ وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ

প্রকাশ্য এবং (হে নবী) যখন তুমি হও তাদের মধ্যে তুমি অতঃপর কায়েম করবে তাদের জন্য নামাজ

فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَ لْيَاْخُذُوْٓا اَسْلِحَتَهُمْ قف

তখন দাঁড়ায় যেন একদল তাদের মধ্যহতে তোমার সাথে এবং তারা রাখে যেন তাদের অস্ত্র (তাদের কাছে)

فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ ص

অতপর যখন তারা সিজদা করে ফেলে তারা তখন হবে তোমাদের পিছনে

রুকু-১৫

১০১. আর তোমরা যখন সফরে বের হবে, তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে[৭২] কোন দোষ নেই, (বিশেষতঃ) কাফেররা তোমাদেরকে বিপদগ্রস্থ করতে পারে বলে যখন আশংকা হবে। কেননা তারা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের শত্রুতার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

১০২. হে নবী! তুমি যখন মুসলমানদের মধ্যে অবস্থিত হবে এবং (যুদ্ধাবস্থায়) নামাযে তাদের ইমামতি করার জন্যে দাঁড়াবে তখন তাদের মধ্যে হতে একদল তোমার সংগে দাঁড়াবে এবং অস্ত্র নিয়ে থাকবে[৭৩]। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করবে তখন তারা পিছনে চলে যাবে

৭২. শান্তির সময়কার সফরে কসর (নামায সংক্ষিপ্ত করণ) হচ্ছেঃ চার রাকায়াত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকায়াত করে পড়া। যুদ্ধের অবস্থায় কসরের জন্য কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। যুদ্ধের অবস্থায় যখন যেভাবে সম্ভব হয় সেই ভাবে নামায পড়ার অনুমতি আছে।

৭৩. ভয়কালীন নামাযের এই হুকুম সেই অবস্থার জন্য যখন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা আছে বটে, তবে কার্যতঃ যুদ্ধ বাধেনি।

وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ

আসে যেন এবং | দল | অন্য (যারা) | নামাজ পড়ে নাই | তারা পড়ে যেন তখন | তোমার সাথে

وَلْيَاْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ

ও | তারাও রাখে যেন | সতর্কতা | তাদের | ও | তাদের অস্ত্র শস্ত্র (তাদের কাছে) | কামনা করে | যারা

كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ

কুফরীকরেছে | যদি | গাফেল হও তোমরা | হতে | তোমাদেরঅস্ত্র-শস্ত্র | ও | সাজসরঞ্জাম (হতে)

فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ

তারা তবে আক্রমণ করবে | তোমাদের উপর | আক্রমণ | একবারেই | এবং | না (হবে) | গুনাহ

عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ

তোমাদের উপর | যদি | হয় | তোমাদের | কষ্ট | হতে | বৃষ্টি | অথবা | তোমরা হও

مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْا اَسْلِحَتَكُمْ ج وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط

অসুস্থ | তোমাদের সংবরণ করায় | তোমাদের অস্ত্র সস্ত্র | কিন্তু | তোমরা অবলম্বন করবে | তোমাদের সতর্কতা

اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿١٠٢﴾

নিশ্চয়ই | আল্লাহ | প্রস্তুত করে রেখেছেন | কাফেরদের জন্যে | আযাব | লাঞ্ছনাকর

এবং দ্বিতীয় দল– এখনো যারা নামায পড়ে নি– তারা এসে তোমার সাথে পড়বে এবং তারাও সতর্ক থাকবে ও নিজেদের অস্ত্র সংগে রাখবে, কেননা কাফেরগণ সুযোগ-সন্ধান করছে: তোমরা তোমাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হতে একটু অসতর্ক হলেই তারা আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু তোমরা যদি বৃষ্টির কারণে কষ্ট পাও কিংবা অসুস্থ হও তবে অস্ত্র সংবরণ করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা সতর্ক থাকবে। নিশ্চয় জেনো, আল্লাহ কাফেরদের জন্যে অপমানকার আযাব নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا

অতঃপর যখন — তোমরা সমাপ্ত কর — নামাজ — তখন — তোমরা স্মরণ কর — আল্লাহকে — দাঁড়িয়ে — ও — বসে

وَّ عَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج

ও — উপর — তোমাদের পার্শগুলোর (অর্থাৎ শুয়ে) — যখন অতঃপর — তোমরা নিরাপদ হও — তখন তোমরা কায়েম কর — নামাজ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ﴿١٠٣﴾

নিশ্চয় — নামাজ — হল — উপর — মু'মিনদের — ফরজ — নির্দিষ্ট সময়ে

وَ لَا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَآءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ

এবং — না — তোমরা হতোদ্যম হয়ো — পশ্চাদ্ধাবনে — (শত্রু) জাতির — যদি — তোমরা যন্ত্রণা পেয়ে থাকো

فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج وَ تَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ

তবে নিশ্চয় তারাও — যন্ত্রণা পায় — যেমন — তোমরা যন্ত্রণা পাও — আর — তোমরা আশা কর (পুরস্কার) — হতে — আল্লাহ

مَا لَا يَرْجُوْنَ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٤﴾

যা — না — তারা আশা করে — এবং — হলেন — আল্লাহ — সর্বজ্ঞ — প্রজ্ঞাময়

১০৩. অতঃপর তোমরা যখন নামায সমাপ্ত করবে, তখন দাঁড়িয়ে –বসে –শুয়ে-সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে। আর যখন স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভ হবে, তখন পূর্ণ নামায পড়বে। বস্তুতঃ নামায এমন একটি কর্তব্য কাজ, যা সময়ানুবর্তিতার সাথে (আদায় করার জন্যে) ঈমানদার লোকদের জন্যে ফরয করে দেয়া হয়েছে।

১০৪. এই দলের পশ্চাদ্ধাবনে কিছুমাত্র দূর্বলতা দেখিয়ো না। তোমরা কষ্টে পড়ে থাকলে তোমাদের ন্যায় তারাও কষ্ট ভোগ করছে। পক্ষান্তরে তোমরা আল্লাহর নিকট সেই জিনিসের আশা পোষণ কর যার আশা তারা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ

আমরা নিশ্চয়ই | আমরা নাযিল করেছি | তোমার প্রতি | (এই) গ্রন্থখানি | সত্যসহকারে | তুমি যাতে বিচার কর | মাঝে | লোকদের

بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

তেমনি যা | তোমাকে দেখিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | না | তুমি হয়ো | খিয়ানতকারীদের জন্যে | বিতর্ককারী

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾

এবং | ক্ষমা চাও (কাছে) | আল্লাহর | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | হলেন | ক্ষমাশীল | মেহেরবান

وَلَا تُجَـٰدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ

এবং | না | তুমি বিসম্বাদ করো | (তাদের) জন্যে | যারা | খিয়ানত করে | তাদের নিজেদের (উপর) | নিশ্চয়ই

ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ

আল্লাহ | না | পছন্দ করেন | যে | হবে | খিয়ানতকারী | পাপিষ্ঠ | তারা লুকাতে চায়

مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ

থেকে | লোকদের | অথচ | না | তারা লুকাতে পারে | থেকে | আল্লাহ | ও | তিনি (ছিলেন) | তাদের সাথে

إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ

যখন | তারা রাতে পরামর্শ করে | যা | না | তিনি পছন্দ করেন | (কুট-কৌশলের) কথা বার্তা

রুকু-১৬

১০৫. হে নবী! আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যতার সাথে তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে যে সত্য পথ দেখিয়েছেন সে অনুসারে লোকদের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করতে পার। তুমি খিয়ানতকারী ও দূর্নীতিপরায়ন লোকদের সমর্থনে বিতর্ককারী হয়ো না।

১০৬. এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

১০৭. যারা নিজেদের প্রতি খিয়ানত করে[৭৪], তুমি তাদের সাহায্য করো না। বস্তুতঃ আল্লাহ খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ লোকদের পছন্দ করেন না।

১০৮. তারা মানুষের নিকট হতে নিজেদের কর্মকান্ড লুকাতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট হতে গোপন করতে পারে না। তিনি তো ঠিক সে সময়ও তাদের সংগে থাকেন যখন এরা রাত্রিবেলা গোপনে আল্লাহর মর্যির খেলাফ পরামর্শ করতে থাকে।

৭৪. যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে প্রকৃতপক্ষে তার দ্বারা প্রথমে নিজ সত্তার প্রতিই বিশ্বাস-ঘাতকতা করে।

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿١٠٨﴾ هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ

এবং | হলেন | আল্লাহ | ঐ বিষয় যা | তারা কাজ করছে | আয়ত্তকারী | হ্যাঁ তোমরাই | ঐসব লোক (যারা)

جٰدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۟ فَمَنْ يُّجَادِلُ اللّٰهَ

তোমরা ঝগড়া করেছ | তাদের পক্ষে | জীবনে | দুনিয়ার | কে অতঃপর | ঝগড়া করবে | আল্লাহর (সাথে)

عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَّنْ يَّكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠٩﴾

তাদের পক্ষে | দিনে | কিয়ামতের | অথবা | কে | হবে | তাদের পক্ষে | উকীল

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ

এবং | যে | কাজ করবে | মন্দ | বা | জুলুম করবে | তার নিজের উপর | এরপর | ক্ষমা চাইবে

اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَمَنْ يَّكْسِبْ

আল্লাহর (কাছে) | সে পাবে | আল্লাহকে | ক্ষমাশীল | মেহেরবান হিসেবে | আর | যে | অর্জন করে

اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهٗ عَلٰى نَفْسِهٖ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ

গুনাহ | তাহলে মূলতঃ | তা অর্জন করেসে | উপর | তার নিজের | এবং | হলেন | আল্লাহ

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١١١﴾

সর্বজ্ঞ | প্রজ্ঞাময়

এদের সকল কাজই আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

১০৯. হ্যাঁ, তোমরা এসব অপরাধীর পক্ষ সমর্থনে দুনিয়ার জীবনে তো খুব ঝগড়া করে নিলে; কিন্তু কিয়ামতের দিন এদের পক্ষে কে ঝগড়া করবে? সেখানে তাদের উকীল কে হবে?

১১০. কেউ যদি কোন পাপকাজ করে ফেলে কিংবা নিজের উপর যুলুম করে বসে এবং তার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে।

১১১. কিন্তু যে পাপ কাজ করবে তার এই পাপকাজ তার জন্যেই বিপদ হবে। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি বিজ্ঞ ও জ্ঞানী।

وَ مَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓـَٔةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ

এবং | যে | অর্জন করে | অন্যায় | বা | পাপ কাজ | এরপর

يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا (١١٢)

তা চাপিয়ে দেয় | নির্দোষের (উপর) | নিশ্চয় তবে | সে বহন করল | মিথ্যা অপবাদ | ও | পাপ | সুস্পষ্ট

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهٗ لَهَمَّتْ

এবং | যদি | না | অনুগ্রহ (হত) | আল্লাহর | তোমার উপর | ও | তাঁর রহমত (তবে) | সংকল্প করেই ফেলেছিল

طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ؕ وَ مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ

একদল | তাদের মধ্য হতে | যে | তোমাকে পথ ভ্রষ্ট করবে | এবং | না | তারা পথ ভ্রষ্ট করবে | এ ছাড়া

اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ

তাদের নিজেদেরকে | এবং | না | তোমাকেতারা ক্ষতি করতে পারে | কোন কিছুই | এবং | নাযিল করেছেন | আল্লাহ

عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ؕ

তোমার উপর | কিতাব | ও | বুদ্ধিমত্তা | ও | তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন | যা | না | তুমি জানতে

১১২. তারপরে যে নিজে কোন অন্যায় বা পাপ করে কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তার দোষ চাপিয়ে দেয় সে তো বড় সাংঘাতিক দোষারোপ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা নিজ কাঁধে গ্রহণ করে।

রুকু-১৭

১১৩. হে নবী! আল্লাহর অনুগ্রহ যদি তোমার প্রতি না হতো এবং তাঁর রহমত যদি তোমার কল্যাণে নিযুক্ত না হত তবে তাদের মধ্য হতে একটি দল তোমাদেরকে ভুল ধারণায় নিমজ্জিত করার ফায়সালা করেই ফেলেছিল, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ভুল ধারণায় ফেলতেছিলনা এবং তারা তোমার কোন ক্ষতিও করতে পারত না[৭৫]। আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও বুদ্ধিমত্তা নাযিল করেছেন এবং তোমাকে এমন জ্ঞান জানিয়ে দিয়েছেন যা তোমার জানা ছিল না।

৭৫. অর্থাৎ যদি তারা ভুল বিবরণ ও সাক্ষ্য পেশ করে তোমাকে ভুল ধারণার বশবর্তী করতে সক্ষমও হয়ে যেত. এবং নিজেদের অনুকূলে ইনসাফের খেলাফ ফায়সালাও হাসেল করে নিতো, তবু ক্ষতি তাদেরই হতো। তোমার তাতে কোন ক্ষতি হতো না। কেননা তার জন্য আল্লাহর কাছে তারাই দোষী সাব্যস্ত হতো, তুমি নও। যে ব্যক্তি বিচারককে ধোঁকা দিয়ে নিজের অনুকূলে অন্যায় ফায়সালা হাসেল করে, সে প্রকৃত পক্ষে নিজেকে এই বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে যে, এই তদবিরের ফলে 'হক' তারই পক্ষে এসে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে হক তারই আছে, প্রকৃত যার হক। কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আদালতের বিচারক ফায়সালা দান করলে তার দ্বারা প্রকৃত সত্যের উপর কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়া পড়ে না।

وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴿١١٣﴾ لَا خَيْرَ

এবং হল অনুগ্রহ আল্লাহর তোমার উপর বিরাট নাই কোন কল্যাণ

فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ

মধ্যে অধিকাংশের গোপন তাদের তবে যে নির্দেশ দেয় দানখয়রাতের বা
(দোষনেই তার শলাপরামর্শে) পরামর্শের

مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍۭ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ

সৎ কাজের বা সন্ধি স্থাপনের মাঝে লোকদের এবং যে করে

ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا

এরূপ সন্ধানে সন্তুষ্টির আল্লাহর শীঘ্রই সেক্ষেত্রে তাকে দেব আমরা প্রতিফল

عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا

বিরাট এবং যে বিরুদ্ধাচারণ করে রসূলের এরপরেও যা

تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ

সুস্পষ্ট হয়েছে তারকাছে সৎ পথ ও অনুসরণ করে ব্যতীত পথ মু'মিনদের
(তাহলে)

نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿١١٥﴾

আমরা তাকে ফিরাব (সেদিকেই) যে দিকে সে ফিরেছে ও আমরা তাকে দগ্ধ করব জাহান্নামে এবং (তা) কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল

বস্তুতঃ তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট।

১১৪. লোকদের গোপন সলা-পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ কাউকে যদি দান খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা কোন ভাল কাজের জন্যে অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের মধ্যে সংশোধন সূচিত করার জন্যে কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভাল কথা। আর আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে যে কেউ এরূপ করবে তাকে আমরা বড় প্রতিফল দান করব।

১১৫. কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধতা করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে এবং ঈমানদার লোকের নিয়ম-নীতির বিপরীত নীতিতে চলবে- এমতাবস্থায় যে, প্রকৃত সত্যপথ তার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে- তাকে আমরা সেই দিকেই চালাব যেদিকে সে নিজেই চলতে শুরু করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো যা নিকৃষ্টতম স্থান।

রুকূ-১৮

১১৬. আল্লাহর নিকট কেবল শেরকই ক্ষমা পেতে পারে না, এতদ্ব্যতীত অন্য সব পাপই মার্জনা লাভ করতে পারে, যাকে তিনি ক্ষমা করতে ইচ্ছা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল, সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

১১৭. এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীসমূহকে মা'বুদ রূপে গ্রহণ করে[৭৬]। তারা সেই আল্লাহদ্রোহী শয়তানকেও মাবুদ রূপে মেনে নেয়

১১৮. যার উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন (তারা সেই শয়তানের আনুগত্য ও অনুসরণ করে) যে আল্লাহকে বলেছিল যে, আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে হতে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব[৭৭];

৭৬. শয়তানকে কেউই এই অর্থে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেনা যে, তার সামনে কেউ পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠান পালন করে বা তাকে আল্লাহ রূপে মর্যাদা দান করে। শয়তানকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করার অর্থ মানুষের নিজের প্রবৃত্তির লাগাম শয়তানের হাতে সমর্পন করা এবং সে যেদিকে পরিচালনা করে সে দিকে চালিত হওয়া, যেন এ তার বান্দা এবং সে তার আল্লাহ। এর থেকে এ সত্য জানা যায় যে- অন্ধ ও প্রশ্নাতীত ভাবে কারুর আনুগত্য ও আদেশ পালন করাকেও 'এবাদত' বলা হয়; এবং যে ব্যক্তি কারুর এরূপ আনুগত্য করে সে আল্লাহকে ত্যাগ করে তাকেই নিজের মাবুদ বানিয়েছে বলা যেতে পারে।

৭৭. অর্থাৎ তার সময়ের মধ্যে, তার শ্রম ও চেষ্টা-সাধনার মধ্যে, শক্তি-সামর্থ ও যোগ্যতার মধ্যে, তার মাল ও আওলাদের মধ্যে নিজের জন্য অংশ নির্ধারণ করবো এবং তাকে প্রতারিত করে এরূপ প্ররোচিত করবো যে, সে এই সমস্ত জিনিসের অংশ বিশেষ আমার পথে ব্যয় করবে।

وَّ لَاُضِلَّنَّهُمْ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ

এবং তাদের আমি অবশ্যই পথ ভ্রষ্ট করব | এবং | তাদের আমি অবশ্যই আশা আকাংখা দিব | এবং | তাদের আমি অবশ্যই নির্দেশ দেব | অতঃপর | তারা অবশ্যই ছেদ করবে

اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ

কানগুলো | গবাদি পশুর | ও | তাদের আমি অবশ্যই নির্দেশ দেব | অতঃপর | তারা অবশ্যই বিকৃত করবে | সৃষ্টিকে | আল্লাহর

وَ مَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ

এবং | যে | গ্রহণ করে | শয়তানকে | অভিভাবক রূপে | ছাড়া | আল্লাহ | নিশ্চয়ই তবে

خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ؕ ﴿١١٩﴾

সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় | ক্ষতিতে | প্রকাশ্য
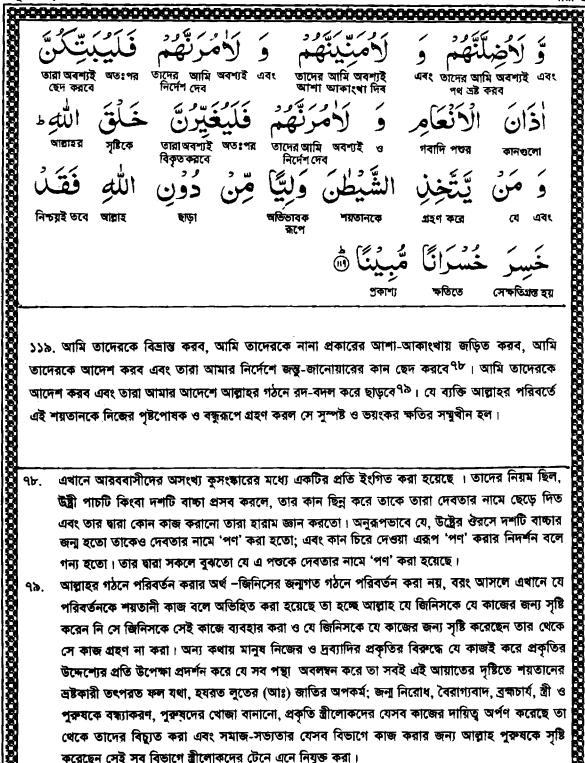
১১৯. আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করব, আমি তাদেরকে নানা প্রকারের আশা-আকাংখায় জড়িত করব, আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার নির্দেশে জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদ করবে[৭৮]। আমি তাদেরকে আদেশ করব এবং তারা আমার আদেশে আল্লাহর গঠনে রদ-বদল করে ছাড়বে[৭৯]। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এই শয়তানকে নিজের পৃষ্টপোষক ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করল সে সুস্পষ্ট ও ভয়ংকর ক্ষতির সম্মুখীন হল।

৭৮. এখানে আরববাসীদের অসংখ্য কুসংস্কারের মধ্যে একটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে । তাদের নিয়ম ছিল, উষ্ট্রী পাচটি কিংবা দশটি বাচ্চা প্রসব করলে, তার কান ছিন্ন করে তাকে তারা দেবতার নামে ছেড়ে দিত এবং তার দ্বারা কোন কাজ করানো তারা হারাম জ্ঞান করতো। অনুরূপভাবে যে, উষ্ট্রের ঔরসে দশটি বাচ্চার জন্ম হতো তাকেও দেবতার নামে 'পণ' করা হতো; এবং কান চিরে দেওয়া এরূপ 'পণ' করার নিদর্শন বলে গন্য হতো। তার দ্বারা সকলে বুঝতো যে এ পশুকে দেবতার নামে 'পণ' করা হয়েছে।

৭৯. আল্লাহর গঠনে পরিবর্তন করার অর্থ –জিনিসের জন্মগত গঠনে পরিবর্তন করা নয়, বরং আসলে এখানে যে পরিবর্তনকে শয়তানী কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহ যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেন নি সে জিনিসকে সেই কাজে ব্যবহার করা ও যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তার থেকে সে কাজ গ্রহণ না করা। অন্য কথায় মানুষ নিজের ও দ্রব্যাদির প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কাজই করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে যে সব পন্থা অবলম্বন করে তা সবই এই আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের ভ্রষ্টকারী তৎপরত ফল যথা, হযরত লুতের (আঃ) জাতির অপকর্ম; জন্ম নিরোধ, বৈরাগ্যবাদ, ব্রহ্মচার্য, স্ত্রী ও পুরুষকে বন্ধ্যাকরণ, পুরুষদের খোজা বানানো, প্রকৃতি স্ত্রীলোকদের যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা থেকে তাদের বিচ্যুত করা এবং সমাজ-সভ্যতার যেসব বিভাগে কাজ করার জন্য আল্লাহ পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই সব বিভাগে স্ত্রীলোকদের টেনে এনে নিযুক্ত করা।

يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ
তাদের ওয়াদা দেয় সে — ও — তাদের আশা দেয় — এবং — না — তাদের ওয়াদা দেয়

الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿۱۲۰﴾ اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؗ
শয়তান — এ ছাড়া — প্রতারণা — ঐসব লোক — তাদের আশ্রয়স্থল — জাহান্নাম

وَ لَا يَجِدُوْنَ عَنْهَا مَحِيْصًا ﴿۱۲۱﴾ وَ الَّذِيْنَ
এবং — না — তারা পাবে — তা থেকে — পালানোরজায়গা — এবং — যারা

اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ
ঈমান এনেছে — ও — কাজ করেছে — নেকীর — তাদের প্রবেশ করাব আমরা — জান্নাতে — প্রবাহিত হয়

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ
তার পাদদেশে — ঝর্ণা ধারাসমূহ — তারা অবস্থানকারী হবে — তার মধ্যে — চিরকাল — ওয়াদা — আল্লাহর

حَقًّا ؕ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا ﴿۱۲۲﴾
সত্য — এবং — কে — অধিক সত্যবাদী — চেয়ে — আল্লাহর — কথায়

১২০. সে এদের নিকট নানা প্রকার ওয়াদা করে ও তাদেরকে আশান্বিত করে; কিন্তু শয়তানের যাবতীয় ওয়াদাই প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়।

১২১. এদের শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম, তা হতে মুক্তি পাবার কোন উপায় তারা পাবে না।

১২২.পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে ও সৎকাজ করবে, তাদেরকে আমরা এমন বাগীচায় স্থান দান করব, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। বস্তুতঃ এ আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে!

لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَ لَآ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ ؕ مَنْ يَّعْمَلْ

না(হবে শেষ পরিনতি) তোমাদের আকাংখা অনুযায়ী আর না আকাংখা (অনুযায়ী) আহলি কিতাবদের যে কাজ করবে

سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ ۙ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا

মন্দ প্রতিফল দেয়া হবে অনুযায়ী এবংসে না সে পাবে তার জন্যে ছাড়া আল্লাহ কোন অভিভাবক

وَّلَا نَصِيْرًا ﴿۱۲۳﴾ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ

এবং না কোন সাহায্যকারী এবং যে কাজ করবে নেকীসমূহের মধ্যহতে পুরুষদের

اَوْ اُنْثٰى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

অথবা নারীদের এবং সে মু'মিনও ঐসব লোকতখন প্রবেশ করবে জান্নাতে

وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ﴿۱۲۴﴾ وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ

এবং না যুলুম করা হবে সামান্য পরিমাণও এবং কার উত্তম জীবন-যাপন পন্থা (তার) চেয়ে যে

اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ

আত্মসমর্পণ করল তার নিজেকে আল্লাহর কাছে এবং সে সৎ কর্মশীলও এবং অনুসরণ করল পন্থা

اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَ اتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ﴿۱۲۵﴾

ইবরাহিমের একনিষ্ঠভাবে এবং গ্রহণ করেছেন আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধু হিসেবে

---

১২৩. শেষ পরিণতি না তোমাদের আকাংখার উপর নির্ভর করছে, না আহলি-কিতাবের মনস্কামনার উপর। যে পাপ করবে সেই তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে নিজের জন্যে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবে না।

১২৪. আর যে নেক কাজ করবে– সে পুরুষ হোক আর স্ত্রী হোক– সে যদি ঈমানদার হয় তবে এই ধরনের লোকই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তাদের বিন্দু পরিমাণ হকও নষ্ট হতে পারবে না।

১২৫. বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা অবনত করে দিয়েছে ও নিজের জীবনযাত্রা সততার সাথে সম্পন্ন করে এবং সম্পূর্ণ একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পথ অনুসরণ করে- সেই ইবরাহীমের পথ যাকে আল্লাহতা'আলা নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন- তার অপেক্ষা উত্তম জীবন-যাপন পন্থা আর কার হতে পারে?
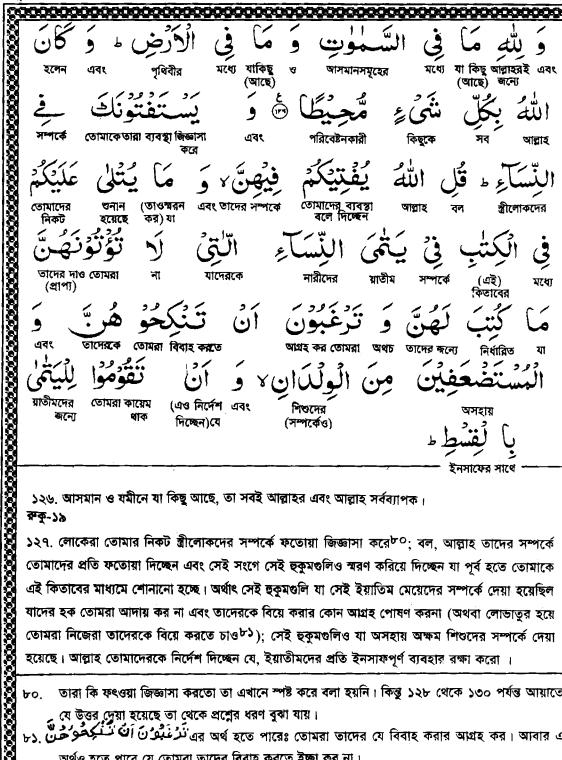
১২৬. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর এবং আল্লাহ সর্বব্যাপক।

রুকূ-১৯

১২৭. লোকেরা তোমার নিকট স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে[৮০]; বল, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদের প্রতি ফতোয়া দিচ্ছেন এবং সেই সংগে সেই হুকুমগুলিও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যা পূর্ব হতে তোমাকে এই কিতাবের মাধ্যমে শোনানো হচ্ছে। অর্থাৎ সেই হুকুমগুলি যা সেই ইয়াতিম মেয়েদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছিল যাদের হক তোমরা আদায় কর না এবং তাদেরকে বিয়ে করার কোন আগ্রহ পোষণ করনা (অথবা লোভাতুর হয়ে তোমরা নিজেরা তাদেরকে বিয়ে করতে চাও[৮১]); সেই হুকুমগুলিও যা অসহায় অক্ষম শিশুদের সম্পর্কে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, ইয়াতীমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার রক্ষা করো।

৮০. তারা কি ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করতো তা এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু ১২৮ থেকে ১৩০ পর্যন্ত আয়াতে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা থেকে প্রশ্নের ধরণ বুঝা যায়।

৮১. تَرْغَبُوْنَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ এর অর্থ হতে পারেঃ তোমরা তাদের যে বিবাহ করার আগ্রহ কর। আবার এ অর্থও হতে পারে যে তোমরা তাদের বিবাহ করতে ইচ্ছা কর না।
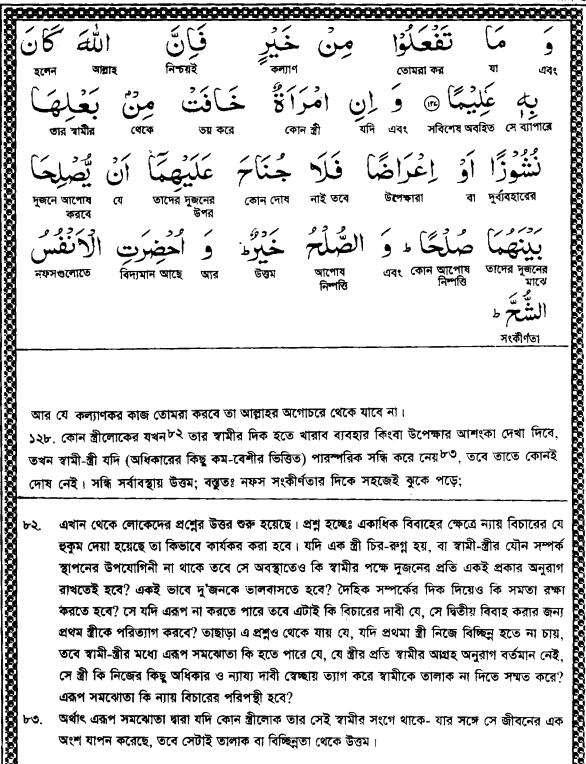
আর যে কল্যাণকর কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহর অগোচরে থেকে যাবে না।

১২৮. কোন স্ত্রীলোকের যখন[৮২] তার স্বামীর দিক হতে খারাব ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশংকা দেখা দিবে, তখন স্বামী-স্ত্রী যদি (অধিকারের কিছু কম-বেশীর ভিত্তিতে) পারস্পরিক সন্ধি করে নেয়[৮৩], তবে তাতে কোনই দোষ নেই। সন্ধি সর্বাবস্থায় উত্তম; বস্তুতঃ নফস সংকীর্ণতার দিকে সহজেই ঝুঁকে পড়ে;

৮২. এখান থেকে লোকেদের প্রশ্নের উত্তর শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছেঃ একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের যে হুকুম দেয়া হয়েছে তা কিভাবে কার্যকর করা হবে। যদি এক স্ত্রী চির-রুগ্ন হয়, বা স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগিনী না থাকে তবে সে অবস্থাতেও কি স্বামীর পক্ষে দুজনের প্রতি একই প্রকার অনুরাগ রাখতেই হবে? একই ভাবে দু'জনকে ভালবাসতে হবে? দৈহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও কি সমতা রক্ষা করতে হবে? সে যদি এরূপ না করতে পারে তবে এটাই কি বিচারের দাবী যে, সে দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে? তাছাড়া এ প্রশ্নও থেকে যায় যে, যদি প্রথমা স্ত্রী নিজে বিচ্ছিন্ন হতে না চায়, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরূপ সমঝোতা কি হতে পারে যে, যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আগ্রহ অনুরাগ বর্তমান নেই, সে স্ত্রী কি নিজের কিছু অধিকার ও ন্যায্য দাবী স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে স্বামীকে তালাক না দিতে সম্মত করে? এরূপ সমঝোতা কি ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হবে?

৮৩. অর্থাৎ এরূপ সমঝোতা দ্বারা যদি কোন স্ত্রীলোক তার সেই স্বামীর সংগে থাকে- যার সঙ্গে সে জীবনের এক অংশ যাপন করেছে, তবে সেটাই তালাক বা বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তম।
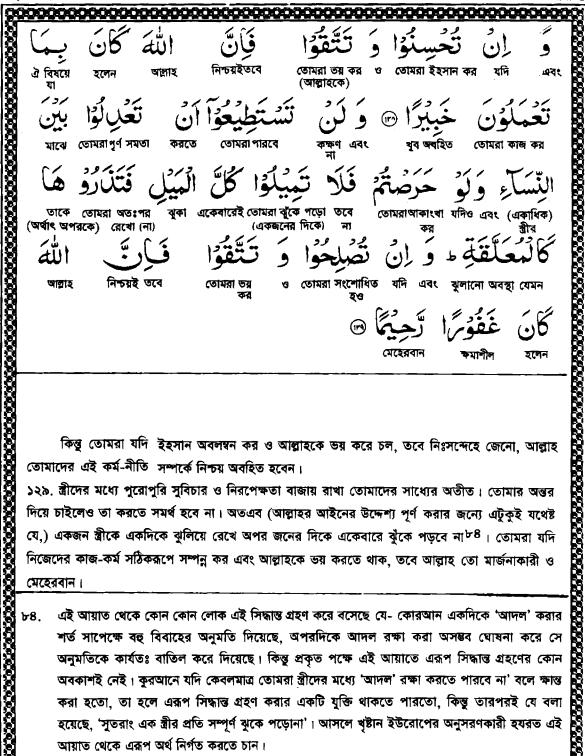
কিন্তু তোমরা যদি ইহসান অবলম্বন কর ও আল্লাহকে ভয় করে চল, তবে নিঃসন্দেহে জেনো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্ম-নীতি সম্পর্কে নিশ্চয় অবহিত হবেন।

১২৯. স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও নিরপেক্ষতা বাজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমার অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব (আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট যে,) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপর জনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না[৮৪]। তোমরা যদি নিজেদের কাজ-কর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে আল্লাহ তো মার্জনাকারী ও মেহেরবান।

৮৪. এই আয়াত থেকে কোন কোন লোক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বসেছে যে- কোরআন একদিকে 'আদল' করার শর্ত সাপেক্ষে বহু বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, অপরদিকে আদল রক্ষা করা অসম্ভব ঘোষনা করে সে অনুমতিকে কার্যতঃ বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আয়াতে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন অবকাশই নেই। কুরআনে যদি কেবলমাত্র তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' রক্ষা করতে পারবে না' বলে ক্ষান্ত করা হতো, তা হলে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার একটি যুক্তি থাকতে পারতো, কিন্তু তারপরই যে বলা হয়েছে, 'সুতরাং এক স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণ ঝুকে পড়োনা'। আসলে খৃষ্টান ইউরোপের অনুসরণকারী হযরত এই আয়াত থেকে এরূপ অর্থ নির্গত করতে চান।

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ

আর যদি তারা দুজনে পৃথক হয় অভাবমুক্ত করবেন আল্লাহ প্রত্যেককে দ্বারা

سَعَتِهٖ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿۱۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ مَا

তারপ্রাচুর্য এবং হলেন আল্লাহ প্রাচুর্যময় প্রজ্ঞাময় এবং আল্লাহরই যা কিছু (আছে)

فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ

মধ্যে আসমানসমূহের ও যা কিছু (আছে) পৃথিবীতে এবং নিশ্চয় আমরা নির্দেশ দিয়েছিলাম (তাদেরকে) যাদের

اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ

দেওয়া হয়েছিল কিতাব তোমাদের পূর্বে ও তোমাদের কেও যে তোমরা ভয় কর আল্লাহকে

وَ اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ

এবং যদি তোমরা না মান তবুও নিশ্চয় আল্লাহরই জন্যে যা কিছু আছে মধ্যে আসমানসমূহের এবং যা কিছু আছে মধ্যে যমীনের

وَ كَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا ﴿۱۳۱﴾ وَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

এবং হলেন আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন প্রশংসিত এবং আল্লাহরই জন্যে যাকিছু আছে মধ্যে আসমানসমূহের

وَ مَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿۱۳۲﴾

ও যা কিছু আছে মধ্যে যমীনের এবং যথেষ্ট আল্লাহই কর্মবিধায়ক হিসেবে

১৩০. কিন্তু স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর হতে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তার বিপুল শক্তির সাহায্যে প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষিতা হতে রেহাই দান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল ক্ষমতার মালিক ও বিজ্ঞানী।

১৩১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, তা সবই আল্লাহর! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছিলাম তাদেরকেও এই উপদেশ দিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদেরকেও এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহকে ভয় করে কাজ করো; কিন্তু তোমরা যদি তা না মানো তবে মেনো না,- আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই মালিক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন! উপরন্তু সকল প্রকার প্রশংসার তিনিই যোগ্য অধিকারী।

১৩২. নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মালিক, যা কিছু আসমানে ও যমীনে আছে সেই সবকিছুরই; আর যাবতীয় কার্য সম্পাদনের জন্যে এক আল্লাহই যথেষ্ট।

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَ يَاْتِ بِاٰخَرِيْنَ ط وَ كَانَ

যদি তিনি ইচ্ছে করেন তোমাদেরকে অপসারিত করবেন হে লোকেরা এবং আনবেন অন্যদেরকে (তোমাদের স্থানে) এবং হলেন

اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ

আল্লাহ উপর এর ক্ষমতাবান যে চায় সওয়াব

الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ط وَكَانَ

দুনিয়ার (সে যেন জানে) কাছে যে (আছে) আল্লাহর সওয়াব দুনিয়ার ও আখেরাতের এবং হলেন

اللّٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا

আল্লাহ (এমন যে) সব কিছু শুনেন সবকিছু দেখেন ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা থাক

قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ

প্রতিষ্ঠিত ইনসাফের উপর সাক্ষীদাতা হিসেবে আল্লাহরই জন্যে এবং যদিও বিরুদ্ধে (যায়) তোমাদের নিজেদের

اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا

অথবা পিতামাতার এবং আত্মীয় স্বজনদের (বিরুদ্ধেও) যদি (তাদের কেউ) হয় ধনী বা গরীব

فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ج

তবুও আল্লাহই (তোমাদেরচেয়ে) বেশী শুভাকাঙ্খী তাদের দুজনের অতএব না তোমরা অনুসরণ করো প্রবৃত্তির কামনার ন্যায় বিচারকরতে

১৩৩. তিনি ইচ্ছে করলেই তোমাদেরকে অপসারিত করে তোমাদের স্থানে অন্য লোককে এনে বসাবেন, তিনি এর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ।

১৩৪. যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়ার সওয়াবের সন্ধানী সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়ার সওয়াবও রয়েছে আর আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ বস্তুতঃই সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন।

রুকু-২০

১৩৫.হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ধারক হও, ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও! তোমাদের এই সুবিচার ও এই সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের উপর কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের উপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় ধনী কিংবা গরীব যাই হোক না কেন, তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর এই অধিকার- অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখবে। অতএব নিজেদের নফসের খাহেশের (প্রবৃত্তির কামনার) অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা হতে বিরত থেকো না।

وَ إِنْ تَلْوٗٓا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তোমরা কাজ করছ | ঐ বিষয়ে যা | হলেন | আল্লাহ | তবুও নিশ্চয় | তোমরা পাশ কাটাও (সত্যহতে) | বা | তোমরামন রাখা কথা বল | যদি | এবং

خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ

ও | আল্লাহর উপর | ঈমান আন | ঈমান এনেছ | যারা | ওহে | খুব অবহিত

رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَ الْكِتٰبِ

ঐ কিতাবেরও | এবং | তাঁর রসূলের | উপর | অবতীর্ণ করেছেন | যা | কিতাবের (উপর) | ও | তাঁর রসূলের

الَّذِيْٓ أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ

ও | তাঁরফেরেশতাদেরকে | ও | আল্লাহকে | অস্বীকার করে | যে | এবং | ইতি পূর্বে | অবতীর্ণ করেছেন | যা

كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٣٦﴾

বহু | দূরে | পথভ্রষ্টতায় | সেপথভ্রষ্ট হয়েছে | তবে নিশ্চয়ই | আখেরাতের | দিনকে | ও | তাঁররসূলদেরকে ও | তাঁরকিতাব গুলোকে

তোমরা যদি মন-রাখা কথা বল কিংবা সত্যবাদিতা হতে দূরে সরে থাক তবে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

১৩৬. হে ঈমানদাররা, ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলে প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন[৮৫]। সেই কিতাবের প্রতিও ঈমান আন, যা আল্লাহতা'আলা এর পূর্বে নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফিরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করল[৮৬] সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে গেল।

---

৮৫. ঈমানদার লোকদের আবার বলা 'তোমরা ঈমান আনো' বাহ্য দৃষ্টিতে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এখানে 'ঈমান' শব্দটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ মানুষ 'অস্বীকার করার' পরিবর্তে স্বীকার ও গ্রহণ করার পথ অবলম্বন করবে, অমান্যকারীদের থেকে পৃথক হয়ে মান্যকারীদের অর্ন্তভুক্ত হবে। আর এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- মানুষ যে জিনিসকে মানে তাকে আন্তরিকতার সংগে মানে, পূর্ণ গম্ভীরতা ও অকপট নিষ্ঠার সংগে মানে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে যে সমস্ত মুসলমান মান্যকারীদের মধ্যে গন্য হয়েছিল, তাদের প্রতি এই আয়াতে সম্বোধন করে দাবী করা হচ্ছে যে- তোমরা দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়েও খাটি মুমিন হয়ে যাও।

৮৬. কুফরী করারও দুটি অর্থ আছে। প্রথম সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করা; দ্বিতীয়- মুখে তো মান্য করে, কিন্তু অন্তর দিয়ে মান্য করেনা, কিংবা নিজের কার্য ও গতিধারা দ্বারা প্রমাণিত করে যে, সে যাকে স্বীকার ও মান্য করার মৌখিক দাবী করে বস্তুত তাকে মান্য করে না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ
নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এরপর কুফুরী করেছে আবার ঈমান এনেছে আবার

كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
কুফুরী করেছে এরপর তারা বৃদ্ধি করেছে কুফুরী না (নিশ্চয়) হবেন আল্লাহ (এমন যে) মাফ করবেন তাদেরকে

وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ
এবং না তাদের হেদায়াত দিবেন (সঠিক) পথের সু সংবাদ দাও মুনাফিকদেরকে যে তাদের জন্যে (রয়েছে)

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ
শাস্তি মর্মন্তুদ যারা গ্রহণ করে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে

مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ
বাদ দিয়ে মু'মিনদেরকে তারা সন্ধান করে কি কাছে তাদের সম্মান

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي
নিশ্চয়-তবে (জেনে রাখুক) সম্মান আল্লাহরই জন্যে সব টুকুই নিশ্চয় এবং অবতীর্ণ করেছেন উপর তোমাদের মধ্যে

الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ
কিতাবের যে যখন তোমরা শুনবে আয়াতগুলো আল্লাহর অস্বীকার করা হচ্ছে সে গুলোকে ও

يُسْتَهْزَأُ بِهَا
সেগুলোকে ঠাট্টা করা হচ্ছে

১৩৭. আর যারা ঈমান আনল, তারপরে কুফরী করল, তারপর ঈমান আনল ও আবার কুফরী করল, উপরন্তু সেই কুফরীতেই সে সামনে অগ্রসর হল তবে আল্লাহ তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না, আর কখনই তাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিবেন না ।

১৩৮-১৩৯.যে সব মুনাফিক ঈমানদার লোকদের বাদ দিয়ে কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধু ও সংগীরূপে গ্রহণ করে তাদেরকে এই 'সুসংবাদ' শুনিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এরা কি সম্মান লাভের সন্ধানে তাদের নিকট যায়? অথচ সম্মান তো সমস্তই একমাত্র আল্লাহর জন্য।

১৪০. আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরীর কথা বলতে এবং তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুনবে,

فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ

না তবে | তোমরা বসবে | তাদের সাথে | যতক্ষণ না | তারা লিপ্ত হয় | মধ্যে

حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۖ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ

(অন্য) কথার | তা ছাড়া | (তবে যদি বস) তোমরাও নিশ্চয়ই | তখন | তাদের মত (হয়ে যাবে) | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | একত্রিতকারী

الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا ۝١٤٠ الَّذِيْنَ

মুনাফিকদেরকে | ও | কাফেরদেরকে | মধ্যে | জাহান্নামের | সকলকে (এক সাথে) | যারা

يَتَرَبَّصُوْنَ بِكُمْ ۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّٰهِ قَالُوْٓا

অপেক্ষা করে | তোমাদের ব্যাপারে | যদি পরে | হয় | তোমাদের জন্যে | বিজয় | পক্ষহতে | আল্লাহর | তারা বলে (মুমিনদেরকে)

اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۖ وَ اِنْ كَانَ لِلْكٰفِرِيْنَ نَصِيْبٌ ۙ قَالُوْٓا

নাকি | আমরা ছিলাম | তোমাদের সাথে | আর | যদি | হয় | কাফেরদের জন্যে | ভাগ্য | তারা বলে (কাফেরদেরকে)

اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاللّٰهُ

নাকি | আমরা প্রবল ছিলাম | তোমাদের উপর | ও | তোমাদের রক্ষা করে ছিলাম আমরা | হতে | মু'মিনদের | আল্লাহই তাই

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ

ফয়সালা করে দিবেন | তোমাদের মাঝে | দিনে | কিয়াতমের

সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না- যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় লিপ্ত হয়। তোমরা যদি তাই কর, তবে তোমরাও তাদেরই মত হবে। নিশ্চয়ই জেনো আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।

১৪১. এই মুনাফিকগণ তোমাদের ব্যাপারে এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত পরিণতি কি দাড়ায়! আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের জয় সূচিত হলে তারা এসে বলবেঃ আমরাও কি তোমাদের সংগে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাফেরদের পাল্লা ভারী হলে তাদেরকে বলবেঃ আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারতাম না? তা সত্ত্বেও আমরা তোমাদেরকে মুসলমানদের হতে রক্ষা করেছি। বস্তুতঃ আল্লাহই তোমাদের ও তাদের পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কিয়ামতের দিন করবেন।

আর এই (ফয়সালায়) মুসলমানদের উপর কাফেরদের জয়লাভ করার কোন পথই আল্লাহ অবশিষ্ট রাখেন নি।

রুকু-২১

১৪২. এই মুনাফিকগণ আল্লাহর সাথে ধোকাবাজী করছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতা'আলাই তাদেরকে ধোকায় ফেলেছেন। এরা যখন নামায পড়ার জন্যে উঠে তখন অনিচ্ছা ও শৈথিলের সাথে শুধু লোক দেখানোর জন্যে করে এবং আল্লাহকে তারা কমই স্মরণ করে।

১৪৩. এরা কুফরী ও ঈমানের মঝখানে দোদুল্যমান হয়ে রয়েছে; না পুরোপুরি এদিকে না পুরোপুরি ওদিকে । বস্তুতঃ আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার মুক্তির জন্যে তুমি কোন পথ পেতে পারনা [৮৭]

৮৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর কালাম ও তাঁর রসুলের জীবন থেকে হেদায়াত পায়নি। যাকে সত্য থেকে বিচ্যুত ও বাতিলের প্রতি অনুরাগী দেখে আল্লাহতা'আলাও তাকে সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন যে দিকে সে নিজে মুখ ফেরানোর কামনা করেছিল; এবং যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার প্রতি আগ্রহের কারণে আল্লাহ তার প্রতি হেদায়াতের (সঠিক পথ প্রাপ্তির) দরওয়াজা বন্ধ করে দিয়ে মাত্র বিভ্রান্তির রাস্তা উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। এরূপ ব্যক্তিকে সত্য সঠিক-পথ দেখানো বাস্তবিক কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে।

১৪৪. হে ঈমানদারা! ঈমানদার লোকদেরকে ত্যাগ করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তোমরা কি আল্লাহর হাতে নিজেদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল তুলে দিতে চাও?

১৪৫. নিশ্চয় জেনো, মুনাফিকগণ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি তাদের সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে পাবে না।

১৪৬. তবে তাদের মধ্য হতে যারা তওবা করবে ও নিজেদের কার্যাবলী ও কর্মনীতির সংশোধন করে নিবে ও আল্লাহর রজ্জু শক্ত করে ধারণ করবে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যেই নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে নিবে এই ধরনের লোক মু'মিনদের সংগী হবে, আল্লাহ মুমিনদেরকে অবশ্যই বিরাট পুরস্কার দান করবেন।

مَا	يَفْعَلُ	اللّٰهُ	بِعَذَابِكُمْ	اِنْ	شَكَرْتُمْ
কি	করবেন	আল্লাহ	তোমাদের আযাব দিয়ে	যদি	তোমরা শুকর কর

وَ	اٰمَنْتُمْ ط	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	شَاكِرًا	عَلِيْمًا ﴿١٤٧﴾
ও	তোমরা ঈমান আন	এবং	হলেন	আল্লাহ	মূল্যদানকারী	সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী

لَا	يُحِبُّ	اللّٰهُ	الْجَهْرَ	بِالسُّوْٓءِ	مِنَ الْقَوْلِ	اِلَّا	مَنْ
না	পছন্দ করেন	আল্লাহ	প্রকাশ করাকে	মন্দদিক	কথা(ও কাজের)	এ ব্যতীত	যাকে

ظُلِمَ ط	وَ	كَانَ	اللّٰهُ	سَمِيْعًا	عَلِيْمًا ﴿١٤٨﴾	اِنْ	تُبْدُوْا	خَيْرًا
জুলম করা হয়েছে	এবং	হলেন	আল্লাহ	সর্বশ্রোতা	সর্বজ্ঞ	যদি	তোমরা প্রকাশ্যে কর	কোন কল্যাণ

اَوْ	تُخْفُوْهُ	اَوْ	تَعْفُوْا	عَنْ	سُوْٓءٍ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	كَانَ	عَفُوًّا
বা	তা গোপনে কর	অথবা	ক্ষমা কর		মন্দকে	নিশ্চয় তবে	আল্লাহ	হলেন	ক্ষমাশীল

قَدِيْرًا ﴿١٤٩﴾
(শাস্তিদেওয়ারও) ক্ষমতাবান

১৪৭. আল্লাহর কি লাভ তোমাদেরকে শুধু শুধু শাস্তিদান করে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকএবং ঈমানের নীতি অনুসরণ করে চলতে থাক? বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই কাজের মূল্য দানকারী[৮৮] ও সকলের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী।

১৪৮. মানুষ খারাব কথা বলুক তা আল্লাহতা'আলা পছন্দ করেন না। কারো উপর যুলম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা[৮৯]। আল্লাহ সব কিছুই শুনেন এবং সব কিছুই জানেন। (অত্যাচারিত হলে যদিও তোমাদের খারাব কথা বলার অধিকার আছে।)

১৪৯. কিন্তু তোমরা যদি প্রকাশ্যে ও গোপনে কেবল ভাল কাজই করে যাও, অন্ততঃ খারাব কাজ পরিত্যাগ কর, তাহলে আল্লাহর গুণ-পরিচয়ও এই যে, তিনি বড় ক্ষমাশীল, অথচ শাস্তি দেয়ার পূর্ণ ক্ষমতাই তিনি রাখেন।

---

৮৮. 'শোকর' যখন বান্দার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ কৃতজ্ঞতা, এবং যখন আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয়ঃ কদরদানি অর্থাৎ কাজের স্বীকৃতি এবং মূল্য ও মর্যাদা দান।

৮৯. অর্থাৎ অত্যাচারিতের হক্ব বা অধিকার আছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠানোর।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ
নিশ্চয় যারা অমান্য করে আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে ও

يُرِيدُونَ أَنْ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ
তারা চায় যে তারা পার্থক্য করবে মাঝে আল্লাহর (প্রতি ঈমানে) এবং তাঁর রসূলদের (প্রতি ঈমানে) ও তারা বলে

نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۙ وَّ يُرِيدُونَ أَنْ
ঈমান আনব আমরা কাউকে ও অস্বীকার করব আমরা কাউকে ও তারা চায় যে

يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ
তারা গ্রহণ করবে মধ্যবর্তী এর একটি পথ ঐসব লোক তারাই কাফের

حَقًّا ۚ وَ أَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَ الَّذِينَ
যথার্থ এবং আমরা প্রস্তুতকরে রেখেছি কাফেরদের জন্যে শাস্তি লাঞ্ছনাদায়ক এবং যারা

اٰمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর ও তাঁর রসূলদের ও তারা পার্থক্য করেনি মাঝে কারও তাদের মধ্যহতে

أُولَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَ كَانَ اللَّهُ
ঐসব লোকদের শীঘ্রই তাদের দিবেন তিনি তাদের পুরস্কারগুলো এবং হলেন আল্লাহ

غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾ ع
ক্ষমাশীল মেহেরবান

১৫০. যারা আল্লাহ ও তাঁর নবী-রসূলদের অমান্য করে এবং চায় যে, আল্লাহ এবং তাঁর নবী-রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করবে, আর বলেঃ আমরা কাউকে মানব, আর কাউকে মানবনা, এবং কুফরী ও ঈমানের মাঝে একটি পথ বের করবার ইচ্ছা পোষণ করে।

১৫১. তারা পাক্কা কাফের, এই কাফেরদের জন্যে আমরা এমন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছি যা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করবে।

১৫২. অপর দিকে যারা আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী-রসূলগণকে মানে এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না তাদেরকে আমরা অবশ্যই তাদের পুরস্কার দান করব। বস্তুতঃ আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।

আরবী	অর্থ
يَسْـَٔلُكَ	তোমার কাছে দাবী করে
اَهْلُ	আহলে
الْكِتٰبِ	কিতাবরা
اَنْ	যে
تُنَزِّلَ	নাযিল করাবে তুমি
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
كِتٰبًا	কিতাব (লিখিত দলীল)
مِّنَ	হতে
السَّمَآءِ	আসমান
فَقَدْ	বস্তুতঃ(এটা নতুন কিছু নয়)
سَاَلُوْا	তারা দাবী করেছিল
مُوْسٰٓى	মূসার (কাছে)
اَكْبَرَ	অনেক বড়
مِنْ	চেয়েও
ذٰلِكَ	এর
فَقَالُوْٓا	অতঃপর তারা বলে ছিল
اَرِنَا	আমাদের দেখাও
اللّٰهَ	আল্লাহকে
جَهْرَةً	প্রকাশ্যে
فَاَخَذَتْهُمُ	অতঃপর তাদের ধরে ছিল
الصّٰعِقَةُ	বজ্রপাতে
بِظُلْمِهِمْ ج	তাদের জুলুমের কারণে
ثُمَّ	এরপর
اتَّخَذُوا	তারা গ্রহণ করেছিল
الْعِجْلَ	বাছুরকে (উপাস্যরূপে)
مِنْۢ بَعْدِ	এরপরেও
مَا	যা
جَآءَتْهُمُ	তাদের কাছে এসেছিল
الْبَيِّنٰتُ	সুস্পষ্ট প্রমাণ গুলো
فَعَفَوْنَا	আমরা তবুও মাফ করে ছিলাম
عَنْ	হতে
ذٰلِكَ ج	এটা
وَ	এবং
اٰتَيْنَا	আমরা দিয়েছিলাম
مُوْسٰى	মূসাকে
سُلْطٰنًا	প্রমাণ
مُّبِيْنًا ﴿١٥٣﴾	সুস্পষ্ট
وَ	ও
رَفَعْنَا	আমরা উঠিয়ে ছিলাম
فَوْقَهُمُ	তাদের উপর
الطُّوْرَ	তুর পাহাড়
بِمِيْثَاقِهِمْ	তাদের অংগীকারের জন্যে
وَ	ও
قُلْنَا	আমরা বলেছিলাম
لَهُمُ	তাদেরকে
ادْخُلُوا	প্রবেশ কর
الْبَابَ	দরজায়
سُجَّدًا	নতশিরে
وَّ	ও
قُلْنَا	আমরা বলেছিলাম
لَهُمْ	তাদেরকে

রুকু-২২

১৫৩. এই আহলি-কিতাবের লোকেরা যদি আজ তোমার নিকট এই দাবী করে যে, তুমি আসমান হতে কোন লিখিত দলীল তাদের প্রতি নাযিল করাবে তবে এ হতেও অনেক বড় বড় দাবী ইতিপূর্বে তারা মূসা নবীর নিকট পেশ করেছে। তাঁর নিকট তারা এতদূর দাবী করেছিল যে, আমাদেরকে প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহকে দেখাও। আর আল্লাহদ্রোহিতার দরুণ সহসাই তাদের উপর বিদ্যুৎ ভেঙ্গে পড়েছিল। তার পর তারা বাছুরকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে নিয়েছিল, অথচ তারা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দেখতে পেয়েছিল। এ সত্ত্বেও আমরা তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছি। আমরা মূসাকে সুস্পষ্ট অকাট্য ফরমান দান করেছি।

১৫৪. এবং এই লোকগুলোর উপর 'তুর' পাহাড় উঠিয়ে ধরে তাদের নিকট হতে এই ফরমান মেনে চলার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছি। আমরা তাদেরকে আদেশ করলাম যে, দ্বারপথে সিজদায় নত অবস্থায় প্রবেশ কর[৯০]। আমরা তাদেরকে বললামঃ

৯০. সূরা বাকারাহ- এর ৫৮ - ৫৯ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।

لَا تَعْدُوْا فِي السَّبْتِ وَ اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا

না | সীমা লংঘন কারো | (বিধিনিষেধ) সম্পর্কে | শনিবারের | ও | আমরা নিয়ে ছিলাম | তাদের থেকে | অঙ্গীকার

غَلِيْظًا ﴿١٥٤﴾ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ وَ كُفْرِهِمْ بِاٰيٰتِ

সুদৃঢ় | অতঃপর কারণে | তাদের ভংগের | তাদের অংগীকার | ও | তাদের অস্বীকার করার | আয়াতগুলোকে

اللّٰهِ وَ قَتْلِهِمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّ قَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا

আল্লাহর | ও | তাদের হত্যা করার | নবীদেরকে | অন্যায়ভাবে | ও | তাদের এ উক্তির (কারণে যে) | আমাদের অন্তরগুলো

غُلْفٌ ؕ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ

আচ্ছাদিত (তারা অভিশপ্ত হয়) | বরং | মোহর মেরে দিয়েছেন | আল্লাহ | তার উপর | তাদের কুফরীর কারণে | তাই না | তারা ঈমান আনবে

اِلَّا قَلِيْلًا ۪﴿١٥٥﴾ وَّ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ

তবে | অল্পসংখ্যক | এবং | তাদের কুফরীর কারণে | এবং | তাদের উক্তির (কারণেও) | উপর | মারয়ামের

بُهْتَانًا عَظِيْمًا ﴿١٥٦﴾

(যা ছিল) অপবাদ | গুরুতর

সিবত-শনিবারের-আইন ভংগ করোনা, এই সম্পর্কেও তাদের নিকট হতে পাকা প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম।

১৫৫. তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের ওয়াদা ভংগের কারণে এবং এই কারণে যে তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা বলেছে, নবী-রসূলগণকে অকারণ হত্যা করেছে এবং এতদূর বলেছে যে, আমাদের দিল আবরণের মধ্যে সুরক্ষিত[৯১]। অথচ প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্যায় নীতির কারণে আল্লাহ তাদের দিলের উপর 'মোহর' লাগিয়ে দিয়েছেন ; আর এ কারণেই তারা খুব কমই ঈমান আনে।

১৫৬. অতঃপর তারা কুফরীতে এতদূর এগিয়ে গেল যে মরিয়ামের উপর কঠিন মিথ্যা দোষারোপ করল।

---

৯১. অর্থাৎ তুমি যাই বলনা কেন আমার অন্তকরণে তার কোনই প্রভাব পড়বে না।

وَّ قَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى
এবং তাদের উক্তি (এও যে) আমরা নিশ্চয় আমরা হত্যা করেছি মসীহকে (অর্থাৎ) ঈসাকে

ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ج وَ مَا قَتَلُوْهُ وَ مَا
তনয় মারইয়ামের (যিনি) রসূল আল্লাহর এবং না তাকে তারা হত্যা করেছে এবং না

صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ط وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا
তাকে তারা শুলে চড়িয়েছে কিন্তু বিভ্রম হয়েছিল তাদের জন্যে এবং নিশ্চয় যারা মতভেদ করেছিল

فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ ط مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا
সে বিষয়ে অবশ্যই মধ্যে আছে সন্দেহের তা থেকে না তাদের আছে এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান এ ছাড়া যে

اتِّبَاعَ الظَّنِّ ج وَ مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۝١٥٧ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ ط
অনুসরণ করে অনুমানের এবং না তাকে তারা হত্যা করেছে নিঃসন্দেহে বরং তাকে উঠিয়ে নেন আল্লাহ তাঁর দিকে

১৫৭. তারা নিজেরাই বললঃ আমরা মরিয়ম পুত্র মসীহ-ঈসা, আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি[৯২]– অথচ প্রকৃতপক্ষে না তারা তাঁকে হত্যা করেছে, না শুলে বসিয়েছে; বরং গোটা ব্যাপারটাই তাদের নিকট গোলক ধাঁধায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে[৯৩]। আর যারা এই বিষয়ে মতভেদ করছে, তারাও মূলত সন্দেহে পড়ে গেছে। তাদের নিকট এই বিষয়ে কোন জ্ঞানই নেই, আছে শুধু অমূলক ধারণার অন্ধ অনুসরণ; নিশ্চয়ই তারা মসীহকে হত্যা করে নি,

১৫৮. বরং আল্লাহ তাকে নিজের নিকটে উঠিয়ে নিয়েছেন।

৯২. অর্থাৎ তাদের অপরাধমূলক দুঃসাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল যে, রসূলকে রসূল বলে চিনতে ও জানতে পেরেও তাকে হত্যা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং গর্ব ভরে বলতো, 'আমরা আল্লাহর রসূলকে হত্যা করেছি'। এই প্রসঙ্গে এই টীকার সঙ্গে যদি সূরা মরিয়মের ২য় রুকু পাঠ করা যায়, তবে জানতে পারা যাবে যে, বনী-ইসরাঈল হযরত ঈসাকে (আঃ) বস্তুত রসূল বলে জানতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাদের ধারণায় তাকে শূল বিদ্ধ করেছে।

৯৩. এ আয়াত পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করে যে, হযরত মসিহ (আঃ)-কে শূলে চড়াবার আগেই তাকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল; এবং খৃষ্টান ও ইয়াহুদীদের এ ধারণা যে তিনি শুলের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন নিছক বিভ্রান্তিজনিত। ইয়াহুদীরা হযরত মসিহকে (আঃ) শূলের উপর চড়াবার কোন এক সময় আল্লাহতা'আলা তাকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন। এরপর ইয়াহুদীরা যে ব্যক্তিকে শুলের উপর চড়িয়েছিল সে ছিল অন্য কোন লোক; কিন্তু আল্লাহ জানেন কি কারণে ইয়াহুদীরা তাকেই ঈসা ইবনে মরিয়ম মনে করেছিল।
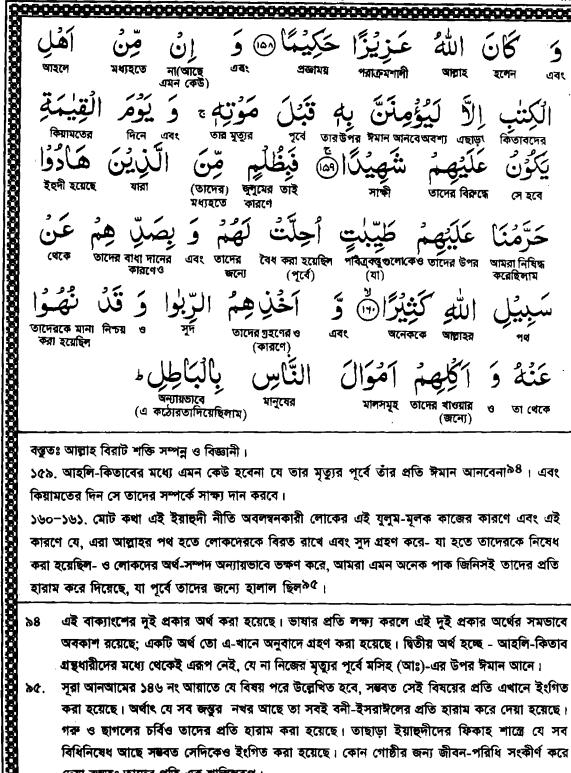
বস্তুতঃ আল্লাহ বিরাট শক্তি সম্পন্ন ও বিজ্ঞানী।

১৫৯. আহলি-কিতাবের মধ্যে এমন কেউ হবেনা যে তার মৃত্যুর পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা[৯৪]। এবং কিয়ামতের দিন সে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।

১৬০-১৬১. মোট কথা এই ইয়াহুদী নীতি অবলম্বনকারী লোকের এই যুলুম-মূলক কাজের কারণে এবং এই কারণে যে, এরা আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে এবং সুদ গ্রহণ করে- যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল- ও লোকদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আমরা এমন অনেক পাক জিনিসই তাদের প্রতি হারাম করে দিয়েছে, যা পূর্বে তাদের জন্যে হালাল ছিল[৯৫]।

৯৪ এই বাক্যাংশের দুই প্রকার অর্থ করা হয়েছে। ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে এই দুই প্রকার অর্থের সমভাবে অবকাশ রয়েছে; একটি অর্থ তো এ-খানে অনুবাদে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে - আহলি-কিতাব গ্রন্থধারীদের মধ্যে থেকেই এরূপ নেই, যে না নিজের মৃত্যুর পূর্বে মসিহ (আঃ)-এর উপর ঈমান আনে।

৯৫. সূরা আনআমের ১৪৬ নং আয়াতে যে বিষয় পরে উল্লেখিত হবে, সম্ভবত সেই বিষয়ের প্রতি এখানে ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব জন্তুর নখর আছে তা সবই বনী-ইসরাঈলের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে। গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। তাছাড়া ইয়াহুদীদের ফিকাহ শাস্ত্রে যে সব বিধিনিষেধ আছে সম্ভবত সেদিকেও ইংগিত করা হয়েছে। কোন গোষ্ঠীর জন্য জীবন-পরিধি সংকীর্ণ করে দেয়া বস্তুতঃ তাদের প্রতি এক শাস্তিস্বরূপ।

وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٦١) لٰكِنِ الرّٰسِخُوْنَ

ও | আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি | কাফেরদের জন্যে | তাদের মধ্যকার | শাস্তি | মর্মন্তুদ | কিন্তু | সুগভীর ব্যক্তিরা

فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ

জ্ঞানে | তাদের মধ্যকার | ও | মু'মিনরা | ঈমান আনে | (ঐবিষয়ে) যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْمُقِيْمِيْنَ الصَّلٰوةَ

তোমার প্রতি | এবং | যা | নাযিল করা হয়েছে | তোমার পূর্বে | এবং | (তারা) প্রতিষ্ঠাকারীরা | নামাজ

وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ

ও | (তারা) আদায়কারী | যাকাত | ও | (তারা) ঈমানদার | আল্লাহর উপর | ও | দিনের (উপর)

الْاٰخِرِ اُولٰٓئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٦٢) اِنَّآ اَوْحَيْنَآ

আখেরাতের | ঐসব লোকদেরকে | তাদের দেব আমরা | প্রতিফল | বিরাট | (হেনবী) আমরা নিশ্চয় | আমরাওহী পাঠিয়েছি

اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّ النَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ

তোমার প্রতি | যেমন | আমরা ওহী পাঠিয়েছি | প্রতি | নূহের | ও | নবীদের | পরে | তার ।

এবং তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্যে আমরা কষ্টদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রেখেছি।

১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যাদের দৃঢ় ইলম রয়েছে, ও যারা ঈমানদার তারা সকলে সেই জ্ঞানের প্রতি ঈমান আনে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে আর যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল। এরূপ ঈমানদার রীতিমত নামায ও যাকাত আদায়কারী, এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী লোকদেরকে আমি অবশ্যই বিরাট প্রতিফল দান করব।

রুকু-২৩

১৬৩. হে মুহাম্মদ! আমি তোমার প্রতি অহী পাঠিয়েছি, যেমন করে নূহ এবং তার পরবর্তী পয়গম্বরদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম।

وَ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

ও | আমরা ওহী পাঠিয়েছি | প্রতি | ইবরাহীমের | ও | ইসমাঈলের | ও | ইসহাকের | ও | ইয়াকুবের

وَ الْاَسْبَاطِ وَ عِيْسٰى وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْنُسَ وَ هٰرُوْنَ

ও | (তার) বংশধরদের (প্রতি) | ও | ঈসার | ও | আইয়ুবের | ও | ইউনুসের | ও | হারুনের

وَ سُلَيْمٰنَ ج وَ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿١٦٣﴾ ج وَ رُسُلًا قَدْ

ও | সুলাইমানের (প্রতি) | এবং | আমরা দিয়েছি | দাউদকে | যবুর | এবং | (এসব) রসূলদেরকে | নিশ্চয়ই

قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ

তাদের আমরা বর্ণনা করেছি | তোমার নিকট | ইতিপূর্বে | এবং | (এমন সব) রসূলও(ছিলেন) | না | তাদের আমরা বর্ণনা করেছি

عَلَيْكَ ط وَ كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ﴿١٦٤﴾ ج رُسُلًا

তোমার কাছে | এবং | কথা বলেছেন | আল্লাহ | মূসার (সাথে) | (সরাসরি) কাথাবার্তা | (এসব) রসূল

مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ

সুসংবাদ দাতা | ও | সতর্ককারী (ছিলেন) | না যেন | থাকে | লোকদের জন্যে | বিরুদ্ধে | আল্লাহর

حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ط وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿١٦٥﴾

কোন যুক্তি | পরে | রসূলদের (আগমনের) | এবং | হলেন | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময়

আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব-বংশধর, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারূণ ও সোলাইমানের প্রতি অহী পাঠিয়েছি। আমি দাউদকে যবুর দিয়েছি।

১৬৪. আমি সেই রসূলগণের প্রতিও অহী পাঠিয়েছি, যার সম্পর্কে তোমার নিকট পূর্বে বর্ণনা দান করেছি. এবং সেই রসূলদের প্রতিও অহী অবতীর্ণ করেছি যাদের সম্পর্কে তোমার নিকট উল্লেখ করিনি। আমি মূসার সাথে কথা বলেছি যেমন করে কথা বলা হয়ে থাকে।

১৬৫. এসব রসূলই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন যেন তাদেরকে পাঠাবার পর লোকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে[৯৬]। আর আল্লাহ তো **সর্বাবস্থায় জয়ী।**

---

৯৬. অর্থাৎ এই সমস্ত পয়গম্বর পাঠানোর একটিই উদ্দেশ্যে ছিল, তা হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা মানব জাতির প্রতি পূর্ণ যুক্তি সহকারে সত্য প্রদর্শন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে তাদের প্রতি নিজ দায়িত্ব পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, যেন শেষ বিচারের সময় কোন পথভ্রষ্ট অপরাধী আল্লাহতা'আলার সামনে এই ওযর পেশ করতে না পারে যে, -'আমি অজ্ঞাত ছিলাম, এবং প্রকৃত সত্যাবস্তা আমাকে জ্ঞাত করানোর জন্য আপনি কোন ব্যবস্থা করেননি'।

لٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَآ اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهٗ بِعِلْمِهٖ ۚ

কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন (ঐবিষয়ে) যা নাযিল করেছেন তোমার প্রতি তাতিনি নাযিল করেছেন তাঁরা জ্ঞানেরভিত্তিতে

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿١٦٦﴾

এবং ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যথেষ্ট আল্লাহই সাক্ষীহিসেবে

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ

নিশ্চয়ই যারা কুফুরী করেছে ও বাধাদিয়েছে হতে পথ আল্লাহর নিশ্চয়ই

ضَلُّوْا ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١٦٧﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا

তারা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে পথভ্রষ্টতায় বহুদূরে নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে ও জুলুম করেছে

لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيْقًا ﴿١٦٨﴾

না হবেন আল্লাহ (এমন যে) মাফ করবেন তাদেরকে এবং না তাদেরকে হেদায়েত দেবেন (সঠিক) পথের

اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

এছাড়া পথ জাহান্নামের অবস্থানকারী হবে তার মধ্যে চিরকাল

১৬৬. (লোকেরা যদি নাই মানে তো না মানুক,) কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা কিছু তিনি নাযিল করেছেন নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে নাযিল করেছেন। এবং সেই সম্পর্কে ফেরেশতারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে, যদিও কেবলমাত্র আল্লাহর সাক্ষী হওয়াই সর্বতোভাবে যথেষ্ট।

১৬৭. যারা নিজেরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং অপর লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখে তারা নিশ্চয়ই পথ ভ্রষ্টতায় সত্য হতে বহু দূরে চলে গেছে।

১৬৮-১৬৯. অনুরূপ ভাবে যারা কুফরী ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে ও যুলুম-নির্যাতন পর্যন্ত শুরু করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের পথ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখাবেন না। এ জাহান্নামে তারা চিরদিন থাকবে,

وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿١٦٩﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ

এবং হলো এটা উপর আল্লাহ সহজ হে লোকেরা নিশ্চয়ই

جَآءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا

তোমাদের কাছে এসেছে রসূল সত্য সহকারে তোমাদের রবের পক্ষহতে অতএব তোমরা ঈমান আন (এটাই) উত্তম

لَّكُمْ ؕ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

তোমাদের জন্যে আর যদি তোমরা অস্বীকার কর নিশ্চয় তবে আল্লাহরই জন্যে যাকিছু (আছে) মধ্যে আসমানসমূহের ও

الْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧٠﴾ يٰٓاَهْلَ

পৃথিবীতে এবং হলেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় হে আহলে

الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ

কিতাব না তোমরাবাড়াবাড়ি কাবো ব্যাপারে তোমাদের দ্বীনের এবং না তোমরা বলো উপর আল্লাহর

اِلَّا الْحَقَّ ؕ

এ ছাড়া যা হক

আর আল্লাহর পক্ষে এ কোন কঠিন কাজ নয়।

১৭০. হে মানুষ! এই রসূল তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর তরফ হতে সত্য বিধান নিয়ে এসে পৌছেছেন। অতএব তোমরা ঈমান আন, এ তোমাদের জন্যে কল্যাণ কর, আর যদি অস্বীকার ও অমান্য কর তবে জেনে রাখ, আকাশমন্ডল ও যমীনের বুকে যা কিছু আছে তা সব কিছু আল্লাহর জন্যে, আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানী[৯৭]।

১৭১. হে কিতাবধারী জাতি নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করোনা[৯৮], এবং আল্লাহর সম্পর্কে খালেস সত্য ছাড়া আর কিছু বলো না।

৯৭. অর্থাৎ তোমাদের আল্লাহ বে-খবর নন যে তোমরা তার রাজত্বের মধ্যে থেকে অপরাধ-অপকর্ম করবে, অথচ তিনি তা জানতে পারবেন না, এবং তিনি অজ্ঞও নন যে তার নির্দেশ অমান্যকারীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের পন্থাই তিনি জানেন না।

৯৮. এখানে আহলি-কিতাব বলতে খৃষ্টানদের বোঝানো হয়েছে এবং আতিশয্যের অর্থ হচ্ছে- কোন জিনিসের সাহায্য-সমর্থনে সীমলংঘন করা। ইয়াহুদীদের অপরাধ ছিল তারা মসীহ (আঃ)কে অস্বীকার করার ও তাঁর বিরোধিতার সীমালংঘন করে গিয়েছিল; পক্ষান্তরে খৃষ্টানদের অপরাধ ছিল, তারা মসিহ (আঃ)-এর প্রতি ভক্তি ভালবাসায় সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিল এবং তাকে তারা আল্লাহর পুত্র এমনকি স্বয়ং আল্লাহ বলে অভিহিত করেছিল।

إِنَّمَا	الْمَسِيحُ	عِيسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	رَسُولُ	اللَّهِ
মূলতঃ	মসীহ	ঈসা	পুত্র	মারইয়ামের	(তিনি ছিলেন) রসূল	আল্লাহর

وَ	كَلِمَتُهُ	أَلْقَاهَا	إِلَى	مَرْيَمَ	وَ	رُوحٌ مِّنْهُ	فَآمِنُوا	بِاللَّهِ	وَ
ও	তাঁর ফরমান	তা তিনি প্রেরণ করেন	প্রতি	মারিয়ামের	ও	তাঁর পক্ষহতে রূহ	তোমরা অতএব ঈমান আন	আল্লাহর উপর	ও

رُسُلِهِ
তাঁর রসূলদের (উপর)
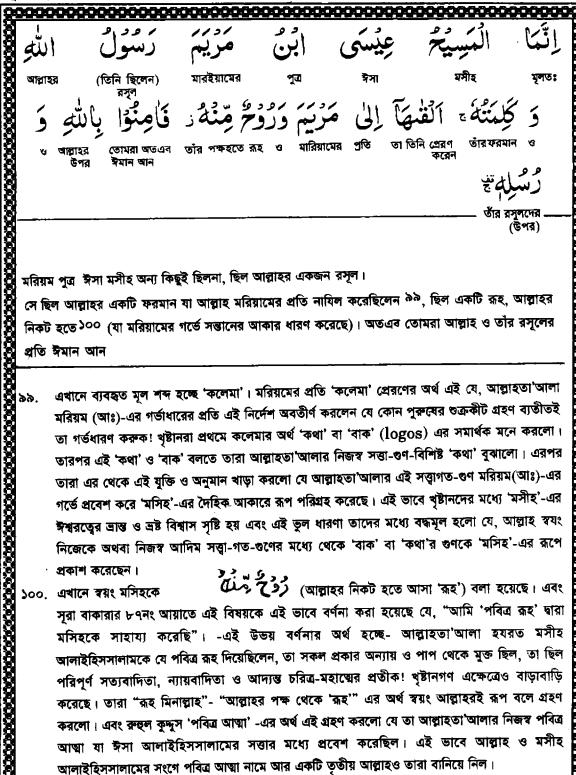
মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ অন্য কিছুই ছিলনা, ছিল আল্লাহর একজন রসূল।
সে ছিল আল্লাহর একটি ফরমান যা আল্লাহ মরিয়ামের প্রতি নাযিল করেছিলেন ৯৯, ছিল একটি রূহ, আল্লাহর নিকট হতে ১০০ (যা মরিয়ামের গর্ভে সন্তানের আকার ধারণ করেছে)। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন

৯৯. এখানে ব্যবহৃত মূল শব্দ হচ্ছে 'কলেমা'। মরিয়মের প্রতি 'কলেমা' প্রেরণের অর্থ এই যে, আল্লাহতা'আলা মরিয়ম (আঃ)-এর গর্ভাধারের প্রতি এই নির্দেশ অবতীর্ণ করলেন যে কোন পুরুষের শুক্রকীট গ্রহণ ব্যতীতই তা গর্ভধারণ করুক! খৃষ্টানরা প্রথমে কলেমার অর্থ 'কথা' বা 'বাক' (logos) এর সমার্থক মনে করলো। তারপর এই 'কথা' ও 'বাক' বলতে তারা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব সত্তা-গুণ-বিশিষ্ট 'কথা' বুঝালো। এরপর তারা এর থেকে এই যুক্তি ও অনুমান খাড়া করলো যে আল্লাহতা'আলার এই সত্তাগত-গুণ মরিয়ম(আঃ)-এর গর্ভে প্রবেশ করে 'মসিহ'-এর দৈহিক আকারে রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই ভাবে খৃষ্টানদের মধ্যে 'মসীহ'-এর ঈশ্বরত্বের ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি হয় এবং এই ভুল ধারণা তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হলো যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজেকে অথবা নিজস্ব আদিম সত্ত্বা-গত-গুণের মধ্যে থেকে 'বাক' বা 'কথা'র গুণকে 'মসিহ'-এর রূপে প্রকাশ করেছেন।

১০০. এখানে স্বয়ং মসিহকে رُوحٌ مِّنْهُ (আল্লাহর নিকট হতে আসা 'রূহ') বলা হয়েছে। এবং সূরা বাকারার ৮৭নং আয়াতে এই বিষয়কে এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "আমি 'পবিত্র রূহ' দ্বারা মসিহকে সাহায্য করেছি"। -এই উভয় বর্ণনার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহতা'আলা হযরত মসীহ আলাইহিস্সালামকে যে পবিত্র রূহ দিয়েছিলেন, তা সকল প্রকার অন্যায় ও পাপ থেকে মুক্ত ছিল, তা ছিল পরিপূর্ণ সত্যবাদিতা, ন্যায়বাদিতা ও আদ্যন্ত চরিত্র-মহাত্মের প্রতীক! খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি করেছে। তারা "রূহ মিনাল্লাহ"- "আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রূহ'" এর অর্থ স্বয়ং আল্লাহরই রূপ বলে গ্রহণ করলো। এবং রুহুল কুদ্দুস 'পবিত্র আত্মা' -এর অর্থ এই গ্রহণ করলো যে তা আল্লাহতা'আলার নিজস্ব পবিত্র আত্মা যা ঈসা আলাইহিস্সালামের সত্তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। এই ভাবে আল্লাহ ও মসীহ আলাইহিস্সালামের সংগে পবিত্র আত্মা নামে আর একটি তৃতীয় আল্লাহও তারা বানিয়ে নিল।

وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۭ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۭ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ﴿١٧١﴾

এবং | না | তোমরা বলো | তিন (ইলাহ) | তোমরা বিরত হও | (এটাই) উত্তম | তোমাদের জন্যে | মূলতঃ | আল্লাহ | ইলাহ | একই | তিনি পবিত্র | (এ হতে) যে | হবে | তার | কোন সন্তান | তারই | যা কিছু আছে | মধ্যে | আসমানসমূহের | ও | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | পৃথিবীর | এবং | যথেষ্ট | আল্লাহই | কর্মবিধায়ক হিসেবে
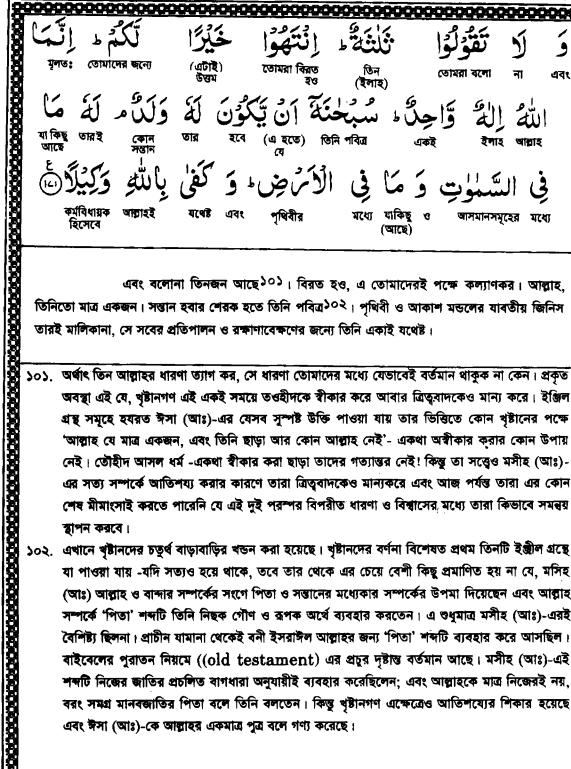
এবং বলোনা তিনজন আছে[১০১]। বিরত হও, এ তোমাদেরই পক্ষে কল্যাণকর। আল্লাহ, তিনিতো মাত্র একজন। সন্তান হবার শেরক হতে তিনি পবিত্র[১০২]। পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের যাবতীয় জিনিস তারই মালিকানা, সে সবের প্রতিপালন ও রক্ষাণাবেক্ষণের জন্যে তিনি একাই যথেষ্ট।

---

১০১. অর্থাৎ তিন আল্লাহর ধারণা ত্যাগ কর, সে ধারণা তোমাদের মধ্যে যেভাবেই বর্তমান থাকুক না কেন। প্রকৃত অবস্থা এই যে, খৃষ্টানগণ এই একই সময়ে তওহীদকে স্বীকার করে আবার ত্রিত্ববাদকেও মান্য করে। ইঞ্জিল গ্রন্থ সমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর যেসব সুস্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে কোন খৃষ্টানের পক্ষে 'আল্লাহ যে মাত্র একজন, এবং তিনি ছাড়া আর কোন আল্লাহ নেই'- একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তৌহীদ আসল ধর্ম -একথা স্বীকার করা ছাড়া তাদের গত্যান্তর নেই! কিন্তু তা সত্ত্বেও মসীহ (আঃ)-এর সত্য সম্পর্কে আতিশয্য করার কারণে তারা ত্রিত্ববাদকেও মান্যকরে এবং আজ পর্যন্ত তারা এর কোন শেষ মীমাংসাই করতে পারেনি যে এই দুই পরস্পর বিপরীত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যে তারা কিভাবে সমন্বয় স্থাপন করবে।

১০২. এখানে খৃষ্টানদের চতুর্থ বাড়াবাড়ির খন্ডন করা হয়েছে। খৃষ্টানদের বর্ণনা বিশেষত প্রথম তিনটি ইঞ্জীল গ্রন্থে যা পাওয়া যায় -যদি সত্যও হয়ে থাকে, তবে তার থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু প্রমাণিত হয় না যে, মসিহ (আঃ) আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্কের সংগে পিতা ও সন্তানের মধ্যেকার সম্পর্কের উপমা দিয়েছেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটি তিনি নিছক গৌণ ও রূপক অর্থে ব্যবহার করতেন। এ শুধুমাত্র মসীহ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিলনা। প্রাচীন যামানা থেকেই বনী ইসরাঈল আল্লাহর জন্য 'পিতা' শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ((old testament) এর প্রচুর দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। মসীহ (আঃ)-এই শব্দটি নিজের জাতির প্রচলিত বাগধারা অনুযায়ীই ব্যবহার করেছিলেন; এবং আল্লাহকে মাত্র নিজেরই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির পিতা বলে তিনি বলতেন। কিন্তু খৃষ্টানগণ এক্ষেত্রেও আতিশয্যের শিকার হয়েছে এবং ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর একমাত্র পুত্র বলে গণ্য করেছে।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَ لَا

না এবং আল্লাহর বান্দা হওয়াতে মসীহ হেয় জ্ঞান করে কক্ষণ না

الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ط وَ مَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ

হতে হেয় জ্ঞান করে যে এবং (যারা) ঘনিষ্ঠ ফেরেশতারাও

عِبَادَتِهٖ وَ يَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا (١٧٢)

সকলকে তাঁর দিকে তাদের একত্র করবেন তবে অহংকার করে ও তার বন্দেগী

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ

তাদেরকে অতঃপর পূর্ণ দেবেন নেকীসমূহের কাজ করেছে ও ঈমান এনেছে যারা অতঃপর

اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ج وَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْتَنْكَفُوْا

হেয় জ্ঞান করলো যারা আর তার অনুগ্রহ হতে তাদেরকে বেশীও দিবেন এবং তাদের কর্মফল সমূহ

وَ اسْتَكْبَرُوْا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَّ لَا يَجِدُوْنَ

তারা পাবে না এবং মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে তাহলে শাস্তি দেবেন অহংকার করল ও

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّ لَا نَصِيْرًا (١٧٣)

কোন সাহায্যকারী না আর কোন অভিভাবক আল্লাহ ছাড়া তাদেরজন্যে

রুকু-২৪

১৭২. মসীহ আল্লাহর বান্দা হবার ব্যাপারে কখনো বিন্দু মাত্র লজ্জাবোধ করেন নি। আর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও নিজেদের জন্যে কোন লজ্জার কারন মনে করেনি। কেউ যদি আল্লাহর বন্দেগী করাকে নিজের জন্যে লজ্জার ব্যাপার মনে করে ও অহংকার-গৌরব করে, তবে এমন এক সময় আসবে যখন আল্লাহ সকলকে পরিবেষ্টন করে নিজের সামনে উপস্থিত করবেন।

১৭৩. তখন তারা- যারা ঈমান এনে সৎ-কর্মপন্থা গ্রহণ করল, নিজেদের প্রতিফল পরোপুরি লাভ করবে। আল্লাহ তার নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে আরো অধিক মজুরী দান করবেন। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বন্দেগীকে লজ্জাজনক কাজ মনে করে ও অহংকার করে, তাদেরকে আল্লা:তাআলা কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দান করবেন। উপরন্তু আল্লাহ ছাড়া আর যার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দানের উপর তারা ভরসা করে তাদের কাউকেও তারা সেখানে পাবে না।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ

হে | মানব জাতি | নিশ্চয়ই | কাছে এসেছে | তোমাদের | দলীল প্রমাণ | পক্ষহতে | তোমাদের রবের | ও | আমরা নাযিল করেছি

إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا۟

তোমাদের প্রতি | 'আলো' | সুস্পষ্ট | অতঃপর | যারা | ঈমান এনেছে | আল্লাহর উপর | ও | দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে

بِهِۦ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ

তাতে | তাদেরকে অতঃপর প্রবেশ করাবেন শীঘ্রই | মধ্যে | রহমতের | তাঁর পক্ষহতে | ও | অনুগ্রহে | ও | তাদেরকেপরিচালিত করবেন

إِلَيْهِ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ

তাঁর দিকে | (অর্থাৎ) পথে | সরলসঠিক | তোমার কাছে সমাধান চায় তারা | বল | আল্লাহ

يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ

তোমাদেরকেসমাধান দিচ্ছেন | ব্যাপারে | মাতা-পিতাহীন ও নিঃসন্তান ব্যক্তির

১৭৪. হে মানুষ! তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের নিকট উজ্জ্বল 'প্রমাণ' এসে পৌছেছে এবং আমি তোমাদের জন্যে এমন আলো প্রেরণ করেছি যা তোমাদেরকে সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে!

১৭৫. এখন যার আল্লাহর কথা মেনে নিবে এবং তাঁর আশ্রয় অনুসন্ধান করবে তাদেরকে আল্লাহ নিজের রহমত ও নিজ অনুগ্রহের আশ্রয়ে গ্রহণ করবেন এবং সঠিক-নির্ভুল পথে তাদেরকে পরিচালিত করবেন।।

১৭৬. লোকেরা তোমার কাছে 'কালালা'[১০৩] সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে; বলঃ আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিতেছেনঃ

১০৩. 'কালালা' এর অর্থ কি সে সম্বন্ধে মতভেদ বর্তমান। কারুর কারুর মতে নিঃসন্তান মৃত ব্যক্তিকেই মাত্র 'কালালা' বলা হয়। কিন্তু সাধারণ ফিকাহবিদগণ হযরত আবুবকরের (রাঃ) অভিমতকে মেনে নিয়ে প্রথম অর্থই গ্রহণ করেছেন। খোদ কুরআন শরীফ থেকেও এই অর্থের সমর্থণ পাওয়া যায়। কেননা সেখানে 'কালালা'র ভগ্নীকে ত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক হকদার বলা হয়েছে। কিন্তু 'কালালা'র পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ভগ্নী কোন অংশই পেতে পারে না।

اِنِ	امْرُؤٌا	هَلَكَ	لَيْسَ	لَهٗ	وَلَدٌ	وَّ	لَهٗٓ
যদি	কোন পুরুষ (এধরণের)	মারা যায়	না (থাকে)	তার	কোন সন্তান	ও	তার থাকে

اُخْتٌ	فَلَهَا	نِصْفُ	مَا	تَرَكَ ج	وَ	هُوَ	يَرِثُهَآ
এক বোন (বৈমাত্রেয় বা সহদর)	তার জন্যে তবে (অর্থাৎসেই বোন)	(পাবে) অর্ধেক	যা আছে	পরিত্যক্ত সম্পত্তি	এবং	সে(অর্থাৎ ভাই)	তার(অর্থাৎ মৃত বোনের)উত্তরাধিকারী হবে

اِنْ	لَّمْ	يَكُنْ	لَّهَا	وَلَدٌ ط	فَاِنْ	كَانَتَا	اثْنَتَيْنِ	فَلَهُمَا
যদি	না	থাকে	তার (অর্থাৎ বোনের)	কোন সন্তান	যদি তবে	তারা হয়	দুই (বোন মৃতের উত্তরাধিকারী)	তাদের তবে দুজনের জন্যে

الثُّلُثٰنِ	مِمَّا	تَرَكَ ط	وَ	اِنْ	كَانُوْٓا	اِخْوَةً	رِّجَالًا	وَّ	نِسَآءً
দুই তৃতীয়াংশ	তা হতে যা	পরিত্যক্ত সম্পত্তি	এবং	যদি	তারা হয়	ভাই বোন	পুরুষ (কয়েকজন)	ও	নারী (কয়েকজন)

فَلِلذَّكَرِ	مِثْلُ	حَظِّ	الْاُنْثَيَيْنِ ط	يُبَيِّنُ	اللّٰهُ	لَكُمْ
জন্যে তবে এক জন পুরুষের	সমান	অংশ	দুই নারীর	বর্ণনা করেন	আল্লাহ	তোমাদের জন্যে

اَنْ	تَضِلُّوْا ط	وَ	اللّٰهُ	بِكُلِّ	شَيْءٍ	عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾ ع
যেন	তোমরা বিভ্রান্ত (না) হও	এবং	আল্লাহ	সম্পর্কে সব	কিছুর	খুবঅবহিত

কোন ব্যক্তি যদি সন্তানহীন অবস্থায় মরে যায়, এবং তার একজন বোন থাকে[১০৪] তবে সে (বোন) তার সম্পত্তি হতে অর্ধেক অংশ পাবে। আর বোন যদি সন্তান হীন অবস্থায় মরে তবে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে[১০৫]। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি দুই বোন হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবার অধিকারীনী হবে[১০৬], আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তবে মেয়েদের অংশ এক ভাগ ও পুরুষদের অংশে দুই ভাগ হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আইন-কানুন সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেন এ উদ্দেশ্যে, যেন তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে না থাকো। আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত ও অবহিত।

১০৪. এখানে সেই ভাই-বোনদের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃত ব্যক্তির সংগে মা-বাপ উভয় দিকদিয়ে কিংবা শুধু মাত্র বাপের দিক দিয়ে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ) একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থ ব্যক্ত করেছিলেন এবং সাহাবাদের মধ্যে কেউ এ সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করেননি। এই হিসাবে এ বিষয়ের অভিমত সর্বসম্মত।

১০৫. অর্থাৎ ভাই তার সমগ্র সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে, যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অপর কেউ বর্তমান না থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী অন্য কেউ বর্তমান থাকে, যেমন স্বামী, তবে তার অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সমগ্র ত্যাক্ত সম্পদ ভাই পাবে।

১০৬. দুই এর অধিক সংখ্যক বোনের বেলায়ও এই একই হুকুম কার্যকরী হবে।

সূরা আল-মায়েদা

নামকরণ

এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চদশ রুকু'তে উল্লেখিত 'মায়েদা' শব্দ হতে। কোরআনের অন্যান্য অধিকাংশ সূরার ন্যায় এই সূরার নামকরণের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়-বস্তুর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। অন্যান্য সূরা হতে একে পৃথক করে নেয়ার উদ্দেশ্যেই কেবলমাত্র চিহ্ন ও নিদর্শন স্বরূপ এই নাম গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়

সূরার আলোচিত বিষয়বস্তু দৃষ্টে মনে হয় এবং হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনা হতেও সমর্থন পাওয়া যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগে কিংবা সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে এই সূরা নাযিল হয়েছে। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকাদ মাসের ঘটনা, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) চৌদ্দশত মুসলমান সাথে নিয়ে 'উমরা' আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। কিন্তু কোরাইশ কাফেররা আরবের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অন্ধ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে নবী করীমকে (সঃ) 'উমরা' করতে বাধা প্রদান করে এবং বহু বাদ-প্রতিবাদের পর পরবর্তী বছর যিয়ারতের জন্য নবী করীমকে (সঃ) মক্কা আগমনের অনুমতি দান করতে প্রস্তুত হয়। এই প্রসংগে একদিকে যেমন মুসলমানদেরকে কাবা যিয়ারতের সফরনীতি জানিয়ে দেয়ার আবশ্যকতা ছিল– যেন পরবর্তী বছর উমরার সফর পূর্ণ ইসলামী ভাবধারা ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পন্ন হতে পারে– অপরদিকে তেমনি প্রয়োজন ছিল এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে কাফের শত্রুগণ তাদেরকে উমরা করতে না দিয়ে যে যুলুম করেছে তার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রতি-আক্রমণমূলক পদক্ষেপ নেয়া তাদের উচিত হবে না। কেননা অসংখ্য কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রার পথ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার অর্ন্তভুক্ত ছিল এবং কাফেরগণ যেমন তাদেরকে কাবা যিয়ারতের পথে বাধা দান করেছে, তারাও অনুরূপভাবে কাফেরদের পথ বন্ধ করে দিতে পারত। এই সূরার প্রথম দিকে ভূমিকা স্বরূপ যে ভাষণ পেশ করা হয়েছে, তাই হচ্ছে তার প্রসংগ। এর পর ত্রয়োদশ রুকুতে এই বিষয়ের পূনরুল্লেখ করা হয়েছে বলে একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রথম রুকু হতে চতুর্দশ রুকু পর্যন্ত একই ভাষণের ক্রমিক ধারা চলেছে। এই সূরায় এতদ্ব্যতীত আর যে যে বিষয়ের আলোচনা রয়েছে, তা সবই এই একই সময় নাযিল হয়েছে বলে মনে হয়।

বিবরণধারা দৃষ্টে ধারণা করা যায় যে, এই গোটা সূরাটি একই ভাষণে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং সম্ভবতঃ একই সময় অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্য এর কোন কোন আয়াত অন্যান্য সময়ও নাযিল হয়ে থাকতে পারে এবং বিষয় বস্তুর সামঞ্জস্যের কারণে সে গুলিকেও এই সূরার বিভিন্ন স্থানে শামিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তা হয়ে থাকলেও বর্ণনার ক্রমিক ধারার কোথাও একবিন্দু শূন্যতা অনুভূত হয় না এবং সে জন্য এই সূরাকে বিভিন্ন ভাষণের সমষ্টিও মনে করার কোন কারণ থাকতে পারেনা।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরা আল-ইমরাণ ও সূরা নিসার অবতরণ কাল হতে এই সূরার অবতরণ হওয়া পর্যন্ত পৌছুতে অবস্থার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। এমন এক দিন ছিল, যখন ওহুদ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া মুসলমানদের জন্য মদীনার নিকটবর্তী এলাকা ও পরিবেশকে পর্যন্ত বিপদ সংকুল বানিয়ে দিয়েছিল। আর আজ এমন সময় এসে পৌছেছে যে, সমগ্র আরব দেশে ইসলাম এক অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় শক্তি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নাজদের সীমানা পর্যন্ত অপর দিকে সিরিয়ার সীমারেখা পর্যন্ত , তৃতীয়দিকে লোহিত সাগরের বেলাভূমি পর্যন্ত এবং চতুর্থ দিকে মক্কার নিকট পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ যে আঘাত খেয়েছিল তা তাদের সাহস হিম্মত চূর্ণ করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে দৃঢ় বাসনা ও সংকল্প সৃষ্টির জন্য তীব্র চাবুকের ন্যায় কাজ করেছে। তারা আহত শার্দুলের ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠল এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে গোটা অঞ্চলের রূপই বদলে দিয়েছিল। তাদের অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা এবং আত্মদান ও আত্মোৎসর্গের ফলে মদীনার চতুর্দিকে দেড়-দুইশত মাইল পর্যন্ত বিরোধী গোত্রসমূহের শক্তি চূর্ণ হয়ে গেল। মদীনার উপর যে ইয়াহূদী হামলার আতংক প্রতিটি মুহূর্তে ঘনীভূত হয়ে থাকত চিরদিনের জন্য তার অবসান হয়ে গেল। হেজাজের অন্যান্য যেসব স্থানে ইয়াহুদী গোত্র বসবাস করত তারা সকলেই মদীনার ইসলামী হুকুমতের বশ্যতা স্বীকার করল। ইসলামকে দমন করার উদ্দেশ্যে কোরাইশরা খন্দক যুদ্ধের সময় শেষ প্রচেষ্টা করে দেখেছে; কিন্তু তাতেও তারা নির্মম ভাবে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। অতঃপর আরববাসীদের এই ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকল না যে, ইসলামী আন্দোলনকে চূর্ণ করার শক্তি কারো নেই, ইসলাম এখন নিছক একটি আকীদা (মত-বিশ্বাস) বা আর্দশের পর্যায়ে পড়ে নেই এবং তার প্রভুত্ব-আধিপত্য এখন লোকদের কেবল মাত্র মন ও মগজের উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে নেই; রবং ইসলাম এখন বাস্তব রূপ ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণ করেছে, তার শাসন ক্ষমতা এখন তার সীমার মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত জনতার গোটা জীবনকেই গ্রাস করে নিয়েছে। মুসলমানগণ এখন এতদূর শক্তিশালী হয়েছে যে, যে আদর্শের প্রতি তাদের ঈমান ছিল, এখন তদানুযায়ী কাজ করতে, জীবন-যাপন করতে এবং তার বিপরীত কোন আদর্শ, নীতি বা আইনকেই নিজেদের জীবন পরিসীমা হতে সম্পূর্ণ বে-দখল করে দিতে তাদেরকে কোন প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হত না।

এতদ্ব্যতীত এই কয়েক বছরের মধ্যেই ইসলামী আদর্শ-রীতিনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ সভ্যতা দানা বেধে উঠেছিল। জীবনের সমগ্র বিস্তৃতিতেই এই সভ্যতা অন্যান্যদের হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, তমদ্দুন প্রত্যেক ব্যাপারেই মুসলমানগণ অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র ছিল। ইসলামের অধিকারভুক্ত সমগ্র এলাকায়ই মসজিদ ও জামাতের সাথে নামাযের ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। প্রত্যেকটি মহল্লা ও প্রত্যেক গোত্রের জন্য ইমাম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন যথেষ্ট পরিমাণ বিস্তারিত ও খুটিনাটি সহকারে রচিত হয়েছিল ও নিজস্ব আদালত-সমূহের মাধ্যমে তা কার্যকরী করা হচ্ছিল; লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়ের পূর্বতন ধরণ ও রীতি-পদ্ধতি সবই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং নবতর সংশোধিত নিয়ম, পন্থা চালু করা হয়েছিল। মীরাস বন্টনের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পর্ণ বিধান চালূ হয়েছিল। বিবাহ-তালাকের নিয়ম-কানুন, শরীয়ত-সম্মত পর্দা ও অনুমতি নিয়ে অপরের গৃহে প্রবেশের নির্দেশ এবং যেনা ও মিথ্যা দোষারোপের দন্ড কার্যকরী হওয়ার ফলে মুসলমানদের সামাজিক জীবন একটি বিশেষ ধাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। মুসলমানদের ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, খানা-পিনা, চাল-চলন ও বসবাস করার পদ্ধতি এক নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছিল। ইসলামী জীবণধারার এইরূপ পরিপূর্ণ রূপায়ণ হওয়ার পর- অমুসলিমগণ কিছুতেই এই আশা পোষণ করতে পারছিল না যে, মুসলিমগণ আর কোনদিনই তাদের সাথে এসে মিলিত হবে।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের অগ্রগতির পথে একটি বাধা ছিল এবং তা ছিল এই যে, কোরাইশ কাফেরদের সাথে তারা দীর্ঘসূত্রসম্পন্ন দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণেই তাদের নিজেদের আন্দোলনের পরিধি অধিকতর প্রশস্ত করার অবকাশ লাভ করা সম্ভব হতনা। হোদায়বিয়া সন্ধির বাহ্যঃ পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এই প্রতিবন্ধকতা উৎপাটিত করেছিল। এর ফলে তারা নিজেদের কর্মসীমার মধ্যেই যে নিরাপত্তা লাভ করেছিল তাই নয়, চতুস্পার্শ্বের নিকট ও দূরের অঞ্চলসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও উহার ক্ষেত্র বিস্তারের অবাধ সুযোগও তারা লাভ করেছিল। আর নবী করীম(সঃ) ইরান, তুরস্ক,মিশর ও আরবের বাদশাহ ও নৃপতিদের নামে লিখিত চিঠির মাধ্যেমেই এর সূচনা করেছিলেন এবং সেই সংগেই বিভিন্ন গোত্র ও জাতির মধ্যে আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলাম প্রচারকগণ ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়বস্তু

ঠিক এরূপ অবস্থার মধ্যেই সূরা মায়েদা নাযিল হয়। এই সূরা নিম্ন লিখিত তিনটি বড় বড় বিষয়-বস্তু সমন্বিতঃ

(১) মুসলমানদের ধর্মীয়, তমদ্দুনিক ও ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো বেশী বিধান ও হেদায়াত দান । এই প্রসংগে হজ্জের-সফরের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহর নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার ও কা'বা যিয়ারতকারীদের প্রতি কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়। খানা-পিনার দ্রব্যাদিতে হালাল ও হারামের সুস্পষ্ট সীমা নির্ধারণ করা হয় এবং জাহিলিয়াতের যুগের স্বয়ং রচিত বন্ধনসমূহ ছিন্নভিন্ন করা হয়। আহলি-কিতাবের সাথে পানাহার করার এবং তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি প্রদান করা হয়। আল্লাহর নামে করা প্রতিজ্ঞা-ভংগের কাফ্‌ফারা নির্দিষ্ট করা হয় এবং সাক্ষ্য-আইনের আরো কয়েকটি ধারা বৃদ্ধি করা হয়।

(২) মুসলমানদের প্রতি উপদেশ দান । মুসলমানগন তখন শাসক গোষ্ঠিতে পরিনত হয়েছিল, তাদের হাতে ছিল শাসন-শক্তি। আর ক্ষমতার নেশাই জাতি সমূহের জন্য প্রায়ই গোমরাহীর কারণ হয়ে থাকে। তাদের মযলুম অবস্থার অবসান হচ্ছিল এবং তদাপেক্ষাও কঠিন পরীক্ষার অধ্যায়ে তারা পদক্ষেপ করছিল। এই জন্য তাদের সম্বোধন করে বার বার এই উপদেশ দান করা হল যে, তারা যেন সুবিচার ও ইনসাফের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ববর্তী আহলি-কিতাবদের অবলম্বিত আচরণ হতে যেন দূরে সরে থাকে। আল্লাহর আনুগত্য, হুকুম-বরদারী এবং তাঁর আইন মেনে চলার যে প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছে তার উপর যেন তারা দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকে; ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের ন্যায় তা ভংগ করে অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন যেন না হয়। নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যেন তারা আল্লাহর কিতাবকে যথাযথ মর্যাদা সহকারে অনুসরণ করে চলে এবং মুনাফেকী আচরণ যেন তারা বর্জন করে।

(৩) ইয়াহুদী ও ঈসায়ীদের প্রতি উপদেশ দান। ইয়াহুদীদের শক্তি এক্ষণে চূর্ণ হয়েছিল এবং আরবের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সমগ্র ইয়াহুদী আধ্যুষিত জনপদ মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়েছিল। এই সময় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার হুশিয়ার করে দেয়া হয়। এবং তাদেরকে সত্যের পথ অসনুসরণ করার দাওয়াত জানানো হয়। উপরন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির কারণে সমগ্র আরব ও নিকটবর্তী জাতিসমূহে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ ঘটেছিল, এই জন্য ঈসায়ীদেরকেও সম্বোধন করে বিস্তারিত ভাবে তাদের আকীদার ভুল-ভ্রান্তি জানিয়ে দেয়া হল। তাদেরকে আখেরী নবীর প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানো হল। প্রতিবেশী রাজ্য সমূহে অবস্থিত মূর্তি-পূজারী ও মজুসী (অগ্নি-পূজারী) জাতিসমূহকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কেননা তাদেরই সমনীতি সম্পন্ন আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কা শরীফে যেসব হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

রুকু-১

১. হে ঈমানদারগণ, বন্ধন সমূহ পুরোপুরি মেনে চল[১]। তোমাদের জন্যে গৃহপালিত ধরনের সমস্ত জন্তুকে হালাল করা হয়েছে[২] সে সব বাদে যা একটু পরেই তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু এহরামের অবস্থায় শিকারকার্যকে নিজেদের জন্যে হালাল করে নিওনা। বস্তুতঃ আল্লাহ যাই চান তারই আদেশ করেন।

---

১. অর্থাৎ সেই সীমা ও নিয়মগুলি পালন কর যা তোমাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে।

২. 'আন'আম' (গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু) শব্দটি আরবী ভাষায় উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর বোহিমাত শব্দটি সব রকমের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়। 'গৃহ-পালিত-ধরনের বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য হালাল করা হল'- একথার অর্থ হচ্ছেঃ সকল বিচরণশীল জন্তু যা গৃহপালিত প্রকৃতির তা সবই হালাল। অর্থাৎ যারা খোলস ছাড়েনা, যা জন্তু খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিদ খাদ্য গ্রহণ করে এবং অন্যান্য পাশব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবের গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর সংগে সাদৃশ্য রাখে। নবী (সঃ)-এর সেই নির্দেশে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যার দ্বারা তিনি হিংস্র পশুও শিকারী পক্ষী এবং মৃত ভক্ষণকারী সব কিছুকে হারাম বলে গণ্য করেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا

ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা অবমাননা করো নিদর্শনসমূহকে আল্লাহর এবং না(বৈধ করো)

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَآ

কোন হারাম মাসকে এবং না(হাত লাগাবে) কোরবানীর পশুকে এবং না গলায় পট্টি পরান মানতের পশুগুলোকে এবং না (কষ্টদিও)

آٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ

যাত্রীদেরকে (অভিমুখী) ঘরের পবিত্র সন্ধান করছে তারা অনুগ্রহ তাদের রবের

وَ رِضْوَانًا ط

ও সন্তুষ্টি
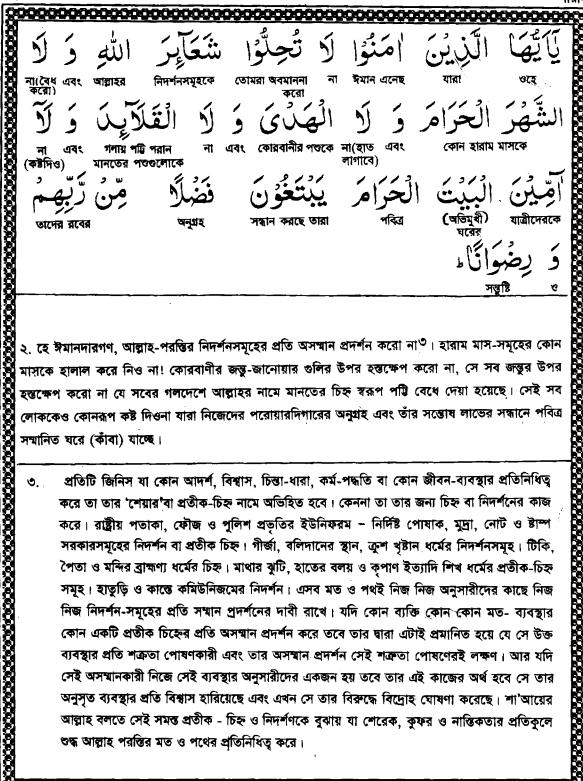
২. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ-পরস্তির নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করো না[৩]। হারাম মাস-সমূহের কোন মাসকে হালাল করে নিও না! কোরবাণীর জন্তু-জানোয়ার গুলির উপর হস্তক্ষেপ করো না, সে সব জন্তুর উপর হস্তক্ষেপ করো না যে সবের গলদেশে আল্লাহর নামে মানতের চিহ্ন স্বরূপ পট্টি বেধে দেয়া হয়েছে। সেই সব লোককেও কোনরূপ কষ্ট দিওনা যারা নিজেদের পরোয়ারদিগারের অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তোষ লাভের সন্ধানে পবিত্র সম্মানিত ঘরে (কাঁবা) যাচ্ছে।

৩. প্রতিটি জিনিস যা কোন আদর্শ, বিশ্বাস, চিন্তা-ধারা, কর্ম-পদ্ধতি বা কোন জীবন-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তা তার 'শেয়ার'বা প্রতীক-চিহ্ন নামে অভিহিত হবে। কেননা তা তার জন্য চিহ্ন বা নিদর্শনের কাজ করে। রাষ্ট্রীয় পতাকা, ফৌজ ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম - নির্দিষ্ট পোষাক, মুদ্রা, নোট ও ষ্টাম্প সরকারসমূহের নিদর্শন বা প্রতীক চিহ্ন। গীর্জা, বলিদানের স্থান, ক্রুশ খৃষ্টান ধর্মের নিদর্শনসমূহ। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্য ধর্মের চিহ্ন। মাথার ঝুটি, হাতের বলয় ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের প্রতীক-চিহ্ন সমূহ। হাতুড়ি ও কাস্তে কমিউনিজমের নিদর্শন। এসব মত ও পথই নিজ নিজ অনুসারীদের কাছে নিজ নিজ নিদর্শন-সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী রাখে। যদি কোন ব্যক্তি কোন কোন মত- ব্যবস্থার কোন একটি প্রতীক চিহ্নের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে তবে তার দ্বারা এটাই প্রমানিত হয়ে যে সে উক্ত ব্যবস্থার প্রতি শত্রুতা পোষণকারী এবং তার অসম্মান প্রদর্শন সেই শত্রুতা পোষণেরই লক্ষণ। আর যদি সেই অসম্মানকারী নিজে সেই ব্যবস্থার অনুসারীদের একজন হয় তবে তার এই কাজের অর্থ হবে সে তার অনুসৃত ব্যবস্থার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছে এবং এখন সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। শা'আয়ের আল্লাহ বলতে সেই সমস্ত প্রতীক - চিহ্ন ও নিদর্শণকে বুঝায় যা শেরেক, কুফর ও নাস্তিকতার প্রতিকূলে শুদ্ধ আল্লাহ পরস্তির মত ও পথের প্রতিনিধিত্ব করে।

وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ

এবং | যখন | তোমরা ইহরাম মুক্ত হবে | তখন তোমরা শিকার করতে পার | এবং | না (যেন) | তোমাদেরকে প্ররোচিত করে

شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

বিদ্বেষ | কোন সম্প্রদায়ের | (এ কারণে) যে | তোমাদের তারা বাধা দেয় | হতে | মসজিদে | হারাম।

اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا

(এতদূর) যে | তোমরা সীমালংঘন করবে | এবং তোমরা সহযোগিতা করবে | ক্ষেত্রে | সৎকর্মের | ও | তাকওয়ার | কিন্তু | না | তোমরা সহযোগিতা করবে

عَلَى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

ক্ষেত্রে | গুনাহর | ও | সীমালংঘনের | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | কঠিন

الْعِقَابِ (২)

শাস্তিদানে
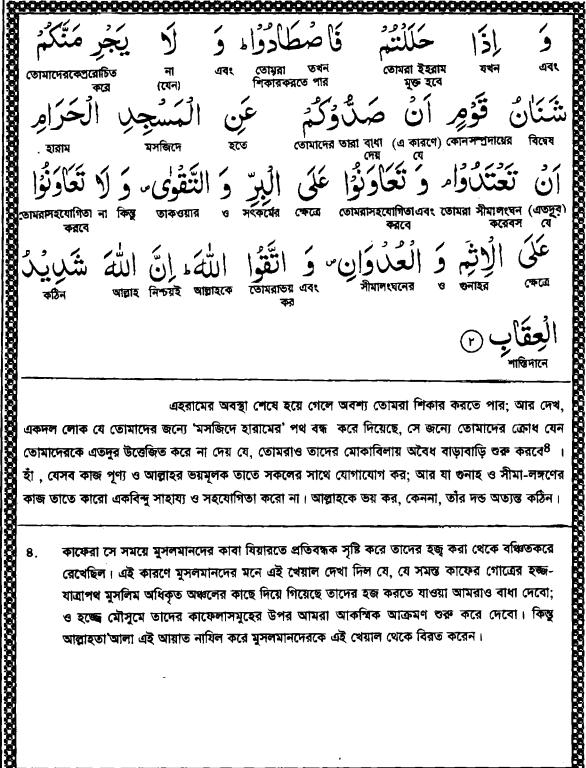
এহরামের অবস্থা শেষে হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার; আর দেখ, একদল লোক যে তোমাদের জন্যে 'মসজিদে হারামের' পথ বন্ধ করে দিয়েছে, সে জন্যে তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরাও তাদের মোকাবিলায় অবৈধ বাড়াবাড়ি শুরু করবে[৪]। হাঁ, যেসব কাজ পূণ্য ও আল্লাহর ভয়মূলক তাতে সকলের সাথে যোগাযোগ কর; আর যা গুনাহ ও সীমা-লঙ্গণের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা, তাঁর দন্ড অত্যন্ত কঠিন।

৪. কাফেরা সে সময়ে মুসলমানদের কাবা যিয়ারতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে তাদের হজ্ব করা থেকে বঞ্চিতকরে রেখেছিল। এই কারণে মুসলমানদের মনে এই খেয়াল দেখা দিল যে, যে সমস্ত কাফের গোত্রের হজ্জ-যাত্রাপথ মুসলিম অধিকৃত অঞ্চলের কাছে দিয়ে গিয়েছে তাদের হজ করতে যাওয়া আমরাও বাধা দেবো; ও হজ্জে মৌসুমে তাদের কাফেলাসমুহের উপর আমরা আকস্মিক আক্রমণ শুরু করে দেবো। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এই আয়াত নাযিল করে মুসলমানদেরকে এই খেয়াল থেকে বিরত করেন।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ
হারাম করা হয়েছে তোমাদের উপর মৃত(পশু পাখী) ও (প্রবাহিত) রক্ত ও মাংস

الْخِنْزِيرِ وَ مَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ وَ الْمُنْخَنِقَةُ
শুকুরের ও যা জবেহকরা হয়েছে ব্যতীত আল্লাহর (নামে) তা ও শ্বাসরোধে মৃত

وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَآ أَكَلَ
ও প্রহারে মৃত ও পতনে মৃত ও সংঘর্ষে মৃত(পশু) ও যাকে খেয়েছে

السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ قف وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ
হিংস্র পশুতে এছাড়া যা তোমরা(জবেহ করে) পাক করেছ এবং (হারাম) যা যবেহকৃত উপর পূজার বেদীসমূহের এবং

أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ط ذٰلِكُمْ فِسْقٌ ط
(এও হারাম) যে তোমরা ভাগ্যনির্ণয় কর জুয়ার তীরগুলো দিয়ে এসব ফাসেকী (কাজ)

৩. তোমাদের প্রতি হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সব জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে যবেহ করা হয়েছে । যা গলায় ফাঁস পড়ে আঘাত পেয়ে বা উপর হতে পড়ে গিয়ে অথবা সংঘর্ষে পড়ে মরেছে, বা যাকে কোন হিংস্র জন্তু ছিন্ন-ভিন্ন করেছে– যা জীবিত পেয়ে যবেহ করেছে তা ব্যতীত এবং যা কোন "আস্তানায়"[৫] যবেহ করা হয়েছে। সেই সংগে পাশা-খেলার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য জেনে নেয়াও তোমাদের জন্যে জায়েয নয়। এসব কাজ সম্পূর্ণ ফাসেকী।

৫. মূলে 'নোসোব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ ঃ এমন সব স্থান যা গায়রুল্লাহর – আল্লাহ ছাড়া অন্যের -নযর ও নিয়াযের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে, সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাকুক বা না–থাকুক। আমাদের ভাষায় এর সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে 'আস্তানা বা 'থান'- যা কোন বিশেষ বোজর্গ ব্যক্তি বা কোন দেবতা বা বিশেষ কোন মূশরেকানা বিশ্বাসের সংগে জড়িত। এরূপ কোন আস্তানায় যবেহ-করা পশুও হারাম।

اَلْيَوْمَ	يَئِسَ	الَّذِيْنَ	كَفَرُوْا	مِنْ	دِيْنِكُمْ	فَلَا	تَخْشَوْهُمْ
আজ	নিরাশ হয়েছে	যারা	কুফুরী করেছে	হতে	তোমাদের দ্বীন	না অতএব	তাদেরকে তোমরা ভয় কর

وَ	اخْشَوْنِ	اَلْيَوْمَ	اَكْمَلْتُ	لَكُمْ	دِيْنَكُمْ	وَ
এবং	আমাকে তোমরা ভয় কর	আজ	আমি পূর্ণাঙ্গ করলাম	তোমাদের জন্যে	তোমাদের দ্বীনকে	ও

اَتْمَمْتُ	عَلَيْكُمْ	نِعْمَتِيْ	وَ	رَضِيْتُ	لَكُمُ	الْاِسْلَامَ	دِيْنًا
আমি সম্পূর্ণ করলাম	তোমাদের উপর	আমার নিয়ামত	ও	আমি পছন্দ করলাম	তোমাদের জন্যে	ইসলামকে	দ্বীন (হিসেবে)
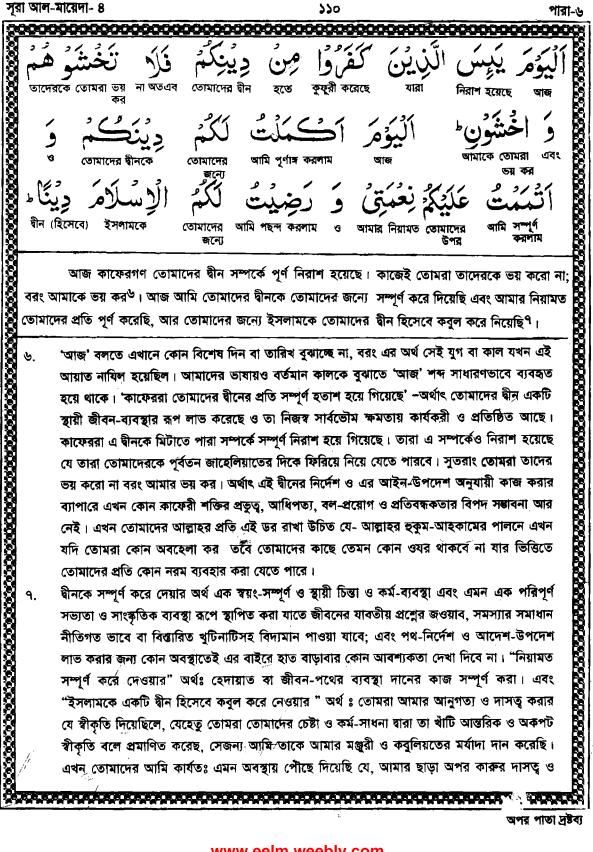
আজ কাফেরগণ তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ নিরাশ হয়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; বরং আমাকে ভয় কর[৬]। আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি পূর্ণ করেছি, আর তোমাদের জন্যে ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবুল করে নিয়েছি[৭]।

৬. 'আজ' বলতে এখানে কোন বিশেষ দিন বা তারিখ বুঝাচ্ছে না, বরং এর অর্থ সেই যুগ বা কাল যখন এই আয়াত নাযিল হয়েছিল। আমাদের ভাষায়ও বর্তমান কালকে বুঝাতে 'আজ' শব্দ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'কাফেররা তোমাদের দ্বীনের প্রতি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে গিয়েছে' -অর্থাৎ তোমাদের দ্বীন একটি স্থায়ী জীবন-ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে ও তা নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতায় কার্যকরী ও প্রতিষ্ঠিত আছে। কাফেররা এ দ্বীনকে মিটাতে পারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছে। তারা এ সম্পর্কেও নিরাশ হয়েছে যে তারা তোমাদেরকে পূর্বতন জাহেলিয়াতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না বরং আমার ভয় কর। অর্থাৎ এই দ্বীনের নির্দেশ ও এর আইন-উপদেশ অনুযায়ী কাজ করার ব্যাপারে এখন কোন কাফেরী শক্তির প্রভুত্ব, আধিপত্য, বল-প্রয়োগ ও প্রতিবন্ধকতার বিপদ সম্ভাবনা আর নেই। এখন তোমাদের আল্লাহর প্রতি এই ডর রাখা উচিত যে- আল্লাহর হুকুম-আহকামের পালনে এখন যদি তোমরা কোন অবহেলা কর তবে তোমাদের কাছে তেমন কোন ওযর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের প্রতি কোন নরম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭. দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দেয়ার অর্থ এক স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্থায়ী চিন্তা ও কর্ম-ব্যবস্থা এবং এমন এক পরিপূর্ণ সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা রূপে স্থাপিত করা যাতে জীবনের যাবতীয় প্রশ্নের জওয়াব, সমস্যার সমাধান নীতিগত ভাবে বা বিস্তারিত খুটিনাটিসহ বিদ্যমান পাওয়া যাবে; এবং পথ-নির্দেশ ও আদেশ-উপদেশ লাভ করার জন্য কোন অবস্থাতেই এর বাইরে হাত বাড়াবার কোন আবশ্যকতা দেখা দিবে না। "নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেওয়ার" অর্থঃ হেদায়াত বা জীবন-পথের ব্যবস্থা দানের কাজ সম্পূর্ণ করা। এবং "ইসলামকে একটি দ্বীন হিসেবে কবুল করে নেওয়ার " অর্থ ঃ তোমরা আমার আনুগত্য ও দাসত্ব করার যে স্বীকৃতি দিয়েছিলে, যেহেতু তোমরা তোমাদের চেষ্টা ও কর্ম-সাধনা দ্বারা তা খাঁটি আন্তরিক ও অকপট স্বীকৃতি বলে প্রমাণিত করেছ, সেজন্য আমি তাকে আমার মঞ্জুরী ও কবুলিয়তের মর্যাদা দান করেছি। এখন তোমাদের আমি কার্যতঃ এমন অবস্থায় পৌছে দিয়েছি যে, আমার ছাড়া অপর কারুর দাসত্ব ও

অপর পাতা দ্রষ্টব্য

فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ

যে অতঃপর | বাধ্য হয় (খেতে) | কারণে | ক্ষুধার | নয় | ইচ্ছাকৃত ঝুঁকে | গুনাহর প্রতি | নিশ্চয় তবে

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

আল্লাহ (তারউপর) | ক্ষমাশীল | মেহেরবান | তোমাকে তারা প্রশ্ন করে | কি | হালাল করা হয়েছে | তাদের জন্যে

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

বল | হালাল করা হয়েছে | তোমাদের জন্যে | পবিত্র জিনিসগুলো

(অতএব হালাল ও হারামের যে সব বিধি-নিষেধ তোমাদের প্রতি আরোপ করেছি তা পূর্ণরূপে পালন কর) অবশ্য যে ব্যক্তি ক্ষুধার কারণে বাধ্য হয়ে তার মধ্যে হতে কোন জিনিস খেয়ে ফেলে- গুনাহ করার কোন প্রবণতা ছাড়াই –তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ গুনাহ মাফকারী[৮] ও রহমত দানকারী।

৪. **লোকেরা জিজ্ঞাসা করে যে, তাদের জন্যে কি কি হালাল করে দেয়া হয়েছে[৯]। বলঃ সকল পবিত্র জিনিসগুলো তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।**

আনুগত্যের শৃঙ্খলে তোমাদের গলা আর আবদ্ধ নেই। তোমরা আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে যেরূপ মুসলিম হয়েছ, সেই ভাবে বাস্তব জীবনেও আমার ছাড়া কার্যতঃ অন্য কারুর অনুগত থাকার অনুকূলে কোন বাধ্য-বাধকতা বোধ করাও এখন আর তোমাদের পক্ষে উচিৎ নয়।

৮. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ঃ সূরা বাকারার টীকা নং ৫২।

৯. প্রশ্নকারীদের বাসনা এই যে- তাদেরকে সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ জানানো হোক, যেন তারা সেগুলি ছাড়া প্রত্যেক জিনিসকে হারাম গণ্য করতে পারে। কিন্তু উত্তরে কুরআন হারাম জিনিসের বিবরণ দান করে সাধারণভাবে এই নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিল যে, সমস্ত পবিত্র বস্তুই হালাল। এইভাবে প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হ'লো। প্রাচীন ধর্মীয়-ধারণা এই ছিল যে-সবকিছু হারাম, মাত্র সেই জিনিসগুলি ছাড়া যে গুলিকে হালাল বলে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এর প্রতিকূলে কুরআন এই নীতি স্থির করে দিল যে, যেগুলি হারাম বলে নির্দিষ্ট করা হয় তাছাড়া সব কিছুই হালাল। হালালের জন্য পাক ও পবিত্র হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য কোন নাপাক ও অপবিত্র জিনিসকে যেন হালাল করার চেষ্টা না করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে, কোন জিনিসের পাক-পবিত্র হওয়া কেমন করে নির্ণয় করা হবে? তার উত্তর হচ্ছে ঃ শরীয়তের কোন নীতির ভিত্তিতে যে বস্তুকে নাপাক স্থির করা হবে, বা সুস্থ রুচি-বোধ যে সব জিনিসের প্রতি ঘৃনা পোষণ করবে অথবা সুসভ্য শালীনতাবোধ-সম্পন্ন মানুষ যেসব জিনিসকে সাধারণতঃ নিজের স্বাভাবিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অনুভূতির বিপরীত বোধ করবে সেগুলি ছাড়া সবকিছু পাক-পবিত্র ব'লে মনে করতে হবে।

وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ

এবং | যাদের | তোমরা(শিকার) শিক্ষা দিয়েছ | মধ্যহতে | শিকারী পশুদের | শিকার শিক্ষক হিসেবে | তাদের তোমরা শিখিয়ে থাক

مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ

তাহতে যা | তোমাদের শিখিয়েছেন | আল্লাহ | অতএব তোমরা খাও | (তা)থেকে যা | তারা ধরে আনবে | তোমাদের জন্যে | এবং (ছাড়ার সময়) স্মরণ করবে | নাম

اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

আল্লাহর | তার উপর | এবং | তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | তৎপর | হিসাব (গ্রহণে)

এবং যে সব শিকারী জন্তুকে তোমরা শিক্ষিত করে নিয়েছ- যে সবকে আল্লাহর দেয়া ইলমের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাক- তারা যে সব জন্তুকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখবে তাও তোমরা খেতে পার[১০]। অবশ্যই তার উপর আল্লাহর নাম নিতে হবে[১১]। আল্লাহর আইন ভংগ করাকে ভয় কর, হিসাব নিতে আল্লাহর কোন দেরী লাগেনা।

---

১০. 'শিকারী জন্তু' বলতে বুঝায় ঃ কুকুর, চিতা-বাঘ, বাজ, শিকরা আর যে-সব পাখী ও জন্তুর দ্বারা মানুষ শিকার করার কাজ করে থাকে তা সবই। শিক্ষা দেওয়া জন্তুর বিশেষত্ব এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে সাধারণ হিংস্র জন্তুর মত- তারা তা দীর্ণ করে ভক্ষণ করে না; বরং নিজ মালিকের জন্য তা ধরে রাখে। এই কারণে সাধারণ হিংস্র জন্তুর দীর্ণ-করা জন্তু খাওয়া হারাম, কিন্তু শিক্ষিত শিকারী জন্তুর শিকার হালাল।

১১. অর্থাৎ শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে ছাড়ো। আলোচ্য আয়াত থেকে এ মসলাটি জানা গেল যে, শিকারী জন্তুকে শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠাবার সময় আল্লাহর নাম লওয়া জরুরী। এরপর শিকার যদি জীবন্ত অবস্থায় হস্তগত হয় তবে পুনরায় তাকে যবেহ করা চাই, আর যদি জীবন্ত না পাওয়া যায় তবে তা যবেহ ছাড়াই হালাল হবে; কেন না শুরুতেই শিকারী জন্তু ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে। তীর দিয়ে শিকার করার হুকুম এবং বিধিও অনুরূপ।

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

আজ | তোমাদের জন্যে হালাল করা হল | পাক (জিনিস) সমূহ | ও | খাবার | (তাদের) যাদের | দেয়াহয়েছে

الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ

কিতাব | তোমাদের জন্যেও হালাল | এবং | তোমাদের খাবার | হালাল | তাদের জন্যে | এবং | সচ্চরিত্রা নারীরা

مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا

মধ্যহতে | মু'মিনাদের | এবং | সচ্চরিত্রা নারীরা | (তাদের) মধ্যহতে | যাদেরকে | দেওয়াহয়েছে

الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ

কিতাব | পূর্বে | তোমাদের | যখন | তোমরা দাও তাদের | তাদের মোহরগুলো | বিবাহকারী হিসাবে

غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ

নয় | ব্যভিচারী হিসাবে | এবং | না | গ্রহণকারীহিসাবে | উপপত্নী

৫. আজ তোমাদের জন্যে সকল পাক জিনিসই হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহলি-কিতাবের খানা খাওয়া তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খানা তাদের জন্যেও [১২] হালাল। এবং সুরক্ষিতা নারীরাও তোমাদের জন্যে হালাল– তারা ঈমানদার লোকদের মধ্যে হতে হোক কিংবা পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে[১৩] তাদের মধ্যে হতে হোক। তবে শর্ত এই যে, তোমরা তাদের 'মোহরাণা' আদায় করে বিবাহ-বন্ধনে তাদের রক্ষক হবে, স্বাধীন লালসা পূরণ কিংবা গোপনে লুকিয়ে বন্ধুতা করে নয়।

১২. আহলি-কিতাবের খাদ্যে তাদের যবেহ করা জন্তুও শামিল রয়েছে। আমাদের জন্য তাদের ও তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাদের ও আমাদের মধ্যে কোন বাধা-নিষেধ ও কোন প্রকার ছুতমার্গের ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সংগে খেতে পারি ও তারা আমাদের সংগে খেতে পারে। কিন্তু এই সাধারণ অনুমতি দেওয়ার পূর্বে এই বাক্যাংশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য পাক-পবিত্র জিনিস হালাল করে দেওয়া হয়েছে"। এর থেকে জানা গেল আহলি-কিতাবগণ যদি পবিত্রতা ও 'পাকি' সম্পর্কীয় সেই সকল নিয়ম-কানুন পালন না করে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আবশ্যকীয়; কিংবা তাদের খাদ্যে যদি হারাম জিনিস শামিল থাকে, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়ে কোন জন্তু যবেহ করে বা তার উপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নাম নেয় তবে তা খাওয়া আমাদের জন্য বৈধ হবে না।

১৩. এখানে ইয়াহুদ, ও নাসারা অর্থাৎ খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবল তাদের মেয়েদের বিবাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সেই সংগে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে তাদের 'মোহসিনা' অর্থাৎ সুরক্ষিতা নারী হ'তে হবে অর্থাৎ তারা আওয়ারা (অবাধ-উৎশৃঙ্খল) হবে না। এবং পরবর্তী বাক্যাংশে এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে যে ইয়াহুদী বা খৃষ্টানী বিবির খাতিরে যেন 'ঈমান' না নষ্ট করে ফেলা হয়।
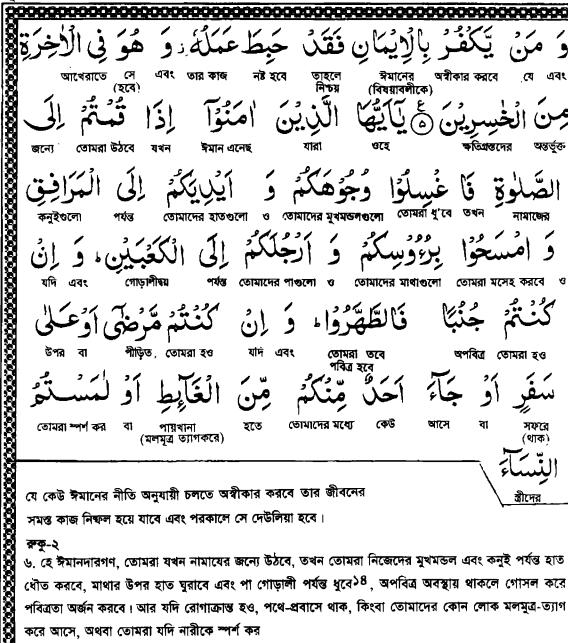
যে কেউ ঈমানের নীতি অনুযায়ী চলতে অস্বীকার করবে তার জীবনের সমস্ত কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং পরকালে সে দেউলিয়া হবে।

রুকু-২

৬. হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন নামাযের জন্যে উঠবে, তখন তোমরা নিজেদের মুখমন্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে, মাথার উপর হাত ঘুরাবে এবং পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুবে[১৪], অপবিত্র অবস্থায় থাকলে গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। আর যদি রোগাক্রান্ত হও, পথে-প্রবাসে থাক, কিংবা তোমাদের কোন লোক মলমূত্র-ত্যাগ করে আসে, অথবা তোমরা যদি নারীকে স্পর্শ কর

১৪. নবী করীম (সঃ) এই নির্দেশের যে ব্যাখ্যা দান করেছেন তার থেকে জানা যায় যে, মুখ-মন্ডল ধৌত করার মধ্যে কুলি করা ও নাক পরিচ্ছন্ন করাও শামিল আছে। এ না করলে মুখমন্ডল ধৌত করা সম্পূর্ণ হয় না। কান যেহেতু মাথারই একটি অংশ সেই জন্য মাথা মাসেহ করার মধ্যে কানের বাহির ও ভীতর দিক মাসেহ করাও শামিল আছে। অযু শুরু করার পূর্বে হাত দুটি ধৌত করাও আবশ্যক, কেননা যে হাত দ্বারা লোক অযু সম্পন্ন করে সেই হাত প্রথমে পাক করে নেয়া দরকার।
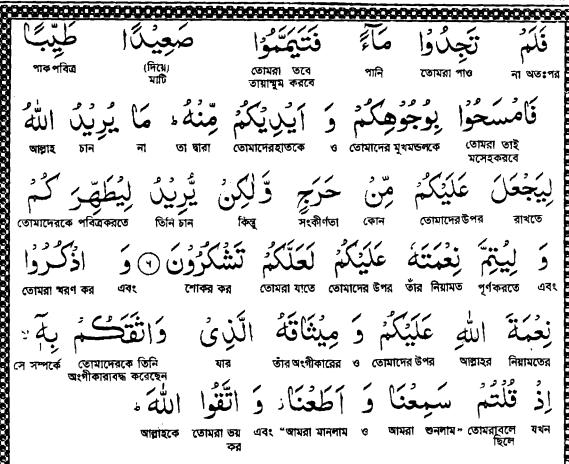
আর যদি পানি পাওয়া না যায়, তা হলে পাক মাটির দ্বারা কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তার উপর হাত রেখে নিজেদের মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় মসেহ করে নাও[১৫]। আল্লাহ তোমাদের জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না। তিনি এই চান যে, তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করে দিবেন এবং নিজের নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করে দিবেন; সম্ভবত তোমরা শোকর আদায়কারী হবে।

৭. আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার কথা স্মরণ রাখো। তিনি তোমাদের নিকট হতে যে পাকা-পোখতা প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন তা ভুলে যেওনা- অর্থাৎ তোমাদের এই কথা- "আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম"। আল্লাহকে ভয় কর,

১৫ সূরা 'নিসার' ৪১ও ৪৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا

নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবহিত অবস্থা সম্পর্কে অন্তরসমূহের ওহে যারা ঈমান এনেছ তোমরা থাক

قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে ন্যায়ের উপর এবং না (যেন) তোমাদেরকেপ্ররোচিত করে

شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

বিদ্বেষ কোন জাতির (এর) উপর যে না তোমরা ইনসাফ করো তোমরা ইনসাফ কর তা নিকটতর

لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

তাকওয়ার ক্ষেত্রে এবং তোমরা ভয় কর আল্লাহকে নিশ্চয়ই আল্লাহ খুব অবগত ঐবিষয়ে যা তোমরা কাজ কর

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ

ওয়াদাকরেছেন আল্লাহ (তাদেরকে) যারা ঈমান আনে ও কাজ করে নেকীর তাদের জন্যে রয়েছে

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٩ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ক্ষমা ও প্রতিফল বিরাট কিন্তু যারা কুফুরী করে ও মিথ্যা মনে করে

بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝١٠

আমাদের আয়াত গুলোকে ঐসব লোক অধিবাসী দোজখের

নিশ্চয় আল্লাহতা'আলা লোকদের মনের কথা ভাল করেই জানেন।

৮. হে ঈমানদার লোকেরা আল্লাহর ওয়াস্তে সত্য নীতির উপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান ও ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমদেরকে যেন এতদূর উত্তেজিত করে না দেয় যে, (তার ফলে) ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। বস্তুতঃ আল্লাহ-পরস্তির সাথে এর গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। তোমারা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত রয়েছেন।

৯. যারা ঈমান আনবে ও নেক কাজ করবে তাদের প্রতি আল্লাহর এই ওয়াদা যে, তাদের ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বড় প্রতিফল পাবে।

১০. কিন্তু যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা মনে করে অমান্য করবে তারা জাহান্নামী হবে।
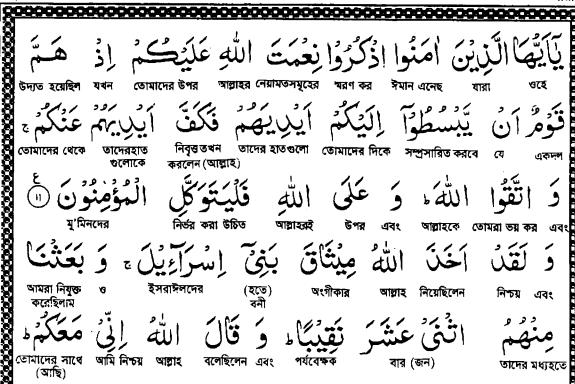
১১. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা তিনি (সম্প্রতি) তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন একটি দল তোমাদের উপর যুলমের হাত প্রসারিত করতে উদ্যত হয়েছিল তখন আল্লাহ সে হস্ত তোমাদের উপর পড়া হতে ফিরিয়ে দিলেন [১৬]। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাক। বস্তুতঃ ঈমানদার লোকদের একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক।

রুকু-৩

১২. আল্লাহ বনী-ঈসরাইলদের নিকট হতে পাকা ওয়াদা নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব' [১৭] নিযুক্ত করেছিলেন। তাদেরকে তিনি বলেছিলেনঃ আমি তোমাদের সংগেই রয়েছি।

১৬. এখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। ইয়াহুদীদের একটি দল নবী করীম (সঃ) ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদের এক ভোজনের আমন্ত্রণ করেছিল, এবং গুপ্তভাবে এই ষড়যন্ত্র করেছিল যে, আকস্মিক ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করে ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু যথাসময়ে আল্লাহর অনুগহে এই ষড়যন্ত্রের কথা রসূলে করীম (সঃ) জানতে পেরেছিলেন ও নিমন্ত্রণে তাঁরা উপস্থিত হননি।

১৭. 'নকীব' এর অর্থ পর্যবেক্ষক ও অনুসন্ধানকারী। বনী-ইসরাঈলের বারোটি গোত্র ছিল, আল্লাহতা'আলা তাদের প্রত্যেকটি গোত্রের একজন নকীব সেই গোত্রের লোকদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন সে সংশ্লিষ্ট গোত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে ও তাদেরকে 'বে-দ্বীনী' ও অসচ্চরিত্রা তা থেকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে।

আরবি	অর্থ
لَئِنْ	অবশ্যই যদি
أَقَمْتُمُ	তোমারা কায়েম কর
الصَّلٰوةَ	নামাজ
وَ	ও
اٰتَيْتُمُ	তোমরা আদায় কর
الزَّكٰوةَ	যাকাত
وَ	ও
اٰمَنْتُمْ	তোমরা ঈমান আন
بِرُسُلِيْ	আমার রসূলদের উপর
وَ	ও
عَزَّرْتُمُوْهُمْ	তাদের তোমরা শক্তি বৃদ্ধি কর
وَ	ও
أَقْرَضْتُمُ	তোমরা কর্জ্জ দাও
اللّٰهَ	আল্লাহকে
قَرْضًا	কর্জ্জ
حَسَنًا	উত্তম
لَأُكَفِّرَنَّ	মোচন করব আমিঅবশ্যই
عَنْكُمْ	তোমাদের থেকে-
سَيِّاٰتِكُمْ	তোমাদের পাপসমূহ
وَ	এবং
لَأُدْخِلَنَّكُمْ	তোমাদের প্রবেশকরাব অবশ্যই
جَنّٰتٍ	জান্নাতে
تَجْرِيْ	প্রবাহিত হয়
مِنْ تَحْتِهَا	তার পাদদেশে
الْاَنْهٰرُ	ঝর্ণাধারাসমূহ
فَمَنْ	যে অতঃপর
كَفَرَ	কুফরী করেছে
بَعْدَ	পরেও
ذٰلِكَ	এর
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যহতে
فَقَدْ	নিশ্চয়ফলে
ضَلَّ	সে হারিয়েফেলেছে
سَوَآءَ	সরলসোজা
السَّبِيْلِ ﴿١٢﴾	পথ
فَبِمَا	অতএব কারণে
نَقْضِهِمْ	তাদের ভঙ্গের
مِّيْثَاقَهُمْ	তাদের অংগীকারের
لَعَنّٰهُمْ	তাদের লানত করেছি আমরা
وَ	ও
جَعَلْنَا	আমরা করেছি
قُلُوْبَهُمْ	তাদের অন্তরসমূহকে
قٰسِيَةً	কঠিন

তোমরা যদি নামায কায়েম রাখ, যাকাত দাও এবং আমার নবীদেরকে মান্য করতে, তাঁদের সাহায্য এবং শক্তিবৃদ্ধি করতে, এবং তোমাদের আল্লাহকে ভাল ঋণ দান করতে থাক তবে নিশ্চিত বিশ্বাস রেখো– আমি তোমাদের অন্যায় কাজ ও দোষ-ত্রুটি তোমাদের হতে দূরীভূত করে দিব এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগীচায় বসবাস করাব যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণাধারা সমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। কিন্তু তার পর তোমাদের মধ্য হতে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তারা সত্য-সঠিক[১৮] পথ হারিয়ে ফেলেছে।

১৩. অতঃপর তাদের নিজেদেরই ওয়াদা ভংগ করাই ছিল তাদের (বড়)অপরাধ যে কারণে আমরা তাদেরকে নিজের রহমত হতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের দিল শক্ত করে দিয়েছি।

১৮. 'সাওয়া আসসবীল' এর অর্থঃ গন্তব্যে পৌঁছাবার জন্য যথারীতিভাবে লিখিত রাজপথ। তা হারিয়ে ফেলার অর্থঃ সে রাজপথ হারিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পায়ে মাড়ানো পথে বিভ্রান্ত হয়ে চলা।

এখন তাদের অবস্থা এই যে, শব্দের উল্টা- পাল্টা করে মূল কথার নাড়া-চাড়া করে ফেলে। যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার অধিকাংশই তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রত্যেক দিনই তাদের কোন না কোন খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এই দোষ হতে বেঁচে আছে, (তারা যখন এই অবস্থায় পৌছে গেছে, তখন যে দুষ্টামী আর শয়তানীই তারা করবে, তার কোনটিই তাদের নিকট হতে অপ্রত্যাশিত নয়)। কাজেই তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের কাজ-কর্ম হতে দৃষ্টি ফিরাও। যারা ঈমানের নীতি মেনে চলে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন।

১৪. এই ভাবে তাদের নিকট হতেও আমরা পাকা-পোখ্‌তা ওয়াদা নিয়েছিলাম যারা বলেছিল যে, আমরা নাসারা; কিন্তু তাদেরকেও যে সবক স্মরণ করায়ে দেয়া হয়েছিল তার একটি বিরাট অংশ তারা ভুলে গিছে। শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের মধ্যে সকল সময়ের জন্যে চিরন্তন দুশমনী ও পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি।

وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ

এবং | শীঘ্রই | তাদের জানিয়ে দিবেন | আল্লাহ | ঐবিষয়ে যা | তারা বানাতে ছিল | হে | আহলি | কিতাব

قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ

নিশ্চয় | তোমাদের কাছে এসেছে | আমাদের রসূল | প্রকাশ করে | তোমাদের কাছে | অনেক (কথা) | (তা) হতে যা | ছিলে

تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَآءَكُمْ

তোমরা গোপন করতে | মধ্যহতে | কিতাবের | ও | উপেক্ষাকরে | অনেক কিছু | নিশ্চয় | তোমাদের কাছে এসেছে

مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ

পক্ষহতে | আল্লাহর | জ্যোতি | ও | গ্রন্থ | উজ্জ্বল | পরিচালিত করেন | তা দিয়ে | আল্লাহ

مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَ يُخْرِجُهُمْ

(তাকে) যে | অনুসরণ করে | তাঁর সন্তুষ্টির | পথে | শান্তির | ও | তাদের বের করেন

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَ يَهْدِيْهِمْ اِلٰى

থেকে | অন্ধকারসমূহ | দিকে | আলোর | তাঁর অনুমতিক্রমে | এবং | তাদের পরিচালিত করেন | দিকে

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

পথের | সরল সঠিক

এমন একটি সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন তারা এই দুনিয়ায় কি করতে ও বানাতেছিল তা তাদেরকে আল্লাহতা'আলা জানিয়ে দেবেন।

১৫. হে আহলি-কিতাব! আমাদের রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথাই তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় যাকে তোমরা গোপন করে রেখেছিলে। অনেক কথা আবার সে বাদ দিয়েও দেয়[১৯]। তোমাদের নিকট আল্লাহর কাছ হতে রোশনী এসেছে, এমন একখানি সত্য প্রদর্শনকারী কিতাবও–

১৬. যার দ্বারা আল্লাহতা'আলা তাঁর সন্তোষ–সন্ধানকারী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথ বলে দেয় এবং নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে যায় ও সঠিক পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করে।

১৯. অর্থাৎ তোমাদের সেইসব চুরি ও খেয়ানত, যেগুলি প্রকাশ করে দেয়া সত্য দ্বীন কায়েম করার জন্য অপরিহার্য সেগুলি প্রকাশ করে দেন ও যেগুলি প্রকাশ করার কোন যথার্থ আবশ্যকতা দেখা দেয় না সেগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, তার জন্য পাকড়াও করেন না।
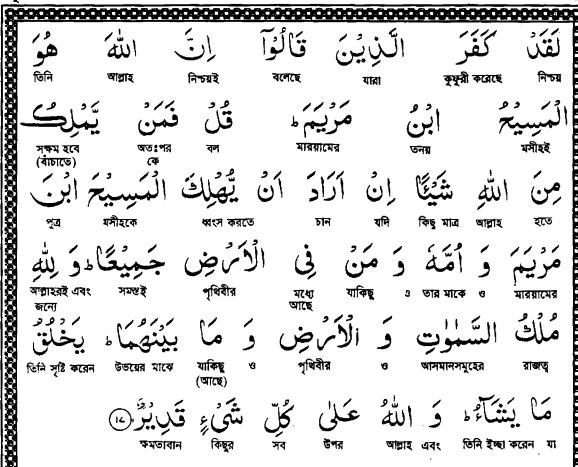
১৭. নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছেঃ মরিয়ম-পুত্র মসীহ আল্লাহ । হে মুহম্মাদ! তাদেরকে বল যে, আল্লাহ যদি মরিয়ম-পুত্র মসীহকে এবং তার মা ও সমস্ত পৃথিবীবাসীকে ধ্বংস করতে চান তবে তাঁর এই ইচ্ছা হতে তাকে বিরত রাখার মত শক্তি কার আছে? আল্লাহ তো আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত জিনিসেরই মালিক; তিনি যা কিছু চান তাই পয়দা করেন[২০] । তাঁর শক্তি প্রত্যেকটি জিনিসেরই উপর রয়েছে।

---

২০. অর্থাৎ মসীহ (আঃ) কেমলমাত্রি বিনা-বাপে পয়দা হওয়ার কারণে তোমরা তাকে আল্লাহ বানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু আল্লাহতা'আলা যাকে যেভাবে ইচ্ছা করেন সেই ভাবে পয়দা করেন। আল্লাহতা'আলা কোন বান্দাকে অসাধারণ ভাবে পয়দা করলেই সে আল্লাহ হয়ে যায়না।

১৮. ইয়াহুদ ও নাসারাগণ বলে যে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়পাত্র। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ তাহলে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ-খাতার কারণে তোমাদেরকে কেন শাস্তি দান করেন? প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি অন্যান্য মানুষের মতই সমান মর্যাদার মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছে করেন মাফ করে দেন ও যাকে ইচ্ছে হয় শাস্তি দান করেন। আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় সৃষ্টি তাঁরই মালিকানা, সব কিছুকে তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে।

১৯. হে আহলি-কিতাব! আমাদের এই রসূল এমন এক সময় তোমাদের নিকট এসেছে ও দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সামনে পেশ করছে- যখন রসূল আগমনের ক্রমিক ধারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ ছিল। (নবী এই জন্যে এসেছে) যেন তোমরা বলতে না পরে যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদ-দাতা ও ভয়-প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব দেখ, এখন সেই সুসংবাদদাতা ও ভয়-প্রদর্শন কারীই এসেছে,
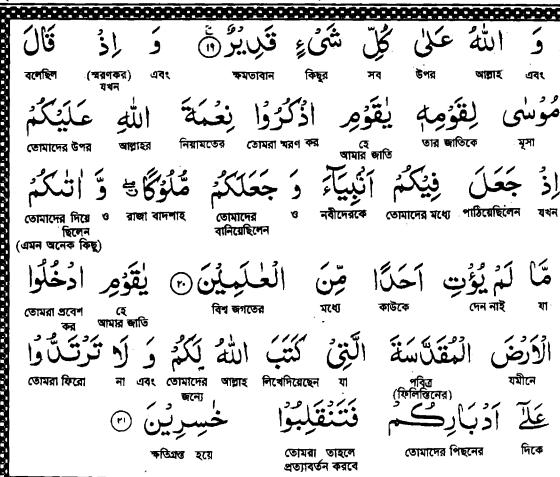
– আর আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের উপরই শক্তিশালী[২১]।

রুকূ-৪

২০. স্মরন কর, যখন মূসা তাঁর জাতির লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলঃ হে আমার জাতির লোকেরা, আল্লাহ তোমাদেরকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার অবশ্যই খেয়াল রেখো। তিনি তোমাদের মধ্যে নবী সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে শাসনকর্তা বানিয়েছেন, তোমাদেরকে এমন আরো অনেক কিছু দান করেছেন যা দুনিয়ার আর কাউকে দেন নি।

২১. হে আমার জাতীয় ভাইগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে পবিত্র এলাকা লিখে দিয়েছেন[২২] তাতে প্রবেশ কর, পিছনে হটো না, অন্যথায় ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে।

---

২১. অর্থাৎ যদি তোমরা এই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীর কথা না মানো তবে মনে রেখো - আল্লাহতা'আলা সর্বক্ষম ও সর্বশক্তিমান। তিনি বিনা বাধায় যে কোন শাস্তি ইচ্ছা করেণ তোমাদের দান করতে পারেন।

২২. এখানে 'ফিলিস্তিনের' সূর-যমীনকে বুঝানো হচ্ছে। সে সময় ফিলিস্তিনের অধিবাসীরা কঠিন মুশরিক ও বদকার ছিল। বনী-ইসরাঈল মিশর থেকে বহির্গত হয়ে এলে আল্লাহতা'আলা এই ভূখন্ড তাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন ও তাদেরকে এ ভূখন্ড জয় করার জন্য নির্দেশ দান করেন।
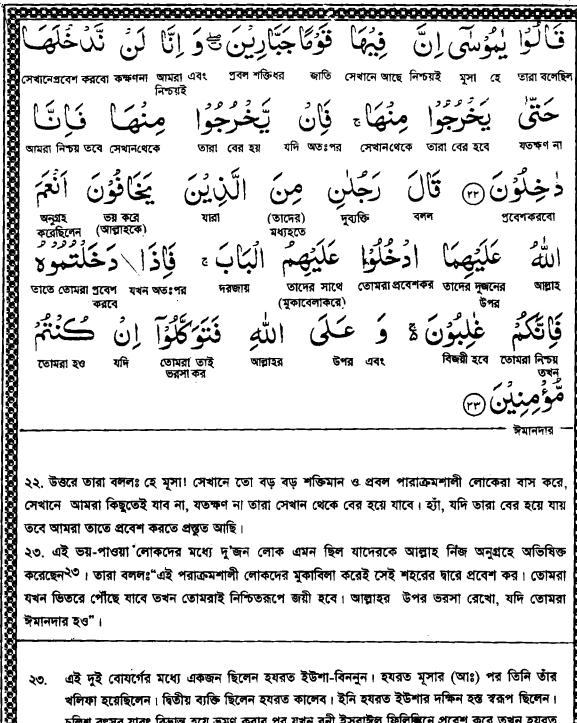
২২. উত্তরে তারা বললঃ হে মূসা! সেখানে তো বড় বড় শক্তিমান ও প্রবল পারাক্রমশালী লোকেরা বাস করে, সেখানে আমরা কিছুতেই যাব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তবে আমরা তাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।

২৩. এই ভয়-পাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন লোক এমন ছিল যাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে অভিষিক্ত করেছেন[২৩]। তারা বললঃ"এই পরাক্রমশালী লোকদের মুকাবিলা করেই সেই শহরের দ্বারে প্রবেশ কর। তোমরা যখন ভিতরে পৌঁছে যাবে তখন তোমরাই নিশ্চিতরূপে জয়ী হবে। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো, যদি তোমরা ঈমানদার হও"।

২৩. এই দুই বোযর্গের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত ইউশা-বিননুন। হযরত মূসার (আঃ) পর তিনি তাঁর খলিফা হয়েছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন হযরত কালেব। ইনি হযরত ইউশার দক্ষিন হস্ত স্বরূপ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর যাবৎ বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রমণ করার পর যখন বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে তখন হযরত মূসার (আঃ) সাথীদের মধ্যে মাত্র এই দুই বোযর্গ জীবিত ছিলেন।

قَالُوْا	يٰمُوْسٰٓى	اِنَّا	لَنْ	نَّدْخُلَهَآ	اَبَدًا
(কিন্তু এসত্ত্বেও) তারা বলেছিল	মূসা হে	নিশ্চয় আমরা	নিশ্চয় না	তাতে প্রবেশ করব আমরা	কক্ষণও

مَّا	دَامُوْا	فِيْهَا	فَاذْهَبْ	اَنْتَ	وَ	رَبُّكَ	فَقَاتِلَآ	اِنَّا
যতক্ষণ	তারা থাকবে	তার মধ্যে	যাও অতএব	তুমি	ও	তোমার রব	উভয়ে লড় অতঃপর	নিশ্চয় আমরা

هٰهُنَا	قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾	قَالَ	رَبِّ	اِنِّىْ	لَآ	اَمْلِكُ	اِلَّا
এখানে	বসে থাকব	সে বলল	হে আমার রব	আমি নিশ্চয়	না	ক্ষমতা রাখি আমি	ব্যতীত

نَفْسِىْ	وَ	اَخِىْ	فَافْرُقْ	بَيْنَنَا	وَ	بَيْنَ	الْقَوْمِ	الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾
আমার নিজের	ও	আমার ভাইয়ের	পৃথক কর তাই	আমাদের মাঝে	ও	মাঝে	লোকদের	(যারা) নাফরমান

قَالَ	فَاِنَّهَا	مُحَرَّمَةٌ	عَلَيْهِمْ	اَرْبَعِيْنَ	سَنَةً ۚ	يَتِيْهُوْنَ
(আল্লাহ) বললেন	অতঃপর তা নিশ্চয়	হারাম (করাহল)	তাদের উপর	চল্লিশ	বছর (পর্যন্ত)	তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ফিরবে

فِى	الْاَرْضِ ۗ	فَلَا	تَاْسَ	عَلَى	الْقَوْمِ	الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾ ع
উপর	যমীনের	না অতএব	দুঃখ করো	উপর	(ঐসব) লোকদের	(যারা) নাফরমান

ع ٨

২৪. কিন্তু তারা আবার সেই কথা বললঃ "হে মূসা, আমরা তো তথায় কখনো যাব না যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব তুমি ও তোমার আল্লাহ উভয়েই যাও ও লড়াই কর, আমরা তো এখানেই বসে পড়লাম"।

২৫. তা শুনে মূসা বললঃ "হে আল্লাহ, আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার কোন ইখতিয়ার চলেনা। কাজেই হে আল্লাহ, তুমি এই না-ফরমান লোকদের সংস্পর্শ হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা করে দাও"।

২৬. আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ ভালই উক্ত দেশ, চল্লিশ বছরের জন্যে এদের প্রতি হারাম (করে দেয়া হল), এরা দুনিয়ায় নিরুদ্দেশ ঘুরে ফিরে ও হাতড়িয়ে মরবে। অতএব এই না-ফরমান লোকদের অবস্থার প্রতি কোন দয়া বা সহানুভূতি প্রদর্শন করো না[২৪]।

---

২৪. এখানে এ ঘটনার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বনী ইসরাঈলদেরকে জানিয়ে দেয়া যে মূসার (আঃ) যামানায় না-ফরমানি, বিচ্যুতি ও ভীরুতা প্রদর্শন করার ফলে তোমরা যে শাস্তি লাভ করেছিলে তার থেকে অনেক বেশী শাস্তি তোমরা পাবে যদি তোমরা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি বিদ্রোহমূলক আচরণ কর।

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
اتْلُ	শুনাও
عَلَيْهِمْ	তাদের কাছে
نَبَاَ	খবর
ابْنَىْ	দুছেলের
اٰدَمَ	আদমের
بِالْحَقِّ	যথাযথভাবে
اِذْ	যখন
قَرَّبَا	দুজনে পেশ করল
قُرْبَانًا	কোরবাণী
فَتُقُبِّلَ	কবুল করা হল তখন
مِنْ	হতে
اَحَدِهِمَا	তাদের দুজনের একজন
وَ	এবং
لَمْ	না
يُتَقَبَّلْ	কবুল করা হল
مِنَ	থেকে
الْاٰخَرِؕ	অন্য জনের
قَالَ	সে বলল
لَاَقْتُلَنَّكَؕ	তোমাকে আমি অবশ্যই হত্যা করব
قَالَ	সে বলল
اِنَّمَا	মূলতঃ
يَتَقَبَّلُ	কবুল করেন (কুরবাণী)
اللّٰهُ	আল্লাহ
مِنَ	হতে
الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾	মুত্তাকীদের
لَئِنْۢ	যদি অবশ্যই
بَسَطْتَّ	তুমি সম্প্রসারিত কর
اِلَىَّ	আমার দিকে
يَدَكَ	তোমার হাত
لِتَقْتُلَنِىْ	আমাকে তুমি হত্যা করতে
مَاۤ	না
اَنَا	আমি
بِبَاسِطٍ	সম্প্রসারিতকারী (হব)
يَّدِىَ	আমার হাত
اِلَيْكَ	তোমার দিকে
لِاَقْتُلَكَ ج	তোমাকে আমি হত্যা করার জন্যে

রুকু-৫

২৭. এবং তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের গল্পটিও পুরো-পুরি শুনিয়ে দাও। তারা দুজন যখন কোরবানী করল তখন তাদের মধ্যে একজনের কোরবানী কবুল করা হল ও অপর জনের করা হল না। সে বললঃ আমি তোমাকে হত্যা করব। উত্তরে সে বললঃ 'আল্লাহ তো মুত্তাকীদের মানত কবুল করে থাকেন।

২৮. তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্যে হাত উঠাও তবে আমি তোমাকে হত্যার জন্যে কখনও হাত তুলব না[২৫]।

২৫. এর অর্থ এই নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি আমার হাত পা বন্ধ করে নিহত হবার জন্য তোমার সামনে বসে পড়ে নিজেকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ তুমি আমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হলেও আমি তোমার হত্যার চেষ্টা ও আয়োজনে লিপ্ত হবো না।

আমি আল্লহ রব্বুল আলা'মীনকে ভয় করি'।

২৯. আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের গুনাহ তুমি একাই নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও ও দোযখী হয়ে থাক। যালেমদের যুলমের এই উপযুক্ত প্রতিফল।

৩০. শেষ পর্যন্ত তার নফ্স নিজ ভায়ের হত্যা কার্যকে তার জন্যে সহজসাধ্য করে দিল এবং সে তাকে খুন করে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে গেল।

৩১. তার পর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, তা যমীন খুচতে লাগল, সে নিজ ভায়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তার পথ দেখিয়ে দিল। এ দেখে সে বললঃ আমার প্রতি ধিক, আমি এই কাকটির মতও হতে পারলাম না, নিজ ভায়ের লাশ লুকাবার পথও বের করতে পারলাম না।
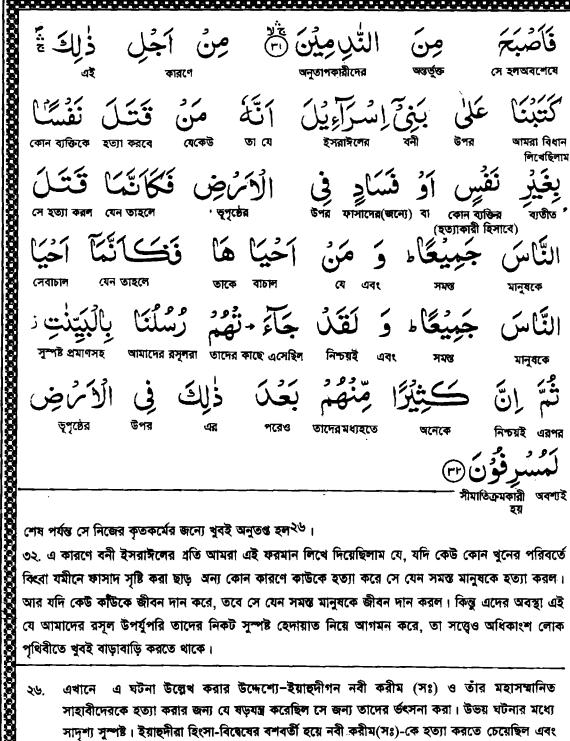
শেষ পর্যন্ত সে নিজের কৃতকর্মের জন্যে খুবই অনুতপ্ত হল[২৬]।

৩২. এ কারণে বনী ইসরাঈলের প্রতি আমরা এই ফরমান লিখে দিয়েছিলাম যে, যদি কেউ কোন খুনের পরিবর্তে কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড় অন্য কোন কারণে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কেউ কাঁউকে জীবন দান করে, তবে সে যেন সমস্ত মানুষকে জীবন দান করল। কিন্তু এদের অবস্থা এই যে আমাদের রসূল উপর্যুপরি তাদের নিকট সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে আগমন করে, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ লোক পৃথিবীতে খুবই বাড়াবাড়ি করতে থাকে।

২৬. এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে–ইয়াহুদীগন নবী করীম (সঃ) ও তাঁর মহাসম্মানিত সাহাবীদেরকে হত্যা করার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিল সে জন্য তাদের র্ভৎসনা করা। উভয় ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ইয়াহুদীরা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নবী করীম(সঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং আদম (আঃ)-এর এক পুত্রও হিংসার বশবর্তী হয়েই নিজ ভাইকে হত্যা করেছিল।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ

মূলতঃ | প্রতিফল (অর্থাৎ শাস্তি) | (তাদের) যারা | লড়াই করে | আল্লাহর | ও

رَسُوْلَهٗ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا

তাঁর রসূলের (বিরুদ্ধে) | এবং | সচেষ্ট হয় | উপর | ভূপৃষ্ঠের | ফাসাদ (সৃষ্টি করতে) | তাদের হত্যাকরা হবে

اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِّنْ

বা | তাদের শুলে চড়ান হবে | বা | কেটে দেওয়া হবে | তাদের হাতগুলো | ও | তাদের পাগুলো | থেকে

خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ

বিপরীত দিক | অথবা | তাদের নির্বাসিত করা হবে | থেকে | দেশ | এটা | তাদের জন্যে

خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

লাঞ্ছনা | মধ্যে | দুনিয়ার | ও | তাদের জন্যে রয়েছে | মধ্যে | আখেরাতের | শাস্তি

عَظِيْمٌ ۙ (٣٣)

কঠোর

৩৩. যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং যমীনে ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়[২৭] তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হত্যা কিংবা শুলে চড়ানো; অথবা তাদের হাত ও পা উল্টো দিক হতে কেটে ফেলা, কিংবা দেশ হতে নির্বাসিত করা। এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়ঃ কিন্তু পরকালে তাদের জন্যে এ অপেক্ষাও কঠিনতম শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে!

২৭. এখানে যমীন এর অর্থ সেই দেশ বা সেই এলাকা যেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। এবং আল্লাহ ও রসূলের সাথে যুদ্ধ করার অর্থ ইসলামী শাসন দেশে যে সৎ রাষ্ট্র ও জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। ইসলামী ফিকাহবিদদের অভিমতে এর দ্বারা সেই সব লোকদের বোঝানো হচ্ছে যারা অস্ত্র সজ্জিত ও দলবদ্ধ হয়ে খুন-ডাকাতি ও ধ্বংস-বিপর্যয় সৃষ্টি করে।

اِلَّا	الَّذِيْنَ	تَابُوْا	مِنْ قَبْلِ	اَنْ	تَقْدِرُوْا
কিন্তু	যারা	তওবা করবে	এরপূর্বে	যে	তোমরা সক্ষম হবে

عَلَيْهِمْ ج	فَاعْلَمُوْٓا	اَنَّ	اللّٰهَ	غَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ ۳۴ ع	يٰٓاَيُّهَا
তাদের উপর (আধিপত্য বিস্তারে	তোমরা তবে জেনে রেখ	যে	আল্লাহ	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	ওহে

الَّذِيْنَ	اٰمَنُوا	اتَّقُوا	اللّٰهَ	وَ	ابْتَغُوْٓا	اِلَيْهِ	الْوَسِيْلَةَ
যারা	ঈমান এনেছ	তোমরা ভয় কর	আল্লাহকে	ও	তোমরা সন্ধান কর	তাঁর দিকে	নৈকট্যলাভের উপায়

وَ	جَاهِدُوْا	فِيْ	سَبِيْلِهٖ	لَعَلَّكُمْ	تُفْلِحُوْنَ ۳۵
এবং	তোমরা জিহাদ কর		তাঁর পথে	তোমরা সম্ভবতঃ	সফল হবে
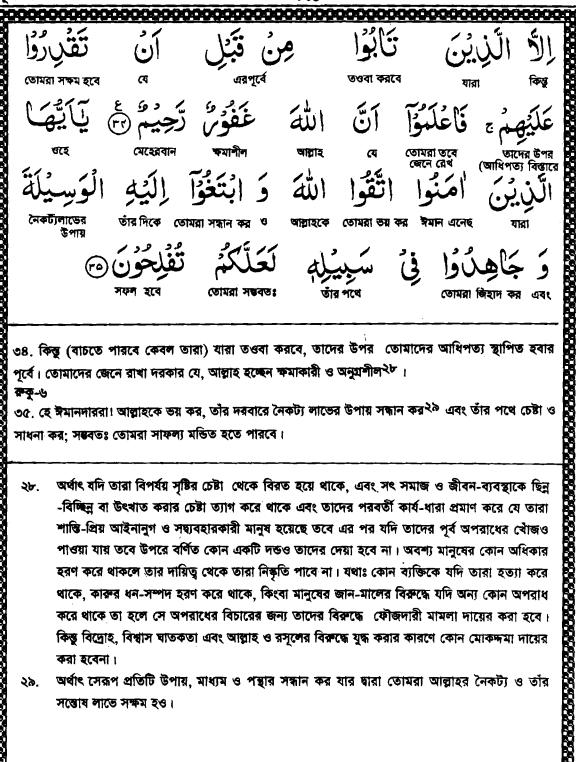
৩৪. কিন্তু (বাচতে পারবে কেবল তারা) যারা তওবা করবে, তাদের উপর তোমাদের আধিপত্য স্থাপিত হবার পূর্বে। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী ও অনুগ্রশীল[২৮]।

রুকু-৬

৩৫. হে ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দরবারে নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর[২৯] এবং তাঁর পথে চেষ্টা ও সাধনা কর; সম্ভবতঃ তোমরা সাফল্য মন্ডিত হতে পারবে।

২৮. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে থাকে, এবং সৎ সমাজ ও জীবন-ব্যবস্থাকে ছিন্ন -বিচ্ছিন্ন বা উৎখাত করার চেষ্টা ত্যাগ করে থাকে এবং তাদের পরবর্তী কার্য-ধারা প্রমাণ করে যে তারা শান্তি-প্রিয় আইনানুগ ও সদ্ব্যবহারকারী মানুষ হয়েছে তবে এর পর যদি তাদের পূর্ব অপরাধের খোঁজও পাওয়া যায় তবে উপরে বর্ণিত কোন একটি দণ্ডও তাদের দেয়া হবে না। অবশ্য মানুষের কোন অধিকার হরণ করে থাকলে তার দায়িত্ব থেকে তারা নিস্কৃতি পাবে না। যথাঃ কোন ব্যক্তিকে যদি তারা হত্যা করে থাকে, কারুর ধন-সম্পদ হরণ করে থাকে, কিংবা মানুষের জান-মালের বিরুদ্ধে যদি অন্য কোন অপরাধ করে থাকে তা হলে সে অপরাধের বিচারের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কারণে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হবেনা।

২৯. অর্থাৎ সেরূপ প্রতিটি উপায়, মাধ্যম ও পন্থার সন্ধান কর যার দ্বারা তোমরা আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তোষ লাভে সক্ষম হও।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

নিশ্চয়ই | যারা | কুফরী করেছে | যদি | (করায়ত্তে) হয় | তাদের জন্যে | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | দুনিয়ার | সমস্তই

وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ও | তার সমতুল্য (আরও কিছু) | তার সাথে | তাদের মুক্তপণ দিয়ে বাঁচার জন্যে | তা দিয়ে | হতে | শাস্তি | দিনের | কিয়ামতের (আর মুক্তিপণ দেয়ও)

مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ

(তবুও) না | গৃহীত হবে | তাদের থেকে | এবং | তাদের জন্যে (রয়েছে) | আযাব | বড় যন্ত্রনাদায়ক | তারা চাইবে

أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا

যে | তারা বের হবে | থেকে | দোজখের আগুন | কিন্তু | না | তারা | বেরহতে পারবে | তা থেকে

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

এবং তাদের জন্যে রয়েছে | শাস্তি | স্থায়ী | এবং | পুরুষ চোর (হউক) | বা | নারীচোর

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

অতঃপর তোমারা কাট | উভয়ের হাত | প্রতিফল স্বরূপ | একারণে যা | উভয়েঅর্জন করেছে | দন্ডহিসেবে | পক্ষহতে | আল্লাহর

৩৬. ভালরূপে জেনে নাও, যারা কুফরী-নীতি অবলম্বন করেছ, সমগ্র দুনিয়ার ধন-দৌলতও যদি তাদের কারায়ত্ত হয় এবং তার সাথে অত পরিমান আরো একত্র করে দেয়া হয়, আর তারা যদি তা 'ফেদিয়া' হিসাবে দিয়ে কিয়ামতের দিনের আযাব হতে রক্ষা পেতে চায় তবুও তা তাদের নিকট হতে কবুল করা হবে না, তারা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করতে বাধ্য হবে।

৩৭. তারা দোযখের অগ্নি-গহ্বর হতে বের হয়ে যেতে চাবে; কিন্তু তা হতে তারা বের হতে পারবে না; তাদের জন্যে স্থায়ী আযাব নির্দিষ্ট করা হবে।

৩৮. চোর-স্ত্রী হোক বা পুরুষ- উভয়েরই হাত কেটে দাও[৩০], এ তাদের কর্মফল ও আল্লাহর নিকট হতে শিক্ষা মূলক শাস্তি বিশেষ।

৩০. উভয় হাত নয়, বরং একটি হাত । প্রথম চুরির অপরাধে ডান হাত কাটা হবে। 'চুরি' অর্থ অন্যের মাল তার সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের কব্জায় আনা। একটি ঢালের মূল্য থেকে কম মূল্যের জিনিস চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবেনা। বিশ্বস্ত বর্ণনা মতে নবী করীম (সঃ)-এর পূণ্য যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। সেকালে দিরহামে তিন মাশা ১ ১/৫ রতি রৌপ্য থাকতো অনেক জিনিস এমন আছে যার চুরিতে হাত কাটার দন্ড দেয়া যাবে না। যথা ফল, তরকারী খাবার জিনিস, সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস, পাখি, বায়তুলমাল চুরি। এ সবের চুরিতে হাত না কাটা যাওয়ার অর্থ এই নয় যে একেবারে মাফ।
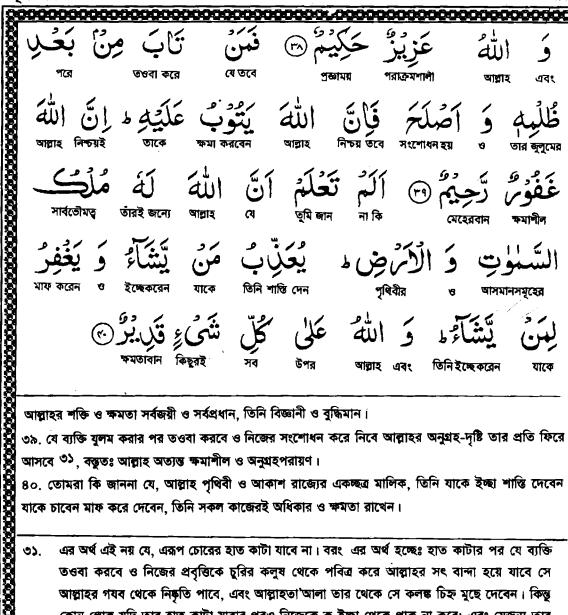
আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী ও সর্বপ্রধান, তিনি বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

৩৯. যে ব্যক্তি যুলম করার পর তওবা করবে ও নিজের সংশোধন করে নিবে আল্লাহর অনুগ্রহ-দৃষ্টি তার প্রতি ফিরে আসবে [৩১], বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ।

৪০. তোমরা কি জাননা যে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের একচ্ছত্র মালিক, তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন যাকে চাবেন মাফ করে দেবেন, তিনি সকল কাজেরই অধিকার ও ক্ষমতা রাখেন।

৩১. এর অর্থ এই নয় যে, এরূপ চোরের হাত কাটা যাবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছেঃ হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তওবা করবে ও নিজের প্রবৃত্তিকে চুরির কলুষ থেকে পবিত্র করে আল্লাহর সৎ বান্দা হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পাবে, এবং আল্লাহতা'আলা তার থেকে সে কলঙ্ক চিহ্ন মুছে দেবেন। কিন্তু কোন লোক যদি তার হাত কাটা যাবার পরও নিজেকে কু-ইচ্ছা থেকে পাক না করে; এবং যেজন্য তার হাত কাটা গেছে সেই জঘণ্য ইচ্ছা প্রবণতাকে নিজের মধ্যে লালন করে তবে তার অর্থ হচ্ছে তার দেহ থেকে তার হাত তো বিছিন্ন হয়েছে কিন্তু তার প্রবৃত্তির মধ্যে চুরি যথা-রীতি বর্তমান আছে। সেজন্য সে হাত কাটা যাবার পূর্বে যেরূপ আল্লাহর গযবের পাত্র ছিল হাত কাটা যাবার পরও সেই একই রূপে আল্লাহর গযবের পাত্র হয়ে রয়েছে। এ জন্যই কোরআন মজিদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার ও নিজের প্রবৃত্তির সংশোধন করার জন্য উপদেশ দান করে। কেননা নফসের পবিত্রতা আদালতী শক্তির দ্বারা সাধিত হয় না। এ পবিত্রতা লাভ করা যায় মাত্র তওবা ও আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে।

৪১. হে নবী! সেই সব লোক যারা কুফরীর পথে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে যেন তোমার কোন দুশ্চিন্তার কারণ না হয়। তারা সেই সব লোক হলেও -যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের দিল ঈমান গ্রহণ করেনি। কিংবা তারা হলো – যারা ইয়াহূদ হয়ে গেছে; যাদের অবস্থা এই যে, মিথ্যার জন্যে উৎকর্ণ হয়, এবং অন্য এমন লোকের জন্যে -যারা তোমার নিকট কখনো আসেনি -কথা টোকায়ে বেড়ায়। আল্লাহর কিতাবের শব্দ সমূহকে উহার আসল স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ হতে সরিয়ে দেয় এবং লোকদের বলে যে, তোমাদের এই আদেশ দেয়া হলে তা মানবে, অন্যথায় মানবে না[৩২]।

৩২. অর্থাৎ অজ্ঞ জনসাধারণকে বলে আমরা তোমাদেরকে যে হুকুম জানাচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ) যদি এই হুকুম দেয় তবে তা মানো, নচেৎ মেনো না।

وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ

এবং যাকে চান আল্লাহ তার ফেতনায় (ফেলতে) তবে কক্ষণনা সক্ষম হবে তুমি

لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ

তাকে (বাঁচাতে) থেকে আল্লাহ কিছুমাত্রও ঐসব লোক (তারাই) যাদের না চেয়েছেন

اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۚۖ

আল্লাহ যে পবিত্র করবেন তাদেরঅন্তর গুলোকে তাদের জন্যে রয়েছে মধ্যে দুনিয়ার লাঞ্ছনা

وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾ سَمّٰعُوْنَ

ও তাদের জন্যে রয়েছে মধ্যে আখেরাতে আযাব কঠোর তারা শুনতে বেশী আগ্রহী

لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ

মিথ্যার জন্যে অধিক ভক্ষণকারী অবৈধ জিনিষের অতএব যদি তোমার কাছে আসে ফয়সালা দাও তবে

بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ

তাদের মাঝে অথবা বিরত থাকো তাদের থেকে (এটা তোমার ইচ্ছা) এবং যদি বিরত থাক তুমি তাদের থেকে

বস্তুতঃ আল্লাহই যাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করতে ইচ্ছে করেছেন তাকে আল্লাহর পাকড়াও হতে উদ্ধার করার জন্যে তুমি কিছু করতে পারনা[৩৩]। এরা সেই লোক যাদের মন-হৃদয়কে আল্লাহতা'আলা পাক করতে চান নি, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি।

৪২. তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম মাল ভক্ষণকারী। কাজেই এরা যদি তোমাদের নিকট (নিজেদের মোকদ্দমা নিয়ে) আসে তবে তোমার ইখতিয়ার রয়েছে ইচ্ছা করলে তাদের বিচার কর, অন্যথায় অস্বীকার কর।

তুমি অস্বীকার করলে

৩৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে 'ফিতনায়' নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছেঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন আল্লাহতা'আলা খারাব প্রবণতা লালিত-পালিত হতে দেখেন তখন তিনি তার সামনে উপর্যুপরি এরূপ সুযোগ উপস্থিত করেন যার দ্বারা সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যদি সে ব্যক্তি তখনও পর্যন্ত খারাবের দিকে পুরোপুরি ঝুকে না থাকে, তবে সেই সকল পরীক্ষা দ্বারা সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে পাপ ও খারাবের মোকাবেলা করার জন্য যে শক্তি বর্তমান আছে তা জাগরুক ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কিন্তু যদি সে মন্দের দিকে পুরোপুরি ঝুকে গিয়ে থাকে এবং তার পূণ্যশীলতা তার পাপ-প্রবনতার কাছে ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি আরও বেশী পাপ ও খারাবের জালে ক্রমাগত জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এটাই হচ্ছে আল্লাহতা'আলার সেই 'ফিতনা' যার থেকে কোন ভ্রষ্টচারী মানুষকে উদ্ধার করা তার কোন হিতাকাঙ্খীর পক্ষে অসাধ্য হয়ে থাকে।

فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ

তবে কক্ষণ না | তোমাকে ক্ষতিকরতে পারবে | কিছু মাত্র | আর | যদি | তুমি ফয়সালা দাও | ফয়সালাকরোতবে | তাদের মাঝে

بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَ كَيْفَ

ইনসাফের সথে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | ভালবাসেন | ইনসাফ কারীদেরকে | এবং | কিরূপে

يُحَكِّمُوْنَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ

তোমাকে তারা বিচারক মানবে | অথচ | কাছে (আছে) | তাদের | তাওরাত | তার মধ্যে (রয়েছে) | নির্দেশ | আল্লাহর

ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَ مَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾ ع

এরপর | তারা মুখ ফিরিয়ে থাকে | পরেও | এর | এবং | না | ঐসবলোক | মু'মিন

اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّ نُوْرٌ ۚ

নিশ্চয়ই আমরা | আমরা নাযিল করেছি | তাওরাত | তার মধ্যে (ছিল) | হেদায়াত | ও | আলো

ع ৭

তারা তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর বিচার ফয়সালা করলে ঠিক ইনসাফ মোতাবেকই করবে, কেননা আল্লাহ ইনসাফ কারী লোকদেরকে পছন্দ করেন[৩৪]।

৪৩. তারা তোমাকে কিরূপে বিচারক মানে, যখন তাদের নিকট তওরাত বর্তমান রয়েছে, তাতেই আল্লাহর আইন ও বিধান লিখিত রয়েছে। কিন্তু তারা তা হতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, আসল কথা এই যে, তারা ঈমানদার লোকই নয়।

রুকূ-৭

৪৪. আমরা তওরাত নাযিল করেছি, তাতে হেদায়াত ও আলো বর্তমান ছিল।

৩৪. সে সময় পর্যন্ত ইয়াহুদীরা ইসলামী রাষ্ট্রের যথারীতি প্রজা হয়নি, ইসলামী রাষ্ট্রের সংগে তাদের সম্বন্ধ চুক্তি-ভিত্তিক ছিল। সে জন্য নবী করীম (সঃ)-এর আদালতে আসা তাদের জন্য জরুরী ছিল না। কিন্তু যে সমস্ত ব্যাপারে তারা তাদের নিজেদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা না করতে চাইতো, সে সকল ব্যাপারে তারা এই আশা নিয়ে নবী করীমের (সঃ) কাছে ফয়সালা করানোর জন্য আসতো যে, সম্ভবতঃ ইসলামী শরীয়তে সে সব ব্যাপারে ভিন্নরূপ নির্দেশ থাকতে পারে এবং তারা এভাবে তাদের নিজেদের ধর্মীয় কানুনের বাধ্য-বাধকতা থেকে মুক্তি পাবে।

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
ফয়সালা দিতেন তা দিয়ে নবীগণ যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদেরকে (যারা) য়াহুদী হয়েছিল

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ
ও আলেমগণ (ফয়সালা দিতেন) ও ফকীহগণ কেননা তাদের রক্ষক বানান (হয়েছিল) কিতাবের

اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ
আল্লাহর এবং তারা ছিল তার উপর সাক্ষী অতএব না তোমার ভয় কর (হে বনীইসরাঈল) মানুষকে

وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَ
এবং আমাকে তোমরা ভয় কর এবং না তোমরা বিক্রয়করো আমার আয়াতগুলোকে মূল্যে সামান্য এবং

مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
যেকেউ ফয়সালা করে না তাদিয়ে যা নাযিল করেছেন আল্লাহ তবে ঐসব লোক তারাই

الْكَافِرُونَ (৪৪)
কাফের

সমস্ত নবী– যারা ছিল মুসলিম

তদানুযায়ী এই ইয়াহূদী মত-অবলম্বনকারীদের যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা করত। রব্বানী এবং আহবারও ৩৫ (এরই ভিত্তিতে ফয়সালা করত), কেননা তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের হেফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দায়িত্বশীল করে দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর সাক্ষী। অতএব (হে ইয়াহূদী সমাজ)তোমরা লোকদের ভয় করোনা, আমাকে ভয় কর, এবং আমার আয়াতকে সামান্য ও নগন্য বিনিময় নিয়ে বিক্রয় করা পরিত্যাগ কর, যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, তারাই কাফের।

৩৫. 'রব্বানী' এর অর্থ- আলেমগণ। 'আহবার' এর অর্থ ফকীহগণ।
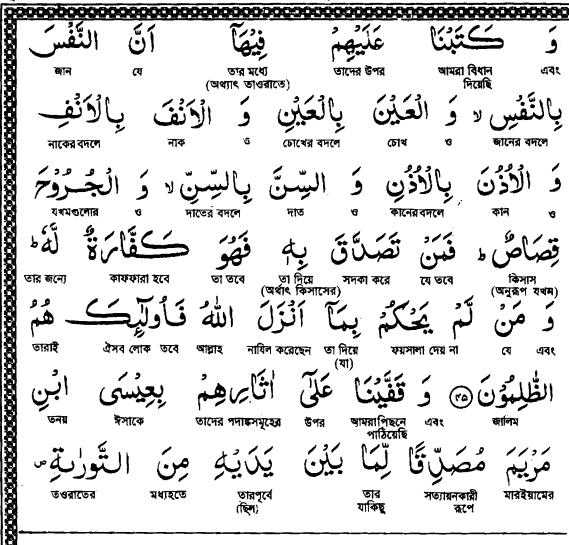
৪৫. তওরাতে আমরা ইয়াহূদীদের প্রতি এ হুকুমই লিখে দিয়েছিলাম যে, জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাতের পরিবর্তে দাত এবং সব রকমের যখমের জন্যে সমান বদলা নির্দিষ্ট। অবশ্য কেউ কেসাস সাদকা করে দিলে তা তার জন্যে কাফফারা হবে, আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই যালেম!

৪৬. এই পয়গম্বদের পরে আবার আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তওরাত হতে যা কিছু তাঁর সামনে ছিল, সে ছিল তারই সত্যতা প্রমাণকারী

وَ اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّ نُوْرٌ وَّ مُصَدِّقًا

(ইঞ্জিলও) সত্যায়নকারী | এবং | আলো ও | হেদায়াত | তার মধ্যে (ছিল) | ইঞ্জিল | তাকে আমরা দিয়েছি | ও

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ هُدًى وَّ مَوْعِظَةً

উপদেশ | ও | হেদায়াত এবং | তওরাতের | মধ্যহতে | তারপূর্বে (ছিল) | তার যাকিছু

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ لْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ

নাযিল করেছেন (সেই অনুসারে) যা | ইঞ্জিলের | অনুসারীরা | ফয়সালা দেয় যেন | এবং (নির্দেশ ছিল) | মুত্তাকীদের জন্যে

اللّٰهُ فِيْهِ ؕ وَ مَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ

তবে ঐসব লোক | আল্লাহ | নাযিল করেছেন তাদিয়ে যা | ফয়সালা করে না | যে | এবং | তার মধ্যে | আল্লাহ

هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

ফাসেক | তারা

এবং আমরা ইঞ্জীল দান করেছি, যাতে ছিল হেদায়াত ও আলো, এবং তওরাতের যা কিছু তার সামনে ছিল তারই সত্যতা প্রমমানকারী ছিল এবং আল্লাহ-ভীরু লোকদের জন্যে পূর্ণাংগ হেদায়াত ও নসীহত ছিল।

৪৭. আমাদের নির্দেশ ছিল যে, ইঞ্জীল-বিশ্বাসীরা তাতে আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফয়সালা ও বিচার করবে। আর যারাই আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী-বিচার ফয়সালা করবেনা, তারাই ফাসেক[৩৬]।

---

৩৬. যারা আল্লাহতা'আলার নাযিল করা এই আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না এখানে আল্লাহতা'আলা তাদের জন্য তিনটি হুকুম নির্দেশ করেছেন। প্রথম, তারা কাফের; দ্বিতীয়, তারা যালেম; এবং তৃতীয়, তারা ফাসেক। যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার হুকুমকে ভুল ও নিজের বা অন্য কারুর হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে পরিপূর্ণ কাফের, যালেম ও ফাসেক; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তবুও কার্যতঃ আল্লাহর হুকুমের খেলাপ ফয়সালা করে, সে যদিও ইসলামী মিল্লাত থেকে খারিজ হয়ে যায় না কিন্তু নিজের ঈমানকে 'কুফর', 'যুলুম' ও 'ফিসক' এর সংগে সংমিশ্রিত করে। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে সমস্ত ব্যাপারেই কাফের, যালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি কোন কোন ব্যাপারে আল্লাহর অনুগত ও কোন কোন ব্যাপারে বিপথগামী, তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং 'কুফর', 'যুলুম' ও ফিসক'-এর সংমিশ্রণ ঠিক সেই অনুপাতেই থাকে যে অনুপাতে সে আনুগত্য ও বিপথ গামীতাকে সংমিশ্রিত করে রেখেছে।

وَ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

এবং (হেনবী) | আমরা নাযিল করেছি | তোমার প্রতি | কিতাব | সত্যসহকারে | সত্যায়নকারী

لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

তার যা | তার পূর্বে (আছে) | মধ্যহতে | 'আলকিতাবের' | ও | সংরক্ষকরূপে | তার উপর

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لَا

অতএব | ফয়সালা কর | তাদের মাঝে | (সে অনুসারে) যা | নাযিল করেছেন | আল্লাহ | এবং | না

تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط

অনুসরণ করো | তাদের খাহেশাতের | তাছেড়ে যা | তোমার কাছে এসেছে | থেকে | মহাসত্য (অর্থ্যাৎ আল-কোরআন)
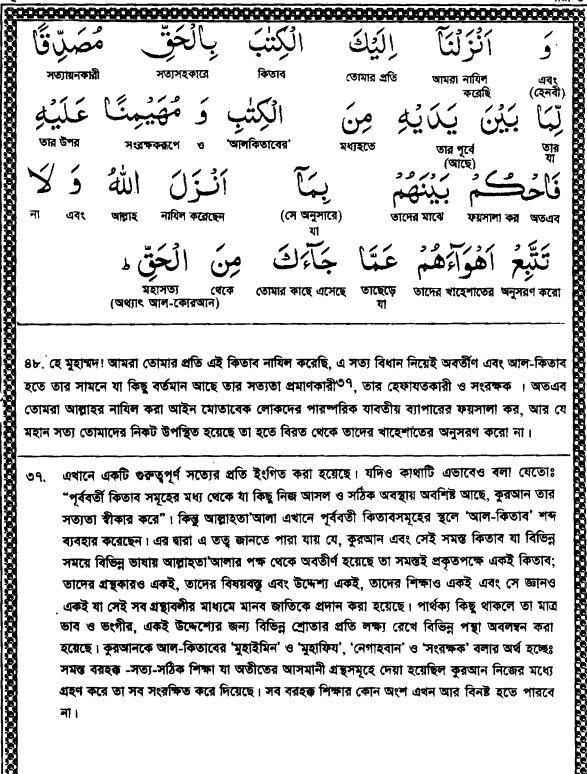
৪৮. হে মুহাম্মদ! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছি, এ সত্য বিধান নিয়েই অবর্তীণ এবং আল-কিতাব হতে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৩৭], তার হেফাযতকারী ও সংরক্ষক । অতএব তোমরা আল্লাহর নাযিল করা আইন মোতাবেক লোকদের পারস্পরিক যাবতীয় ব্যাপারের ফয়সালা কর, আর যে মহান সত্য তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছে তা হতে বিরত থেকে তাদের খাহেশাতের অনুসরণ করো না।

৩৭. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। যদিও কাথাটি এভাবেও বলা যেতোঃ "পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের মধ্য থেকে যা কিছু নিজ আসল ও সঠিক অবস্থায় অবশিষ্ট আছে, কুরআন তার সত্যতা স্বীকার করে"। কিন্তু আল্লাহতা'আলা এখানে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের স্থলে 'আল-কিতাব' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা এ তত্ব জানতে পারা যায় যে, কুরআন এবং সেই সমস্ত কিতাব যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সমস্তই প্রকৃতপক্ষে একই কিতাব; তাদের গ্রন্থকারও একই, তাদের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য একই, তাদের শিক্ষাও একই এবং সে জ্ঞানও একই যা সেই সব গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রদান করা হয়েছে। পার্থক্য কিছু থাকলে তা মাত্র ভাব ও ভংগীর, একই উদ্দেশ্যের জন্য বিভিন্ন শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কুরআনকে আল-কিতাবের 'মুহাইমিন' ও 'মুহাফিয', 'নেগাহবান' ও 'সংরক্ষক' বলার অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত বরহক্ক -সত্য-সঠিক শিক্ষা যা অতীতের আসমানী গ্রন্থসমূহে দেয়া হয়েছিল কুরআন নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তা সব সংরক্ষিত করে দিয়েছে। সব বরহক্ক শিক্ষার কোন অংশ এখন আর বিনষ্ট হতে পারবে না।

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ؕ وَلَوْ شَآءَ

ইচ্ছে করতেন যদি এবং কর্মপন্থা ও (শরীয়তের) বিধান তোমাদের মধ্যকার আমরা দিয়েছি প্রত্যেকের (উম্মতের) জন্যে

اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ

যা (তার) মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা করেন যেন কিন্তু (ভিন্নভিন্ন করেছেন) একটি (মাত্র) উম্মত তোমাদের বানাতেন অবশ্যই আল্লাহ

اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

সবারই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহরই দিকে কল্যাণসমূহের তোমরা তাই প্রতিযোগিতা কর তোমাদের দিয়েছেন

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَاَنِ احْكُمْ

ফয়সালা কর তুমি (এও নির্দেশ) যে এবং মতভেদ করতে তার মধ্যে তোমরা ছিলে ঐবিষয়ে যা তোমাদের তিনি তখন জানিয়ে দিবেন

بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ

তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং আল্লাহ নাযিল করেছেন তা দিয়ে যা তাদের মাঝে

وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

আল্লাহ নাযিল করেছেন যা কিছু অংশ হতে তোমাকে ফেতনায় ফেলে (বিচ্যুত করে) যেন (না) তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও এবং

اِلَيْكَ ؕ

তোমার প্রতি

আমরা তোমাদের মধ্যে হতে প্রত্যেকের জন্যে একটি শরীয়ত এবং একটি কর্মপথ নির্দিষ্ট করেছি। যদিও তোমাদের আল্লাহ চাইলে তোমাদের সকলকেই এক উম্মাত বানিয়ে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা এ জন্যে করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, সেই ব্যাপারে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কাজেই ভাল ও সৎ কাজে তোমরা পরস্পরের অগ্রে চলে যেতে চেষ্টা কর। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করতেছিলে, তার আসল সত্যটি তোমাদেরকে তিনি জানিয়ে দিবেন।

৪৯. সুতরাং হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহর আইন অনুযায়ী এই লোকদের যাবতীয় পারস্পরিক ব্যাপারের ফয়সালা কর, এবং তাদের নফসানী খাহেশাতের অনুসরণ করো না। সাবধান থাক, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিক্ষেপ করে আল্লাহর নাযিল করা হেদায়াত হতে একবিন্দু পরিমাণ বিভ্রান্ত করতে না পারে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ ؕ وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ؕ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۵۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَ النَّصٰرٰۤى اَوْلِيَآءَ ؕ

যদি অতএব, তারা মুখ ফিরায়, জেনে রাখ তবে, মূলতঃ, চান, আল্লাহ, যে, তাদের পৌছাবেন (শাস্তি), কিছু অংশের কারণে, তাদের পাপসমূহের, এবং, নিশ্চয়ই, অনেকে, মধ্যহতে, লোকদের, অবশ্যই, ফাসেক, তবে কি, বিধান, জাহিলীয়াতের, তারা চায়, এবং, কে (আছে), উত্তম, চেয়ে, আল্লাহর, বিধান দানে, (সেইসব) লোকদের জন্যে, (যারা) দৃঢ় বিশ্বাসী, ওহে, যারা, ঈমান এনেছ, না, তোমরা গ্রহণ করো, য়াহুদীদেরকে, এবং, খৃীস্টানদেরকে, বন্ধুরূপে
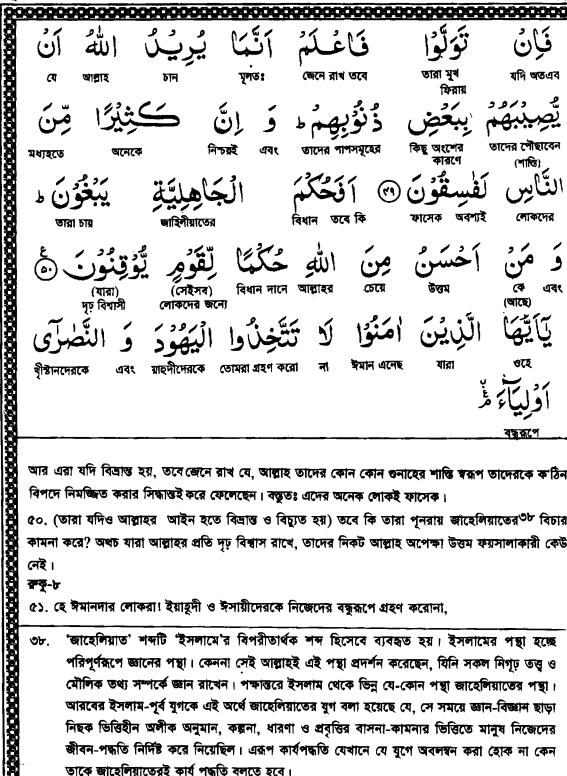
আর এরা যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের কোন কোন গুনাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে কঠিন বিপদে নিমজ্জিত করার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। বস্তুতঃ এদের অনেক লোকই ফাসেক।

৫০. (তারা যদিও আল্লাহর আইন হতে বিভ্রান্ত ও বিচ্যুত হয়) তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের[৩৮] বিচার কামনা করে? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফয়সালাকারী কেউ নেই।

রুকু-৮

৫১. হে ঈমানদার লোকরা! ইয়াহূদী ও ঈসায়ীদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা,

৩৮. 'জাহেলিয়াত' শব্দটি 'ইসলামে'র বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইসলামের পন্থা হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে জ্ঞানের পন্থা। কেননা সেই আল্লাহই এই পন্থা প্রদর্শন করেছেন, যিনি সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ও মৌলিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। পক্ষান্তরে ইসলাম থেকে ভিন্ন যে-কোন পন্থা জাহেলিয়াতের পন্থা। আরবের ইসলাম-পূর্ব যুগকে এই অর্থে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়েছে যে, সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়া নিছক ভিত্তিহীন অলীক অনুমান, কল্পনা, ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনা-কামনার ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের জীবন-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। এরূপ কার্যপদ্ধতি যেখানে যে যুগে অবলম্বন করা হোক না কেন তাকে জাহেলিয়াতেরই কার্য পদ্ধতি বলতে হবে।
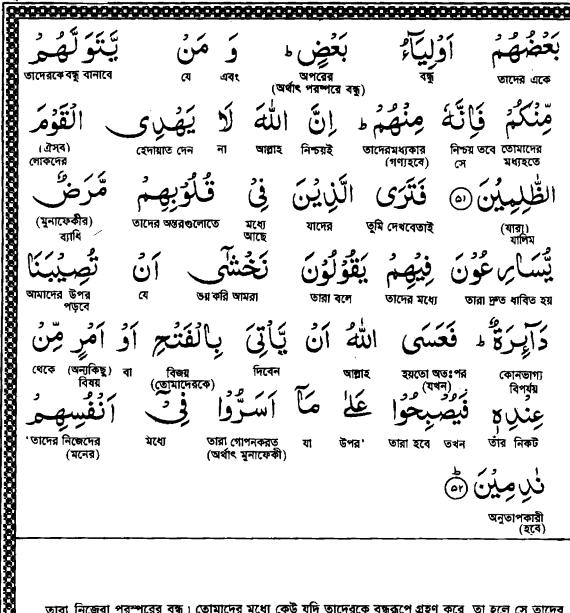
তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তা হলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যালেমদেরকে নিজের হেদায়াত হতে বঞ্চিত করেন।

৫২. তুমি দেখছ যাদের মনে মুনাফেকীর কঠিন রোগ রয়েছে তারাই তাদের মধ্যে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করে থাকে। তারা বলেঃ আমাদের ভয় হচ্ছে যে, আমরা কোন বিপদের ফেরে না পড়ে যাই; তবে আল্লাহ যখন তোমাদেরকে চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন, কিংবা নিজের তরফ হতে অন্য কোন জিনিস প্রকাশ করবেন তখন তারা মনের মধ্যে লুক্কায়িত মুনাফেকীর কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে।

৫৩. তখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, 'এরা কি সেই সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কিরা করে এই বিশ্বাস জন্মাতে চেষ্টা করত যে, আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি'। তাদের সব আমল বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে গেল।

৫৪. হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজের দ্বীন হতে ফিরে যায় (তবে যাক না), আল্লাহ আরো এমন অনেক লোক সৃষ্টি করবেন, যারা হবে আল্লাহর প্রিয় এবং আল্লাহ হবেন তাদের নিকট প্রিয়,
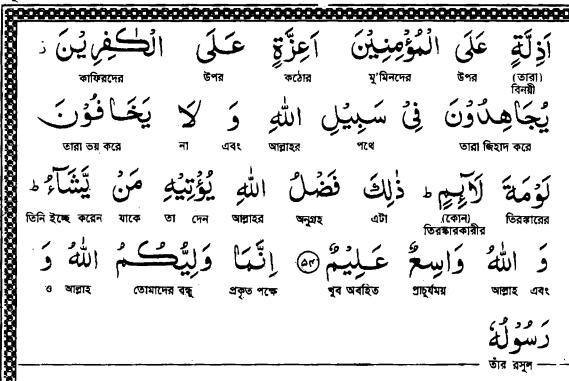
যারা মু'মিনদেরপ্রতি নম্র-বিনয়ী হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর [৩৯] যারা আল্লাহর পথে চেষ্টা-সাধনাকরবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ বিশেষ, যাকে তিনি ইচ্ছাকরেন তাকেই তা দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ বিশাল বিপুল উপায়-উপাদানের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞ।

৫৫. প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠ-পোষক হচ্ছেন কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল

---

৩৯. মুমিনের প্রতি 'নরম' হবার অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে সে কখনো নিজ শক্তি প্রয়োগ করবে না; তার বুদ্ধি প্রতিভা, তার সতর্কতা-বিচক্ষণতা, তার যোগ্যতা, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার- ধন, তার দৈহিক-বল কোন কিছুই সে মুসলমানদের দমন ও অত্যাচারে ও অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করবে না। মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে তাকে সর্বদা নম্র স্বভাব, দয়াদ্র-চিত্ত, সহানুভূতিশীল ও ধৈর্যশীল মানুষরূপে পাবে। 'কাফেরদের প্রতি কঠোর' এর অর্থ- একজন মু'মিন নিজ ঈমানের পরিপক্কতা, দ্বীনদারীর ও ঐকান্তিকতা , আদর্শ - নীতির দৃঢ়তা; চরিত্র-শক্তি ও ঈমানী দুরদর্শিতার কারণে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় বিশাল পাথরের ন্যায় ভারী, মজবুত ও দৃঢ় হবে যাকে কোন রূপেই নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। কাফেররা কখনো তাকে মোমের পুতুল বা 'নরম চারা' রূপে পাবে না। যখনই কাফেরদের সংগে তার কোন সংঘর্ষ ঘটবে তখন তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, এই আল্লাহর বান্দা মৃত্যু বরণ করতে পারে কিন্তু কোন মূল্যেই তাকে কেনা যেতে পারে না, এবং কোন চাপেই তাকে নত করা যায় না।

এবং সেই সব ঈমানদার লোক যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে অবনমিত হয়।

৫৬. আর যে ব্যক্তি বস্তুতঃই আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদার লোকদেরকে নিজের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানাবে তার একথা জানা দরকার যে, কেবলমাত্র আল্লাহর দলই জয়ী হবে।

রুকু-৯

৫৭. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি-কিতাব হতে যারা তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রূপ ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ো না। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা ঈমানদার হও।

৫৮. তোমরা যখন নামাযের জন্যে ঘোষণা দাও, তখন তারা বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করে, তাকে খেলার বস্তু বানায়[৪০]। এর কারণ এই যে, তাদের কোনই বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

৫৯. তাদেরকে বলঃ 'হে আহলি-কিতাবগণ, তোমরা যে কারণে আমাদের প্রতি রাগান্বিত হয়েছ তা এতদ্ব্যতীত আর কি হতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের মূল শিক্ষার প্রতি ঈমান এনেছি! বস্তুতঃ তোমাদের অধিকাংশ লোকই ফাসেক।"

৬০. বলঃ আমি কি নির্দিষ্ট করে সেই সব লোকের নাম বলব, যাদের পরিনতি আল্লাহর নিকট ফাসেক লোকদের পরিনতি হতেও নিকৃষ্টতম হবে?

---

৪০. অর্থাৎ 'আযান' -এর শব্দ শুনে বিদ্রুপাত্মকভাবে তার নকল করে; আযানের শব্দ পরিবর্তিত ও বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে, ব্যঙ্গ করে ও নানারকম ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি করে।

مَنْ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ

তাকে লানত করেছেন (সে ঐলোক) যে | আল্লাহ | ও | ক্রোধান্বিত হয়েছেন | তার উপর | ও | বানিয়েছেন | তাদেরমধ্যহতে

الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيْرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوْتَ ط اُولٰٓئِكَ

বানর | ও | শুকর | ও | সে বন্দেগী করেছে | তাগুতের | ঐসব লোক

شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ۝٦٠ وَ

নিকৃষ্ট | মর্যাদায় | ও | অধিক পথ ভ্রষ্ট | হতে | সরল সোজা | পথ | এবং

اِذَا جَآءُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ قَدْ دَّخَلُوْا بِالْكُفْرِ

যখন | তোমাদের কাছে আসে | তারা বলে | আমরা ঈমান এনেছি | এবং | নিশ্চয়ই | তারা প্রবেশ করেছে | কুফরী নিয়ে

وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوْا بِهٖ ط وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

এবং | তারা | নিশ্চয়ই | বের হয়েছে | তানিয়ে | এবং | আল্লাহ | খুব জানেন | ঐবিষয়ে যা

كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ ۝٦١

তারা লুকিয়ে রেখেছিল (মনের মধ্যে)

তারা সেই লোক যাদের উপর আল্লাহ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। যাদের উপর তাঁর অসন্তোষ নাযিল হয়েছে, যাদের মধ্য হতে কিছু লোককে বানর ও শুকর বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা 'তাগুতে'র বন্দেগী করেছে; তাদের অবস্থা অধিকতর খারাব এবং তারা 'সাওয়াউস-সাবীল' হতে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূরে গিয়ে পড়েছে।

৬১. তারা যখন তোমাদের নিকট আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ এসেছিল কুফরী নিয়ে এবং কুফরী নিয়েই তারা ফিরে গেছে। তারা মনের গহনে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে সে সম্পর্কে আল্লহ খুব ভালরূপে অবহিত রয়েছেন।

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ
এবং তুমি দেখবে অনেক (লোককে) তাদেরমধ্যকার তারা দ্রুত ধাবিত হয় মধ্যে গুনাহের

وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا
ও সীমালংঘনে ও তাদের ভক্ষণে অবৈধ জিনিষে (অতি তৎপর) নিকৃষ্ট অবশ্যই যা

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٢﴾ لَوْ لَا يَنْهٰىهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَ الْاَحْبَارُ
তারা কাজ করে এসেছে কেন না তাদেরবিরতরাখে আল্লাহওয়ালারা ও আলেমরা (তাদের মধ্যকার)

عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا
হতে তাদের কথা (বলা) পাপের ও তাদেরভক্ষণকরা (হতে) অবৈধ জিনিষের নিকৃষ্ট অবশ্যই যা

كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ؕ
তারা রচনা করে এসেছে এবং বলে ইহুদীরা হাত আল্লাহর অবরুদ্ধ

غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَ لُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ
প্রকৃতপক্ষে অবরুদ্ধহয়েছে তাদের (অর্থাৎ ইহুদীদের)হাতগুলো ও তাদের লা'নত করা হয়েছে একারণে যা তারা বলেছে বরং তাঁরদুহাত উদার উন্মুক্ত

৬২. তোমরা দেখতে পাও, এদের অনেক লোক গুনাহ, যুলুম ও অত্যাধিক বাড়াবাড়ির কাজে চেষ্টা ও সাধনা করে বেড়ায়, হারাম মাল খায়। মোট কথা, তারা যা কিছু করে তা অত্যন্ত খারাব।

৬৩. এদের আলেম ও পীর পুরোহিতগণ তাদেরকে গুনাহের কথা বলা এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন বিরত রাখে না? তারা যা কিছু রচনা করছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাব আমলনামা।

৬৪. ইয়াহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে[৪১]-বাঁধা হয়েছে তাদের হাত[৪২] এবং তাদের এই সব প্রলাপোক্তির কারণে তাদের উপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে- আল্লাহর হাত তো উদার উন্মুক্ত,

---

৪১. আরবী বাগ-ধারা অনুযায়ী কারুর হাত বন্ধ হওয়ার অর্থ সে কৃপণ, দান-খয়রাত থেকে তার হাত সংকুচিত।

৪২. অর্থাৎ তারা নিজেরা কৃপণতা-দোষে দোষী। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণ চিত্তার জন্য তারা দুনিয়ার মানুষের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۭ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ

ব্যয় করেন তিনি | যেভাবে | ইচ্ছা করেন তিনি | এবং | বৃদ্ধি করবে অবশ্যই | অনেককে | তাদেরমধ্যকার | (তা) যা | নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۭ وَ اَلْقَيْنَا

তোমার প্রতি | পক্ষহতে | তোমার রবের | সীমালংঘন | ও | কুফরী | এবং | আমরাসঞ্চারিত করেছি

بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۭ

তাদের মাঝে | শত্রুতা | ও | বিদ্বেষ | পর্যন্ত | দিন | কিয়ামতের

كُلَّمَآ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَ يَسْعَوْنَ

যখনই | তারা জ্বালিয়েছে | আগুন | যুদ্ধের জন্যে | তানিভিয়ে দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | তারা চেষ্টা করে

فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ۭ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٦٤﴾

মধ্যে | ভূপৃষ্ঠের | বিপর্যয়ের | এবং | আল্লাহ | না | পছন্দ করেন | বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের

وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ

এবং | যদি | (এমন হতো) যে | আহলি | কিতাব | ঈমান আনত | এবং | তারা ভয় করত | আমরা অবশ্যই মুছে দিতাম | তাদের থেকে

سَيِّاٰتِهِمْ وَ لَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾

তাদের দোষগুলো | এবং | তাদের আমরা অবশ্যই প্রবেশ করাতাম | জান্নাতে | নিয়ামতে ভরা

তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন ব্যয় করেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমার আল্লাহর নিকট হতে যে কালাম তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে, তা উল্টোভাবে তাদের অনেক লোকেরই সীমা লংঘন ও বাতিল তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় কারণ হয়ে পড়েছে। এবং (তার শাস্তি স্বরূপ) আমরা তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও দুশমনি সৃষ্টি করে দিয়েছি। যখনি তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্জলিত করে আল্লাহ তা নির্বাপিত করে দেন। এরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পছন্দ করে না।

৬৫. (এই বিদ্রোহমূলক তৎপরতার পরিবর্তে)আহলি-কিতাবগণ যদি ঈমান আনতো ও আল্লাহর আনুগত্যের ভূমিকা অবলম্বণ করত, তাহলে আমরা তাদের সব দোষ-ত্রুটি ও অন্যায় তাদের হতে দূর করে দিতাম এবং তাদেরকে নিয়ামত-পূর্ণ বেহেশতে পৌঁছাতাম।

وَ لَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ

এবং যদি তারা প্রতিষ্ঠা করত তাওরাত ও ইনজীল এবং যা নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ؕ

তাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষহতে তারা অবশ্যই রিয্ক পেতো থেকে তাদের উপর ও থেকে নীচে তাদের পায়ের

مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ؕ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا

তাদের মধ্যে একদল (আছে) সত্যপন্থী কিন্তু অধিকাংশই তাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট যা

يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

তারা কাজ করছে হে রসূল পৌঁছাও যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি

مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَ اِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ؕ

পক্ষহতে তোমার রবের এবং যদি না কর তবে না তুমি পৌঁছালে তাঁর পয়গাম

وَ اللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي

এবং আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন থেকে লোকদের নিশ্চয় আল্লাহ না পথ দেখান

الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

সম্প্রদায়কে কাফেরদের

৬৬. হায় কতই না ভাল হত যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং আল্লাহর তরফ হতে তাদের প্রতি নাযিল-করা অন্যান্য কিতাব-সমূহকে কায়েম করত! তবে আসমান ও যমীন হতে তাদের রেযেক প্রদান করা হত। যদিও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থীও রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সাংঘাতিকভাবে খারাব আমলকারী।

রুকু-১০

৬৭. হে রসূল! তোমার আল্লাহর তরফ হতে তোমার প্রাপ্ত যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দাও। তুমি যদি তা না কর, তবে তা পৌঁছে দেয়ার 'হক' তুমি আদায় করলে না। লোকদের ক্ষতি ও দুষ্কৃতি হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন। বিশ্বাস কর, আল্লাহ কাফেরদেরকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) সাফল্যের পথ কখনো দেখাবেন না।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ
বল হে আহলি কিতাব তোমরা নও উপর কোন কিছুর (দণ্ডায়মান)

حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ وَ مَآ اُنْزِلَ
যতক্ষণ না তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর তাওরাত ও ইনজীল এবং যা নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَ لَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ
তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষহতে এবং বৃদ্ধি করবে নিশ্চয় অনেক (লোককে) তাদের মধ্যহতে যা নাযিল করা হয়েছে

اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّ كُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى
তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষহতে বিদ্রোহ ও কুফরী অতএব না আফসোস করো উপর

الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ
সম্প্রদায়ের কাফের নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও

الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ الصّٰبِئُوْنَ وَ النَّصٰرٰى مَنْ اٰمَنَ
যারা য়াহূদী হয়েছে ও সাবী ও খৃষ্টান যে কেউ ঈমান আনবে

بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ
আল্লাহর উপর ও দিনে আখেরাতের ও আমলকরবে নেক তাহলে নাই কোন ভয়

عَلَيْهِمْ
তাদের উপর

৬৮. সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, হে আহলি-কিতাব, তোমরা কোন ক্রমেই কোন মৌলিক জিনিসের উপর দণ্ডায়মান নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল এবং আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের প্রতি নাযিল করা অন্যান্য কিতাবাদি কায়েম না করবে। একথা অবশ্য সত্য যে, এই ফরমান- যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ লোকের বিদ্রোহ ও অস্বীকৃতির মাত্রা আরো বৃদ্ধি করে দেবে কিন্তু অস্বীকার-অমান্যকারীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই আফসোস করো না।

৬৯. (নিশ্চয় জানিও, এখানে কারো একচেটে বন্দোবস্ত নেই) মুসলিম হোক কি ইয়াহূদী, সাবী হোক কি ঈসায়ী- যেই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক কাজ করবে, এ নিঃসন্দেহ যে, তার জন্যে না কোন ভয়ের কারণ আছে,

وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ اَخَذْنَا

আর না তারা দুশ্চিন্তা করবে নিশ্চয়ই আমরা নিয়েছিলাম

مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ رُسُلًا ط

অংগীকার সন্তানদের (থেকে) ইসরাঈলদের আমরাপাঠিয়েছিলাম ও তাদের প্রতি (বহু)রসূলকে

كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌۢ بِمَا لَا تَهْوٰٓى اَنْفُسُهُمْ لا

যখনই এসেছে তাদের (কাছে) কোন রসূল (এমনকিছু) নিয়ে যা না পছন্দ করে তাদের মন

فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَ فَرِيْقًا يَّقْتُلُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَ حَسِبُوْٓا اَلَّا

কতককে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ও কতককে তারা হত্যা করেছে এবং তারা ধারণা করেছিল যে না

تَكُوْنَ فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَ صَمُّوْا ثُمَّ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ

হবে কোন বিপর্যয় ফলে তারা অন্ধ হয়েরইল ও তারা বধির হয়ে রইল এরপর মাফ করলেন আল্লাহ তাদেরকে

ثُمَّ عَمُوْا وَ صَمُّوْا كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ ط وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ

এরপরও অন্ধহয়ে রইল ও বধির হয়ে রইল অনেক (লোক) তাদের মধ্যহতে এবং আল্লাহ দৃষ্টিবান

بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٧١﴾

ঐবিষয়ে যা তারা কাজ করে

না দুঃখ ও চিন্তার[৪৩]।

৭০. আমরা বনী-ইসরাঈলের নিকট হতে পাক্কা ওয়াদা গ্রহণ করেছি এবং তাদের প্রতি বহুসংখ্যক রসূল পাঠিয়েছি; কিন্তু যখনি কোন রসূল তাদের নিকট তাদের নফসের খাহেশের বিপরীত কোন জিনিস নিয়ে এসেছে, তখন তাদের কতককে তারা মিথ্যারোপ করেছে আবার কতককে তারা হত্যা করেছে।

৭১. তারা নিজেরা ধারণা করেছে যে, কোন বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে না; এ জন্যে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন। এর পরও তাদের অধিকাংশ লোক আরো বেশী করে অন্ধ-বধির হয়ে যেতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের এই সব গতিবিধি ও অবস্থা খুব ভাল করেই লক্ষ্য করছেন।

---

৪৩. সূরা বাকারাহ- আয়াত -৬২ ,টীকা ২৬ দৃষ্টব্য।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ
নিশ্চয়ই কুফরী করেছে যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনি

الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ وَ قَالَ الْمَسِيْحُ
মসীহই পুত্র মারয়মের অথচ বলেছিল মসীহ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ ؕ
হে বনী ইসরাঈল তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর (যিনি) আমাররব ও তোমাদের রব

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
নিশ্চয়ই (কথা) এটা যে কেউ শিরক করে আল্লাহর সাথে নিশ্চয়ইতবে হারাম করেছেন আল্লাহ তার উপর জান্নাত

وَ مَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾
এবং তার আবাসস্থল (হবে) জাহান্নাম এবং নাই জালিমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ
নিশ্চয় কুফরী করেছে (তারা) যারা বলেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তৃতীয়

ثَلٰثَةٍ ۘ وَ مَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ
তিনজনের অথচ (প্রকৃতপক্ষে) নাই কোন ইলাহ ছাড়া ইলাহ একজন (অর্থাৎ আল্লাহ)

৭২. নিশ্চয় কুফরী করেছে তারা যারা বলেছে মসীহ ইবনে মরিয়ামই হচ্ছে আল্লাহ। অথচ মসীহ তো বলেছিল- 'হে বনী ইসরাঈল, আল্লাহর বন্দেগী কর, যিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব। বস্তুতঃ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যে শরীক করেছে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। এই সব যালেমের কেউ সাহায্যকারী নেই।

৭৩. নিশ্চয়ই কুফরী করেছেঃ তারা যারা বলেছে। আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ প্রকৃত পক্ষে এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।
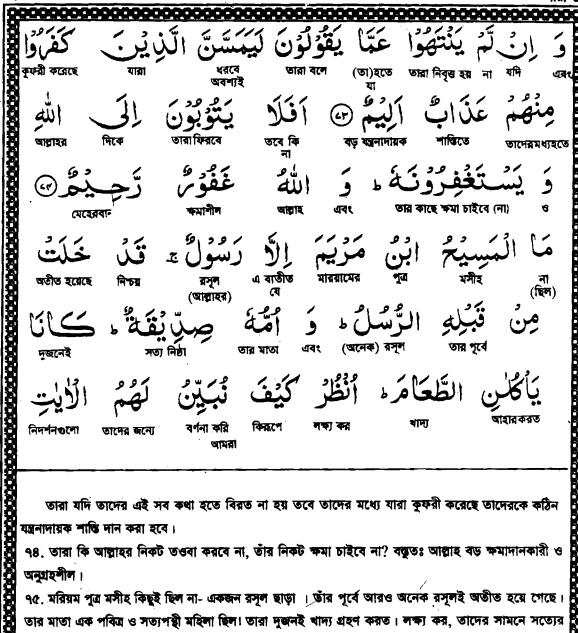
তারা যদি তাদের এই সব কথা হতে বিরত না হয় তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে কঠিন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দান করা হবে।

৭৪. তারা কি আল্লাহর নিকট তওবা করবে না, তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? বস্তুতঃ আল্লাহ বড় ক্ষমাদানকারী ও অনুগ্রহশীল।

৭৫. মরিয়ম পুত্র মসীহ কিছুই ছিল না- একজন রসূল ছাড়া। তাঁর পূর্বে আরও অনেক রসূলই অতীত হয়ে গেছে। তার মাতা এক পবিত্র ও সত্যপন্থী মহিলা ছিল। তারা দুজনই খাদ্য গ্রহণ করত। লক্ষ্য কর, তাদের সামনে সত্যের নিদর্শন সমূহ আমরা কিভাবে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরছি।

ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾ قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ

এরপরও | লক্ষ্য কর | কোথায় | তাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে | বল | তোমরা ইবাদত কর কি

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ط

ছাড়া | আল্লাহ (অন্যকিছুর) | যা | না | ক্ষমতা রাখে | তোমাদের জন্যে | কোন ক্ষতির | এবং | না | কোন উপকারের

وَ اللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ

অথচ | আল্লাহ | তিনিই | সবকিছু শুনেন | সবকিছুই জানেন | বল | হে | আহলি

الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا

কিতাব | না | তোমরা বাড়া বাড়ী করো | ব্যাপারে | তোমাদের দ্বীনের | অন্যায় ভাবে | এবং | না

تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَ

তোমরা অনুসরণ করো | খেয়াল খুশীর | লোকদের | নিশ্চয় | তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে | ইতিপূর্বেও | ও

اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّ ضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾

তারা পথ ভ্রষ্ট করেছে | অনেককে | এবং | তারা ভ্রষ্ট হয়েছে | হতে | সরল সোজা | পথ

তারপর এও লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে বিপরীত পথে চলে যাচ্ছে[৪৪]।

৭৬. তাদেরকে বল, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে সেই জিনিসের এবাদত ও পূজা-উপাসনা কর যা তোমাদের না কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে, না কোন উপকার করার। অথচ সব কিছু শুনার ও সবকিছু জানার ক্ষমতাশালী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।

৭৭. বল, হে আহলি-কিতাব , নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে তোমরা অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। এবং সেই লোকদের খোশ-খেয়াল ও কল্পনার অনুসরণ করো না। যারা তোমাদের পূর্বে গোমরাহ্ হয়ে গেছে ও অনেক লোককে গোমরাহ্ করেছে এবং 'সাওয়াউস্-সাবীল' হতে ভ্রষ্ট হয়েছে।

৪৪. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দে ঈসা (আঃ)-এর খোদায়ী সম্পর্কিত খৃষ্টানদের বিশ্বাস এরূপ পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে খন্ডন করা হয়েছে যে তার থেকে ভাল ও স্পষ্টরূপে খন্ডন সম্ভব নয়। হযরত ঈসা মসিহ প্রকৃতপক্ষে কি ছিলেন– কেউ যদি তা জানতে চায় তবে উক্ত চিহ্ন ও লক্ষণসমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে- তিনি মাত্র একজন মানুষ ছিলেন। যে ব্যক্তি এক স্ত্রী লোকের গর্ভ থেকে জন্মলাভ করেছেন, তাঁর বংশনামা পর্যন্ত বর্তমান আছে, যিনি মানুষের দেহ-বিশিষ্ট ছিলেন, মানবীয় সীমা ও নিয়মে বদ্ধ ছিলেন, মানুষের জন্য বিশিষ্ট গুনাবলী দ্বারা গুণান্বিত ছিলেন, যিনি নিদ্রা যেতেন, আহার করতেন, গরম ও ঠান্ডা দ্বারা প্রভাবিত হতেন- এমনকি খৃষ্টানদেরই নিজেদের বর্ণনা মতে- যাঁকে শয়তান দ্বারা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বুদ্ধিমান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর 'উলূহিয়াতে অংশীদার বা সহকারী ছিলেন?

রুকূ-১১
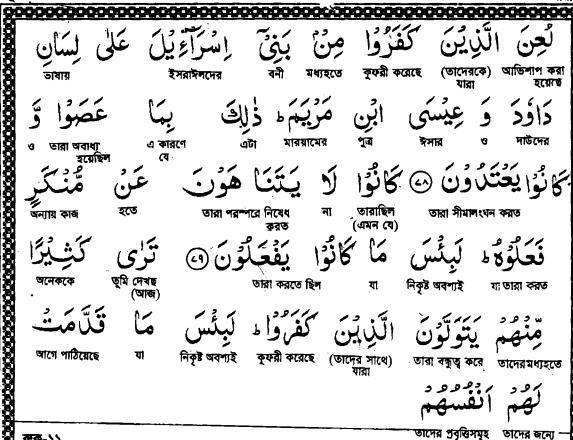
৭৮. বনী-ইসরাঈলে মধ্য হতে যেসব লোক কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি দাউদ ও মরিয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিশাপ করা হয়েছে, কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছিল।

৭৯. তারা পরস্পরকে পাপ কাজ হতে বিরত রাখা পরিহার করেছিল[৪৫]; অত্যন্ত খারাব কর্মনীতি ছিল যা তারা অবলম্বন করেছিল।

৮০. আজ তোমরা এমন বহু লোক দেখতে পাচ্ছ যারা (ঈমানদার লোকদের বিপরীতে) কাফেরদের সাথে বন্ধুতা ও সহযোগিতা করতে ব্যতিব্যস্ত। নিশ্চয় অত্যন্ত খারাব পরিণামই সামনে রয়েছে যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তি সমূহ তাদের জন্যে করেছে।

৪৫. এ কথা অতি স্পষ্ট- পরিষ্কার যে, প্রত্যেক জাতির পতন ও বিপর্যয় প্রথমে মুষ্টিমেয় কয়েক জনের দ্বারা শুরু হয়। তখন জাতির সমষ্টি গত চেতনা ও অনুভূতি যদি জীবন্ত থাকে, তবে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোক কয়টিকে দমন করে রাখতে পারে, এবং জাতি সামগ্রিক ভাবে বিগড়ে যেতে পারে না। কিন্তু জাতি যদি ঐ ক'টি লোক সম্পর্কে শিথিলতা ও অসতর্কতা পোষণ শুরু করে এবং দুষ্কৃতকারী লোকদের নিন্দা-তিরস্কার করার পরিবর্তে যদি সমাজের মধ্যে খারাব কাজ করার জন্য তাদের স্বাধীন ভাবে ছেড়ে দেয়, তাহলে সেই খারাবি যা প্রথমে মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে তা বিস্তার লাভ করবেই। এইটিই ছিল মূল কারণ, যা শেষ পর্যন্ত বনী-ইসরাইলের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ فِي الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾

এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ তাদের উপর এবং মধ্যে আযাবের তারা চিরস্থায়ী হবে

وَ لَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ النَّبِيِّ

এবং যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর ও নবীর (উপর)

وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ

ও যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি (তবে) না তাদেরকেতারা গ্রহণ করত বন্ধু রূপে কিন্তু

كَثِيْرًا مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ

অনেকেই তাদেরমধ্যহতে সত্যত্যাগী তুমি পাবেঅবশ্যই সর্বাধিক উগ্র লোকদের (মধ্যে)

عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ

শত্রুতায় তাদেরজন্যে (যারা) ঈমান এনেছে য়াহূদীদেরকে ও যারা শিরক করেছে (তাদেরকে)

وَ لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ

এবং তুমিপাবেঅবশ্যই তাদেরকে নিকটবর্তী বন্ধুত্বে তাদের জন্যে (যারা) ঈমান এনেছে যারা

قَالُوْٓا إِنَّا نَصٰرٰى ۖ ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ

বলে আমরা নিশ্চয় খৃষ্টান এটা এ জন্যে যে তাদের মধ্যে

قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

(অনেক) পন্ডিত (রয়েছে) ও (আছে) দুনিয়া ত্যাগী (অনেক)ফকির এবং (এও) যে তারা না অহংকার করে

আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা চিরস্থায়ী আযাবে নিমজ্জিত হবে।

৮১. তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ, রসূল এবং সেই জিনিস মেনে নিতে প্রস্তুত হত যা নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে তবে তারা কখনো (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফের লোকদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের অনেকেই সীমালংঘন করে।

৮২. তোমরা ঈমানদার লোকদের প্রতি শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহূদ ও মুশরিকদেরকে অধিক মজবুত পাবে এবং ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুতা করার দিক দিয়ে সেই লোকদেরকে অতি নিকটবর্তী পাবে যারা বলেছিল, যে, 'আমরা নাসারা"। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে এবাদতকারী আলেম ও দুনিয়াত্যাগী ফকীর দরবেশ বর্তমান আছে, আর তাদের মধ্যে অহঙ্কার-অহমিকতা বোধ নেই।

وَ إِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ

এবং যখন তারা শুনে যা নাযিল করা হয়েছে প্রতি রসূলের তুমি দেখবে তাদের চোখগুলো

تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ج يَقُولُونَ

ভরে পড়ে দ্বারা অশ্রু একারণে (যা) তারা চিনেছে মহাসত্যকে তারা বলে

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَ مَا لَنَا

হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি অতএব আমাদের লিখে নাও সাথে সাক্ষীদাতাদের এবং কি আমাদের হয়েছে

لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ مَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ لا وَ نَطْمَعُ أَنْ

(যে) না আমরা ঈমান আনব আল্লাহর উপর এবং যা আমাদের কাছে এসেছে মহাসত্য ও বাসনা করি আমরা যে

يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٤﴾ فَأَثَابَهُمُ

আমাদের শামিল করবেন আমাদের রব সাথে লোকদের সৎকর্মশীল তাই তাদের প্রতিদান দিলেন

اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ

আল্লাহ একারণে যা তারা বলেছিল জান্নাত প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ

خٰلِدِينَ فِيهَا ط وَ ذٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

চিরস্থায়ী হবে তারা তার মধ্যে এবং এটা প্রতিদান নেক লোকদের

৮৩. যখন তারা রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বাণী শুনতে পায় তখন তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যকে জানা ও চেনার প্রভাবে তাদের চক্ষু সমূহ অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যায়। তারা বলে উঠেঃ হে আমাদের রব আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের নাম সাক্ষীদাতাদের সংগে লিখে নিন।

৮৪. তারা আরও বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনব না কেন, এবং যে মহান সত্য আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে তাকে মেনে নেব না কেন যখন আমরা বাসনা করি যে, আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে নেক লোকদের মধ্যে শামিল করে নিন?

৮৫. তাদের এই কথার কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশত দান করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। এ সঠিক অচারণ গ্রহণ-কারীদের কর্মফল।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿٨٦﴾

কিন্তু যারা কুফরীকরেছে ও মিথ্যারোপ করেছে আমাদের আয়াত গুলোকে ঐ সব লোক অধিবাসী (হবে) জাহান্নামের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ

ওহে যারা ঈমান এনেছ না তোমরা হারাম করো জিনিসসমূহকে পবিত্র যা

اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ

হালাল করেছেন আল্লাহ তোমাদের জন্য এবং না তোমার সীমালংঘন করো নিশ্চয়ই আল্লাহ না ভালবাসেন

الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص

সীমালংঘনকারীদেরকে এবং তোমরা খাও তাহতে যা তোমাদেররিযিক দিয়েছেন আল্লাহ হালাল পবিত্র

وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ﴿٨٨﴾

ও তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যিনি (মহানসত্বা) তোমরা তারউপর ঈমান এনেছ

৮৬. কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলোকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাকে মিথ্যা মনে করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

রুকু-১২

৮৭. হে ঈমানদারেরা যে পাক জিনিসগুলো আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন তোমারা সেগুলোকে হারাম করে নিয়ো না [৪৬] এবং সীমালঙ্গন করে যেওনা। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদেরকে সাংঘাতিক অপছন্দ করেন।

৮৮. যা কিছু হালাল ও পবিত্র রেযেক আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও, পান কর এবং সেই আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক যাঁর প্রতি তুমি ঈমান এনেছ।

---

৪৬. এই আয়াতে দুটি কথার আদেশ করা হয়েছে। প্রথম এই যে- নিজেরা হালাল ও হারাম করার স্বাধীন অধিকারী বনে বসো না। হালাল তা-ই যা আল্লাহ হালাল করেছেন, ও হারাম তা-ই যা আল্লাহ হারাম করেছেন। নিজেদের স্বেচ্ছাধীনে যদি কোন হালালকে হারাম কর তবে আল্লাহর কানুনের পরিবর্তে প্রবৃত্তির কানুনের অনুসারী হয়ে যাবে। দ্বিতীয় আদেশ হচ্ছে- খৃষ্টান সন্ন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌধ ভিক্ষু ও প্রাচ্য মরমিয়া বাদীদের মত বৈরাগ্য এবং দুনিয়ার বৈধ স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করার পন্থা অবলম্বন করো না।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ

না তোমাদের ধরবেন আল্লাহ অর্থহীন শপথের কারণে মধ্যকার তোমাদের শপথগুলোর কিন্তু ধরবেন তোমাদের

بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ

একারণে যা তোমরা দৃঢ়ভাবে কর শপথগুলো অতএব তার কাফ্‌ফারা খানা খাওয়ান দশজন

مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ

দরিদ্র ব্যক্তিকে ধরণের মধ্যম যা তোমরা খাওয়াও তোমাদের পরিবারকে, বা তাদের বস্ত্রদান করা

اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ

বা মুক্তিদান একজন দাসের (শপথের কাফ্‌ফারা) তবে যে না পায় (অর্থাৎ অসমর্থ) তাহলে রোজা (রাখবে) তিন দিন

ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ وَ احْفَظُوْٓا

এটা কাফ্‌ফারা তোমাদের শপথের যখন তোমরা কসম খাও এবং তোমরা হেফাজত কর

اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ

তোমাদের শপথগুলোর এভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী তোমরা যেন

تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

শুকর কর

৮৯. তোমরা যে সব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব 'কসম' খাও সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এই ধরণের কসম ভংগ করার জন্য) কাফ্‌ফারা হচ্ছে দশজন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো- যা তোমরা তোমাদের ছেলে-পিলেদের খাওয়ায়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। আর তা করার যার সামর্থ নেই সে তিনদিন রোযা রাখবে। বস্তুতঃএ হচ্ছে তোমাদের কাফ্‌ফারা, যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙ্গে ফেল। তোমরা নিজেদের কসমের হেফাযত করতে থেকো। আল্লাহ তাঁর আহকামকে এভাবেই তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট রূপে বিশ্লেষণ করেন, সম্ভবতঃ তোমরা শোকর আদায় করবে।
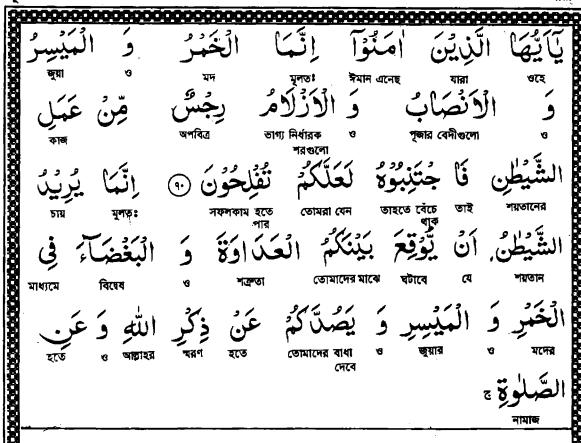
৯০. হে ঈমানদার লোকেরা শরাব (মদ্য), জুয়া ও এই আস্তনা ও পাশা– এসব না-পাক শয়তানী কাজ। তোমরা তা পরিহার কর। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে[৪৭]।

৯১. শয়তান তো চায় যে শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করবে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায হতে বিরত রাখবে।

৪৭. মদ্যপানের হারাম হওয়া সম্পর্কে এর পূর্বে দুটি আদেশ এসেছিল তা সূরা বাকারার ২২৯ আয়াত ও সূরা নিসার ৪৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এখন এই শেষ হুকুম আসার পূর্বে নবী করীম (সঃ) এক ভাষণে লোকদেরকে সতর্ক করে দেন যে, আল্লাহতালা শরাবকে খুবই অপছন্দ করেন। সুতরাং এর চূড়ান্তরূপে হারাম হবার হুকুম নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। অতএব যাদের কাছে মদ্য মওজুত আছে তারা তা বিক্রয় করে ফেলুক। এর কিছুদিন পরে এই আয়াত নযিল হয়, এবং তিনি ঘোষণা করে দেন যে, এখন যার কাছে শরাব আছে সে তা পানও করতে পারবে না, বিক্রয়ও করতে পারবে না; তাকে তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। ফলে, তখনই সমস্ত শরাব মদীনার গলিতে গলিতে প্রবাহিত করে দেয়া হলো।
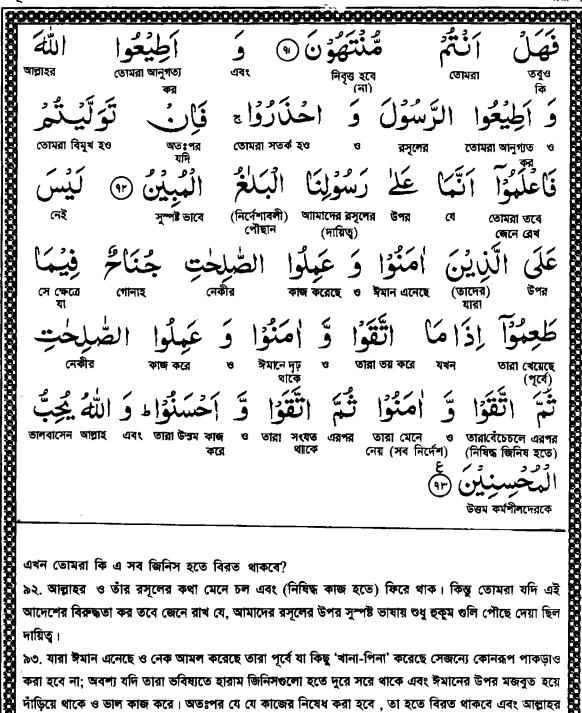
এখন তোমরা কি এ সব জিনিস হতে বিরত থাকবে?

৯২. আল্লাহর ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চল এবং (নিষিদ্ধ কাজ হতে) ফিরে থাক। কিন্তু তোমরা যদি এই আদেশের বিরুদ্ধতা কর তবে জেনে রাখ যে, আমাদের রসূলের উপর সুস্পষ্ট ভাষায় শুধু হুকুম গুলি পৌছে দেয়া ছিল দায়িত্ব।

৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে তারা পূর্বে যা কিছু 'খানা-পিনা' করেছে সেজন্যে কোনরূপ পাকড়াও করা হবে না; অবশ্য যদি তারা ভবিষ্যতে হারাম জিনিসগুলো হতে দূরে সরে থাকে এবং ঈমানের উপর মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ও ভাল কাজ করে। অতঃপর যে যে কাজের নিষেধ করা হবে, তা হতে বিরত থাকবে এবং আল্লাহর যে ফরমানই হবে তা মেনে নিবে ও আল্লাহর ভয়ের সাথে সৎ নীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ নেক আচরণশীল লোকদেরকে পছন্দ করেন।

يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَيَبْلُوَنَّكُمُ	اللَّهُ
ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করবেন	আল্লাহ

بِشَيْءٍ	مِنَ	الصَّيْدِ	تَنَالُهُ	أَيْدِيكُمْ	وَ	رِمَاحُكُمْ
(কিছু) জিনিস দিয়ে		শিকারের	যা নাগালে আসে	তোমাদের হাতগুলোর	ও	তোমাদের বর্শাগুলোর

لِيَعْلَمَ	اللَّهُ	مَنْ	يَخَافُهُ	بِالْغَيْبِ ج	فَمَنِ	اعْتَدَىٰ	بَعْدَ
জানেনযেন	আল্লাহ	কে	তাঁকে ভয় করে	অদৃশ্য অবস্থায়	যে অতঃপর	সীমালংঘন করবে	পরেও

ذَٰلِكَ	فَلَهُ	عَذَابٌ	أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾	يَا أَيُّهَا	الَّذِينَ	آمَنُوا	لَا	تَقْتُلُوا
এর	তারজন্যে তবে (রয়েছে)	আযাব	মর্মন্তুদ	ওহে	যারা	ঈমান এনেছ	না	তোমরা হত্যা করো

الصَّيْدَ	وَ	أَنْتُمْ	حُرُمٌ ط	وَ	مَنْ	قَتَلَهُ	مِنْكُمْ	مُتَعَمِّدًا
শিকারের জন্তুকে	যখন	তোমরা	এহরামে থাক	এবং	যে	তা হত্যা করবে	তোমাদের মধ্য হতে	ইচ্ছাকৃতভাবে

রুকু-১৩

৯৪. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ তোমাদেরকে সেই শিকারের দরুণ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, যা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের করায়ত্ব ও বল্লমের পাল্লার মধ্যে হবে। দেখার জন্যে যে, কে আল্লাহকে অদৃশ্য অবস্থায় ভয় করে। এরূপ সাবধান-বাণীর পরও যারা আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করবে তাদের জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৯৫. হে ঈমানদারগণ, এহরাম বাধাঁ অবস্থায় শিকার করো না[৪৮]। তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এরূপে করে বসে

৪৮. স্বয়ং শিকার করা বা অন্য কারুর শিকারে কোনরূপ সাহায্য করা- দুটা কাজই এহরাম বাধা অবস্থায় হারাম। এমন কি যদিও অন্য কেউ শিকার করে তবুও তা খাওয়া মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি নিজের জন্য নিজে শিকার করে এবং সে তা থেকে মুহরিম ব্যক্তিকে উপঢৌকন স্বরূপ কিছু দেয় তবে মুহরিম ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়ায় কোন দোষ নেই। অবশ্য 'মুহরিম অবস্থায় শিকার করা হারাম' এই সাধারণ নির্দেশের আওতা থেকে ক্ষতিকর জন্তু-জানোয়ার বাদ। এহরাম বাধা অবস্থাতেও সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং এদের মত ক্ষতিকর অন্যান্য জন্তু-জানোয়ার মারা বৈধ।

তবে যে জন্তু সে হত্যা করেছে তারই স'মান পর্যায়ের একটি জন্তু তাকে উৎসর্গ করতে হবে। এ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্য হতে দুজন সুবিচারক লোক এবং এই অর্ঘ ক'াবায় পৌছে দিতে হবে নতুবা এই গুনাহের কাফফারা স্বরূপ কয়েকজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে; কিংবা তার অনুপাতে রোযা রাখতে হবে, যেন সে নিজের কৃতকর্মের স্বাদ নিতে পারে। পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ এরূপ কাজের পুনরাবৃত্তি করে তবে আল্লাহ তার প্রতিশোধ নিবেন আল্লাহ সর্বজয়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তিতে শক্তিমান।

৯৬. তোমাদের জন্যে সমূদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে। যেখানে তোমরা অবস্থান কর সেখানেও তা খেতে পার এবং কাফেলার জন্যে সম্বল বানিয়ে নিতে পার।

وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۖ وَ اتَّقُوا

কিন্তু হারাম করা হয়েছে | তোমাদের উপর | শিকার | স্থলভাগের | তোমরা যতক্ষণ থাক | এহরামে | এবং | তোমরা ভয় কর

اللّٰهَ الَّذِیْٓ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ

আল্লাহকে | যিনি (এমনসত্ত্বা যে) | তাঁরই দিকে | তোমাদের একত্রিত করা হবে | বানিয়েছেন | আল্লাহ | কাবা | ঘরকে

الْحَرَامَ قِیٰمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدْیَ

সম্মানিত | (কল্যাণ)প্রতিষ্ঠার উপকরণ | লোকদের জন্যে | ও | মাস | সম্মানিত | ও | কোরবাণীর জন্তু

وَ الْقَلَآئِدَ ؕ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا فِی

ও | গলায় মালা পরান মানতের পশু | এটা | তোমরা জান যেন | যে | আল্লাহ | জানেন | যা কিছু | মধ্যে (আছে)

السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ

আসমানসমূহের | ও | যাকিছু (আছে) | মধ্যে | ভূপৃষ্ঠের | এবং | (এও) যে | আল্লাহ | সম্পর্কে সব | কিছুর

عَلِیْمٌ ﴿٩٧﴾

খুব অবহিত

অবশ্য স্থলভাগের শিকার- যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'ইহরাম' বাঁধা অবস্থায় থাকবে তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে। অতএব সেই আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক যার সামনে পেশ হবার জন্যে তোমাদের সকলকেই পরিবেষ্টিত করে হাযির করা হবে।

৯৭. আল্লাহতা'আলা মহান সম্মানিত ঘর 'কাবা'কে লোকদের জন্যে (সামজিক ও সামগ্রিক জীবনের) প্রতিষ্ঠার উপকরণ বানিয়েছেন এবং হারাম মাস, কোরবানীর জন্তু ও গলার রশিসমূহকে (এই কাজের) সাহায্যকারী বানিয়ে দিয়েছেন। যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ আকাশ রাজ্য ও দুনিয়ার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত, এবং প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জানেন।
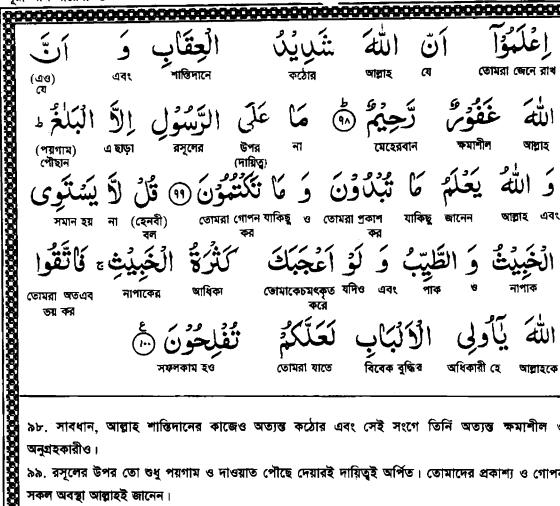
৯৮. সাবধান, আল্লাহ শাস্তিদানের কাজেও অত্যন্ত কঠোর এবং সেই সংগে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারীও।

৯৯. রসূলের উপর তো শুধু পয়গাম ও দাওয়াত পৌছে দেয়ারই দায়িত্বই অর্পিত। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অবস্থা আল্লাহই জানেন।

১০০. হে নবী, তাদের বল, পাক ও নাপাক কোন অবস্থায় এক রকম নয়, নাপাক জিনিসের প্রাচুর্য তোমাদেরকে যতই আসক্ত ও আকৃষ্ট করুক না কেন[৪৯]। অতএব হে লোকেরা যাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান আছে, আল্লাহর নাফরমানী হতে দূরে থাক; আশা করা যায় যে, তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।

৪৯. এ আয়াত মূল্য ও মর্যাদার অন্য এমন একটি মানদন্ড পেশ করে যা বাহ্যদর্শী মানুষের মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাহ্যদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে ১০০ (একশত) টাকা অবশ্য ৫ (পাঁচ) টাকা থেকে বেশী মূল্যবান। কারণ একটা সংখ্যা একশ ও অন্যটা মাত্র পাঁচ। কিন্তু এ আয়াত শরীফ বলেঃ শত টাকা যদি আল্লাহর না-ফরমানির রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয় তবে তা অপবিত্র; এবং পাঁচ টাকা যদি আল্লাহর আনুগত্যের রাস্তা দিয়ে অর্জন করা হয়, তবে তা পবিত্র। আর অপবিত্র জিনিস পরিমাণে যতই বেশী হোক না কেন তা কখনো কোনরূপেই পবিত্র বস্তুর তুল্য হতে পারে না।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْـَٔلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ

ওহে | যারা | ঈমান এনেছ | না | তোমরা জিজ্ঞাসা করো | সম্পর্কে | (এমন) বিষয়াদি | যদি | প্রকাশ করা হয়

لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَإِن تَسْـَٔلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ

তোমাদের জন্যে | তোমাদের খারাপ লাগবে | এবং | যদি | তোমরা জিজ্ঞেস কর | তা সম্পর্কে | যে সময়ে | নাযিল হয় | কোরআন

تُبْدَ لَكُمْ ۗ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾

প্রকাশ করা হবে | তোমাদের জন্যে | মাফ করেছেন | আল্লাহ | সে সম্পর্কে (যা অতীত হয়েছে) | এবং | আল্লাহ | ক্ষমাশীল | সহনশীল

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا

নিশ্চয় | তা প্রশ্ন করেছিল | লোকেরা | তোমাদের পূর্বেও | এরপর | তারা হয়ে গিয়েছিল | তা সম্পর্কে

كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾

অস্বীকারকারী

রুকু-১৪

১০১. হে ঈমানদার লোকেরা, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা যা তোমাদের সামনে জাহির করে দিলে তা তোমাদের পক্ষে অসহ্য মনে হবে[৫০]। কিন্তু তোমরা যদি সে বিষয়ে কোরআন নাযিল হবার সময় জিজ্ঞাসা কর তবে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করে দেয়া হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বাস্তবিকই ক্ষমাকারী ও ধৈর্যশীল।

১০২. তোমাদের পূর্বে একদল এই ধরনেরই প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করেছিল, পরে তারা এই সব কারনেই কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।

---

৫০. নবী করীম (সঃ)-এর কাছে লোকে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থহীন এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো যার না দ্বীনের ব্যাপারে আর না দুনিয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার প্রয়োজনীয়তা ছিল। এরূপ অনর্থক প্রশ্ন করা সম্পর্কে এখানে সতর্কবানী উচ্চরণ করা হয়েছে।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْۢ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا سَآئِبَةٍ

না (নির্দিষ্ট) করেছেন আল্লাহ কোন 'বাহীরা' ও না কোন 'সাইবা'

وَّ لَا وَصِيْلَةٍ وَّ لَا حَامٍ ۙ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

ও না কোন অসীলা ও না কোন 'হাম' কিন্তু যারা কুফরী করেছে

يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

তারা রচনা করে উপর আল্লাহর মিথ্যা এবং তাদের অধিকাংশই না জ্ঞানবুদ্ধি রাখে

---
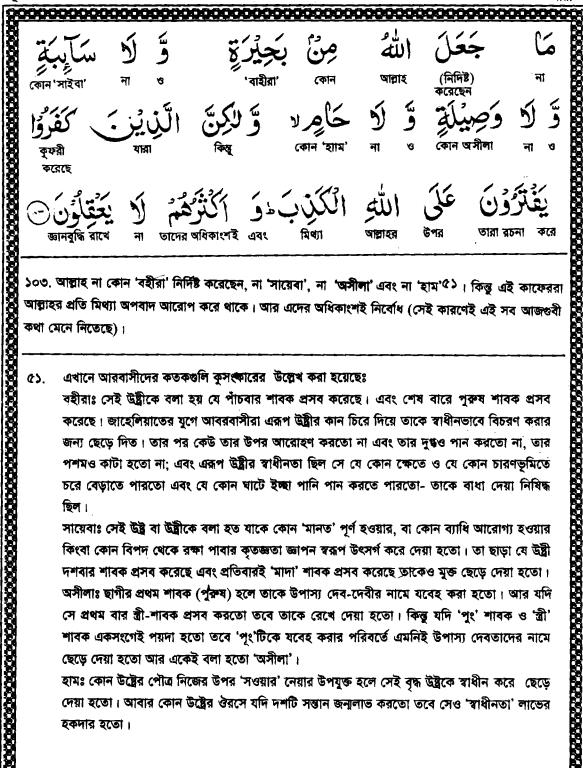
১০৩. আল্লাহ না কোন 'বহীরা' নির্দিষ্ট করেছেন, না 'সায়েবা', না 'অসীলা' এবং না 'হাম'৫১। কিন্তু এই কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে থাকে। আর এদের অধিকাংশই নির্বোধ (সেই কারণেই এই সব আজগুবী কথা মেনে নিতেছে)।

---

৫১. এখানে আরবাসীদের কতকগুলি কুসংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছেঃ

বহীরাঃ সেই উষ্ট্রীকে বলা হয় যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে। এবং শেষ বারে পুরুষ শাবক প্রসব করেছে। জাহেলিয়াতের যুগে আবরবাসীরা এরূপ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দিত। তার পর কেউ তার উপর আরোহণ করতো না এবং তার দুগ্ধও পান করতো না, তার পশমও কাটা হতো না; এবং এরূপ উষ্ট্রীর স্বাধীনতা ছিল সে যে কোন ক্ষেতে ও যে কোন চারণভূমিতে চরে বেড়াতে পারতো এবং যে কোন ঘাটে ইচ্ছা পানি পান করতে পারতো- তাকে বাধা দেয়া নিষিদ্ধ ছিল।

সায়েবাঃ সেই উষ্ট্র বা উষ্ট্রীকে বলা হত যাকে কোন 'মানত' পূর্ণ হওয়ার, বা কোন ব্যাধি আরোগ্য হওয়ার কিংবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন স্বরূপ উৎসর্গ করে দেয়া হতো। তা ছাড়া যে উষ্ট্রী দশবার শাবক প্রসব করেছে এবং প্রতিবারই 'মাদা' শাবক প্রসব করেছে তাকেও মুক্ত ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলাঃ ছাগীর প্রথম শাবক (পুরুষ) হলে তাকে উপাস্য দেব-দেবীর নামে যবেহ করা হতো। আর যদি সে প্রথম বার স্ত্রী-শাবক প্রসব করতো তবে তাকে রেখে দেয়া হতো। কিন্তু যদি 'পুং' শাবক ও 'স্ত্রী' শাবক একসংগেই পয়দা হতো তবে 'পুং'টিকে যবেহ করার পরিবর্তে এমনিই উপাস্য দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো আর একেই বলা হতো 'অসীলা'।

হামঃ কোন উষ্ট্রের পৌত্র নিজের উপর 'সওয়ার' নেয়ার উপযুক্ত হলে সেই বৃদ্ধ উষ্ট্রকে স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হতো। আবার কোন উষ্ট্রের ঔরসে যদি দশটি সন্তান জন্মলাভ করতো তবে সেও 'স্বাধীনতা' লাভের হকদার হতো।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَ اِلَى

দিকে ও আল্লাহ নাযিল করেছেন যা (তার) দিকে তোমরা এস তাদেরকে বলা হয় যখন এবং

الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ط

আমাদেরবাপ দাদাদেরকে তার উপর আমরা পেয়েছি (অনুসরণ করতে) (তাসব) যা আমাদের জন্যে যথেষ্ট তারা বলে রসূলের

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾

সঠিক পথে চলত (তবুও অনুসরণ করবে) না এবং কিছুই জানত না তাদের বাপ দাদারা ছিল (তাদেরকে বল যদিও কি

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ

তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না তোমাদের নিজেদের তোমাদের উপর (দায়িত্ব) ঈমান এনেছ যারা ওহে

مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا

সবারই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহরই দিকে তোমরা সঠিক পথে থাকবে যখন পথভ্রষ্ট হবে যেকেউ

১০৪. আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহর নাযিল করা আইন ও বিধানের দিকে এস ও কবুল কর, এবং এসো পয়গম্বরের দিকে (ও তাঁকে মেনে চল), তখন তারা জবাব দেয় যে, আমাদের জন্যে তো সেই পথ ও পন্থাই যথেষ্ট যা অবলম্বন করে আমাদের বাপ-দাদারা চলে গেছে। কিন্তু এই বাপ-দাদারা কিছু না জানলেও এবং সঠিক-নির্ভুল পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকলেও কি তারা তাদের অন্ধ অনুসরণ করে চলতে থাকবে?

১০৫. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা কর, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকতে পার[৫২]। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে।

৫২. অর্থাৎ অন্যে কি করছে, তার বিশ্বাসের মধ্যে কি খারাবি আছে, তার কাজের মধ্যে কি দোষ-ত্রুটি আছে সর্বদা তা দেখতে থাকার পরিবর্তে মানুষের নিজের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার যে, সে নিজে কি করছে। কিন্তু এ আয়াতের অর্থ কখনো এই নয় যে- মানুষ মাত্র নিজের মুক্তির চিন্তা করুক, অন্যের সংশোধনের চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের এক ভাষণে এই ভুল ধারণা খন্ডন করে বলেছেনঃ হে লোক সকল, তোমরা এই আয়াত পাঠ কর; কিন্তু তার ভুল অর্থ গ্রহণ কর। আমি রসূলে করীম (সঃ)-কে এরশাদ করতে শুনেছি- তিনি বলেছেনঃ যখন লোকেদের এই অবস্থা হবে যে, তারা খারাব কাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না; যালেমকে যুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত ধরবে না, তবে তখন এটা অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তার গযব দ্বারা সকলকে বেষ্টন করবেন। আল্লাহর শপথ, ভাল কাজের হুকুম দেয়া, খারাব ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় আল্লাহতা'আলা তোমাদের মধ্যকার সব থেকে খারাব লোকদেরকে তোমাদের উপর অধিপত্যশীলরূপে চাপিয়ে দেবেন, এবং তারা তোমাদের কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা দান করবে। এ অবস্থায় তোমাদের সৎ লোকগণ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, কিন্তু তা গৃহীত হবে না।

তার পর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন যে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি কাজ করছিলে।

১০৬. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ও সে অসীয়ত করতে প্রবৃত্ত হলে তখন সে জন্যে সাক্ষ্য ঠিক করার নিয়ম এই যে, তোমাদের সমাজ হতে দুজন সুবিচারক ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাবে[৫৩]। অথবা তোমরা যদি বিদেশ ভ্রমণে রত হও এবং সেখানে মৃত্যুর বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে অমুসলিমদের মধ্য হতেই দুজন সাক্ষী নিযুক্ত করবে। পরে যদি কোন প্রকার সন্দেহের কারণ ঘটে তা হলে নামাযের পর উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) ধরে রাখবে এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবেঃ আমরা ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের কারণে সাক্ষ্য বিক্রয়কারী নই। আর আমাদের কোন আত্মীয়ই হোক না কেন (আমরা তার কোন খাতির করব না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যকে আমরা গোপনও করবো না। আমরা যদি তা করি, তা হলে গুনাহগারদের মধ্যে গণ্য হব।

৫৩. অর্থাৎ- ধর্ম -পরায়ণ, সত্যাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মুসলমান।
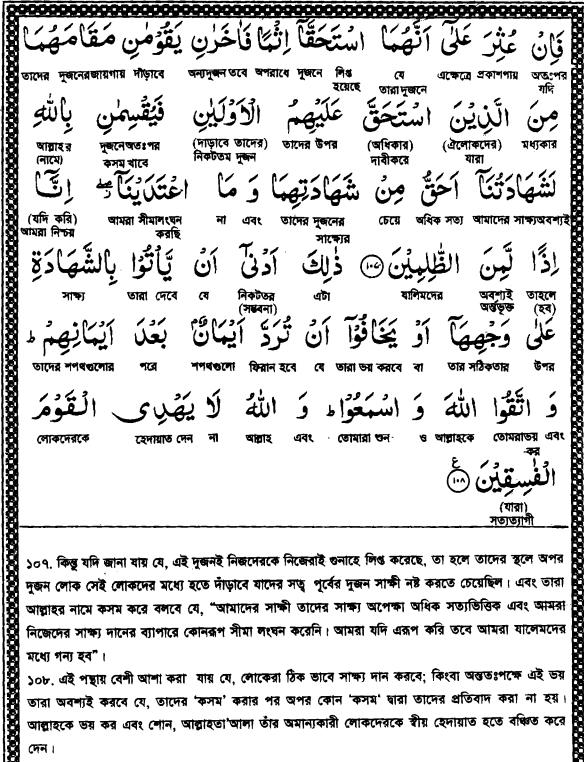
১০৭. কিন্তু যদি জানা যায় যে, এই দুজনই নিজদেরকে নিজেরাই গুনাহে লিপ্ত করেছে, তা হলে তাদের স্থলে অপর দুজন লোক সেই লোকদের মধ্যে হতে দাঁড়াবে যাদের সত্ত্ব পূর্বের দুজন সাক্ষী নষ্ট করতে চেয়েছিল। এবং তারা আল্লাহর নামে কসম করে বলবে যে, "আমাদের সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক সত্যভিত্তিক এবং আমরা নিজেদের সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে কোনরূপ সীমা লংঘন করেনি। আমরা যদি এরূপ করি তবে আমরা যালেমদের মধ্যে গন্য হব"।

১০৮. এই পন্থায় বেশী আশা করা যায় যে, লোকেরা ঠিক ভাবে সাক্ষ্য দান করবে; কিংবা অন্ততঃপক্ষে এই ভয় তারা অবশ্যই করবে যে, তাদের 'কসম' করার পর অপর কোন 'কসম' দ্বারা তাদের প্রতিবাদ করা না হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহতা'আলা তাঁর অমান্যকারী লোকদেরকে স্বীয় হেদায়াত হতে বঞ্চিত করে দেন।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ

যে দিন | একত্রিতকরবেন | আল্লাহ | রসূলদেরকে | বলবেন অতঃপর | কি

أُجِبْتُمْ ط قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ (١٠٩)

তোমাদের উত্তর দেওয়াহয়েছিল | তারা বলবে | নাই | কোন জ্ঞান | আমাদের | আপনি নিশ্চয় | আপনিই | খুবজানেন | অদৃশ্যসমূহের অবস্থা

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ

যখন বলেছিলেন (চিন্তাকর) | আল্লাহ | হে ঈসা | পুত্র | মারয়ামের | তুমি স্মরণ কর | আমার নিয়ামতের

عَلَيْكَ وَ عَلٰى وَالِدَتِكَ م اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ

তোমার উপর | ও | উপর | তোমার মাতার | যখন | তোমাকে সাহায্য করেছিলাম | আত্মাদিয়ে

الْقُدُسِ قف تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَ كَهْلًا ج وَ اِذْ

পবিত্র | তুমি কথাবলতে | লোকদের (সাথে) | দোলনায় | এবং | পরিণত বয়সেও | এবং যখন

عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ج

তোমাকে শিখিয়েছিলাম | কিতাব | ও | হিকমত | ও | তাওরাত | ও | ইনজীল

রুকু-১৫

১০৯. যে দিন আল্লাহতা'আলা সমস্ত রসূলকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের কি জবাব দেয়া হয়েছে[৫৪]? তখন তারা বলবেঃ আমরা কিছুই জানিনা, তুমিই সকল গোপন সত্য ও নিগূঢ় তত্ব জান।

১১০. সেই সময়ের কথা চিন্তা কর, যখন আল্লাহ বলবেনঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আমার সেই নিয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাকে ও তোমার মা-কে দান করেছিলাম। আমি পাক 'রূহ' দিয়ে তোমার সাহায্য করেছি, তুমি দোলনায় থেকে লোকদের সাথে কথা বলছিলে এবং বড় বয়সে পৌছেও। আমি তোমাকে কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জীলের জ্ঞান দান করেছি।

৫৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন রসূলদের কাছে প্রশ্ন করা হবেঃ তোমরা দুনিয়ার প্রতি ইসলামের যে আহবান জানিয়েছিলে, দুনিয়া তোমাদের সে আহ্বানে কি জবাব দিয়েছিল?

وَ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ

ফুকদিতে এরপর আমার অনুমতিতে পাখীর আকৃতি সদৃশ মাটি দ্বারা তুমি তৈরি করতে যখন এবং (স্মরণকর)

فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ

কুষ্ঠ রোগীকে ও জন্মান্ধকে নিরাময় করতে তুমি ও আমার অনুমতি ক্রমে পাখী তখন হয়ে যেত তার মধ্যে

بِاِذْنِىْ ج وَ اِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ج وَ اِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ

বনী আমি নিবৃত্ত করেছিলাম যখন এবং আমারআদেশে মৃতদেরকে বের করতে তুমি (জীবিত করে) যখন এবং আমার আদেশে

اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ

যারা বলেছিল অতঃপর স্পষ্ট নির্দশনাদিসহ তাদের কাছে এসেছিল যখন তোমার থেকে ইসরাঈলকে

كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَ اِذْ

যখন এবং সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া এটা (অন্যকিছু) নয় তাদেরমধ্যহতে অস্বীকার করেছিল

اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَ بِرَسُوْلِىْ ج

আমার রসূলের প্রতি ও আমার প্রতি ঈমান আন যে হাওয়ারীদের প্রতি প্রেরণাদিয়েছিলাম

তুমি আমার হুকুমে মাটি দিয়ে পাখীর আকৃতির পুতুল তৈরী করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, আর তা আমার আদেশক্রমে পাখী হত। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগী আমারই আদেশক্রমে নিরাময় করে দিতে। তুমি আমারই আদেশে মৃত লোকদের বের করে আনতে[৫৫]। পরে তুমি যখন বনী-ইরাঈলের নিকট সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত নিদর্শনসমূহ নিয়ে পৌছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অমান্যকারী ছিল তারা বলল, এই নিদর্শন গুলি যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন আমি তোমাকে তা হতে বাচিয়েছি।

১১১. আর আমি যখন হাওয়ারীদের ইশারা করে বললাম, আমার প্রতি ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আন,

---

৫৫. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বহির্গত করে জীবনের অবস্থায় আনায়ন করতো।

قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَ نَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿١١٣﴾

তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম, ও, সাক্ষী থাক, যে আমরা, মুসলমান (হলাম), বলেছিল (স্মরণকর) যখন, হাওয়ারীরা

হে, ঈসা, পুত্র, মারয়ামের, কি, পারেন, তোমার রব, যে, অবতীর্ণ করবেন

আমাদের উপর, খাদ্য পূর্ণ পাত্র, থেকে, আসমান, সে বলেছিল, তোমরা ভয় কর, আল্লাহকে, যদি, তোমরা হও

মু'মিন, তারা বলেছিল, চাই আমরা, যে, খাব আমরা, তা থেকে (খাদ্য), ও, প্রশান্তি লাভ করবে

আমাদের অন্তরগুলো, এবং, আমরা জানব, যে, নিশ্চয়, আমাদেরকে তুমি সত্য বলেছ, এবং, হব আমরা, তার উপর

অন্তর্ভুক্ত, সাক্ষীদাতাদের

তখন তারা বললঃ আমরা ঈমান আনলাম, আর সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলিম।

১১২. হাওয়ারীদের প্রসঙ্গে[৫৬] এই ঘটনাও স্মরণ রেখো যে তারা যখন বললঃ হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা, আপনার আল্লাহ আসমান হতে খাদ্য ভরা একখানি পাত্র কি আমাদের জন্যে নাযিল করতে পারেন? তখন ঈসা বললঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।

১১৩. তারা বললঃ আমার শুধু এই চাই যে সেই পাত্র হতে আমরা খাবার খাব এবং আমাদের দিল শান্ত ও পরিতৃপ্ত হবে। আর আমরা জানতে পারব যে আপনি আমাদের নিকট যা কিছু বলেছেন তা সত্য; আমরা তার সাক্ষী রয়েছি।

---

৫৬. মাঝখানে হাওয়ারীদের উল্লেখ এসে যাওয়ায় ভাষণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে এখানে হাওয়ারীদেরই এই সম্পর্কে আরও এমন একটি ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্ট রূপে বুঝা যায় যে, মসিহ (আঃ)-এর কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে যে সমস্ত শিষ্য শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা মসিহকে একজন মানুষ ও আল্লাহর একজন বান্দা বলেই জানতেন; তাদের সুদূর-চিন্তা ও কল্পনাতেও নিজেদের গুরু সম্পর্কে এ ধারণা ছিল না যে- তিনি আল্লাহ, বা আল্লাহর শরীক বা আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অধিকন্তু এ কথাও জানা যায় যে, মসিহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে আল্লাহর একজন শক্তিহীন বান্দারূপেই পেশ করেছিলেন।

قَالَ	عِيْسَى	ابْنُ	مَرْيَمَ	اللّٰهُمَّ	رَبَّنَآ
(তখন) দোয়া করেছিল	ঈসা	পুত্র	মারয়ামের	হে আল্লাহ	হে আমাদের রব

اَنْزِلْ	عَلَيْنَا	مَآئِدَةً	مِّنَ	السَّمَآءِ	تَكُوْنُ	لَنَا
নাযিল করেন	আমাদের উপর	খাদ্যপূর্ণ পাত্র	থেকে	আসমান	হবে	আমাদের জন্যে

عِيْدًا	لِّاَوَّلِنَا	وَ	اٰخِرِنَا	وَ	اٰيَةً	مِّنْكَ	وَ	ارْزُقْنَا	وَ	اَنْتَ
খুশীর উপলক্ষ	আমাদেরপূর্ববর্তীদের জন্যে-	ও	আমাদের পরবর্তীদের	ও	নিদর্শন (হবে)	আপনার থেকে	এবং	আমাদেরকে রিযিক দিন	এবং	আপনি

خَيْرُ	الرّٰزِقِيْنَ	١١٤	قَالَ	اللّٰهُ	اِنِّيْ	مُنَزِّلُهَا	عَلَيْكُمْ
উত্তম	রিযিকদাতা		বললেন	আল্লাহ	আমি নিশ্চয়	তা অবতীর্ণকারী	তোমাদের উপর

فَمَنْ	يَّكْفُرْ	بَعْدُ	مِنْكُمْ	فَاِنِّيْٓ	اُعَذِّبُهٗ	عَذَابًا	لَّآ
যে তবে	অস্বীকার করবে	এরপরেও	তোমাদের মধ্যহতে	আমি নিশ্চয় তখন	তাকে শাস্তি দিব আমি	(এমন) শাস্তি	(যা) না

اُعَذِّبُهٗٓ	اَحَدًا	مِّنَ	الْعٰلَمِيْنَ	١١٥	وَ	اِذْ	قَالَ	اللّٰهُ
তা আমি শাস্তিদিয়েছি	কাউকে	মধ্যে	বিশ্বজগতের		এবং	যখন	বলবেন	আল্লাহ

১১৪. এই সময় ঈসা ইবনে মরিয়ম দোয়া করলঃ "হে আল্লাহ, আমাদের পরোয়ারদেগার, আমাদের প্রতি আসমান হতে একটি খাদ্য-ভরা পাত্র নাযিল কর, যা খুশী ও আনন্দের উপলক্ষ্য হবে এবং তোমার নিকট হতে তা একটি নিদর্শণ স্বরূপ হবে। আমাদেরকে রেযেক দাও, তুমিই সবচেয়ে উত্তম রেযেকদাতা।"

১১৫. আল্লাহ উত্তরে বললেনঃ "আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব, কিন্তু অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে, তাকে আমি এমন শাস্তি দান করব, যা দুনিয়ার কাউকে দেই নি।"

১১৬. যাই হোক –(এই সব দান-অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেনঃ

يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَ اُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ ۗ بِحَقٍّ ؕ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ ؕ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَ لَآ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖٓ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَ رَبَّكُمْ ۚ

হে ঈসা পুত্র মারয়ামের তুমি কি বলেছিলে লোকদের আমাকে তোমরা গ্রহণকর ও আমার মাকে দুই ইলাহ রূপে ছাড়া আল্লাহকে সে বলবে আপনি মহান পবিত্র না শোভাপায় আমার জন্যে যে বলব আমি যা নয় আমার অধিকার যদি তা আমি বলেথাকি নিশ্চয় তবে তা আপনি জানেন জানেন আপনি যা কিছু মধ্যে আছে আমার অন্তরের এবং না জানি আমি যা কিছু মধ্যে আছে আপনার মনের আপনি নিশ্চয় আপনিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত অদৃশ্য সম্বন্ধে না আমিবলেছি তাদেরকে এছাড়া যা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে যে তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর (যিনি) আমার রব ও তোমাদের রব

রুকু-১৬ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাকেও ইলাহ বানিয়ে নাও[৫৭]? তখন উত্তরে সে বলবেঃ মহান পবিত্র আল্লাহ, এমন কোন কথা বলা আমার কাজ নয় যা বলার আমার অধিকার ছিল না। এরূপ কথা যদি আমি বলেই থাকতাম, তবে আপনি তা অবশ্যই জানতেন। আপনি জানেন আমার মনে যা কিছু রয়েছে , কিন্তু আমি জানিনা যা কিছু আপনার মনে রয়েছে; আপনি তো সকল গোপন তত্ব কথাই জানেন।

১১৭. আমি তাদেরকে এ ছাড়া আর কিছুই বলিনি- বলেছি শুধু তাই, যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন। তা এই যে আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি আমারও রব, তোমাদেরও রব।

---

৫৭. আল্লাহতা'আলার সংগে মাত্র মসিহ ও 'পবিত্র আত্মা' কেই আল্লাহ বানিয়ে খৃষ্টানগণ ক্ষান্ত হয়নি, এ ছাড়া তারা মসিহর সম্মানীয়া জননী মরিয়মকেও এক স্থায়ী উপাস্যরূপে গণ্য করে বসে। মসিহ (আঃ)-এর মৃত্যুর পর প্রথম তিনশ বৎসর পর্যন্ত খৃষ্টান জগত এ ধারণার সংগে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। তৃতীয় খৃঃ শতাব্দীর শেষাংশে আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েকজন ধর্মীয় পন্ডিত প্রথম বারের মত হযরত মরীয়মকে 'আল্লাহর মাতা' এই আখ্যায় আখ্যায়িত করে এবং তারপর ধীরে ধীরে গীর্জাতে মরিয়ম-পূজা বিস্তার লাভ করতে শুরু করে।

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ

আমিছিলাম এবং | তাদের উপর | সাক্ষী | আমি ছিলাম যতক্ষণ | তাদের মধ্যে (উপস্থিত) | অতঃপর যখন | আমাকে উঠিয়ে নিলেন

كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ؕ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ﴿١١٧﴾

আপনি ছিলেন | আপনি | তত্ত্বাবধায়ক | তাদের উপর | এবং | আপনি | উপর | সব | কিছুরই | সাক্ষী

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ

(এখন) যদি | তাদেরশাস্তিদেন আপনি | তারা তবুও নিশ্চয় | আপনার বান্দারা | আর | যদি | ক্ষমাকরেন আপনি | তাদেরকে | আপনি তবুও নিশ্চয়ই

اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ

আপনিই | পরাক্রমশালী | মহা বিজ্ঞ | (তখন) বলবেন | আল্লাহ | এই | দিনে | উপকার দেবে

الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ؕ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا

সত্যবাদীদেরকে | তাদের সত্যতা | তাদের জন্যে রয়েছে | জান্নাত | প্রবাহিত হয় | তার পাদদেশে

الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ

ঝর্ণাধারাসমূহ | তার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে | সর্বদাই

আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের পাহারাদার-পরিচালক ছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে আমি ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমাকে ফেরত ডেকে পাঠালেন তখন তো আপনিই ছিলেন তাদের সংরক্ষক ; আর আপনি তো সমগ্র জিনিসের উপর দৃষ্টিমান।

১১৮. এখন আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন, তবে আপনি তো সর্বজয়ী ও জ্ঞান-বুদ্ধিমান।

১১৯. তখন আল্লাহ বলবেনঃ আজ সেই দিন যেদিন সত্যপন্থীদেরকে তাদের সত্যতা কল্যাণ দান করবে, তাদের জন্যে এমন দালান সজ্জিত হবে যার নিম্নদেশ হতে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত। এখানে তারা চিরদিন থাকবে।
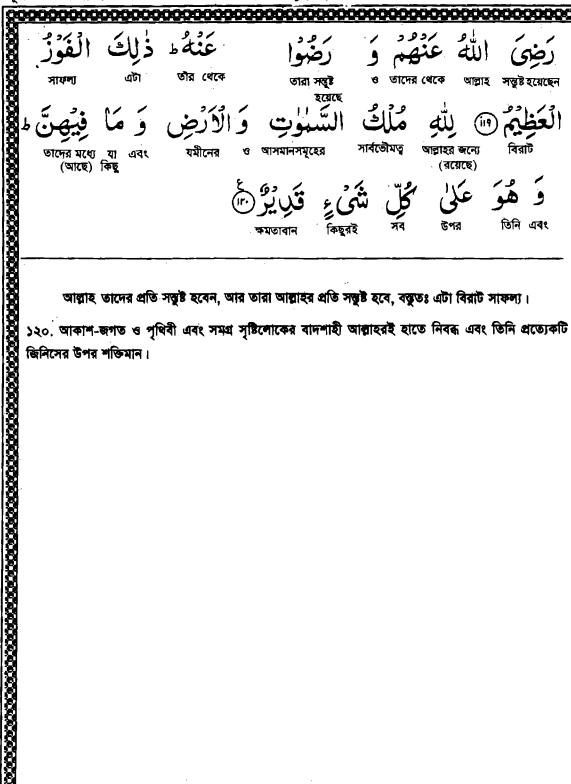
আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হবে, বস্তুতঃ এটা বিরাট সাফল্য।

১২০. আকাশ-জগত ও পৃথিবী এবং সমগ্র সৃষ্টিলোকের বাদশাহী আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর শক্তিমান।

সূরা আল-আন্'আম

নামকরণ

এই সূরার ১৬ ও ১৭ রুকুতে কোন কোন গৃহপালিত জন্তুর হালাল ও কোন কোনটির হারাম হওয়া সম্পর্কে আরবদের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণার প্রতিবাদ করা হয়েছে। এই দৃষ্টিতেই এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'আন'আম' অর্থাৎ গৃহপালিত জন্তু।

নাযিল হওয়ার সময়

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত হয়েছে, এই সূরাটি মক্কাশরীফে একই সংগে নাজিল হয়েছে। হযরত মা'আয ইবনে জাবালের চাচাতো ভগ্নি আসমা বিনতে ইয়াজীদ বলেনঃ এই সূরা যখন নবী করীমের প্রতি নাযিল হচ্ছিল, তখন তিনি এক উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহিত ছিলেন, আর আমি তার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দুর্বহ সওয়ারীর চাপে উষ্ট্রীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, তার মেরুদন্ড বুঝি এখুনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

হাদিসে এ কথাও স্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হয়েছে যে, যে রাত্রে এই সূরাটি নাযিল হয়েছে, সেই রাত্রেই নবী (সঃ) এটা লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন।

এই সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে সুস্পষ্ট ভাবে মনে হয় যে, সূরাটি সম্ভবত মক্কী জীবনের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদের উপরোক্ত হাদীসও এর সত্যতা প্রমাণ করে। কেননা তিনি ছিলেন আনসার গোত্রের মহিলা। হিজরতের পরে তিনি ইসলাম কবুল করার পূর্বে শুধু ভক্তি শ্রদ্ধার কারণেই যদি তিনি রসূলে করীমের (সঃ) নিকট মক্কায় হাযির হয়ে থাকেন, তবে তা নিশ্চয়ই মক্কী জীবনের শেষ বৎসরই সম্ভব হয়ে থাকবে। এর পূর্বে ইয়াসরাববাসীদের সাথে নবী করীমের সম্পর্ক খুব গভীর ও নিকটতর ছিলনা এবং সেই কারণেই সেখানকার কোন মহিলার পক্ষে তার দরবারে হাযির হওয়াও সম্ভবপর হতে পারে না।

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ

সূরাটির নাযিল হওয়ার সময় ও কাল নির্ধারিত হওয়ার পর আমরা অতি সহজেই এর নাযিল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কাজ করতে করতে আল্লাহর রসূলের বারোটি বৎসর অতিবাহিত হয়েছে। কুরাইশদের শত্রুতা, বিরুদ্ধতা ও যুলুম-নিষ্পেষণের মাত্রা চরম সীমায় পৌছেছে। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে এক বিরাট সংখ্যক লোক তাদের যুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে এবং তারা হাবশায় গিয়ে বসবাস শুরু করেছে। নবী করীমের সাহায্য সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য না আবু তালেব জীবিত ছিলেন আর না ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা —এইজন্য সকল বৈষয়িক-আশ্রয় নির্ভর হতে বঞ্চিত হয়ে তিনি কঠিন বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে ইসলাম প্রচার ও রিসালাতের তবলীগের দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার প্রচারে-প্রভাবে মক্কা এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ গোত্র সমূহের মধ্যেও বহু সৎলোক পরপর ইসলাম কবুল করে যাচ্ছিল। কিন্তু গোটা আরব জাতি সামগ্রিক ভাবে তা প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার জন্যই কৃতসংকল্প হয়েছিল। যেখানেই কোন ব্যক্তি ইসলামের দিকে সামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করত তাকেই বিদ্রূপ

তিরস্কার, দৈহিক নির্যাতন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বয়কট, সম্পর্কচ্ছেদ প্রভৃতি আঘাতে জর্জ্জরিত ও পর্যুদস্ত হতে হ'ত। এই অন্ধকারময় পরিবেশে কেবলমাত্র ইয়াসরাবের দিক থেকে এক অস্পষ্ট আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল মাত্র। মদীনার আওস এবং খাযরাজের প্রভাবশালী লোকেরা নবীকরীমের নিকটে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীতই তাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার লাভ করছিল।

কিন্তু এই সামান্য ও সংকীর্ণ সূচনায় ভবিষ্যতের যে বিপুল সম্ভাবনা নিহিত ছিল তা কোন স্থূলবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ দেখতে পেত না। বাহ্যদৃষ্টিতে লোকেরা শুধু এতটুকুই দেখতে পেত যে, ইসলাম একটি দুর্বলতম আন্দোলন মাত্র। তার পশ্চাতে কোন বস্তুর ও বস্তুনিষ্ঠ শক্তির সাহায্য-সহযোগিতা বর্তমান নেই। তার নেতা নিজ বংশের দুর্বল প্রকৃতির কয়েকজন লোকের সাহায্য ছাড়া আর কোন শক্তিরই অধিকারী নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসহায় নিরাশ্রয় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লোক নিজেদের জাতীয় বিশ্বাস ও আদর্শ পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে মাত্র, কিন্তু এর ফলে তাদেরকে সমাজ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে– যেমন পত্র-পল্লব বৃন্তচ্যুত হয়ে গাছ থেকে ঝরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই খোদায়ী ভাষণ প্রদত্ত হয়। এর আলোচ্য বিষয়সমূহকে নিম্ন লিখিত সাতটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) শেরক বাতিল করণ, তৌহীদ-বিশ্বাস গ্রহণের জন্য আহ্বান;

(২) পরকাল বিশ্বাসের প্রচার ঃ এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন-এর পর কিছুই নেই– এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা ধারণার প্রতিবাদ;

(৩) জাহেলী যুগের লোকদের মনে বদ্ধমূল অমূলক ধারণা-খেয়ালের প্রতিবাদ;

(৪) সমাজ গঠনের জন্য ইসলামের উপস্থাপিত নৈতিক মূলনীতি-সমূহ শিক্ষাদান;

(৫) নবীকরীম (সঃ) ও তাঁর আন্দোলনের বিরুদ্ধে লোকদের উপস্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তি সমূহের জওয়াব;

(৬) দীর্ঘদিন পর্যন্ত সাধনা ও সংগ্রাম করার পরও আন্দোলন ফলপ্রসূ না হওয়ার দরুণ নবী করীম (সঃ) ও সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও মনভাঙ্গা-জনিত অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছিল সে সম্পর্কে সান্ত্বনা দান; এবং

(৭) বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামে অবিশ্বাসী লোকদের উপেক্ষা, অবহেলা ও তন্ময়তা এবং অজ্ঞানতা প্রসুত আত্মহত্যামূলক নীতি অবলম্বনের দরুণ তাদেরকে নসীহত করা- সাবধান, সতর্ক এবং ভীত-সন্ত্রস্ত করা।

কিন্তু ভাষণের এই এক একটি ভাগ আলাদা আলাদাভাবে একই স্থানে সাজিয়ে গুছিয়ে বলার ধরণে পেশ করা হয়নি, বরং ভাষণ এক সামুদ্রিক গতিশীলতায় চলে গিয়েছে। প্রসংগক্রমেই এই ভাগগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন পন্থা ও পদ্ধতিতে বারে বারে আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বারই এক নবতর ধরণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সকলের কথা বলা হয়েছে।

মক্কী জীবনের কয়েক পর্যায়

এখানে যেহেতু সর্ব প্রথমবার মক্কায় অবতীর্ণ এক দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা সমন্বিত একটি সূরা উপস্থিত হচ্ছে সেহেতু এখানে মক্কায় অবতীর্ণ সূরা-সমূহের পটভূমির এক ব্যাপক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করা সমীচীন মনে হয়, যেন পরবর্তী সকল মক্কী সূরা এবং তার তফসীর প্রসংগে লিখিত সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সমূহ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সহজ হয়। মদীনায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের প্রায় প্রত্যেকটিই অবতীর্ণ হওয়ার সময়, কাল ও পরিপ্রেক্ষিত পাঠকদের জানা রয়েছে, কিংবা সামান্য একটু চেষ্টা করলেই তা নির্দিষ্ট রূপে জানা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, মাদানী সূরা সমূহের বিপুল সংখ্যক আয়াতের স্বতন্ত্র শানে নুযুল পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনার মারফত জানা যায়। কিন্তু মক্কী সূরাগুলি সম্পর্কে অতদূর বিস্তারিত তথ্য ও জ্ঞান লাভের কোন উপায়ই আমাদের আয়াত্তধীন নয়। খুব কম সংখ্যক সূরা বা আয়াতেরই অবতীর্ণ হওয়ার সময়-কাল ও ক্ষেত্র সম্পর্কে নিভুল ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ লাভ করা যায়। এর কারণ এই যে, এই সময়ের ইতিহাস মাদানী পর্যায়ের মত ততখানি খুটি-নাটি সহকারে ও বিস্তারিত ভাবে সুসংবদ্ধ করা নেই। এই জন্য মক্কায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের ব্যাপারে আমাদেরকে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের পরিবর্তে বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য, বর্ণনা-ভংগী এবং স্বীয় পটভূমির প্রতি সুস্পষ্ট কি অস্পষ্ট ইশারা ইঙ্গিতে যে সাক্ষ্য নিহিত রয়েছে তার উপরই অধিক নির্ভর করতে হবে। আর এই ধরণের সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্যে এক একটি সূরা ও এক একটি আয়াতের নাযিল হওয়ার সন, তারিখ, সময়, কাল ও ক্ষেত্র-উপলক্ষ নির্ধারণ করা যে সম্ভব নয়, তা সুস্পষ্ট। পূর্ণমাত্রার নির্ভরতা ও শুদ্ধতা সহকারে শুধু এতটুকু কাজই করা যেতে পারে যে, একদিকে মক্কী সূরার অভ্যন্তরস্থ সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং অপর দিকে নবী করীমের (সঃ) মক্কী জীবনের ইতিহাসকে সামনা-সামনি রাখব এবং উভয়ের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করে কোন সূরা কোন যুগের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সম্পর্কে একটা মত নির্ধারণ করব।

গবেষণা ও অনুসন্ধানের এই পদ্ধতি মনের পটে জাগ্রত রেখে যখন আমরা নবী করীমের (সঃ) মক্কী জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন ইসলামী দাওয়াতের দৃষ্টিতে তাকে নিম্নোক্ত চারটি বড় বড় ও সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত দেখতে পাই।

প্রথম পর্যায় নবুয়্যত লাভ হতে নবুয়্যতের প্রকাশ, প্রচার ও ঘোষণাকাল পর্যন্ত প্রায় তিন বৎসর কাল। এ সময় খুব গোপনে বিশেষ ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হত; মক্কার সাধারণ অধিবাসীগণ এর কোন খবর'ই রাখত না।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ নবুয়্যতের ঘোষণা হতে অত্যাচার-নির্যাতন ও উৎপীড়ন (persecution) শুরু হওয়া পর্যন্ত প্রায় দুই বৎসর । এই পর্যায়ে প্রথমতঃ বিরুদ্ধতা শুরু হয়, পরে তা প্রতিবন্ধকতার রূপ পরিগ্রহ করে; ক্রমে তা ঠাট্টা-বিদ্রুপ, অন্যায় ভাবে অপবাদ আরোপ, গালা-গালি, ভৎর্সনা-মিথ্যা প্রচারণা ও বিরোধী দল গঠন পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত অধিক গরীব, দুর্বল ও অসহায় মুসলমানদের উপর অমানুষিক নিষ্পেষণ শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায়ঃ অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু হওয়ার (৫ম নব্বীসন) সময় হতে আবুতালেব ও হযরত খাদীজার (রাঃ) ইন্তেকাল (১০ম নব্বীসন) পর্যন্ত প্রায় পাচ-ছয় বছর। এই সময়ে বিরুদ্ধতা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে। বহু সংখ্যক মুসলমান মক্কার কাফেরদের যুলুম নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার দিকে হিজরত করে। নবী করীম(সঃ) তার পরিবারের অন্যান্য লোক এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করা হয় এবং আবু তালেব তার সমর্থক ও সংগী-সাথীসহ গুহায় অবরুদ্ধ হন।

চতুর্থ পর্যায়ঃ ১০ম নব্বী সন পর্যন্ত প্রায় তিন বছর। এই সময়টি নবী করীম (সঃ) এবং তার সংগী-সাথীদের জন্য অতিশয় দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সময়। মক্কায় নবীর জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হয়ে ওঠে। তিনি তায়েফ গমন করেন, কিন্তু সেখানেও কোন আশ্রয় পেলেন না। হজের সময় আরবের এক এক কবীলার নিকট তিনি তার দাওয়াত কবুল করবার ও তাকে সমর্থ করার জন্য আহবান-আবেদন জানালেন।

কিন্তু সকল দিক দিয়েই তিনি উপেক্ষার জওয়াবই পেতে থাকেন। অপর দিকে মক্কাবাসীগণ বার বার এই পরামর্শ করতে লাগল যে, নবী করীম (সঃ) কে হত্যা করা হবে, কিংবা বন্দী করা হবে, অথবা লোকালয় হতে বহিস্কৃত করা হবে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহতা'আলা মদীনার আনসারদের হৃদয়-মন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত উদঘাটিত করলেন এবং তাদেরই আহবানে নবী করীম (সঃ) মদীনায় হিজরত করলেন।

এই পর্যায়সমূহের মধ্যে এক একটি পর্যায় কোরআন মজীদের যেসব সূরা নাযিল হয়েছে, তার বিষয়বস্তু, আলোচ্য বিষয় বর্ণনাভংগী ও পদ্ধতি অপর পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা সমূহ হতে সম্পুর্ণ পৃথক ভিন্ন ধরণের। তম্মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই এমন ইশারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা হতে পশ্চাদপটের ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে বিশেষ অবস্থা ও বিশেষত্বের প্রভাব সে পর্যায়ে অবতীর্ণ কালামের উপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সব চিহ্ন ও নিদর্শনের উপর নির্ভর করে আমরা প্রত্যেক মক্কী সূরার আলোচনা-ভূমিকায় মক্কার কোন পর্যায়ে তা নাযিল হয়েছে ,তা বলতে থাকব।

রুকু-১
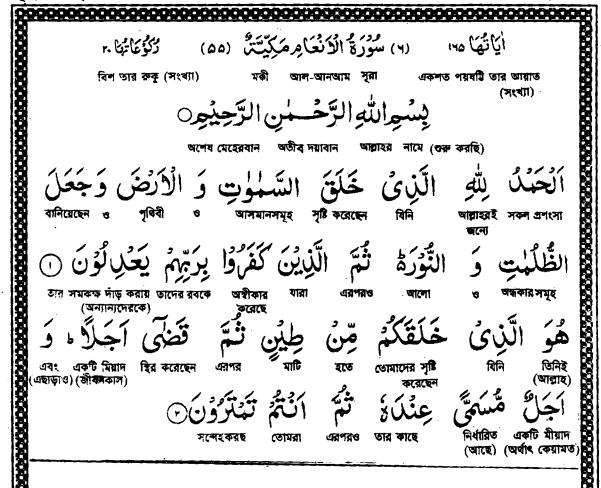
১. সমস্ত প্রশংসা ও তা'রীফ আল্লাহরই জন্যে নির্দিষ্ট, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আলো এবং অন্ধকার তৈরী করেছেন, তা সত্ত্বেও যারা সত্যের দাওয়াত কবূল করতে অস্বীকার করেছে তারা অপর জিনিসকে নিজেদের রবের সমকক্ষরূপে গ্রহণ করছে।

২. (অথচ) সেই আল্লাহই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, তার পর তোমাদের জন্যে জীবনের একটি মীয়াদ নির্দিষ্ট করেছেন, এতদ্ব্যতীত অপর একটি মীয়াদও রয়েছে, যা তাঁর নিকট নির্ধারিত[১], কিন্তু তারা কেবল সন্দেহেই লিপ্ত হয়ে রয়েছে।

---

১. অর্থাৎ কিয়ামতের সময় যখন সকল পূর্বের ও পরের লোককে পূনরায় নুতনভাবে জীবিত করা হবে এবং তারা হিসেব দেয়ার জন্য নিজেদের প্রভুর সম্মুখে হাযির হবে।

وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمٰوٰتِ وَفِي الْاَرْضِ ؕ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ

এবং তিনিই আল্লাহ (যিনি) আছেন আসমানসমূহে এবং আছেন পৃথিবীতে তিনি জানেন তোমাদের গোপন বিষয় ও

جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ

তোমাদের প্রকাশ্য বিষয় এবং তিনি জানেন যা তোমরা অর্জন কর এবং না তাদের কাছে এসেছে (এমন) কোন নিদর্শন

مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ فَقَدْ

মধ্যহতে নিদর্শন গুলোর তাদের রবের এ ব্যতীত যে তারা হয়ে ছিল তা হতে বিমুখ এভাবে নিশ্চয়

كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ

তারা প্রত্যাখ্যান করেছে সত্যকে যখনই তাদের কাছে তা এসেছে শীঘ্রই সূতরাং তাদের কাছে আসবে

اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا كَمْ

খবর ঐবিষয়ের তারাছিল যানিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত কি তারা দেখে নাই কত (জাতিকে)

اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ

আমরা ধ্বংস করেছি পূর্বেও তাদের হতে মানবগোষ্ঠী তাদের আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম মধ্যে পৃথিবীর (এমনভাবে)

৩. সেই এক আল্লাহই আকাশ রাজ্যেও রয়েছেন, রয়েছেন এই পৃথিবীতেও। তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল অবস্থাই তিনি জানেন, আর ভাল বা মন্দ যা কিছু তোমরা উপার্জন কর সে সর্ম্পকেও তিন পূর্ণমাত্রায় ওয়াকিফহাল।

৪. লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে কোন একটি নিদর্শনও এমন নেই, যা তাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি।

৫. এ ভাবে এখন যে সত্য তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে তাও তারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। যাই হোক তারা আজ পর্যন্ত যেসব জিনিসকে বিদ্রূপ করছিল অতি শীঘ্রই সে সম্পর্কে তাদের নিকট কিছু খবর পৌছিবে[২]।

৬. তারা কি দেখেনি যে তাদের পূর্বে আমরা এমন কত জাতিকে ধ্বংস করেছি যারা নিজ নিজ সময়ে অতিশয় প্রভাবশালী ছিল, তাদেরকে আমরাই যমীনের বুকে এতদূর ক্ষমতা-আধিপত্য দান করেছিলাম,

---

২. এখানে হিযরত ও হিযরতের পরবর্তী কালে উপর্যুপরি ইসলাম যে সাফল্য লাভ করবে সে সম্পর্কে ইংগিত করা হয়েছে। যে সময় এ ইংগিত করা হয় তখন কি ধরনের সংবাদ তাদের কাছে পৌছাবে সে সম্পর্কে না কাফেররা কোন অনুমান করতে পেরেছিল আর না মুসলমানদের মনেও সে সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল।

مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَّكُمْ وَ اَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا

যেমনটি | না | আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি | তোমাদেরকে | এবং | আমরা পাঠিয়ে ছিলাম | আকাশ (থেকে) | তাদের উপর | মুষল ধারে বৃষ্টি

وَّ جَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

ও | আমরা করে ছিলাম | নদীসমূহকে | প্রবাহিত | থেকে | তাদের নিম্ন (ভূমি) | তাদের আমরা অতঃপর ধ্বংস করেছি

بِذُنُوْبِهِمْ وَ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ ﴿٦﴾

তাদের গোনাহের কারণে | ও | আমরা সৃষ্টি করেছি | পরে | তাদের | জাতিকে | অন্যান্য

وَ لَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ

এবং | যদি | আমরা নাযিল করতাম | তোমার উপর | (লিখিত) কিতাব | মধ্যে | কাগজের | তা তারা অতঃপর স্পর্শ করত

بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ

তাদের হাত দিয়ে | (তবুও) অবশ্যই বলত | যারা | কুফরী করেছে | নয় | এটা | এছাড়া যে | যাদু

مُّبِيْنٌ ﴿٧﴾

সুস্পষ্ট
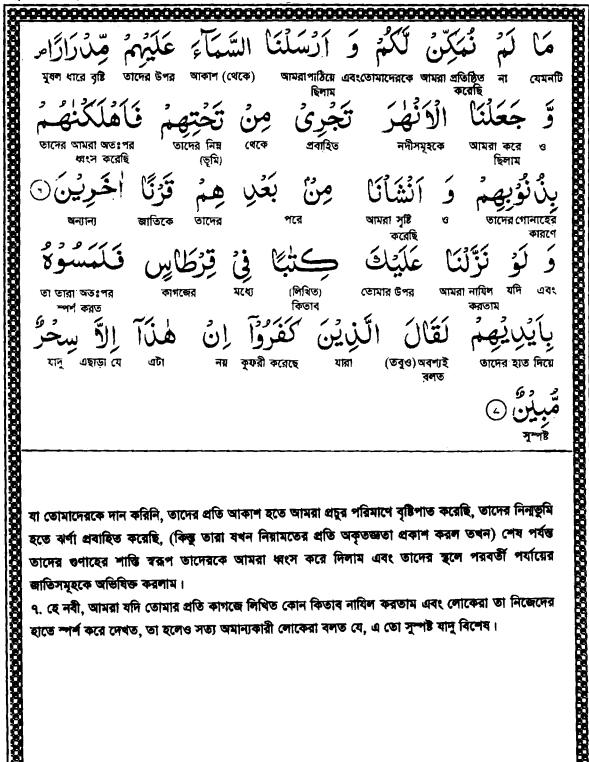
যা তোমাদেরকে দান করিনি, তাদের প্রতি আকাশ হতে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করেছি, তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি, (কিন্তু তারা যখন নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তখন) শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাহের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিলাম এবং তাদের স্থলে পরবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহকে অভিষিক্ত করলাম।

৭. হে নবী, আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব নাযিল করতাম এবং লোকেরা তা নিজেদের হাতে স্পর্শ করে দেখত, তা হলেও সত্য অমান্যকারী লোকেরা বলত যে, এ তো সুস্পষ্ট যাদু বিশেষ।

وَ قَالُوا لَوْ لَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ط وَ لَوْ

এবং — তারা বলে — কেন — না — নাযিল করা হল — তার কাছে — ফেরেশতা (স্বাক্ষীরূপে) — এবং — যদি

أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ⑧ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ

আমরা নাযিল করতাম — ফেরেশতা (সাক্ষীরূপে) — ফয়সালা হয়ে যেত অবশ্যই — (সব) বিষয়ের — এরপর — না — তাদের অবকাশ দেওয়া হত — এবং যদি — তা আমরা প্রেরণ করতাম

مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلًا وَّ لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُونَ ⑨

(অর্থাৎ) ফেরেশতা — তাকে আমরা অবশ্যই বানাতাম — মানুষরূপে — এবং — আমরা অবশ্যই বিভ্রমে ফেলতাম — তাদেরকে — যেমন (এখন) — তারা বিভ্রমে পড়েছে

وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ

এবং — নিশ্চয়ই — বিদ্রূপ করা হয়েছে — রসূলদেরকে — তোমার পূর্বেও — তখন আপতিত হয়েছিল — (তাদের) উপর যারা

سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

ঠাট্টা করেছিল — তাদের মধ্যে হতে — ঐবিষয় — তারা ছিল — যা নিয়ে — ঠাট্টা বিদ্রূপ করত

৮. তারা বলেঃ এই নবীর প্রতি কোন ফিরেশতা নাযিল করা হয় নি কেন[৩]? আমি যদি প্রকৃতই ফিরেশতা নাযিল করতাম তা হলে এখন পর্যন্ত যাবতীয় ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হত। তার পর তাদেরকে কোন অবকাশই দেয়া হত না।

৯. আর যদি আমরা ফিরেশতা নাযিল করতামও তবুও তাকে মানবীয় রূপেই নাযিল করতাম, এবং এভাবে তাদেরকে পূর্বের শোবাহ-সন্দেহেই নিমজ্জিত করে দিতাম।

১০. হে নবী, তোমার পূর্বেও বহু নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে, কিন্তু যে সত্যের তারা বিদ্রূপ করত শেষ পর্যন্ত তাই তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

৩. অর্থাৎ এ ব্যক্তি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে পয়গম্বররূপে প্রেরিত হয়েছেন তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে আসা দরকার ছিল, যে ফেরেশতা লোকদের সামনে ঘোষণা করবে যে- ইনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর, সুতরাং তোমরা এঁর কথা মান্য কর, অন্যথায় তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে।

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

বল — তোমরা ভ্রমণ কর — মধ্যে — পৃথিবীর — এরপর — তোমরা লক্ষ্য কর — কেমন — ছিল — পরিণাম

الْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

সত্য অমান্যকারীদের — বল — কার (মালিকানায়) — যাকিছু — মধ্যে আছে — আসমানসমূহের — ও — যমীনে

قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ

বল — আল্লাহরই — তিনি নির্ধারিত করে নিয়েছেন (মালিকানায়) — উপর — তার নিজের — রহমত — তোমাদের নিশ্চয় একত্রিত করবেন

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

দিনে — কিয়ামতের — নাই — সন্দেহ — তার মধ্যে (বিন্দুমাত্র) — যারা — ক্ষতিগ্রস্থ করেছে — তাদের নিজে দেরকে

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ

অতঃপর তারা — না — ঈমান আনবে — এবং — তাঁরই জন্যে — যাকিছু — স্থিতিলাভ করে — মধ্যে — রাতের — ও — দিনের

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا

এবং — তিনিই — সবকিছু শুনেন — সব কিছুজানেন — বল — কি — ব্যতীত — আল্লাহ — গ্রহণ করব আমি — অভিভাবক (অন্য)

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ

(অথচ আল্লাহ) স্রষ্টা — আসমানসমূহের — ও — যমীনের — এবং — তিনিই — খাওয়ান — কিন্তু — না — তাকে খাওয়ান হয়

রুকু-২

১১. হে নবী, তাদেরকে বলঃ যমীনের বুকে চলে ফিরে দেখ আমান্যকারীদের পরিণাম কি হয়েছে!

১২. তাদের জিজ্ঞাসা করঃ আকাশ-জগত ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার (মালিকানা)? বল, সব কিছুই আল্লাহর, তিনি নিজের উপর দয়া-অনুগ্রহের নীতি অবলম্বন করার বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করে নিয়েছেন। (এ কারণেই তোমাদের আইন অমান্য ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি সংগে সংগেই দেন না।) কিয়ামতের দিন তিনি তোমাদের সকলকে অবশ্যই একত্রিত করবেন। বস্তুতঃ এ এক সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের বিপদে নিমজ্জিত করে নিয়েছে, তারা এ বিশ্বাস করেনা।

১৩. রাত্রির অন্ধকারে ও দিনের উজ্জল আলোকে যা কিছু স্থিতি লাভ করে তা সব কিছুই আল্লাহর । তিনি সব কিছু শোনেন ও জানেন।

১৪. বলঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি অপর কাউকেও নিজের পৃষ্টপোষক বানিয়ে নিব কি- সেই আল্লাহকে বাদ দিয়ে- যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি রুযী-দান করেন, রুযী গ্রহণ করেন না?

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا
বল | আমি নিশ্চয়ই | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যেন | হই আমি | প্রথম | যে, | আত্মসমর্পণ করে | এবং | না

تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٤﴾ قُلْ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ
তুমি কিছুতেই হয়ো | অন্তর্ভুক্ত | মুশরিকদের | বল | আমি নিশ্চয় | ভয় করি আমি | যদি

عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُّصْرَفْ
আমি অবাধ্য হই | আমার রবের | আযাবের | দিনের | ভয়াবহ | যে | রেহাই পেল

عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهٗ ؕ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾
তা থেকে | সেদিন | নিশ্চয় তবে | তাকে তিনি দয়াকরলেন | এবং | এটা | সাফল্য | সুস্পষ্ট

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ؕ
এবং | যদি | তোমাকে স্পর্শ করেন | আল্লাহ | অনিষ্ট দিয়ে | তবে নাই | কোন অপসারণ কারী | তা | ছাড়া | তিনি

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾
এবং | যদি | তোমাকে স্পর্শ করেন | কল্যাণ দিয়ে | তবুও তিনি | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ﴿١٨﴾
এবং | তিনি | পরাক্রমশালী | উপর | বান্দাদের | তাঁর | এবং | তিনি | প্রজ্ঞাময় | খুবই অবহিত

বলঃ আমাকে তো এই আদেশই করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমিই তাঁর সামনে মাথা নত করে দেব। আমাকে তাকীদ করা হয়েছে যে, (কেউ যদি আল্লাহর সাথে শরীক করে তবে সে করুক কিন্তু) 'তুমি কিছুতেই মুশরিকদের মধ্যে শামিল হবে না'।

১৫. বলঃ আমি যদি আমার রবের না-ফরমানী করি তাহলে ভয় করছি যে, এক বড় (ভয়াবহ) দিনে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

১৬. সেদিন যে ব্যক্তি শাস্তি হতে রেহাই পেল আল্লাহ তার উপর বড় অনুগ্রহ করলেন, আর এই হচ্ছে সুস্পষ্ট সাফল্য।

১৭. আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করেন তবে তিনি ব্যতীত তোমাকে এই ক্ষতি হতে রক্ষা করবে এমন কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমাকে কোন কল্যাণের ভাগী করে দেন তবে তিনি সর্বশক্তিমান।

১৮. তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ط قُلِ اللّٰهُ قف شَهِيْدٌ

বল কোন জিনিস অধিকতর (গন্য) সাক্ষ্যদানে বল আল্লাহ সাক্ষী

بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ قف وَ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ

আমার মাঝে ও তোমাদের মাঝে এবং অহী করা হয়েছে আমার প্রতি এই কোরআন যেন আমি সতর্ক করি তোমাদের

بِهٖ وَ مَنْ بَلَغَ ط اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ

তাদিয়ে এবং যাকে পৌছে (তা) কি নিশ্চয় তোমরা অবশ্যই সাক্ষী দিচ্ছ যে সাথে আল্লাহর

اٰلِهَةً اُخْرٰى ط قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ج قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ

ইলাহ (আছে) অন্যকোন বল না সাক্ষী দেই আমি বল প্রকৃতপক্ষে তিনিই ইলাহ

وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿١٩﴾

একই এবং নিশ্চয় আমি দায়িত্বমুক্ত (তা)হতে যা তোমরা শিরক করছ

১৯. তাদের জিজ্ঞাসা কর, কার সাক্ষ্য সব চেয়ে বেশী গণ্য? বলঃ আমার ও তোমাদের মাঝখানে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কোরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি তোমাদেরকে ও যার যার নিকট এ পৌছিবে সকলকে সতর্ক ও সাবধান করে দিই। তোমরা কি বাস্তবিকই এই সাক্ষ্য দান করতে পার যে, আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন ইলাহও রয়েছে[৪]? বলঃ আমি তো এরূপ সাক্ষ্য কিছুতেই দিতে পারি না। বলঃ আল্লাহ তো সেই একই; তোমরা যে, শেরক-বিশ্বাসে লিপ্ত আমি তার সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন।

৪. কোন জিনিস সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মাত্র অনুমান আন্দায যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য 'জ্ঞান' এর দরকার যার ভিত্তিতে মানুষ নিঃসন্দেহে দৃঢ় বিশ্বাসের সংগে বলতে পারে যে- 'এটা এরূপ' । এখানে জিজ্ঞাসার তাৎপর্য এই যে, তোমাদের কি সত্য সত্যই এ জ্ঞান আছে যে এই বিশ্ব-জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কার্যকারক, ক্ষমতাবান, নির্দেশক ও শাসক আছেন যিনি উপাসনা ও আনুগত্য পাবার উপযুক্ত?

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۘ اَلَّذِيْنَ

যাদেরকে — তাদের আমরা দিয়েছি — কিতাব — তাকে তারা চিনে — যেমন — তারা চিনে — তাদের সন্তানদের — যারা

خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ

ক্ষতিগ্রস্ত করেছে — তাদের নিজে দেরকে — অতঃপর তারা — না — বিশ্বাস করবে — এবং — কে — অধিক যালেম (হতেপারে)

مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ

তার চেয়ে যে — রচনা করে — উপর — আল্লাহর — মিথ্যা — বা — মিথ্যারোপ করে — তার নিদর্শনাদিতে — নিশ্চয়ই

لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢١﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ

না — সফল হয় — যালিমরা — এবং — সেদিন — তাদের একত্রিতকরব আমরা — সকলকে — এরপর — আমরা বলব

لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٢٢﴾

তাদেরকে (যারা) — শিরক করেছিল — কোথায় — শরীকরা — তোমাদের — যাদেরকে — তোমরাছিলে — মনে করতে (শরীক হিসেবে)

---

২০. যে সব লোককে আমি কিতাব দিয়েছি তারা এ কথা নিঃসন্দেহে জানে, যেমন তাদের নিজেদের সন্তানকে জানতে ও চিনতে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কিন্তু যারা নিজেরাই নিজদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করেছে তারা একথা স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়।

রুকু-৩

২১. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করে? এরূপ যালেম লোক কখনই কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।

২২. যে দিন আমি এই সবকেই একত্রিত করব এবং মুশরিকদের নিকট জিজ্ঞাসা করবঃ তোমাদের নির্দিষ্ট করা সেই শরীকগণ এখন কোথায় যাদেরকে তোমরা নিজেদের ইলাহ বলে মনে করতে?

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ

এরপর না থাকবে তাদের ফিতনা এ ছাড়া যে তারা বলবে আল্লাহর শপথ

رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلٰٓى

হে আমাদের রব না আমরাছিলাম মুশরিক লক্ষ্য কর কেমন তারা মিথ্যাবলবে উপর

اَنْفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَ مِنْهُمْ

তাদের নিজেদের ও উধাও হবে তাদের থেকে যা তারা মিথ্যা রচনা করত এবং তাদের মধ্যহতে

مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ وَ جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ

অনেকে কান পেতে রাখে তোমার দিকে এবং আমরা দিয়েছি উপর তাদেরঅন্তর সমূহের পর্দা যেন (না)

يَّفْقَهُوهُ وَ فِىٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَ اِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا

তা বুঝে তারা এবং মধ্যে তাদের কান গুলোর বধিরতা (দিয়েছি) এবং যদি তারা দেখে সমস্ত নিদর্শন (তবুও) না

يُؤْمِنُوا بِهَا ۖ حَتّٰىٓ اِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ

তারা ঈমান আনবে তার প্রতি এমন কি যখন তোমার-কাছে তারা আসে তোমার সাথে বিতর্ক করে বলে

الَّذِينَ كَفَرُوٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

যারা অস্বীকার করেছে নয় এটা ছাড়া উপকথাসমূহ পূর্ববর্তীদের

---

২৩. তখন তারা এই (মিথ্যা বিবৃতি দেয়া) ছাড়া আর কোন ফিতনার সৃষ্টি করতে পারবে না যে, হে আমাদের মনিব-মালিক, তোমার কসম করে বলি , আমরা কখনই মুশরিক ছিলাম না।

২৪. দেখ, তখন তারা নিজেদের সম্পর্কে কি রকম মিথ্যা কথা রচনা করে নিবে। সেখানে তাদের সকল কৃত্রিম মা'বুদ নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

২৫. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা কানপেতে তোমার কথা শ্রবণ করে; কিন্তু অবস্থা এই যে, আমরা তাদের অন্তরের উপর পর্দা টানিয়ে দিয়েছি, যার কারণে তারা একে কিছুমাত্র বুঝতে পারেনা। তাদের কর্ণে কঠিন ভার রয়েছে যে, সব কিছু শোনার পরও কিছুই শোনে না। কোন নিদর্শণ তারা দেখতে পেলেও তার প্রতি তারা ঈমান আনবে না। এমন কি তারা তোমার নিকট এসে যখন ঝগড়া করে তখন তাদের মধ্যে যারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত করে তারা (সব কথা শোনার পর) এই বলে যে, এ প্রাচীন কালের এক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছু নয়।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْـَٔوْنَ عَنْهُ ۚ وَإِنْ يُّهْلِكُوْنَ إِلَّآ

এবং তারা মানা করে (লোকদেরকে) তা থেকে ও তারা দূরে থাকে তা হতে এবং না তারা ধ্বংস করে এছাড়া

أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوْا عَلَى

অথচ তাদের নিজেদেরকে না তারা উপলব্ধি করে এবং যদি দেখতে তুমি যখন তাদের দাঁড় করান হবে কাছে

النَّارِ فَقَالُوْا يٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيٰتِ رَبِّنَا

(দোযখের) আগুনের তখন তারা বলবে আমাদের আফসোস (সেখানে যদি)আমাদেরকে ফেরান হতো এবং না আমরা মিথ্যারোপ করতাম নিদর্শনগুলোকে আমাদের রবের

وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧﴾ بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُوْا

এবং হোতাম আমরা অন্তর্ভুক্ত মু'মিনদের বরং প্রকাশপাবে তাদের জন্যে যা তারা

يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَ

গোপন করতে ছিল ইতি পূর্বে এবং যদি প্রত্যাবর্তিত হয়ও পুনরাবৃত্তি করবে অবশ্যই যা কিছু তাদের নিষেধ করা হয়েছিল তাহতে এবং

إِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُوْٓا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

তারা নিশ্চয়ই অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং তারা বলে নাই এটা (অর্থাৎ আখেরাতের জীবন) ছাড়া আমাদের জীবন দুনিয়ার

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٢٩﴾

এবং না আমরা পুনরুত্থিত হব

২৬. তারা এই মহান সত্যবানী কবুল করার কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, আর তারা নিজেরাও তা হতে দূরে সরে থাকে। (তারা মনে করে যে, এরূপ করে তোমার কিছু-না-কিছু ক্ষতি-সাধন করছে) অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরা নিজেদেরই ধ্বংসের আয়োজন করছে; কিন্তু সে চেতনা তাদের নেই।

২৭. হায়, সেই সময়ের অবস্থা যদি তুমি দেখতে পারতে, যখন তাদেরকে দোযখের কিনারে দাঁড় করানো হবে তখন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি দুনিয়ায় আবার ফিরে যেতে পারতাম এবং সেখানে আল্লাহর নিদর্শন-সমূহ প্রত্যাখ্যান না করতাম ও ঈমানদার লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।

২৮. মূলতঃ এ কথা তারা শুধু এ জন্যে বলবে যে, যে সত্যকে তারা পূর্বে আবৃত ও গোপন করে রেখেছিল সে সময় তা উন্মুক্ত হয়ে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে; নতুবা তাদেরকে পূর্ববর্তী জীবনের দিকে যদি ফিরিয়ে দেয়া হয় তা হলেও তারা সে সব কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তো বড়ই মিথ্যাবাদী।

২৯. (এই জন্যে তাদের এই ইচ্ছা প্রকাশের ব্যাপারেও তারা মিথ্যাই বলে।) আজ তারা বলেঃ জীবন যা কিছু আছে তা শুধু এই দুনিয়ার জীবন। এবং মৃত্যুর পর আমরা কখনই পুনরুত্থান লাভ করব না।

وَ لَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ
এবং | যদি | দেখতে তুমি (সে অবস্থা) | যখন | তাদের দাঁড় করান হবে | সামনে | তাদের রবের | (আল্লাহ) বলবেন

أَلَيْسَ هَٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَ رَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟
কি নয় | এই (পুনরুত্থান) | সঠিক | তারা বলবে | হা | শপথ | আমাদের রবের | বলবেন তিনি | তোমরা তাহলে স্বাদ নাও

ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟
শাস্তির | একারণে যা | তোমরা অস্বীকার করতেছিলে | নিশ্চয়ই | ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে | যারা | মিথ্যা মনে করেছে

بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟
সাক্ষাতকে | আল্লাহর | এমন কি | যখন | তাদের কাছে আসবে | কিয়ামত | অকস্মাৎ | তারা বলবে

يَٰحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ
আমাদের আক্ষেপ হায় | এরউপর | যা | আমরা ত্রুটি করেছি | তার মধ্যে | এবং | তারা | বহন করবে | তাদের বোঝাসমূহ

عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾
উপর | পিঠগুলোর | তাদের | সাবধান | নিকৃষ্ট | যা | তারা বহন করবে

৩০. হায়, তোমরা যদি সে দৃশ্য দেখতে পার, যখন এদেরকে তাদের আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তাদের আল্লাহ তাদের জিজ্ঞাসা করবেনঃ এ কি সত্য নয়? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, হে আমাদের আল্লাহ, এ প্রকৃত সত্য। তখন আল্লাহ বলবেনঃ তা হলে এখন তোমরা প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফলস্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।

রুকূ-৪

৩১. ক্ষতিগ্রস্ত হল সে সব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হবার সংবাদকে মিথ্যা মনে করেছে। সেই সন্ধিক্ষণ যখন সহসা এসে পড়বে তখন তারা বলবেঃ হায়! এ ব্যাপারে আমাদের দ্বারা কতই না ত্রুটি হয়ে গেছে! তাদের অবস্থা এরূপ হবে যে, তারা নিজেদের পৃষ্ঠের উপর তাদের নিজেদের গুনাহের বোঝা বহন করে চলতে থাকবে। দেখ, এরা কত নিকৃষ্ট ধরনের বোঝা বহন করছে।

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَعِبٌ وَّ

এবং নয় জীবন দুনিয়ার এছাড়া ক্রীড়া ও

لَهْوٌ ۭ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

কৌতুক এবং আবাস নিশ্চয় আখিরাতের উত্তম তাদের জন্যে (যারা)

يَتَّقُوْنَ ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهٗ

আত্মরক্ষা করে চলে তবুও কি না তোমরা বুঝবে নিশ্চয় জানি আমরা তা নিশ্চয়

لَيَحْزُنُكَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوْنَكَ

তোমাকে অবশ্যই বিষন্ন করে যা তারা বলে তবে নিশ্চয় তারা না তোমাকে মিথ্যারোপ করে
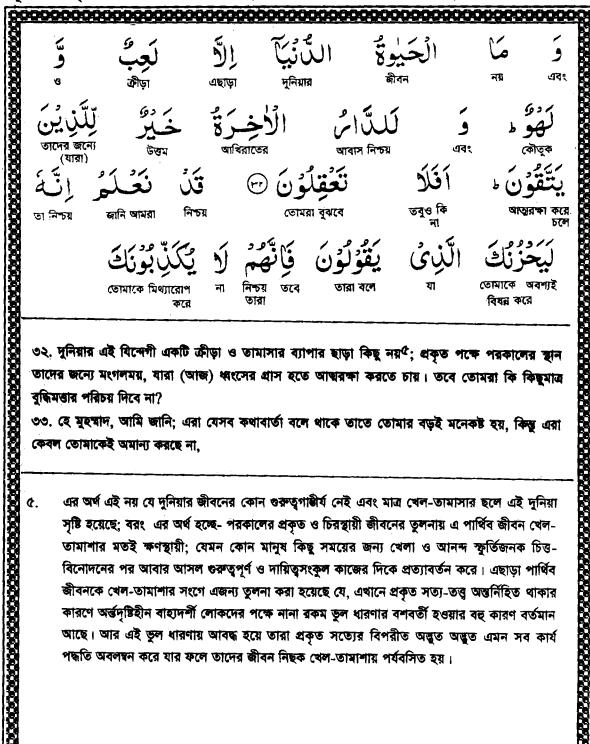
৩২. দুনিয়ার এই যিন্দেগী একটি ক্রীড়া ও তামাসার ব্যাপার ছাড়া কিছু নয়[৫]; প্রকৃত পক্ষে পরকালের স্থান তাদের জন্যে মংগলময়, যারা (আজ) ধ্বংসের গ্রাস হতে আত্মরক্ষা করতে চায়। তবে তোমরা কি কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিবে না?

৩৩. হে মুহম্মাদ, আমি জানি; এরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকে তাতে তোমার বড়ই মনেকষ্ট হয়, কিন্তু এরা কেবল তোমাকেই অমান্য করছে না,

৫. এর অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার জীবনের কোন গুরুত্বগাম্ভীর্য নেই এবং মাত্র খেল-তামাসার ছলে এই দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে- পরকালের প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবনের তুলনায় এ পার্থিব জীবন খেল-তামাশার মতই ক্ষণস্থায়ী; যেমন কোন মানুষ কিছু সময়ের জন্য খেলা ও আনন্দ স্ফূর্তিজনক চিত্ত-বিনোদনের পর আবার আসল গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বসংকুল কাজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এছাড়া পার্থিব জীবনকে খেল-তামাশার সংগে এজন্য তুলনা করা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত সত্য-তত্ত্ব অন্তর্নিহিত থাকার কারণে অর্ন্তদৃষ্টিহীন বাহ্যদর্শী লোকদের পক্ষে নানা রকম ভুল ধারণার বশবর্তী হওয়ার বহু কারণ বর্তমান আছে। আর এই ভুল ধারণায় আবদ্ধ হয়ে তারা প্রকৃত সত্যের বিপরীত অদ্ভুত অদ্ভুত এমন সব কার্য পদ্ধতি অবলম্বন করে যার ফলে তাদের জীবন নিছক খেল-তামাশায় পর্যবসিত হয়।

وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ

কিন্তু যালিমরা নিদর্শনাবলীকে আল্লাহর মানতেঅস্বীকার করছে এবং নিশ্চয় মিথ্যারোপ করা হয়েছে রসূলদেরকে

مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى

তোমার পূর্বেরও তারা তবে ধৈর্য ধরেছে এর উপর তাদের মিথ্যারোপ যাকিছু করা হয়েছে ও তাদের কষ্ট দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না

اَتٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ

তাদের কাছে এসেছে আমাদের সাহায্য ও নাই কোন পরিবর্তনকারী বাণীসমূহের আল্লাহর এবং নিশ্চয় তোমার কাছে এসেছে

مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٤﴾ وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ

(কিছু) খবর প্রেরিত পুরুষদের (সম্পর্কে) এবং যদি হয় কষ্টকর তোমার উপর

اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الْاَرْضِ

তাদের উপেক্ষা করা যদি তবে তুমি সমর্থ হও সন্ধান কর তুমি কোন সুড়ঙ্গ মধ্যে যমীনের

এই যালেমরা মূলতঃ আল্লাহর বাণী ও নিদর্শনসমূহকেই মানতে অস্বীকার করছে[৬]।

৩৪. তোমার পূর্বেও বহু সংখ্যক রসূলকে অমান্য করা হয়েছে; কিন্তু এই অমান্যতা ও তাঁদের প্রতি আরোপিত জ্বালাতন-নির্যাতন তাঁরা বরদাশত করে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমার সাহায্য তাঁদের প্রতি এসে পৌছেছে। আল্লাহর বানী-সমূহ পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই, পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে খবরাদি তো তোমার নিকট পৌছেছে।

৩৫. তা সত্তেও তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা যদি সহ্য করা তোমার পক্ষে কঠিন হয় তা হলে তোমার শক্তি থাকলে যমীনে কোন সুড়ংগ তালাশ কর,

৬. নবী করীম (সঃ) যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর বাণী শুনাবার কাজ শুরু করেননি ততোদিন তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে 'আমীন' ও 'সত্যবাদী' বলে মনে করতো এবং তার সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি পূর্ণ আস্থাবান ছিল। কিন্তু তারা তাঁকে অমান্য ও অস্বীকার করতে শুরু করলো তখন যখন তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের সামনে পেশ করতে শুরু করলেন। এই দ্বিতীয় পর্যায়েও তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিও এরূপ ছিল না যে রসূলে করীম (সঃ)-কে ব্যক্তিগত দিক দিয়ে মিথ্যাবাদী বলার দুঃসাহস করতে পারতো। তাঁর কোন প্রাণের শত্রুও কখনো তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেননি যে তিনি দুনিয়ার কোন ব্যাপারে কখনো কোন মিথ্যা বলেছেন। তারা তাঁর যা কিছু বিরোধিতা করেছে তা তাঁর নবী হওয়ার দিক দিয়েই। তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন ছিল আবুজেহেল। হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা মতে একবার আবুজেহেল নিজে নবী করীম (সঃ)-এর সংগে কথা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী তো বলিনা, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন আমরা তাকেই মিথ্যা বলছি'।

أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

বা | সিঁড়ি (চড়ার জন্যে) | মধ্যে | আকাশের | তাদেরকে অতঃপর এনেদাও | কোন নিদর্শন | এবং | যদি | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ (তবে)

لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾

তাদের অবশ্যই একত্র করতেন | উপর | হেদায়াতের (অর্থাৎ সৎপথের) | না অতএব | তুমি হয়ো | অন্তর্ভুক্ত | অবুঝদের

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ

প্রকৃতপক্ষে | ডাকে সাড়া দেয় | (তারাই) যারা | শ্রবণ করে | এবং | মৃতদেরকে | তাদের পুনর্জীবিত করবেন

اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ

আল্লাহ | এরপর | তারই দিকে | তাদের ফিরিয়ে আনা হবে | এবং | তারা বলে | কেন | না | নাযিল করা হয় | তার উপর | কোন নিদর্শন

مِنْ رَبِّهِ ۚ

পক্ষহতে | তার রবের

অথবা আকাশে সিড়ি লাগিয়ে নাও এবং তাদের সামনে কোন নিদর্শন পেশ করতে চেষ্টা কর। আল্লাহ চাইলে এ সব লোককে তিনি একত্রিত করে হেদায়াত করতে পারতেন। অতএব তুমি অজ্ঞ মূর্খের মত হয়ো না[৭]।

৩৬. আসলে সত্যের দাওয়াত পেয়ে তারাই সাড়া দেয় যারা শুনতে পায়; আর যারা মূর্দা[৮] তাদেরকে তো আল্লাহ কবর হতেই জিন্দা করে উঠাবেন। তখন আল্লাহর বিচারালয়ে উপস্থিত হবার জন্যে তাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

৩৭. এই লোকেরা বলেঃ এই নবীর উপর তার আল্লাহর নিকট হতে কোন নিদর্শন নাযিল হয় নি কেন?

৭. অর্থাৎ এই চিন্তার মধ্যে পড়না যে তাদের কোন আলৌকিক নিদর্শন দেখানো হোক যার দ্বারা তারা ঈমান নিয়ে আসবে। যদি আল্লাহতা'আলার উদ্দেশ্য এই হতো যে সারা মানব জাতিকে সত্য পথের উপর একত্রীত করে দেয়া হবে তবে তিনি সকলকে মু'মিন রূপেই পয়দা করে দিতেন; রসূল পাঠাবার ও বিশ্বাসীদল ও কাফের দলের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর দ্বন্দ্ব করানো কি প্রয়োজন ছিল?

৮. 'যারা শুনতে পায়' বলতে সেই সব লোক বোঝানো হচ্ছে যাদের অন্তর ও বিবেক জীবন্ত ও প্রানবন্ত আছে, যারা নিজেদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিকে অকর্মণ্য করে দেয়নি; এবং যারা নিজেদের অন্তঃকরণের দ্বারগুলোতে বিদ্বেষ ও জড়ত্বের তালা লাগিয়ে দেয়নি। অপরপক্ষে 'মুর্দা' হচ্ছে সেই সব লোক যারা গতানুগতিক ধারায় অন্ধত্বের মধ্যে জীবন-যাপন করে চলেছে এবং গতানুগতিক ধারা থেকে সামান্য বিচ্যুত হয়ে কোন কথা গ্রহণ করার জন্য তারা প্রস্তুত নয়– যদিও সে কথা সুস্পষ্ট সত্য হয়।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً

বল | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | সক্ষম | এর উপর | যে | নাযিল করবেন | কোন নিদর্শন

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ

কিন্তু | তাদের অধিকাংশই | না | তারা জানে | এবং | নাই | কোন | বিচরণশীল জন্তু | মধ্যে | পৃথিবীর

وَلَا طٰٓئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ؕ مَا فَرَّطْنَا

আর | না | পাখী (যা) | উড়ে | তার দুডানা দিয়ে | এছাড়া যে (তারাও) | জাতি প্রজাতি | তোমাদের সদৃশ্য | না | আমরা ত্রুটি রেখেছি (নিয়তি নির্ধারণে)

فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِيْنَ

মধ্যে | কিতাবের | কোন | কিছুই | এরপর | দিকে | তাদের রবের | তাদের একত্রিত করা হবে | এবং | যারা

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا صُمٌّ وَّبُكْمٌ فِى الظُّلُمٰتِ ؕ مَنْ يَّشَاِ اللّٰهُ

মিথ্যারোপ করেছে | আমাদের নিদর্শনগুলোকে | (তারা) বধির | ও | (তারাআছে) বোবা | মধ্যে | অন্ধকারের | যাকে | ইচ্ছে করেন | আল্লাহ

يُضْلِلْهُ ؕ

তাকে পথভ্রষ্ট করেন

তুমিবলঃ আল্লাহতা'আলা নিদর্শন নাযিল করতে পূর্ণ মাত্রায় ক্ষমতাবান; কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত[৯]।

৩৮. যমীনের উপর বিচরনশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখীই দেখ, এরা তোমাদের মতই বিচিত্র জাতি-প্রজাতি। আমরা এদের নিয়তি নির্ধারণ করায় কোন ত্রুটি রাখিনি। শেষ পর্যন্ত এদের সকলকেই তাদের রবের দিকে একত্রিত করে উপস্থিত করা হবে।

৩৯. কিন্তু যে সব লোক আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারা কালা ও বোবা; অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছে তারা। আল্লাহ্ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন,

৯. এখানে 'নিদর্শন' এর অর্থ হচ্ছে- অনুভবযোগ্য মু'জেযা (আলৌকিক ক্রিয়া)। আল্লাহতা'আলার বক্তব্য এই যে, মু'জেযা না দেখানোর কারণ এই নয় যে, তিনি তা দেখাতে অসমর্থ ; বরং তার কারণ অন্য কিছু। এই সব লোক নিজেদের নিছক অজ্ঞতার কারণে তা উপলব্ধি করতে পারছে না।

وَ مَنْ يَّشَاْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٣٩﴾

এবং | যাকে | ইচ্ছে করেন | তাকে রাখেন | উপর | পথের | সরল-সোজা

قُلْ اَ رَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ

বল | কি | তোমরা(ভেবে) দেখেছ | যদি | তোমাদের কাছে আসে | শাস্তি | আল্লাহর | বা | তোমাদের কাছে আসে | কিয়ামত

اَ غَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ ج اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ بَلْ اِيَّاهُ

(তবে) কি ব্যতীত | আল্লাহ | ডাকবে তোমরা (অন্য কাউকে) | যদি | তোমরা হও | সত্যবাদী (তবে উত্তর দাও) | (না) বরং | তাকেই শুধু

تَدْعُوْنَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ

ডাক তোমরা | অতঃপর | তিনি দূর করেন | যে জন্যে | তোমরা ডাক (অর্থাৎ দোয়াকরা) | তার কাছে | যদি | তিনি ইচ্ছে করেন
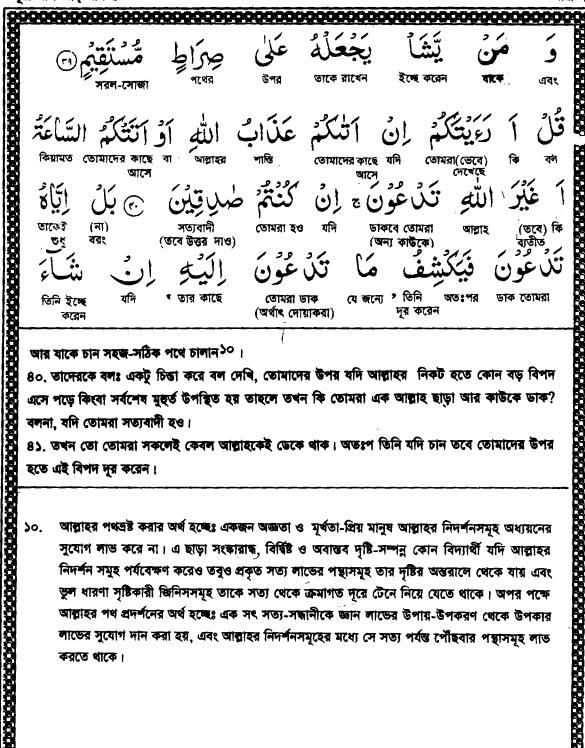
আর যাকে চান সহজ-সঠিক পথে চালান[১০]।

৪০. তাদেরকে বলঃ একটু চিন্তা করে বল দেখি, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর নিকট হতে কোন বড় বিপদ এসে পড়ে কিংবা সর্বশেষ মুহূর্ত উপস্থিত হয় তাহলে তখন কি তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ডাক? বলনা, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৪১. তখন তো তোমরা সকলেই কেবল আল্লাহকেই ডেকে থাক। অতঃপ তিনি যদি চান তবে তোমাদের উপর হতে এই বিপদ দূর করেন।

১০. আল্লাহর পথভ্রষ্ট করার অর্থ হচ্ছেঃ একজন অজ্ঞতা ও মূর্খতা-প্রিয় মানুষ আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করে না। এ ছাড়া সংস্কারান্ধ, বিদ্বিষ্ট ও অবাস্তব দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন বিদ্যার্থী যদি আল্লাহর নিদর্শন সমূহ পর্যবেক্ষণ করেও তবুও প্রকৃত সত্য লাভের পন্থাসমূহ তার দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায় এবং ভুল ধারণা সৃষ্টিকারী জিনিসসমূহ তাকে সত্য থেকে ক্রমাগত দূরে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। অপর পক্ষে আল্লাহর পথ প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছেঃ এক সৎ সত্য-সন্ধানীকে জ্ঞান লাভের উপায়-উপকরণ থেকে উপকার লাভের সুযোগ দান করা হয়, এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে সে সত্য পর্যন্ত পৌঁছবার পন্থাসমূহ লাভ করতে থাকে।

وَ تَنۡسَوۡنَ مَا تُشۡرِكُوۡنَ ﴿٤١﴾ ع وَ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰۤی اُمَمٍ

এবং (তখন) / তোমরা ভুলে যাও / যাকে / তোমরা শিরককরে থাক / এবং / নিশ্চয়ই / আমরা পাঠিয়েছি (রসূলদেরকে) / প্রতি / জাতিগুলোর

مِّنۡ قَبۡلِكَ فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِالۡبَاۡسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ

তোমার পূর্বেও / তাদেরকেঅতঃপর আমরা ধরেছি / বিপদ দিয়ে / ও / কষ্ট (দিয়ে) / তারা যাতে

یَتَضَرَّعُوۡنَ ﴿٤٢﴾ فَلَوۡ لَاۤ اِذۡ جَآءَهُمۡ بَاۡسُنَا تَضَرَّعُوۡا

বিনীত হয় / কেনঅতঃপর / না / যখন / এসেছিল / তাদের (কাছে) / আমাদের শাস্তি / তারা বিনীত হল

وَ لٰكِنۡ قَسَتۡ قُلُوۡبُهُمۡ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیۡطٰنُ مَا كَانُوۡا

বরং / শক্ত হয়ে গেল / তাদের অন্তরগুলো / এবং / সুশোভিত করেছিল / তাদের জন্যে / শয়তান / যা / তারা

یَعۡمَلُوۡنَ ﴿٤٣﴾

কাজ করতেছিল

এই ধরনের অবস্থায় তোমরা তোমাদের বানিয়ে নেয়া শরীক-মাবুদদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও[১১]।

রুকূ-৫

৪২. তোমার পূর্বে অসংখ্য জাতির প্রতি আমরা রসূল পাঠিয়েছি; সেই জাতিগুলোকে বহু বিপদ-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্টে নিমজ্জিত করেছি, যেন তারা নম্রতার সাথে আমাদের সামনে নতি স্বীকার করে।

৪৩. এরূপ অবস্থায় আমাদের পক্ষ হতে যখন তাদের উপর কঠোরতা এসেছে, তখন তারা কোন নম্রতা ও বিনয় স্বীকার করে নি; বরং তাদের দিল তখন আরো অধিক শক্ত হয়ে গেছে। আর শয়তান তাদেরকে এই সান্ত্বনা দিয়েছে যে, তারা যা কিছু করছে ভালই করছে।

---

১১. অর্থাৎ এ নিদর্শন তো তোমাদের নিজদের সত্তার মধ্যে বর্তমান আছে। যখন তোমাদের উপর কোন বড় বিপদ ঘটে, কিংবা মৃত্যু তার ভয়াবহরূপ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়; সে সময় আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া দ্বিতীয় কোন আশ্রয়স্থল তোমরা দেখতে পাওনা, বড় বড় মুশরেকরাও এরূপ অবস্থায় নিজেদের উপাস্য দেবতাদের বিস্মৃত হয়ে একমাত্র সেই এক আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে। কট্টর থেকে কট্টর নাস্তিকও আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় হাত প্রসারিত করে দেয়। এ ঘটনা এই সত্যই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পরস্ত ও তওহীদের সাক্ষ্য প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান আছে। তার উপর উদাসীনতা ও অজ্ঞানতার যতই আবরণ ঢেকে দেয়া হোক না কেন তবুও তা কখনো কখনো আবরণ ভেদ করে উপরে জাগরুক হয়।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
যখন অতঃপর | তারা ভুলে গেল | যা | তাদের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল | সে সম্পর্কে | আমরা তখন খুলে দিলাম | তাদের উপর

اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۭ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ
(স্বচ্ছলতার) দরজাসমূহ | সব কিছুর | এমন কি | যখন | তারা উল্লসিত হল | এজন্যে যা | তাদের দেওয়া হয়েছিল | তাদের আমরা ধরলাম

بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ
অকস্মাৎ | তখন ফলে | তারা | হতাশাগ্রস্ত হল | অতঃপর কেটে দেওয়া হল | শিকড় | (ঐ) লোকদের

الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۭ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٥﴾ قُلْ
যারা | যুলুম করেছিল | আর | সব প্রশংসা | আল্লাহরই জন্যে | (যিনি) রব | বিশ্বজাহানের | বল

اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَ اَبْصَارَكُمْ وَ خَتَمَ
তোমরা (ভেবে) দেখছ কি | যদি | নিয়ে নেন | আল্লাহ | তোমাদের শ্রবণ শক্তি | ও | তোমাদের দৃষ্টি শক্তি | এবং | মোহর লাগান

عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهٖ ۭ
উপর | তোমাদের অন্তর গুলোর | কোন্ | ইলাহ (আছে) | ব্যতীত | আল্লাহ (যে) | তা তোমাদের ফিরিয়ে দেবে

৪৪. অতঃপর তারা যখন তাদের প্রতি যে নসীহত করা হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন সকল প্রকার সচ্ছলতার দুয়ার তাদের জন্যে খুলে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তারা যখন তাদের দেয়া নিয়ামতসমূহে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে গেল তখন আমরা সহসা তাদেরকে পাকড়াও করেছি। এখন অবস্থা এই হল যে, তারা সকল কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে গেল।

৪৫. এভাবে সেই সমস্ত লোকের শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে যারা যুলম করেছে; আর প্রকৃতপক্ষে সকল তা'রিফ ও প্রশংসা রব্বুল আ'লামীন আল্লাহর জন্যে। (এ জন্যে যে, তিনি এই সব লোকের শিকড় কেটে দিয়েছেন)।

৪৬. হে মুহাম্মদ! তাদেরকে বলঃ একথা কি তোমরা কখনো চিন্তা করেছ যে, আল্লাহই যদি তোমাদের দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের দিলের কপাট বন্ধ করে দেন[১২] তা হলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ এমন আছে, তোমাদেরকে এই শক্তি ফিরিয়ে দেবে?

১২. এখানে অন্তকরণের উপর মোহর লাগানোর অর্থ চিন্তা করার ও বুঝবার শক্তি হরণ করে নেয়া।
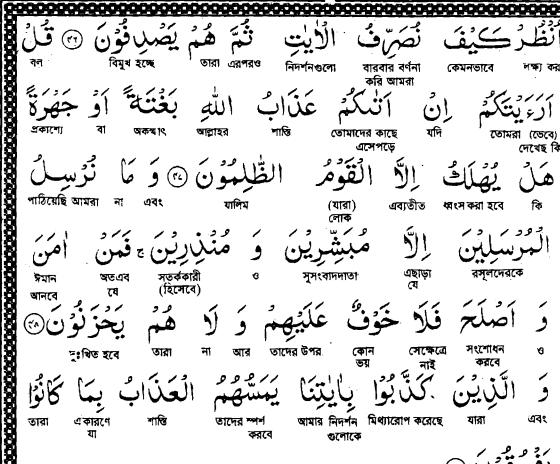
দেখ, আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ কেমন করে বার বার তাদের সামনে পেশ করছি। তা সত্ত্বেও এগুলো কিভাবে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে।

৪৭. তোমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, আল্লাহর নিকট হতে যদি হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যভাবে তোমাদের উপর আযাব এসে পড়ে তখন যালেম লোকেরা ছাড়া অপর কেউ কি ধ্বংস হবে?

৪৮. আমরা যে রসূলই পাঠাই, তাকে এ জন্যেই তো পাঠাই যে, তারা নেক চরিত্রের লোকদের জন্যে সুসংবাদদাতা হবে, আর খারাব চরিত্রের লোকদের জন্যে হবে ভয় প্রদর্শনকারী। যারা তাদের কথা মেনে নিবে ও নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নিবে তাদের জন্যে কোন ভয় ও দুঃখের কারণ হবে না।

৪৯. আর যারা আমাদের আয়াত ও নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করবে তারা নিজেদের এই না-ফরমানীর ফল হিসেবে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে।

قُلْ	لَّآ	اَقُوْلُ	لَكُمْ	عِنْدِىْ	خَزَآئِنُ	اللّٰهِ
(হেনবী) বল	না	বলি আমি	তোমাদেরকে (যে)	আমার কাছে (আছে)	ধনভান্ডারসমূহ	আল্লাহর

وَ	لَآ	اَعْلَمُ	الْغَيْبَ	وَ	لَآ	اَقُوْلُ	لَكُمْ	اِنِّىْ	مَلَكٌ ج	اِنْ
এবং	না	জানি আমি	অদৃশ্যকে	এবং	না	বলি আমি	তোমাদেরকে (যে)	আমি নিশ্চয়	ফেরেশতা	(প্রকৃতপক্ষে) না

اَتَّبِعُ	اِلَّا	مَا	يُوْحٰٓى	اِلَىَّ ط	قُلْ	هَلْ	يَسْتَوِى	الْاَعْمٰى
অনুসরণ করি আমি	এছাড়া	যা	ওহী করা হয়	আমার প্রতি	বল	কি	সমান হয়	অন্ধ

وَ	الْبَصِيْرُ ط	اَفَلَا	تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٥٠﴾ ع	وَ	اَنْذِرْ	بِهِ	الَّذِيْنَ
আর	চক্ষুমান	তবে কি না	তোমরা চিন্তা কর	আর (হে নবী)	তুমি সতর্ক কর	এ সম্পর্কে	(তাদেরকে) যারা

يَخَافُوْنَ	اَنْ	يُّحْشَرُوْٓا	اِلٰى	رَبِّهِمْ	لَيْسَ	لَهُمْ	مِّنْ
ভয় করে	যে	একত্রিত করা হবে	দিকে	তাদের রবের	নাই	তাদের জন্যে	

دُوْنِهٖ	وَلِىٌّ	وَّ	لَا	شَفِيْعٌ	لَّعَلَّهُمْ	يَتَّقُوْنَ ﴿٥١﴾
তিনি ছাড়া	কোন অভিভাবক	এবং	না	কোন সুপারিশকারী	তারা যাতে	তাকওয়াঅবলম্বন করে

৫০. হে মুহাম্মদ ! তাদেরকে বলঃ আমি তোমাদেরকে একথা বলিনা যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন–ভান্ডার রয়েছে, না আমি গায়েবের কোন জ্ঞান রাখি, না এ কথা বলি যে, আমি ফিরেশতা; আমি তো শুধু সেই অহীর অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করে দেখ না?

রুকু-৬

৫১. হে মুহাম্মাদ, তুমি এর (অহীর জ্ঞানের)সাহায্যে সেই লোকদের ভয় প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদের কখনো আল্লাহর সামনে এমন ভাবে উপস্থিত হতে হবে যেখানে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ (এমন শক্তিমান) হবে না যে তাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু হতে পারে; কিংবা তাদের জন্যে শাফায়াত করতে পারে। সম্ভবতঃ এই উপদেশ দানে ও ভয় প্রদর্শনে তারা আল্লাহ-ভীতির নীতি ও আদর্শ ও অবলম্বন করবে।

وَ	لَا	تَطْرُدِ	الَّذِيْنَ	يَدْعُوْنَ	رَبَّهُمْ	بِالْغَدٰوةِ	وَ	الْعَشِيِّ
এবং	না	দূরে সরিয়ে দিয়ো	(তাদেরকে) যারা	ডাকে	তাদের রবকে	সকালে	ও	সন্ধ্যায়

يُرِيْدُوْنَ	وَجْهَهٗ ط	مَا	عَلَيْكَ	مِنْ	حِسَابِهِمْ	مِّنْ
তারা চায়	তাঁর সন্তুষ্টি	নাই	তোমার উপর		তাদের হিসাব (দেওয়ার দায়িত্ব)	কোন

شَيْءٍ	وَّ	مَا	مِنْ	حِسَابِكَ	عَلَيْهِمْ	مِّنْ	شَيْءٍ	فَتَطْرُدَهُمْ
কিছুই	এবং	না (আছে)		তোমার হিসাব	তাদের উপর	কোন	কিছুই	তাদেরকে অতএব (যদি) দূরে সরাও

فَتَكُوْنَ	مِنَ	الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٢﴾	وَ	كَذٰلِكَ	فَتَنَّا	بَعْضَهُمْ
হবে তুমি তবে	অন্তর্ভুক্ত	যালিমদের	এবং	এভাবে	আমরা পরীক্ষা করেছি	তাদের কাউকে

بِبَعْضٍ	لِّيَقُوْلُوْٓا	اَهٰٓؤُلَآءِ	مَنَّ	اللّٰهُ	عَلَيْهِمْ	مِّنْ
(অন্য) কাউকে	তারা বলে যেন	এসব লোকদের কি	অনুগ্রহ করেছেন	আল্লাহ	তাদের উপর	হতে

بَيْنِنَا ط
আমাদের মধ্য

৫২. আর যারা তাদের আল্লাহকে দিন-রাত ডাকতে থাকে ও তাঁর সন্তোষ সন্ধানে নিমগ্ন হয়ে আছে তাদেরকে নিজেদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে দিওনা, তাদের হিসেবের কোন জিনিসের দায়িত্ব তোমাদের নেই, আর তোমাদের হিসেবেরও কোন জিনিসের বোঝা তাদের উপর নয়। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি যালেমদের মধ্যে গন্য হবে।

৫৩. মূলতঃ আমরা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্যে এই ভাবেই পরীক্ষায় নিমজ্জিত করেছি[১৩]। যেন তারা তাদেরকে দেখে বলেঃ এরা কি সেই লোক আমাদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী হয়েছে?

---

১৩. অর্থাৎ গরীব, নিঃস্ব ও সেইসব লোক যারা সমাজে মর্যাদাহীন। সকলের আগে এদের ঈমান আনার সুযোগ দিয়ে আমি ধন ও সম্মানের গর্বে গর্বিত লোকদেরকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছি।

আরবী	অর্থ
اَلَيْسَ	কি নন
اللّٰهُ	আল্লাহ
بِاَعْلَمَ	অধিক অবহিত
بِالشّٰكِرِيْنَ ﴿٥٣﴾	সম্পর্কে শুকরকারীদের
وَ	এবং
اِذَا	যখন
جَآءَكَ	তোমার কাছে আসে
الَّذِيْنَ	(তারা) যারা
يُؤْمِنُوْنَ	ঈমান এনেছে
بِاٰيٰتِنَا	আমাদের নিদর্শনগুলোর উপর
فَقُلْ	তখন বল
سَلٰمٌ	শান্তি (বর্ষিত হউক)
عَلَيْكُمْ	তোমাদের উপর
كَتَبَ	নির্ধারিত করে নিয়েছেন
رَبُّكُمْ	তোমাদের রব
عَلٰى	উপর
نَفْسِهِ	তাঁর নিজের
الرَّحْمَةَ	রহমত
اَنَّهٗ	তা এমন যে
مَنْ	যে কেউ
عَمِلَ	কাজ করে বসে
مِنْكُمْ	তোমাদের মধ্যে
سُوْٓءًا	মন্দ
بِجَهَالَةٍ	অজ্ঞতাবশতঃ
ثُمَّ	এরপর
تَابَ	তওবা করে
مِنْۢ بَعْدِهٖ	তার পর
وَ	ও
اَصْلَحَ	সংশোধিত হয়
فَاَنَّهٗ	তিনি তবে বাস্তবিকই
غَفُوْرٌ	ক্ষমাশীল
رَّحِيْمٌ ﴿٥٤﴾	মেহেরবান

আল্লাহ্ কি তাঁর শোকর আদায়কারী বান্দাদেরকে তাদের অপেক্ষা বেশী জানেন না?

৫৪. আমাদের আয়াতের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যখন তোমর নিকট আসে, তখন তাদেরকে বলঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের আল্লাহ দয়া-অনুগ্রহের নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তাঁর এই দয়া-অনুগ্রহের কারণেই তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং নরম ব্যবহার করেন[১৪]।

১৪. যেসব লোক সে সময় নবী করীমের(সঃ) উপর ঈমান এনেছিলে তাদের মধ্যে অনেক এরূপ লোকও ছিল যাদের দ্বারা ইসলাম পূর্ব যামানায় বড় বড় পাপ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। এখন ইসলাম গ্রহণ করার পর যদিও তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল তবুও ইসলামের বিরুদ্ধাচারীরা তাদের অতীত জীবনের দোষ-ত্রুটি ও কাজের উল্লেখ করে তাদেরক্ষে লাঞ্ছিত করতে চাইতো। এই সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে যে, ঈমানদারদেরক আশ্বাস দান করে তাদের বলে দাও- যে ব্যক্তি তওবা করে অনুতাপসহ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তার অতীত দোষ-ত্রুটির জন্য পাকড়াও করার রীতি আল্লাহতা'আলার কাছে নেই।

وَ	كَذٰلِكَ	نُفَصِّلُ	الْاٰيٰتِ	وَ	لِتَسْتَبِيْنَ
এবং	এভাবে	বিস্তারিত বর্ণনা করি আমরা	নিদর্শনগুলোকে	এবং	সুস্পষ্ট প্রকাশ হয় যেন

سَبِيْلُ	الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٥٥﴾	قُلْ	اِنِّيْ	نُهِيْتُ	اَنْ	اَعْبُدَ	الَّذِيْنَ
পথ	অপরাধীদের	বল	নিশ্চয়	আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমাকে	যে	(যেন না) আমি ইবাদত করি	(তাদেরকে) যাদের

تَدْعُوْنَ	مِنْ	دُوْنِ	اللّٰهِ ؕ	قُلْ	لَّاۤ	اَتَّبِعُ	اَهْوَآءَكُمْ ۙ
তোমরা ডাক		ছাড়া	আল্লাহ	বল	না	অনুসরণ করি আমি	তোমাদের খেয়াল খুশির

قَدْ	ضَلَلْتُ	اِذًا	وَّ	مَاۤ	اَنَا	مِنَ	الْمُهْتَدِيْنَ ﴿٥٦﴾	قُلْ
নিশ্চয়ই	আমি পথভ্রষ্ট হব	তাহলে	এবং	না (হব)	আমি	অন্তর্ভুক্ত	সঠিক পথপ্রাপ্তদের	বল

اِنِّيْ	عَلٰى	بَيِّنَةٍ	مِّنْ	رَّبِّيْ	وَ	كَذَّبْتُمْ	بِهٖ ؕ	مَا	عِنْدِيْ
নিশ্চয়ই আমি	উপর	স্পষ্টপ্রমাণের (প্রতিষ্ঠিত)	পক্ষহতে	আমার রবের	অথচ	তোমরামিথ্যা আরোপকরছ	সেবিষয়ে	নাই	আমার কাছে

مَا	تَسْتَعْجِلُوْنَ	بِهٖ ؕ	اِنِ	الْحُكْمُ	اِلَّا	لِلّٰهِ ؕ	يَقُصُّ
যা	তোমরা শীঘ্র চাচ্ছ	তা	নাই	ফয়সালার ক্ষমতা	ব্যতীত	আল্লাহ	তিনি বর্ণনা করেন

الْحَقَّ	وَ	هُوَ	خَيْرُ	الْفٰصِلِيْنَ ﴿٥٧﴾	قُلْ	لَّوْ	اَنَّ	عِنْدِيْ	مَا
সত্যকে	এবং	তিনিই	উত্তম	ফয়সালাকারীদের	বল	যদি	হত	আমার কাছে	যা

تَسْتَعْجِلُوْنَ	بِهٖ	لَقُضِيَ	الْاَمْرُ	بَيْنِيْ	وَ	بَيْنَكُمْ ؕ
তোমরা শীঘ্র চাচ্ছ	তা	ফয়সালা(তাহলে) হয়েযেত অবশ্যই	ব্যাপারটির	আমার মাঝে	ও	তোমাদের মাঝে

৫৫. এভাবেই আমরা আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে পেশকরি, যেন অপরাধীদের পথ সুপ্রকট হয়ে উঠে।

রুকু-৭

৫৬. হে মুহাম্মদ, তাদের বলঃ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আর যাদেরই পূজা-উপাসনা কর তাদের দাসত্ব করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলঃ আমি তোমাদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করব না। এরূপ করলে আমি পথ-ভ্রষ্ট হয়ে যাব, সৎ পথে পথিক হতে ও হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের সাথে শামিল থাকতে পারব না।

৫৭. বলঃ আমি আমার আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত এক উজ্জ্বল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত , অথচ তোমরা তা অবিশ্বাস করলে। সেই জিনিস আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই যা তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও। ফয়সালা করার সমগ্র ইখতিয়ার কেবল মাত্র আল্লাহরই। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

৫৮. বলঃ সেই জিনিস যদি আমার ইখতিয়ারে থাকত যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাও তা হলে তোমাদের ও আমার মধ্যে কবেই না ফয়সালা হয়ে যেত।
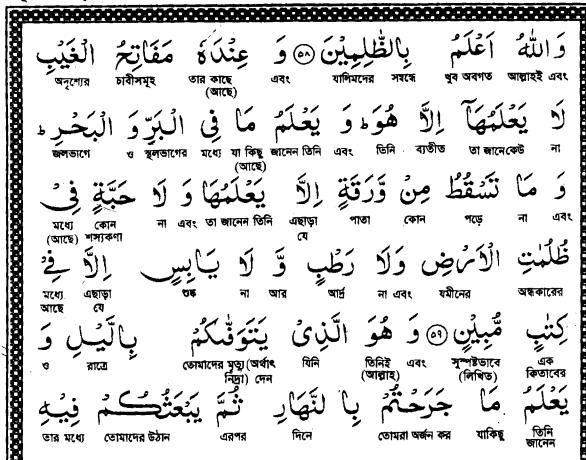
কিন্তু যালেমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৫৯. সমস্ত গায়েবের চাবি-কাঠি তাঁরই নিকটে, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেনা। স্থল ও জল ভাগে যা কিছু আছে তিনি তার সবকিছুই জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালে একটি দানাও এমন নেই যা সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। আর্দ্র ও শুষ্ক জিনিস সব কিছুই এক উম্মুক্ত কিতাবে লিখিত রয়েছে।

৬০. তিনি রাত্রিবেলা তোমাদের রূহ কবয করেন, আর দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি জানেন। তার দ্বিতীয় দিনে তিনি তোমাদেরকে সেই কর্ম-জগতে ফিরিয়ে পাঠান,

যেন জীবনের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ হতে পারে। কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি কাজ করছ তা তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন।

রুকু-৮

৬১. তাঁর বান্দাদের উপর তিনি পূর্ণ কতৃত্বশীল, তোমাদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করে পাঠান। এমন কি, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় যখন উপস্থিত হয় তখন তাঁর প্রেরিত ফিরেশতা তার প্রাণ বের করে নেয় এবং নিজদের কর্তব্য পালনে একবিন্দু ত্রুটি করেনা।

৬২. অতপর সকলেই স্বীয় প্রকৃত মনিব ও মাবুদের নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়। সাবধান থেকো, ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত গ্রহনের সমস্ত ইখতিয়ার কেবল তাঁরই রয়েছে; হিসেব গ্রহণে তিনি পূর্ণমাত্রায় ক্ষমতাশালী।

৬৩. হে নবী মুহাম্মদ, এদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ মরুপ্রান্তর ও নদী-সমুদ্রের পুঞ্জিভূত অন্ধকারে তোমাদেরকে রক্ষা করেন কে? কার সামনে (বিপদের সময়) কাতর কণ্ঠে ও চুপেচুপে প্রার্থনা ও দোয়া করতে থাক?

لَئِنْ اَنْجٰنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٣﴾

যদি অবশ্য (এবং বলে থাক) | আমাদের উদ্ধার করেন | হতে | এই (বিপদ) | আমরা (তবে) হব অবশ্যই | অন্তর্ভুক্ত | শুকরকারীদের

قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَا وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ اَنْتُمْ

বল | আল্লাহ | তোমাদের উদ্ধার করেন | তা হতে | এবং | হতে | দুঃখ বিপদ সব | এরপরও | তোমরা

تُشْرِكُوْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ

শিরক কর | বল | তিনিই | সক্ষম | এরউপর | যে | পাঠাবেন | তোমাদের উপর

عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ

আযাব | থেকে | তোমাদের উপর | বা | থেকে | তল দেশ | তোমাদের পায়ের
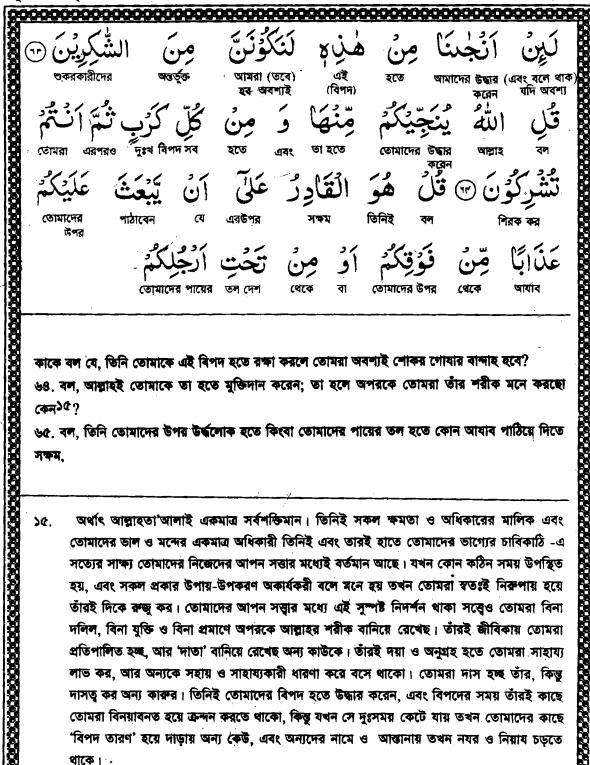
কাকে বল যে, তিনি তোমাকে এই বিপদ হতে রক্ষা করলে তোমরা অবশ্যই শোকর গোযার বান্দাহ হবে?

৬৪. বল, আল্লাহই তোমাকে তা হতে মুক্তিদান করেন; তা হলে অপরকে তোমরা তাঁর শরীক মনে করছো কেন[১৫]?

৬৫. বল, তিনি তোমাদের উপর উর্দ্ধলোক হতে কিংবা তোমাদের পায়ের তল হতে কোন আযাব পাঠিয়ে দিতে সক্ষম,

---

১৫. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলাই একমাত্র সর্বশক্তিমান। তিনিই সকল ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক এবং তোমাদের ভাল ও মন্দের একমাত্র অধিকারী তিনিই এবং তারই হাতে তোমাদের ভাগ্যের চাবিকাঠি -এ সত্যের সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের আপন সত্তার মধ্যেই বর্তমান আছে। যখন কোন কঠিন সময় উপস্থিত হয়, এবং সকল প্রকার উপায়-উপকরণ অকার্যকরী বলে মনে হয় তখন তোমরা স্বতঃই নিরুপায় হয়ে তাঁরই দিকে রুজু কর। তোমাদের আপন সত্ত্বার মধ্যে এই সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তোমরা বিনা দলিল, বিনা যুক্তি ও বিনা প্রমাণে অপরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে রেখেছ। তাঁরই জীবিকায় তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছ, আর 'দাতা' বানিয়ে রেখেছ অন্য কাউকে। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ হতে তোমরা সাহায্য লাভ কর, আর অন্যকে সহায় ও সাহায্যকারী ধারণা করে বসে থাকো। তোমরা দাস হচ্ছ তাঁর, কিন্তু দাসত্ব কর অন্য কারুর। তিনিই তোমাদের বিপদ হতে উদ্ধার করেন, এবং বিপদের সময় তাঁরই কাছে তোমরা বিনয়াবনত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকো, কিন্তু যখন সে দুঃসময় কেটে যায় তখন তোমাদের কাছে 'বিপদ তারণ' হয়ে দাড়ায় অন্য কেউ, এবং অন্যদের নামে ও আস্তানায় তখন নযর ও নিয়ায চড়তে থাকে।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّ يُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ط اُنْظُرْ

বা তোমাদের বিভক্ত করতে পারেন — বিভিন্ন দলে — এবং — আস্বাদন করাতে পারেন — তোমাদের কতককে (দিয়ে) — সংঘর্ষের (কুফল) — কতককে — লক্ষ্য কর

كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ كَذَّبَ بِهٖ

কিভাবে — আমরা বারবার বর্ণনা করি — আমার নিদর্শনাবলী — তারা সম্ভবত — বুঝে নেবে (নিগূঢ় তথ্য) — এবং — অস্বীকার করেছে — সে সম্পর্কে

قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ ط قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿٦٦﴾

তোমার জাতি — অথচ — তা (অর্থাৎ আয়াত) — সত্য — তুমি বল — আমি নই — তোমাদের উপর — কার্যনির্বাহক

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ ز وَّ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ اِذَا رَاَيْتَ

জন্যে প্রত্যেক — সংবাদ (প্রকাশের) — নির্দিষ্ট সময় (রয়েছে) — এবং — শীঘ্রই — তোমরা জানবে — এবং — যখন — তুমি দেখ

الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى

(তাদেরকে) যারা — আলোচনা করছে (উপহাসমূলক) — সম্বন্ধে — আমার আয়াত গুলো — তখন সরে থাক — তাদের থেকে — যতক্ষণ না

يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ط

তারা আলোচনা করে — সম্বন্ধে — (অন্য) কথা — ব্যতীত তা

অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে এক দল দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। দেখ, আমরা কিভাবে বারে বারে বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের আয়াতসমূহ তাদের সামনে পেশ করছি। সম্ভবতঃ তারা এই নিগূঢ় কথা বুঝতে পারবে।

৬৬. তোমার জাতি এটা অস্বীকার করছে, অথচ তা সত্য ও প্রকৃত। তাদের বল, আমি তোমাদের উপর হাবিলদার নিযুক্ত হয়ে আসেনি[১৬]।

৬৭. প্রত্যেক সংবাদ প্রকাশেরই এক নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা নিজেরাই পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে।

৬৮. হে মুহাম্মদ, তুমি যখন দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াত সমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট হতে সরে যাও যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথা-বার্তা বন্ধ করে অপর কোন কথায় মগ্ন হয়।

---

১৬. অর্থাৎ আমার এ কাজ নয় যে, তোমরা যা দেখছো না তা আমি বল পূর্বক তোমাদের দৃষ্টিগোচর করাবো এবং যা কিছু তোমরা বুঝছো না তা বল পূর্বক তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো। আর যদি তোমরা না দেখ ও না বোঝ তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করাও আমার কাজ নয়।

وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ

এবং যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় শয়তান তবে না তুমি বসবে পরে স্মরণের সাথে

الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾ وَ مَا عَلَى الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِمْ

লোকদের (যারা) যালিম এবং নাই (দায়িত্ব) উপর (তাদের) যারা ভয় করে থেকে তাদের হিসাবের

مِّنْ شَيْءٍ وَّلٰكِنْ ذِكْرٰى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٦٩﴾ وَ ذَرِ

কোন কিছুই কিন্তু উপদেশের (দায়িত্ব আছে) তারা যাতে বিরত থাকে এবং ছেড়ে দাও

الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّ لَهْوًا وَّ غَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ

(তাদেরকে) যারা গ্রহণ করেছে তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া ও কৌতুক রূপে ও তাদের প্রতারিত করেছে জীবন

الدُّنْيَا وَ ذَكِّرْ بِهٖٓ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ ۖ

দুনিয়ার এবং উপদেশ দাও তা(অর্থাৎ কোরআন) দিয়ে যেন (না) ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হয় কোন ব্যক্তি কারণে যা সে অর্জন করেছে

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيْعٌ ۚ

(সেসময়) না তার জন্যে (থাকবে) ছাড়া আল্লাহ কোন বন্ধু আর না কোন সুপারিশকারী

আর শয়তান যদি কখনো তোমাকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয় তবে যখনি তোমার এই ভুলের অনুভূতি হবে তার পর এই যালেম লোকদের কাছে বসবে না।

৬৯. তাদের কাজের কোন জিনিসেরই কোন দায়িত্ব পরহেযগার লোকদের উপর অর্পিত নয়; অবশ্য তাদের উপদেশ দান করা কর্তব্য । এই আশায় যে, তারা যদি তাদের ভ্রান্ত-নীতি ও চরিত্র হতে বিরত থাকে।

৭০. যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশা বানিয়ে নিয়েছে, আর দুনিয়ার জীবন যাদেরকে ধোকায় নিমজ্জিত করেছে তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে তাদেরকেও এই কুরআন শুনিয়ে নসীহত ও সতর্ক করতে থাক, এই ভয়ে যে, কেউ কোথাও নিজস্ব কীর্তি-কলাপের দরুণ খারাব পরিনামে নিমজ্জিত হয়ে না যায়। বিশেষতঃ এমতাবস্থায় যে, আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করার জন্যে কোন বন্ধু সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না।

وَ اِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

এবং যদি সে বিনিময় দিতে চায় (সম্ভব্য) সবকিছু বিনিময় (তবুও) না গ্রহণ করা হবে তার থেকে ঐসব লোক (তারাই) যাদেরকে

اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا ۚ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّ عَذَابٌ

ধ্বংসে নিক্ষেপ করা হবে একারণে যা তারা অর্জন করেছে তাদের জন্যে (থাকবে) পানীয় হতে ফুটন্ত পানি ও আযাব

اَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ۝ قُلْ اَنَدْعُوْا مِنْ دُوْنِ

অতি কষ্ট দায়ক এ কারণে যা তারা অস্বীকার করতেছিল (হেনবী) বল কি আমরা ডাকব ছাড়া

اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعْقَابِنَا

আল্লাহ (অন্যদেরকে) যা না আমাদের উপকার করতেপারে আর না আমাদের ক্ষতি করতে পারে এবং (কি) ফিরব আমরা উপর আমাদের গোড়ালীর (অর্থাৎ পিছনের দিকে)

بَعْدَ اِذْ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسْتَهْوَتْهُ الشَّيٰطِيْنُ

এরপরেও যখন আমাদের হেদায়াত দিয়েছেন আল্লাহ (তার) মত যাকে তাকে বিভ্রান্ত করেছে শয়তান

فِى الْاَرْضِ حَيْرَانَ ص لَهٗٓ اَصْحٰبٌ يَّدْعُوْنَهٗٓ اِلَى

মধ্যে পৃথিবীর দিশেহারা হয়ে (সে ফিরছে) তার আছে সংগী-সাথী তাকে তারা ডাকছে দিকে

الْهُدَى ائْتِنَا ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ

সঠিক পথের (এই বলে) আমাদের কাছে আস বল নিশ্চয় সঠিক পথই আল্লাহর সেটাই সঠিক পথ

আর যদি সম্ভাব্য সকল জিনিস 'ফিদিয়া' দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে চায় তবে তাও তার নিকট হতে কবুল করা হবে না। কেননা এই সব লোক তো নিজেদের কাজের ফলেই ধরা পড়ে যাবে। সত্যকে অস্বীকার করার পরিণামে তাদেরকে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্যে ও পীড়নকারী আযাব ভোগ করার জন্যেও দেয়া হবে।

রুকু-৯

৭১. হে নবী, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করঃ আমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে কি ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, না পারে কোন ক্ষতি করতে? বিশেষতঃ আল্লাহ যখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, এখন কি আমরা উল্টা পায়ে ফিরে যাব? আমরা কি নিজেদের অবস্থা এমন ব্যক্তির মত বানিয়ে নিব যাকে শয়তান মরুভূমির বুকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে এবং সে দিশাহারা লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরেছে? অথচ তার সংগী-সাথীরা তাকে ডাকছে, এই দিকে আস, সহজ-সঠিক পথ এই দিকেই রয়েছে। বলঃ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর হেদায়াতই হচ্ছে সত্যতার হেদায়াত

وَ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧١﴾ وَ أَنْ أَقِيْمُوا

এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি — আত্মসমর্পণ যেন করি আমরা — রবেরকাছে — বিশ্ব জাহানের — (এ নির্দেশও) এবং — যে — তোমরা কায়েম কর

الصَّلٰوةَ وَ اتَّقُوْهُ ؕ وَ هُوَ الَّذِيْٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿٧٢﴾

নামাজ — ও — তাকে তোমরা ভয় কর — এবং — তিনিই — যিনি — তাঁর দিকে — তোমাদের একত্রিত করা হবে

وَ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ

এবং — তিনিই — যিনি — সৃষ্টি করেছেন — আসমানসমূহ — ও — যমীন — যথাযথভাবে
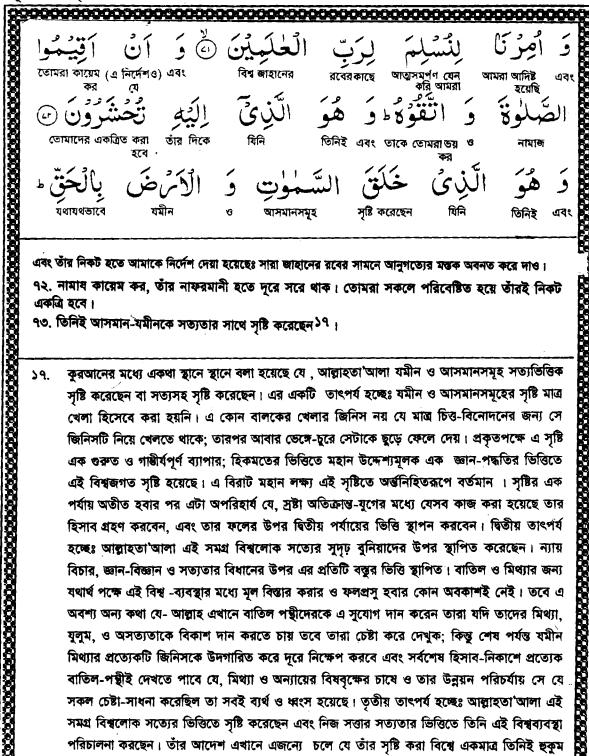
এবং তাঁর নিকট হতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ সারা জাহানের রবের সামনে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দাও।

৭২. নামায কায়েম কর, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে সরে থাক। তোমরা সকলে পরিবেষ্টিত হয়ে তাঁরই নিকট একত্রি হবে।

৭৩. তিনিই আসমান-যমীনকে সত্যতার সাথে সৃষ্টি করেছেন[১৭]।

১৭. কুরআনের মধ্যে একথা স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা'আলা যমীন ও আসমানসমূহ সত্যভিত্তিক সৃষ্টি করেছেন বা সত্যসহ সৃষ্টি করেছেন। এর একটি তাৎপর্য হচ্ছেঃ যমীন ও আসমানসমূহের সৃষ্টি মাত্র খেলা হিসেবে করা হয়নি। এ কোন বালকের খেলার জিনিস নয় যে মাত্র চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে জিনিসটি নিয়ে খেলতে থাকে; তারপর আবার ভেঙ্গে-চুরে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এ সৃষ্টি এক গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যাপার; হিকমতের ভিত্তিতে মহান উদ্দেশ্যমূলক এক জ্ঞান-পদ্ধতির ভিত্তিতে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে। এ বিরাট মহান লক্ষ্য এই সৃষ্টিতে অর্ন্তনিহিতরূপে বর্তমান। সৃষ্টির এক পর্যায় অতীত হবার পর এটা অপরিহার্য যে, স্রষ্টা অতিক্রান্ত-যুগের মধ্যে যেসব কাজ করা হয়েছে তার হিসাব গ্রহণ করবেন, এবং তার ফলের উপর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন। দ্বিতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা'আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর স্থাপিত করেছেন। ন্যায় বিচার, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্যতার বিধানের উপর এর প্রতিটি বস্তুর ভিত্তি স্থাপিত। বাতিল ও মিথ্যার জন্য যথার্থ পক্ষে এই বিশ্ব -ব্যবস্থার মধ্যে মূল বিস্তার করার ও ফলপ্রসূ হবার কোন অবকাশই নেই। তবে এ অবশ্য অন্য কথা যে- আল্লাহ এখানে বাতিল পন্থীদেরকে এ সুযোগ দান করেন তারা যদি তাদের মিথ্যা, যুলুম, ও অসত্যতাকে বিকাশ দান করতে চায় তবে তারা চেষ্টা করে দেখুক; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যমীন মিথ্যার প্রত্যেকটি জিনিসকে উদগারিত করে দূরে নিক্ষেপ করবে এবং সর্বশেষ হিসাব-নিকাশে প্রত্যেক বাতিল-পন্থীই দেখতে পাবে যে, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিষবৃক্ষের চাষে ও তার উন্নয়ন পরিচর্যায় সে যে সকল চেষ্টা-সাধনা করেছিল তা সবই ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়েছে। তৃতীয় তাৎপর্য হচ্ছেঃ আল্লাহতা'আলা এই সমগ্র বিশ্বলোক সত্যের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজ সত্তার সত্যতার ভিত্তিতে তিনি এই বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনা করছেন। তাঁর আদেশ এখানে এজন্যে চলে যে তাঁর সৃষ্টি করা বিশ্বে একমাত্র তিনিই হুকুম পরিচালনার ন্যায্য অধিকার রাখেন। অন্য কারুর এখানে হুকুম পরিচালনার কোনই অধিকার নেই।
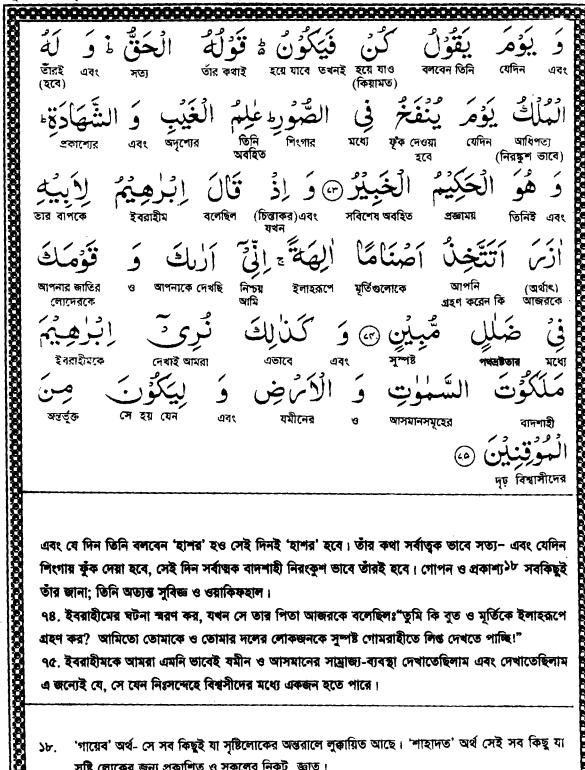
এবং যে দিন তিনি বলবেন 'হাশর' হও সেই দিনই 'হাশর' হবে। তাঁর কথা সর্বাত্মক ভাবে সত্য- এবং যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেই দিন সর্বাত্মক বাদশাহী নিরংকুশ ভাবে তাঁরই হবে। গোপন ও প্রকাশ্য[১৮] সবকিছুই তাঁর জানা; তিনি অত্যন্ত সুবিজ্ঞ ও ওয়াকিফহাল।

৭৪. ইবরাহীমের ঘটনা স্মরণ কর, যখন সে তার পিতা আজরকে বলেছিলঃ"তুমি কি বুত ও মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর? আমিতো তোমাকে ও তোমার দলের লোকজনকে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি!"

৭৫. ইবরাহীমকে আমরা এমনি ভাবেই যমীন ও আসমানের সাম্রাজ্য-ব্যবস্থা দেখাতেছিলাম এবং দেখাতেছিলাম এ জন্যেই যে, সে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীদের মধ্যে একজন হতে পারে।

১৮. 'গায়েব' অর্থ- সে সব কিছুই যা সৃষ্টিলোকের অন্তরালে লুক্কায়িত আছে। 'শাহাদত' অর্থ সেই সব কিছু যা সৃষ্টি লোকের জন্য প্রকাশিত ও সকলের নিকট জ্ঞাত।

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا ج

যখন অতঃপর | আচ্ছন্ন হ'ল | তার উপর | রাত | (ইবরাহীম) দেখল | একটি তারকা (উজ্জ্বল)

قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَآ اُحِبُّ

সে বলল | এই | আমার রব | যখন অতঃপর | অস্তে গেল | সে বলল | না | আমি | ভালবাসি

الْاٰفِلِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ ج

অস্তগামীদেরকে | অতঃপর যখন | সে দেখল | চন্দ্রকে | উদীয়মান (উজ্জ্বল) | সে বলল | এই | আমার রব

فَلَمَّآ اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ

অতঃপর যখন | অস্তে গেল | সে বলল | যদি অবশ্যই | না | আমাকে সৎ পথ দেখান | আমার রব | হব আমি অবশ্য

مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً

অন্তর্ভুক্ত | লোকদের | পথভ্রষ্ট | যখন অতঃপর | দেখল | সূর্যকে | উদীয়মান (উজ্জ্বল)

قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَآ اَكْبَرُ ج فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ

সে বলল | এই | আমার রব | এই | সর্ববৃহৎ | যখন অতঃপর | অস্তে গেল | বলল

---

৭৬. পরে যখন তাঁর উপর রাত ছেয়ে গেল তখন সে একটি তারকা দেখতে পেল। বললঃ এই আমার রব , কিন্তু পরে তা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন বললঃ অস্ত হয়ে যাওয়া জিনিসের প্রতি আমি কিছুমাত্র অনুরাগী নই।

৭৭. পরে যখন জ্বলমান চন্দ্র দেখা গেল তখন বললঃ এই আমার রব। কিন্তু তাও যখন অস্তগমন করল তখন বললঃ আমার রবই যদি আমাকে পথ না দেখান তবে আমিও গোমরাহ লোকদের মধ্যে শামিল হয়ে পড়ব।

৭৮. এর পর যখন সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন বললঃ এই হচ্ছে আমার রব। এ সব অপেক্ষা বড়। কিন্তু পরে এও যখন অস্তমিত হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম চিৎকার করে বলে উঠলঃ

يٰقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٨﴾ اِنِّىْ وَجَّهْتُ

হে আমার জাতি | আমি নিশ্চয় | নিঃসম্পর্ক | (তা)হতে যা | তোমরা শিরক করছ | আমি নিশ্চয় | আমি মুখ করেছি

وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِيْفًا

আমার মুখ(অর্থাৎ কেন্দ্রীভূত করেছি) | (তার)দিকে যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আসমানসমূহ | ও | যমীন | একনিষ্ঠভাবে

وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٧٩﴾ وَ حَآجَّهٗ قَوْمُهٗ ؕ قَالَ

না এবং | আমি | অন্তর্ভুক্ত | মুশরিকদের | কিন্তু | তার সাথে বিতর্ককরল | তার জাতি | সে বলল

اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ فِى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنِ ؕ وَ لَآ اَخَافُ مَا

আমার সাথে বিতর্ক করছ কি | সম্বন্ধে | আল্লাহ | অথচ | আমাকে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন | না এবং | আমিভয় করি | তার (যাকিছুর)

تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّىْ شَيْـًٔا ؕ وَسِعَ رَبِّىْ

তোমরা শিরক কর | তাঁর সাথে | এ ছাড়া | যে (যদি) | ইচ্ছে করেন | আমার রব | (অন্য) কিছু | পরিব্যাপ্ত করেছেন | আমার রব

كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ؕ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٨٠﴾

সব | কিছুকে | জ্ঞানে | তবুওকি না | তোমরা শিক্ষা গ্রহণকরবে

হে লোকজন, তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানাচ্ছ আমি সেসব হতে নিঃসম্পর্ক [১৯]।

৭৯. "আমি তো একমুখী হয়ে নিজের লক্ষ্য সেই মহান সত্তার দিকে কেন্দ্রীভূত করছি যিনি যমীন ও আসমান সমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কস্মিনকালেও মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই।"

৮০. তাঁর জাতি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগল; সে জাতির লোকদের বললঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। আর আমি তোমাদের বানানো শরীকদেরকে ভয় করিনা। তবে আমার রব যদি কিছু চান, তবে তা অবশ্যই হতে পারে। আমার আল্লাহর জ্ঞান সকল জিনিসের উপর পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। এখন তোমাদের কি আদৌ হুশ হবে না[২০]?

---

১৯. হযরত ইব্রাহিম (আঃ) নবুয়্যতের মর্যাদা লাভ করার পূর্বে যে প্রাথমিক চিন্তা ও মননের সাহায্যে সত্যের উপলব্ধি লাভ করে ছিলেন এই আয়াতে সেই চিন্তা ও মননের প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য শেরক-আচ্ছন্ন পরিবেশে জন্মলাভ করেও একজন সুস্থ্য বিবেক ও স্বচ্ছ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি কেমন করে বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এবং এ সম্পর্কে সঠিক পদ্ধতিতে চিন্তা-গবেষণা করে সত্যের জ্ঞান লাভে কৃতকার্য হয়েছিলেন।

২০. মূলে এখানে 'তাযাক্কুর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এস সঠিক অর্থ হচ্ছেঃ কোন বিষয়ে গাফলতির ও বিস্মৃতিতে পড়ার পর হঠাৎ চমকিত হয়ে সেই জিনিসকে স্মরণ করা। এজন্য اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ এর এই অনুবাদ করা হয়েছে।

৮১. তোমাদের বানানো শরীকদের আমি কি করে ভয় করতে পারি যখন তোমরা আল্লাহর সাথে এমন সব জিনিসকে শরীক বানাতে ভয় করনা, যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের নিকট কোন সনদ নাযিল করেন নি? আমাদের দু'দলের মধ্যে কে অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী? বল, যদি তোমাদের কোন কিছু জানা থাকে।

৮২. প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা তাদেরই জন্য -ঠিক পথে তারাই পরিচালিত যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নিজেদের ঈমানকে যুলমের সাথে মিশ্রিত করেনি।

রুকু-১০

৮৩. এই ছিল আমাদের সেই যুক্তি প্রমাণ যা আমরা ইবরাহীমকে তাঁর জাতির মোকাবিলার জন্য দান করেছি। আমরা যাকে চাই উচ্চতর মর্যাদা দান করি।

إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾ وَ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ

নিশ্চয় তোমার রব প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানী এবং আমরা দান করেছি তাকে ইসহাক ও য়াকূবকে

كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ

প্রত্যেককে আমরা সৎ পথ দেখিয়েছি এবং নূহকেও আমরা সৎ পথ দেখিয়েছি এরপূর্বে এবং মধ্যে থেকে তার বংশধর দের (যেমন) দাউদ

وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ

ও সুলায়মান ও আয়্যুব ও ইউসুফ ও মূসা হারুনকে এবং (সৎপথদেখিয়েছি) এবং এভাবে

نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ۖ

আমরা পুরস্কার দেই নেক লোকদের এবং যাকারিয়া ও ইয়াহইয়া ও ঈসা ও ইলয়াস

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمٰعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَ

প্রত্যেকেই (ছিল) অন্তর্ভুক্ত নেক লোকদের এবং ইসমাঈল ও আলয়্যাসাআ ও ইউনুস ও

لُوطًا ۚ

লূত

বস্তুতঃ তোমাদের রব নিরতিশয় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।

৮৪. তার পর আমরা ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকুব এর মত সন্তান দিয়েছি এবং প্রত্যেককেই সঠিক পথ দেখিয়েছি; (সেই সঠিক পথ, যা) এর পূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। এবং তাঁরই বংশ হতে আমরা দায়ূদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (হেদায়াত দান করেছি)। এ ভাবেই আমরা নেককার লোকদেরকে তাদের নেক কাজের বদলা দেই।

৮৫. (তাদেরই বংশধর হতে) যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি) তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নেককার ছিল।

৮৬. তাঁরই পরিবার হতে ইসমাঈল, আলইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি)।

وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ

এবং প্রত্যেককে আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি উপর বিশ্ব জাহানের (লোকদের) এবং মধ্যহতে তাদের পিতৃ পুরুষদের ও

ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ اِخْوَانِهِمْ ج وَ اجْتَبَيْنٰهُمْ وَ هَدَيْنٰهُمْ اِلٰى

তাদের বংশধরদের এবং তাদের ভ্রাতাদেরও এবং তাদের আমরা মনোনীত করেছি ও তাদের আমরা হেদায়াত দিয়েছি দিকে

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٨٧﴾ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِىْ بِهٖ مَنْ

পথের সরলসোজা এটা হিদায়াত আল্লাহর পরিচালন করেন তারউপর যাকে

يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا

তিনি ইচ্ছে করেন মধ্যহতে তাঁরবান্দাদের এবং যদি তারা শিরক করত নষ্ট হত অবশ্যই তাদের থেকে যা তারা

يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحُكْمَ

কাজ করতেছিল ঐ সব লোক তারাই যাদেরকে আমরা দিয়েছি কিতাব ও হেকমত, প্রজ্ঞা যোগ্যতা, কতৃত্ব

وَ النُّبُوَّةَ ج

ও নবুয়্যত

তাদের প্রত্যেককে আমি সমগ্র দুনিয়া জাহানের লোকদের উপর শ্রেষ্টত্ব-বৈশিষ্ট দান করেছি।

৮৭. উপরন্তু তাদের পিতা-মাতা, তাদের সন্তান এবং তাদের ভাই-বন্ধুদের মধ্য হতে বহু লোককে আমরা সম্মানিত করেছি, তাদেরকে নিজের খেদমতে মনোনীত করে নিয়েছি এবং সঠিক-সোজা পথের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করেছি।

৮৮. এটা আল্লাহর হেদায়াত, তাঁর বান্দাদের মধ্যে তিনি যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শেরক করে থাকত, তবে তাদের সব কৃতকর্মই বিনষ্ট হয়ে যেত।

৮৯. এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমরা কিতাব, হুকুম ও নবুয়্যত দান করেছি[২১]।

২১. পয়গম্বরদেরকে তিনটি বস্তু দান করার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম- 'কিতাব' অর্থাৎ আল্লাহতাআ'লার হেদায়াত-নামা (আদেশ-উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থ), দ্বিতীয়- 'হুকুম' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামার সঠিক বুঝ ও উপলব্ধি এবং তার আদর্শ ও নীতি-নিয়মগুলোর জীবনের ব্যাপারসমূহের উপর সঠিক ভাবে প্রয়োগ করার যোগ্যতা; এবং জীবনের সমস্যা সমূহের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তকারী অভিমত গ্রহণ করার আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতা; তৃতীয়- 'নবুয়্যত' অর্থাৎ এই হেদায়াত-নামা অনুযায়ী সৃষ্টিলোকের পথ-প্রদর্শন করার আল্লাহ-প্রদত্ত পদ ও সনদ।

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا

যদি এখন | অস্বীকার করে | (মানতে) তা | এ সব (লোক) (তবে কোনপরোয়ানেই) | এখন নিশ্চয় | আমরা তার অর্পণ করেছি | তার | (এমন) লোকদের উপর

لَّيْسُوا بِهَا بِكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ

তারা নয় | তা | অস্বীকারকারী | ঐ সব (নবীরসূল) | তাদেরকে | সৎ পথে পরিচালনা করেছিলেন | আল্লাহ | সুতরাং তাদের সঠিক পথের

اقْتَدِهْ ؕ قُلْ لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ؕ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٰى

তুমি অনুসরণ কর | (হেনবী) বল | না | তোমাদের কাছে চাই আমি | এরজন্যে | কোন পারিশ্রমিক | নয় | তা | এছাড়া | উপদেশ

لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖٓ إِذْ قَالُوْا مَآ

বিশ্বের লোকদের জন্যে | এবং | না | তারা মর্যাদা দিল | আল্লাহকে | যথাযথ | তাঁর মর্যাদা | যখন | তারা বলেছিল | না

أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتٰبَ

নাযিলকরেছেন | আল্লাহ | উপর | কোন মানুষের | কোন কিছুই (অর্থাৎ কিতাব) | বল | কে | নাযিল করেছেন | কিতাব

الَّذِيْ جَآءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ

যা | এনেছিল | তা | মূসা | আলো | ও | পথ নির্দেশ স্বরূপ | লোকাদের জন্যে | তা তোমরা রাখ

قَرَاطِيْسَ

কাগজসমূহে

এখন তারা যদি তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তবে (করতে পারে, কোন পরোয়া নেই) আমরা অন্য কিছু লোককে এই নিয়ামত সোর্পদ করেছি, যারা এর অস্বীকারকারী নয়।

৯০. হে মুহাম্মাদঃ আল্লাহর তরফ হতে তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত ছিল, তাদেরই পথে তোমরা চলো এবং বলে দাও যে, আমি(তবলীগ ও হেদায়াতের) কাজে তোমাদের প্রতি কোন মজুরীর প্রার্থী নই। এতো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এক সাধারণ নসীহত বিশেষ।

রুকু- ১১

৯১. সেই লোকোরা আল্লাহ সম্পর্কে ভুল অনুমান করে নিয়েছে যখন তারা বলেছে যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেন নি। তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর, তাহলে সে কিতাব -যা মূসা নিয়ে এসেছিল, যা সমগ্র মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা ও পথনির্দেশ ছিল, যাকে তোমরা টুকরা টুকরা করে রাখছ–

تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا ۚ وَ عُلِّمْتُمْ مَّا لَمْ

তার (কিছু) প্রকাশ কর | ও | গোপন কর | অনেক (কিছু) | এবং | তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল | যা | না

تَعْلَمُوْٓا اَنْتُمْ وَ لَآ اٰبَآؤُكُمْ ۖ قُلِ اللّٰهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ

তোমরা জানতে | (না) তোমরা | আর | না | তোমাদের বাপ দাদারা | বল | আল্লাহই (নাযিল করেছেন) | এরপর | তাদের ছেড়ে দাও | মধ্যে | তাদের অর্থহীন আলোচনার

يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾ وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ

তারা খেলতে থাকুক | এবং | এই | কিতাব | তা আমরা নাযিল করেছি | কল্যাণময় | সত্যায়নকারী (হিসেবে) | যা

بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا ۚ وَ الَّذِيْنَ

তার পূর্বে (ছিল) | এবং যেন | তুমি সতর্ক কর | জনপদসমূহের কেন্দ্রকে (অর্থাৎ মক্কারলোকদেরকে) | ও | যারা (আছে) | তার চার পাশে | এবং | যারা

يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ

ঈমান আনে | আখেরাতেরউপর | তারা ঈমান আনে | তার উপর | এবং | তারা | তাদের নামাজকে

يُحَافِظُوْنَ ﴿٩٢﴾

হেফাজত করে

কিছু অংশ দেখাও, আর অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখো এবং যার সাহায্যে তোমাদেরকে সেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা না তোমাদের জানা ছিল, না তোমাদের বাপ-দাদাদের- সেই কিতাব কে নাযিল করেছিল[২২]? শুধু এতটুকু বলে দাও যে, আল্লাহ। তার পর তাদেরকে তাদের যুক্তিবাদের খেলায় মাতবার জন্য ছেড়ে দাও।

৯২. (সেই কিতাবের ন্যায়) এও একখানি কিতাব, যা আমরা নাযিল করেছি, বড়ই কল্যাণ ও বরকতে পূর্ণ; এর পূর্ববর্তী জিনিসের সত্যতা প্রমাণকারী এবং তা এই উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে যে, এর সাহায্যে তোমরা জনপদসমূহের এই কেন্দ্র (কাবা) ও তার চারপাশের অধিবাসীদেরকে সতর্ক ও সাবধান করবে। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তারা এই কিতাবের উপর ঈমান রাখে, আর তারা নিজেদের নামায সমূহের পূর্ণ হেফাযত করে।

২২. ইয়াহুদীদের প্রতি এ জবাব দেয়া হচ্ছেঃ সেজন্য মূসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল করার বিষয়টি এখানে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। কেননা তারা নিজেরাই এ বিষয়টি স্বীকার করে। তারা যখন স্বীকার করে যে, মূসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত নাযিল হয়েছিল তখন স্পষ্টতঃ তাদের এই স্বীকৃতি দ্বারা তাদের একথা আপনা আপনিই রদ হয়ে যায় যে, আল্লাহতা'আলা কোন মানব-সন্তানের উপর কিছু নাযিল করেন না। উপরন্তু এর দ্বারা অন্ততঃ একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মানব-সন্তানের উপর আল্লাহর 'কালাম' অবতীর্ণ হতে পারে, ও হয়েছে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

এবং কে (হবে) অধিক যালিম (তার) চেয়ে যে রচনা করে উপর আল্লাহর মিথ্যা

أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ

বা বলে ওহী করা হয়েছে আমার প্রতি অথচ ওহীকরাহয় নাই তার প্রতি কিছুই এবং যে বলে নাযিল করব আমিও

مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ

অনুরূপ যা নাযিল করেছেন আল্লাহ এবং (হায়) তুমি দেখতে যদি যখন (থাকবে) যালিমরা মধ্যে যন্ত্রণার

الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ۖ

মৃত্যুর এবং ফিরিশতারা প্রসারিত করে তাদের হাতগুলো (এবং বলবে) তোমরা বেরকরো তোমাদেরজানগুলো

الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى

আজ তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে আযাব অবমাননাকর একারণে যা তোমরা বলে এসেছ উপর

اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

আল্লাহর অন্যায়ভাবে এবং তোমরাছিলে হতে তাঁর নিদর্শনাদি অহংকার করতে

৯৩. সেই ব্যক্তির তুলনায় বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা বলে যে, আমার উপর কোন অহী নাযিল হয়েছে– অথচ প্রকৃতপক্ষে তার উপর কোন অহীই নাযিল করা হয়নি; অথবা যে আল্লাহর নাযিল করা জিনিসের মোকাবিলায় বলে, আমিও এরূপ জিনিস নাযিল করে দেখাব; হায়, তুমি যদি যালেমদেরকে সেই অবস্থায় দেখতে পেতে, যখন তারা মৃত্যুর যাতনায় হাবুডুবু খেতে থাকে। এবং ফেরেশতারা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে ঃ দাও, বের কর তোমাদের জান-প্রাণ; আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসেব লাঞ্ছনার আযাব দেয়া হবে, আল্লাহর উপর মিথ্যা দোয়ারোপ করে যা তোমরা অকারণ প্রলাপ বকছিলে, এবং তার আয়াতের মোকাবেলায় অহংকার-বিদ্রোহ দেখাতেছিলে।

وَ لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّ تَرَكْتُمْ

এবং (তিনি বলবেন) | নিশ্চয় | আমাদের কাছে তোমরা এসেছ | একাকি | যেমন | তোমাদের আমরা সৃষ্টি করেছি | প্রথম | বার | ও | তোমরা ছেড়ে এসেছ

مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ۚ وَ مَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ

যা | তোমাদের আমরা দিয়েছিলাম | পিছনে | তোমাদের পিঠের | এবং | না | দেখছি আমরা | তোমাদের সাথে | তোমাদের সুপারিশ কারীদেরকে

الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ۭ لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ

যাদেরকে | তোমরা ধারণা করতে | যে তারা | তোমাদের ব্যাপার | শরীকরা (হবে কার্যোদ্ধারেরজন্যে) | নিশ্চয়ই | কেটে গেছে (সম্পর্ক) | তোমাদের মাঝে | ও

ضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ﴿٩٤﴾ اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ

বিলীন হয়েছে | তোমাদের থেকে | যা | তোমরা ধারণা করতেছিলে | নিশ্চয়ই | আল্লাহ | বিদীর্ণকারী | শস্য-বীজ

وَالنَّوٰى ۭ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ

ও আটি | বের করেনতিনি | জীবন্তকে | থেকে | প্রাণহীন | ও | নির্গতকারী | প্রাণহীনকে | থেকে

الْحَيِّ ۭ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْاِصْبَاحِ ۚ

জীবন্ত | এই (হচ্ছেন) | আল্লাহ | অতএব কোথায় | তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে | তিনিই বিদীর্ণকারী (অন্ধকারের আবরণ) | প্রভাতের (জন্যে)

৯৪. (এবং আল্লাহ বলবেন) নাও, এখন তোমরা ঠিক তেমনিভাবে একাকীই আমাদের সামনে হাজির হয়েছ, যেমন আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে আমরা দুনিয়ায় যাকিছু দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে রেখে এসেছে। এখন আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের সেই শাফায়াতকারীদেরকেও তো দেখি না, যাদের সম্পর্কে তোমরা মনে করছিলে যে, তোমাদের কার্যোদ্ধারের ব্যাপারে তাদেরও অংশ রয়েছে। তোমাদের পারস্পরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট হতে বিলীন হয়ে গেছে।

রুকূ-১২

৯৫. দানা ও বীজ দীর্ণকারী হচ্ছেন আল্লাহ[২৩]। তিনিই জীবনকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত হতে[২৪]। এসব কাজেরই আসল কর্তা হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ, তা হলে তোমরা কোথায় ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছ।

৯৬. রাত্রির আবরণ দীর্ণ করে রঙিন প্রভাতের তিনিই উন্মেষ করেন,

২৩. অর্থাৎ ভূমির অভ্যন্তরে বীজকে বিদীর্ণ করে তার থেকে উদ্ভিদের অংকুর ও চারার বিকাশকারী।

২৪. 'জীবিত' থেকে 'মৃত' বহির্গত করার অর্থ- প্রাণহীন উপাদান থেকে জীবন্ত জীব সৃষ্টি করা। আর 'মৃত' থেকে 'জীবিত'কে নির্গত কার অর্থ- জীবদেহ থেকে নিষ্প্রাণ বস্তু বের করা।

وَ جَعَلَ الَّيْلَ سَكَنًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْبَانًا ؕ ذٰلِكَ

ও বানিয়েছেন রাতকে বিশ্রামের (জন্যে) ও (নির্ধারিত) করেছেন সূর্য্য ও চাঁদের (উদয় অস্তের) হিসাব এটা

تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿۹۶﴾ وَ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ

নির্ধারিত পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানীর (পক্ষথেকে) এবং তিনিই যিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্যে নক্ষত্রগুলো

لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ

যেন তোমরা পথ পাও তা দ্বারা মধ্যে অন্ধকারসমূহের স্থলে ও সাগরে নিশ্চয় আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি নিদর্শনগুলোকে

لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿۹۷﴾ وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ

লোকদের জন্যে (যারা) জ্ঞান রাখে এবং তিনিই যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন থেকে ব্যক্তি

وَّاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَّ مُسْتَوْدَعٌ ؕ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ

এক অতঃপর আবাসস্থান ও গচ্ছিতরাখার স্থান (নির্ধারিত করেছেন) নিশ্চয় আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি নিদর্শনগুলোকে লোকদের জন্য

يَّفْقَهُوْنَ ﴿۹۸﴾

(যারা) চিন্তা করে

তিনিই রাত্রিকে শান্তির সময় বানিয়ে দিয়েছেন, তিনিই চন্দ্র ও সূর্যের উদয়-অস্তের হিসেব নির্দিষ্ট করেছেন; বস্তুতঃ এ সবই সেই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী নির্ধারিত পরিমাণ।

৯৭. এবং তিনিই তোমাদের জন্য তারকাসমূহকে মরু-সমূদ্রের গভীর অন্ধকারে পথ জানার উপায় বানিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ্যকর, আমরা চিহ্ন সমুহ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছি[২৫] – তাদের জন্য যারা জ্ঞানী।

৯৮. এবং তিনিই এক প্রাণী হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার পর প্রত্যেকেরই জন্য একটি অবস্থানের স্থল রয়েছে, আর একটি আছে তাকে গচ্ছিত রাখার জায়গা। এই নিদর্শনসমূহ আমরা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করলাম তাদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক।

---

২৫. অর্থাৎ এই সত্যের নিদর্শনসমূহ যে, আল্লাহ মাত্র একজন; অন্য কোন দ্বিতীয় জন আল্লাহর গুনাবলী ধারণ করে না ও আল্লাহর ক্ষমতা ও অধিকারেও কেউ অংশীদার নেই, এবং আল্লাহর স্বত্ব ও হকসমূহে অন্য কেউ হকদার নেই।

وَ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۚ فَاَخْرَجْنَا

এবং তিনিই যিনি বর্ষণ করেন থেকে আকাশ পানি আমরা অতঃপর বের করেছি

بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ

তাদিয়ে উদ্ভিদ সব জিনিসের আমরা অতঃপর বের করেছি তা থেকে সবুজ (ক্ষেত ও বৃক্ষ) বের করি আমরা তা থেকে

حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ

শস্যদানা ঘনসন্নিবিষ্ট এবং খেজুর গাছের থেকে তার মাথি খেজুর থোকা (বের করি) (যা) নুয়েথাকে

وَّ جَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا

এবং বাগানগুলো আংগুরের ও যয়তুনের ও আনারের সদৃশ

وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ اُنْظُرُوْٓا اِلٰى ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَ يَنْعِهٖ ۗ

ও ভিন্ন ভিন্ন তোমরা লক্ষ্য কর প্রতি তার ফলের যখন ফলবান হয় ও তা পরিপক্ক হয়

৯৯. এবং তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করান, তার সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ সাজিয়েছেন এবং তার দ্বারা শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার ও গাছ-পালার সৃষ্টি করেছেন। তার পর তা হতে বিভিন্ন কোষ-সম্পন্ন দানা বের করেছি, খেজুরের মোচা হতে ফলের থোকা বানিয়েছি যা ভারের চাপে নুয়ে পড়ছে। আর আংগুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছি, সেখানে ফল-সমূহ পরস্পরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এই গাছগুলি যখন ফল ধারণ করে, তখন তাদের ফল বের হওয়া ও তার পেকে যাওয়ার অবস্থাটা একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে।
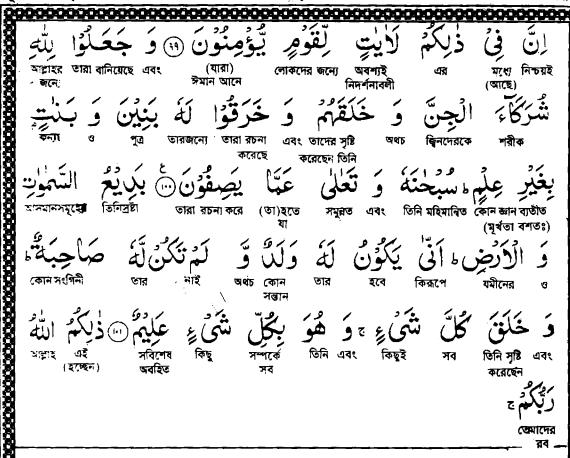
এই সব জিনিসেই সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান এনে থাকে।

রুকূ-১৩

১০০. এ সত্ত্বেও লোকেরা জ্বিনদের আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে নেয়[২৬] অথচ তিনিই (আল্লাহ) তাদের সৃষ্টিকর্তা। আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর (আল্লাহর) জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; অথচ তিনি তাদের এসব কথা হতে পবিত্র ও মহান।

১০১. তিনি আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক; তাঁর সন্তান হতে পারে কিরূপে যখন তাঁর জীবন-সংগিনীই কেউ নেই? তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তিনি জ্ঞানী।

১০২. এই হচ্ছেন আল্লাহ তোমাদের রব,

২৬. অর্থাৎ নিজেদের অলীক কল্পনা ও অনুমানে এটা ধরে নেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্বলোকের ব্যবস্থাপনায় ও মানুষের ভাগ্য-রচনায় ও ভাগ্য-বিড়ম্বনায় আল্লাহর সংগে সংগে অপরাপর প্রচ্ছন্ন সত্তাসমূহ শরীক আছে- কেউ বৃষ্টির দেবতা, কেই বৃদ্ধি ও বিকাশের দেবতা, কেউ ধণ ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী, কেউ রোগ-ব্যাধির দেবী। আত্মা,শয়তান, রাক্ষস, দেবতা ও দেবীদের সম্পর্কে এই সব ধরনের অলীক ধারণা-বিশ্বাস দুনিয়ার সমস্ত মুশরিক জাতিগুলির মধ্যে বরাবর পাওয়া যায়।

لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو

নাই কোন ইলাহ ছাড়া তিনি তিনিস্রষ্টা সব কিছুরই সুতরাং তোমরা তারই ইবাদতকর এবং তিনিই

على كل شيء وكيل ۝١٠٢ لا تدركه الابصار وهو يدرك

উপর সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক না তাকে পেতে পারে দৃষ্টিশক্তিসমূহ কিন্তু তিনি পরিবেষ্টন করে আছেন

الابصار وهو اللطيف الخبير ۝١٠٣ قد جاءكم بصائر من

দৃষ্টিশক্তি সমূহকে এবং তিনি সূক্ষ্মদর্শী সম্যক অবহিত নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে (অন্তর্দৃষ্টির) আলো পক্ষহতে

ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها

তোমাদের রবের অতএব যে দেখবে তবে (তা) নিজের জন্যে এবং যে অন্ধ হবে তবে (তার ক্ষতি) তারউপর পড়বে

وما انا عليكم بحفيظ ۝١٠٤ وكذلك نصرف الايت

এবং না আমি উপর তোমাদের কোন সংরক্ষক এবং এভাবে বারবার বর্ণনা করি আমরা নিদর্শনাবলী

তিনি ছাড়া আর কেউ ইলাহ নেই; সকল জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা; অতএব তোমরা তাঁরই দাসত্ব কবুল কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।

১০৩. দৃষ্টি-শক্তিসমূহ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না, তিনিই বরং দৃষ্টিসমূহকে আয়ত্ব করেন। তিনি অতিশয় সূক্ষদর্শী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।

১০৪. মনে রেখো, তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে অর্ন্তদৃষ্টির আলো এসে পৌঁছেছে। এখন যে লোক নিজের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে কাজ করবে, সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে। আর যে অন্ধত্ব গ্রহণ করবে, সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি তো তোমাদের উপর পাহারাদার নই[২৭]।

১০৫. এ ভাবেই আমরা আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে বারে বারে নানা ভাবে বর্ণনা করে থাকি।

---

২৭. এ বাক্যাংশ যদিও আল্লাহতা'আলার বাণী কিন্তু নবী করীম (সঃ)-এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছেঃ যেমন সূরা 'ফাতেহা'– আল্লাহতা'আলার কালাম বটে, কিন্তু তা বান্দার পক্ষথেকে বলা হয়েছে। 'আমি তোমাদের উপর পাহারাদার নহ'। অর্থাৎ আমার কাজ মাত্র এতটুকুই যে আমি এই 'আলোক'কে তোমাদের সামনে পেশ করে দেবো। তারপর চোখ মেলে দেখা বা না দেখা তোমাদের কাজ। আমার দায়িত্বে এ কাজ সোপর্দ করা হয়নি যে, যারা চক্ষু বন্ধ করে রাখবে তাদের চক্ষু আমি বলপূর্বক খুলে দেবো, এবং তারা যা দেখতে চাবে না আমি তাদের বলপূর্বক তা দেখিয়েই ছাড়বো।
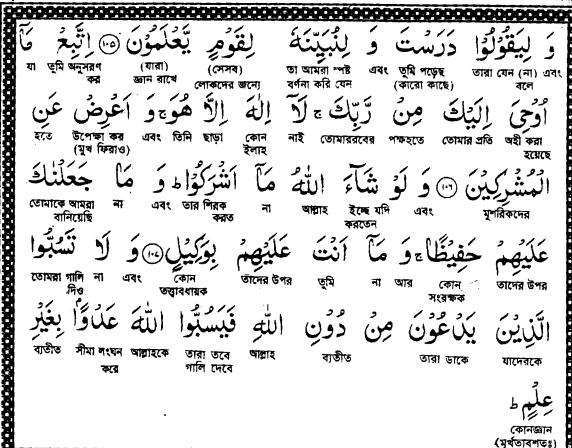
করি এই জন্য যে, এরা বলবে, তুমি কারো নিকট হতে পড়ে এসেছ, আর জ্ঞানবান লোকদের সামনে আমরা প্রকৃত সত্যকে উদঘাটিত ও উদ্ভাসিত করে তুলব।

১০৬. হে মুহাম্মদ, তোমার প্রতি তোমার আল্লাহর নিকট হতে যে অহী নাযিল হয়েছে তুমি তারই অনুসরণ করে চল। কেননা, সেই তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং এই মুশরিকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ো না।

১০৭. আল্লাহর ইচ্ছাই যদি হত তবে(তিনি এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যে) এরা শেরক করত না। তোমাকে আমরা এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি, আর তুমি তাদের জন্য দায়িত্বশীলও নও।

১০৮. এবং (হে ঈমানদার লোকেরা): এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদেরকে তোমরা গালাগালি দিওনা। এমন যেন না হয় যে, এরা শেরকের ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গিয়ে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে।

আমরা তো এভাবেই প্রতিটি মানব-মন্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের নিজেদের রবেরই নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তারা কি কি কাজ করছিল তা তিনি তাদেরকে বলে দিবেন।

১০৯. এরা কড়া কড়া কসম খেয়ে বলে যে, আমাদের সামনে কোন নিদর্শন যদি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তবে আমরা তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনব। হে মুহাম্মদ, তাদেরকে বল যে, আল্লাহর নিকট নিদর্শন অনেক রয়েছে। আর তোমাদেরকে কোমন করে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলেও এরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয়[২৮]।

১১০. তারা যেমন প্রথম বারে তার প্রতি ঈমান আনে নি তেমনি করেই আমি তাদের দিল ও দৃষ্টিকে নানা দিকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে তাদের আল্লাহদ্রোহিতার মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে থাকি।

২৮. এ কথা মুসলমানদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে। কেননা তারা অস্থিরতার সংগে কামনা করছিল যে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হোক, যা দেখে তাদের পথভ্রষ্ট ভায়েরা সত্য-সঠিক পথে এসে যায়।

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ الْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ

এবং যদি (হত) | যে আমরা | আমরা নাযিল করতাম | তাদের প্রতি | ফেরেশতাদেরকে | এবং কথাও বলত | তাদের সাথে | মৃতরা

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوٓا

এবং | আমরা একত্রিত করতাম | তাদের উপর | সব | কিছুই | সামনাসামনি | (তবুও) না | তারা ঈমান আনত

إِلَّآ أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

এ ছাড়া | ইচ্ছেকরতেন (তবে ভিন্ন কথা) | আল্লাহ | কিন্তু | অধিকাংশই | তাদের | মূর্খতা করে

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ الْإِنسِ

এবং | এভাবে | আমরা বানিয়েছি | প্রত্যেক জন্য | নবীর | শত্রু | শয়তানদেরকে | (মধ্যহতে) মানুষের

وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

ও | জ্বিনদের | অনুপ্রেরণা দিতে থাকে | তাদেরকিছুঅংশ | প্রতি | (অন্য) কিছু অংশের | চাকচিক্য (দ্বারা) | কথার | ধোকার (উদ্দেশ্যে)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾

এবং | যদি | ইচ্ছে করতেন | তোমার রব | না | তা তারা করত | অতএব (তাদের অবস্থায়) ছেড়েদাও | তাদেরকে | যা এবং | তারা রচনা করছে

রুকূ-১৪

১১১. আমরা যদি ফেরেশতাও তাদের প্রতি নাযিল করতাম, মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত জিনিসকেও যদি তাদের চোখেই সামনে একত্রিত করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনত না। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছাই যদি এমন হয় (যে, তারা ঈমান আনবে) তবে অন্যকথা। কিন্তু অনেক লোকই অজ্ঞতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে।

১১২. আর আমরা তো এ ভাবেই চিরদিন শয়তান-মানুষ আর শয়তান-জ্বিনকে প্রত্যেক নবীর দুশমন বানিয়ে দিয়েছি, এরা পরস্পরের কাছে মনোহরী কথা ধোকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে। তারা এরূপ করবে না এটা যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তবে তারা এরূপ কখনো করত না। অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও- তারা মিথ্যা কথা বলতে ও মিথ্যা চর্চা করতে থাকুক।

وَ لِتَصْغٰۤى اِلَيْهِ اَفْـِٕدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ

এবং(তারা এজন্যে করে) — ঝুঁকে যেন — তার (অর্থাৎ চাকচিক্যের) প্রতি — (তাদের) অন্তর — যারা — না — ঈমান আনে — আখেরাতের উপর

وَ لِيَرْضَوْهُ وَ لِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ اَفَغَيْرَ

এবং — তাতে তারা যেন পরিতুষ্ট হয় — এবং — তারা যেন অপকর্ম করে — যা — তারা — অপকর্ম করছে — তবে কি ব্যতীত

اللّٰهِ اَبْتَغِىْ حَكَمًا وَّ هُوَ الَّذِىْۤ اَنْزَلَ اِلَيْكُمُ الْكِتٰبَ

আল্লাহ — তালাশ করব আমি — বিচারক (অন্য কাউকে) — অথচ — তিনিই — যিনি — নাযিল করেছেন — তোমাদের প্রতি — কিতাব

مُفَصَّلًا ؕ وَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ

বিস্তারিত — এবং — যাদেরকে (তোমার পূর্বে) — তাদের আমরা দিয়েছি — কিতাব — তারা জানে

اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ

যে তা — অবতীর্ণ হয়েছে — পক্ষহতে — তোমার রবের — সত্যসহকারে — অতএব না — তুমি হয়ো — অন্তর্ভুক্ত

الْمُمْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

সন্দেহকারীদের

১১৩. (আমরা তাদেরকে এসব করতে দিই এ জন্য যে,) পরকালের প্রতি যাদের ঈমান নেই তাদের দিল এর (চাকচিক্য ময় প্রতারণার) প্রতি আকৃষ্ট হবে, তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে এবং তারা যেসব পাপ কাজ করতে ইচ্ছুক তা করার সুযোগ তারা লাভ করবে[২৯]।

১১৪. অতএব অবস্থা যখন এই তখন আমি কি আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও বিচারক তালাশ করব? অথচ তিনি পূর্ণ বিস্তারিত ভাবে তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন[৩০]। আর যে সব লোককে আমার তোমাদের পূর্বে) কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে, এই কিতাব তোমাদের রবের নিকট হতেই সত্যতার সাথে নাযিল হয়েছে। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ো না।

২৯. আয়াত ১১০ থেকে ১১৩ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তার মর্ম হচ্ছেঃ মানুষ সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার কানুন এই নয় যে, আল্লাহতা'আলা তাঁর 'মশিয়ত' অনুযায়ী মানুষকে সেই প্রকারে হেদায়াত দান করবেন যে প্রকারে উদ্ভিদে ফল উদ্গাত হয় অথবা মানুষের নিজের মস্তকে চুল উদ্গাত হয়। বরং তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষকে পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পরীক্ষার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা দান করা হয়েছে। সে ইচ্ছা করলে সত্য পথে চলতে পারে বা ইচ্ছা করলে বিপদগামী হতে পারে। মানুষ যদি নিজেই গোমরাহীর দিকে থেকে যায় তবে আল্লাহ তাঁর মশিয়াতে বলপূর্বক তাকে হেদায়াতের পথে আনেন না।

৩০. এখানে বক্তা হচ্ছেন নবী করীম (সঃ); এবং সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে।

وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّ عَدْلًا ؕ

এবং | পরিপূর্ণ হয়েছে | কথাগুলো | তোমার রবের | সত্যতায় | ও | ন্যায়পরায়নতায়

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١١٥﴾

নন | তিনি পরিবর্তনকারী | তাঁর কথাগুলোকে | এবং | তিনি | সবকিছুই শুনেন | সবকিছুই জানেন

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ

এবং | যদি | অনুসরণ কর | অধিকাংশের | যারা | মধ্যে আছে | দুনিয়ার | তোমাকে পথভ্রষ্ট করবে

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَ

হতে | পথ | আল্লাহর | না | তারা অনুসরণ করে | এছাড়া | ধারণার | এবং

اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ﴿١١٦﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ

না | তারা | এছাড়া | অনুমান করে | নিশ্চয় | তোমার রব | তিনি | খুব জ্ঞাত | কে

يَّضِلُّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۚ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١١٧﴾

ভ্রষ্টহয়েছে | হতে | তাঁর পথ | এবং | তিনি | খুব জ্ঞাত | সঠিক পথ প্রাপ্তদেরকে

১১৫. তোমার আল্লাহর বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণ পরিণত। তাঁর আইন-বিধান পরিবর্তনকারী কেউ নেই। এবং তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।

১১৬. এবং হে মুহাম্মদ! তুমি যদি এই দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তা হলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে। তারা তো নিছক ধারণা- অনুমানের ভিত্তিতে চলে এবং কেবল ধারণা-অনুমানই তারা করতে থাকে।

১১৭. প্রকৃত পক্ষে তোমার আল্লাহ সর্বাধিক ভালভাবে জানেন কে তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট আর কে সঠিক পথের পথিক!

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ

অতএব তোমরা খাও | তাহতে (যারউপর) | নেওয়া হয়েছে | নাম | আল্লাহর | তার উপর | যদি | তোমরা হও | তার আয়াত সমূহেরপ্রতি

مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ

বিশ্বাসী | এবং | কি তোমাদের হয়েছে | যে না | তোমরা খাও | তাহতে (যার উপর) | হয়েছে নেওয়া | নাম

اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا

আল্লাহর | তার উপর | অথচ | নিশ্চয় | বিস্তারিত বিবৃত করেছেন | তোমাদের জন্য | যা | হারাম করেছেন (আল্লাহ) | তোমাদের উপর | তবে

مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ

যা | তোমরা নিরূপায় হয়ে যাও | তার দিকে (সেটা ভিন্ন কথা) | এবং | নিশ্চয় | অনেকে | পথভ্রষ্ট করে অবশ্যই (অন্যকে) | তাদের খেয়াল খুশী দ্বারা

بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

ব্যতীত | কোনজ্ঞান (অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ) | নিশ্চয় | তোমার রব | তিনি | খুব জানেন | সীমালংঘনকারীদেরকে

১১৮. এখন তোমরা যদি আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক তা হলে যে সর্ব জন্তুর উপরি (যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে সে সবের গোশত খাও।

১১৯. আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে যে জিনিসের উপর তা তোমরা খাবেনা তার কি কারণ থাকতে পারে? অথচ নিতান্ত ঠেকায় সময় ছাড়া অন্যান্য সর্ব অবস্থায় যে সব জিনিসের ব্যবহার আল্লাহতা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, তা তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিত বলে দিয়েছেন। অনেক লোকেরই অবস্থা এই যে তারা জানা-শুনা ছাড়াই নিছক নিজেদের ইচ্ছা-বাসনার ভিত্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে। এই সীমালংঘনকারী লোকদেরকে তোমাদের আল্লাহ খুব ভালভাবে জানেন।

وَ ذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَ بَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ

এবং | তোমরা বর্জন কর | প্রকাশ্য | গোনাহের কাজ | এবং | তার গোপন (কাজও) | নিশ্চয় | যারা | উপার্জন করে

الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾ وَ لَا تَاْكُلُوْا

গোনাহ | তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে | তেমনি যা | তারা কুকর্ম করতেছিল | এবং | না | তোমরা খেয়ো

مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَ اِنَّ

তাহতে (যার উপর) | নেওয়া হয়নাই | নাম | আল্লাহর | তার উপর | এবং | তা নিশ্চয় | অবশ্যই | পাপ | এবং | নিশ্চয়

الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـِٕهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَ اِنْ

শয়তানরা | প্ররোচনা দেয় অবশ্যই | তাদের বন্ধুদেরকে | ঝগড়া করে যেন | তোমাদের (সাথে) | এবং | যদি

اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۲۱﴾ اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا

তোমরা আনুগত্য কর | তাদের | (তবে) তোমরাও নিশ্চয়ই | অবশ্যই | মুশরিক | কি | যে | ছিল | মৃত

فَاَحْيَيْنٰهُ وَ جَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ

তাকে অতঃপর আমরা জীবিত করেছি | এবং | আমরা দিয়েছি | তাকে | আলো | সে চলে | তা দিয়ে | মধ্যে | লোকদের

১২০. তোমরা প্রাকাশ্য পাপ হতেও দূরে থাক, আর গোপন পাপ হতেও । যারা পাপের কাজ করে তারা নিজেদের এই উপার্জনের প্রতিফল অবশ্যই পাবে।

১২১. আর যে জন্তু আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয় নি তার গোশত খেয়োনা। তা খাওয়া ফাসেকী (পাপের) কাজ। শয়তানেরা নিজেদের সংগী-সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উন্মেষ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারে। কিন্তু তোমরা যদি তাদের আনুগত্য স্বীকার কর তবে নিশ্চিতই তোমরা মুশরিক।

রুকূ-১৫

১২২. যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমরা তাকে জীবন দান করলাম এবং তাকে সেই রৌশনী দান করলাম যার আলোক ধারায় সে লোকদের মধ্যে জীবন-যাপন করে,

كَمَنْ مَّثَلُهٗ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ؕ

সমান সেই ব্যক্তির | যার উদাহরণ | মধ্যে আছে | অন্ধকারসমূহের | নয় | সে বের হবার | তা থেকে

كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكٰفِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذٰلِكَ

এভাবে | চাকচিক্যময় করা হয়েছে | কাফেরদের কাছে | যা | তারা কাজ করে থাকে | এবং | এভাবে

جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ؕ

আমরা দিয়েছি (অবকাশ) | মধ্যে | প্রত্যেক | জনপদের | বড়বড় | তার অপরাধীদেরকে | তারা চক্রান্ত করে যেন | তার মধ্যে

وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذَا

কিন্তু | না | তারা চক্রান্ত করে | এছাড়া | তাদের নিজেদের সাথে | না অথচ | তারা অনুভব করে | এবং | যখন

جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ

তাদের কাছে আসে | কোন নিদর্শন | তারা বলে | কক্ষণ না | ঈমান আনব আমরা | যতক্ষণ না | দেওয়া হবে আমাদেরকেও | তেমনিই | যাকিছু

اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ؕ

দেওয়া হয়েছে | রসূলদেরকে | আল্লাহর | আল্লাহই | খুবজানেন | যেখানে | রাখবেন | তার রিসালাতের (দায়িত্বভার)

সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে ব্যক্তি অন্ধকারের মধ্যে পড়ে রয়েছে এবং তা হতে কোন ক্রমেই বের হয়না[৩১]? কাফেরদের জন্য এই রকমই তাদের আমলকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

১২৩. এমনি ভাবে আমরা প্রতিটি জনপদে তার বড় বড় অপরাধী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, যেন তারা তথায় নিজেদের ধোকা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে। মূলতঃ তারা নিজেদের প্রতারণার জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু এর চেতনা তাদের নেই।

১২৪. তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন উপস্থিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা মানব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলদেরকে যে জিনিস দেয়া হয়েছে তা স্বয়ং আমাদেরকে দেয়া না হবে। আল্লাহ তার নবূয়্যত ও রেসালতের দায়িত্ব কার দ্বারা পালন করাবেন এবং কিভাবে করাবেন তা তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৩১. অর্থাৎ তোমরা কেমন করে এই আশা পোষণ করতে পারো যে- যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ বর্তমান, যে জ্ঞানের আলোর সাহায্যে ভ্রষ্ট ও বক্রপথসমূহের মধ্য থেকে সত্যের সরল সোজা পথটি পরিষ্কাররূপে দেখতে পাচ্ছে- সে মানুষ সেই বোধহীন ও চেতনাহীন মানুষদের মত পৃথিবীতে জীবন-যাপন করবে যারা মূর্খতা ও অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ফিরছে?

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ

পৌঁছবে শীঘ্রই (তাদের উপর) যারা অপরাধ করেছে লাঞ্ছনা নিকট (হতে) আল্লাহর ও শাস্তি

شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن

কঠিন এ কারণে যা তারা চক্রান্ত করতেছিল অতএব যাকে চান আল্লাহ যে

يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن

তাকে হেদায়াত দিবেন প্রশস্ত করেদেন তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে এবং যাকে চান যে

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ

তাকে বিপথগামী করবেন বানান তার বক্ষকে অতিশয় সংকীর্ণ (ইসলামের অনুসরণে) যেন (তার মনে হবে) সেআরোহণ করছে

فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

মধ্যে আসমানের এভাবে রাখেন আল্লাহ অপবিত্রতা উপর (তাদের) যারা

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ

না ঈমান আনে এবং এই পথ তোমার রবের সরল-সঠিক (পথ)

সেদিন দূরে নয় যখন এই অপরাধীরা নিজেদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শাস্তিস্বরূপ আল্লার নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

১২৫. অতএব (এ অকাট্য সত্য যে,) আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে গোমরাহীতে নিমজ্জিত করার ইচ্ছা করেন তার বক্ষকে সংকীর্ণ করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করে দেন যে, (ইসলামের ধারণা করা মাত্রই) মনে হয়, তার প্রাণ আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্যকে পরিহার করে চলা ও সত্যের প্রতি ঘৃণা রাখার) অপবিত্রতা বেঈমান লোকদের উপর চাপিয়ে দেন[৩২]।

১২৬. অথচ এই পথই তোমার রবের সোজা ও ঋজু পথ।

৩২. এই বাক্যাংশ দ্বারা একথা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় যে, যারা ঈমান আনায়ন করে না আল্লাহতা'আলা তাদের বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত না করে বন্ধ করে দেন, এবং তাদেরকে হেদায়াত দান করতে ইচ্ছা করেন না।

قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾ لَهُمْ دَارُ

নিশ্চয় / আমরা বিশদ বর্ণনা করেছি / নিদর্শনগুলোকে / লোকদের জন্যে / (যারা) উপদেশ গ্রহণ করে / তাদের জন্যে রয়েছে / ঘর

السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾

শান্তির / নিকট / তাদের রবের / এবং / তিনি / তাদের অভিভাবক / একারণে যা / তারা কাজ করতেছিল

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ

এবং / যে দিন / তাদের একত্রিত করবেন (আল্লাহ) / সকলকে (এবং বলবেন) / হে সমাজ / জ্বিনদের / নিশ্চয় / তোমরা অনেককে (অনুগামী) করেছ

مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ اَوْلِيٰٓؤُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا

মধ্যহতে / মানুষের / এবং / বলবে / (যারাছিল) বন্ধু / তাদের / মধ্যহতে / মানুষের / হে আমাদের রব

اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَّبَلَغْنَآ اَجَلَنَا الَّذِيْٓ

আস্বাদন করেছে / আমাদের অনেকে / (অন্য) অনেকের দ্বারা / এবং / আমরা পৌছেছি / আমাদের নির্ধারিত মেয়াদে / যা

اَجَّلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا

তুমি নির্ধারিত করেছিলে / আমাদের জন্যে / বলবেন তিনি / আগুনই / তোমাদের বাসস্থান (জাহান্নামের) / তোমরা চিরদিন থাকবে / তার মধ্যে / তবে

مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٢٨﴾

যা / ইচ্ছে করবেন / আল্লাহ (সেটা ভিন্ন কথা) / নিশ্চয় / তোমার রব / প্রজ্ঞাময় / মহাজ্ঞানী

নসীহত গ্রহণকারীদের জন্য তার চিহ্ন সমূহ উজ্জল করে দেয়া হয়েছে।

১২৭. তাদের জন্য তাদের আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার ঘর রয়েছে, তিনিই তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের অবলম্বিত সঠিক নির্ভুল কর্ম-পদ্ধতির কারণে।

১২৮. যেদিন আল্লাহ এই সব লোককে ধরে একত্রিত করবেন সেই দিন তিনি জ্বিনদেরকে (অর্থাৎ শয়তান জিনদেরকে) সম্বোধন করে বলবেনঃ "হে জ্বিন সমাজ, তোমরা তো মানব সমাজের উপর খুব বাড়াবাড়ি করলে।" মানুষের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু ছিল তারা নিবেদন করবেঃ 'হে পরোযারদেগার! আমরা পরস্পরের দ্বারা খুব ফায়দা লুটিয়াছি। এবং এখন আমরা সেই অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলে। 'আল্লাহ বলবেনঃ আচ্ছা, এখন তোমাদের চূড়ান্ত পরিণাম জাহান্নাম। এখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। এ হতে রক্ষা পাবে কেবল তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। তোমাদের আল্লাহ নিঃসন্দেহে সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞ।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾

এবং এভাবে আমরা বন্ধু বানাব কতককে (অর্থাৎ একদলকে) যালিমদের কতক (অর্থাৎ অন্যদল) দ্বারা এ কারণে যা অর্জন করতেছিল তারা

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

(বলা হবে) হে সমাজ জ্বিনদের ও মানবের কি নাই আসে তোমাদের কাছে রসূলগণ তোমাদের মধ্য হতে

يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ

(যারা) বর্ণনা করত তোমাদের কাছে আমার নিদর্শন সমূহকে এবং তোমাদেরকে তারা সতর্ক করত সাক্ষাতের তোমাদের দিনের (অর্থাৎ আখেরাতের)

هٰذَا قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ

এই তারা বলবে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদের কিন্তু তাদেরকে প্রতারিত করেছে জীবন

الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا

দুনিয়ার এবং (তখন) তারা সাক্ষী দেবে বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের যে তারা ছিল

كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾

কাফির

---

১২৯. জেনে রাখ, এমনিভাবেই আমরা (পরকালে) যালেমদেরকে পরস্পরের সংগী বানিয়ে দেব সেই উপার্জনের বিনিময়ে যা তারা (দুনিয়ায় পরস্পরের সংগে মিলিত হয়ে) করছিল।

রুকূ-১৬

১৩০. (এই সময় আল্লাহ তাদের নিকট এও জিজ্ঞাসা করবেন যে) "হে মানুষ ও জ্বিন জাতি, তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই কি সেই নবী-পয়গম্বার আসেনি যে তোমাদেরকে আমরা আয়াত শুনাত এবং এই দিনের পরিণাম সম্পর্কে (পূর্বেই) ভয় দেখাত"? জবাবে তারা বলবেঃ 'হ্যাঁ, আমরা আমাদের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছি'। আজ দুনিয়ার জীবন এই লোকদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে। কিন্তু তখন তারা নিজেদেরর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেবে যে,তারা কাফের ছিল।
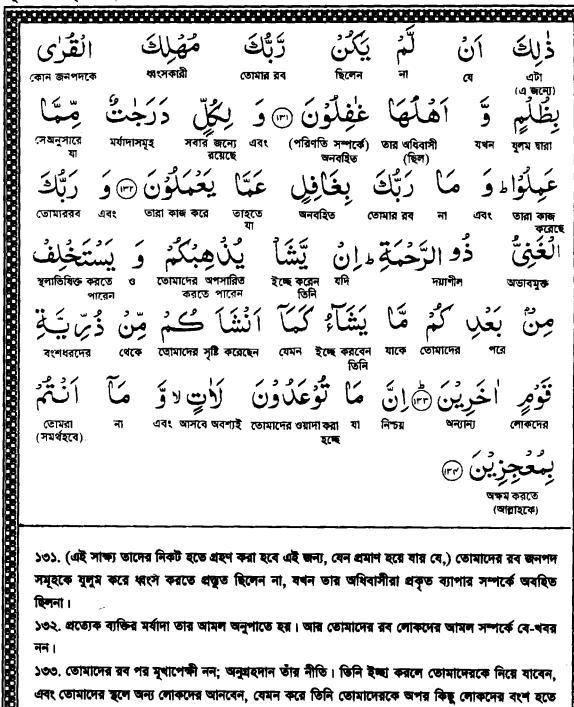
১৩১. (এই সাক্ষ্য তাদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এই জন্য, যেন প্রমাণ হয়ে যায় যে,) তোমাদের রব জনপদ সমূহকে যুলুম করে ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন না, যখন তার অধিবাসীরা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত ছিলনা।

১৩২. প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা তার আমল অনুপাতে হয়। আর তোমাদের রব লোকদের আমল সম্পর্কে বে-খবর নন।

১৩৩. তোমাদের রব পর মূখাপেক্ষী নন; অনুগ্রহদান তাঁর নীতি। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিয়ে যাবেন, এবং তোমাদের স্থলে অন্য লোকদের আনবেন, যেমন করে তিনি তোমাদেরকে অপর কিছু লোকদের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৪. তোমাদের কাছে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে তা অবশ্যই আসবে। আর তোমরা আল্লাহকে দূর্বল অক্ষম করে দেয়ার মত ক্ষমতা রাখনা।

আরবি	অর্থ
قُلْ	(হে নবী) বল
يٰقَوْمِ	হে আমার জাতি
اعْمَلُوْا	তোমরা কাজ কর
عَلٰى	উপর
مَكَانَتِكُمْ	তোমাদের জায়গায়
اِنِّىْ	আমি নিশ্চয়
عَامِلٌ ج	কর্মসম্পাদনকারী (নিজের স্থানে)
فَسَوْفَ	শীঘ্রই অতঃপর
تَعْلَمُوْنَ	তোমরা জানবে
مَنْ	কে
تَكُوْنُ	হবে (এমন যে)
لَهٗ	তার জন্যে (থাকবে)
عَاقِبَةُ	পরিণামে
الدَّارِ	(কল্যাণকর) আবাসস্থল
اِنَّهٗ	তা নিশ্চয় (এমন সত্য যে)
لَا	না
يُفْلِحُ	সফল হয়
الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٥﴾	যালিমরা
وَ	এবং
جَعَلُوْا	তারা নির্দিষ্ট করেছে
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্যে
مِمَّا	তাহতে যা
ذَرَاَ	তিনি সৃষ্টি করেছেন
مِنَ	মধ্যহতে
الْحَرْثِ	ক্ষেত ফসলের
وَ	ও
الْاَنْعَامِ	গবাদি পশুর
نَصِيْبًا	এক অংশ
فَقَالُوْا	তারা বলে অতঃপর
هٰذَا	এটা
لِلّٰهِ	আল্লাহর জন্যে
بِزَعْمِهِمْ	তাদের ধারণাঅনুযায়ী
وَ	এবং (বলে)
هٰذَا	এই (অন্য অংশটা)
لِشُرَكَآئِنَا ج	আমাদের শরীকদের জন্যে
فَمَا	অতঃপর যা
كَانَ	হয়
لِشُرَكَآئِهِمْ	তাদের শরীকদের জন্যে
فَلَا	তা না
يَصِلُ	পৌঁছায়
اِلَى	পর্যন্ত
اللّٰهِ ج	আল্লাহর

১৩৫. হে মুহাম্মদ, বলে দাও যে, তোমরা নিজেদের জায়গায় থেকে আমল করতে থাক, আর আমিও নিজের স্থানে আমল করছি। অতিশীঘ্র তোমরা জানতে পারবে যে, শেষ অবস্থা কার পক্ষে কল্যাণময় হয়। যাই হোক একথা চূড়ান্ত সত্য যে, যালেম কখনো কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারে না।

১৩৬. এই লোকেরা আল্লাহর জন্য তার নিজেরই পয়দা করা ক্ষেত-খামারের ফসল ও গৃহপালিত পশু হতে একটি অংশ নির্দিষ্ট করছে। এবং বলে ঃ এ আল্লাহর জন্য -এ তাদের নিজস্ব ধারণা-কল্পনা মাত্র– আর এ আমাদের বানানো শরীকদের জন্য। কিন্তু যে অংশ তাদের বানানো শরীকদের জন্য তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না[৩৩]।

৩৩. তারা আল্লাহর নামে যে অংশ নির্দিষ্ট করতো তার মধ্যেও নানা প্রকার বাহানাবাজী করে যেন-তেন প্রকারে নিজেদের কল্পিত দেব-দেবীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতো। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ যে শস্য বা ফল প্রভৃতি তারা আল্লাহর অংশে নির্দিষ্ট করতো তার মধ্য থেকে যদি কিছু কিছু পড়ে যেত তবে তা শরীকদের অর্থাৎ দেব-দেবীদের অংশে শামিল করে দেয়া হতো। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শরীকদের অংশ থেকে কিছু পতিত হতো যা আল্লাহর অংশের সংগে মিশ্রিতি হয়ে যেতো; তাহলে তা পুনরায় শরীকদের অংশেই শামিল করে দেয়া হতো। যদি কোন কারন বশতঃ নযর ও নিয়াযের শস্য নিজেদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো তবে আল্লাহর অংশ থেকে নিত, কিন্তু শরীকদের অংশে হাত দিতে ভয় পেতো, পাছে কোন বিপাদ ঘটে!

অথচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের বানানো শরীকদের পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কতই না খারাব এই লোকদের ফয়সালা।

১৩৭. এবং এমনিভাবে তাদের শরীকেরা বহু সংখ্যক মুশরিকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে[৩৪] যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে,

৩৪. এখানে 'শরীক' শব্দটি উপরোক্ত অর্থ থেকে এক ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৩৬ আয়াতে যে 'শরীক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাদের সেই সব উপাস্য দেব-দেবীদের– নেয়ামত লাভের জন্য যাদের বরকত, সুপারিশ বা মধ্যস্থতাকে তারা সহায়ক মনে করতো এবং প্রাপ্ত নেয়াততের কৃতজ্ঞাতার হক স্বরূপ তারা তাদের সেই সব উপাস্য ঠাকুর- দেবতাদেরকে আল্লাহর সাথে অংশীদার বানাতো। অপর পক্ষে এই আয়াতে 'শরীক' এর অর্থ সেই মানুষ যে সন্তান-হত্যার প্রথা প্রথম চালু করেছিল; এবং সেই শয়তান যে এই অত্যাচারমূলক প্রথাকে তাদের দৃষ্টিতে এক বৈধ ও পছন্দনীয় কাজ রূপে দাঁড় করিয়েছে। সন্তান-হত্যার তিন রকম প্রথা আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এবং কোরআন মজীদে এই তিন প্রথার প্রতিই ইংগিত করা হয়েছেঃ (১) কেউ যেন জামাতার মর্যাদা না পেতে পারে, বা গোত্র সমূহের মধ্য পারস্পরিক লড়ায়ে কন্যা-সন্তান শত্রুদের কবজায় না পড়ে বা অন্য কোন কারণে সে যেন তাদের অপমান - অসম্মানের কারণ না হয়– সে জন্য কন্যা-সন্তান হত্যা (২) এধারণায় সন্তান হত্যা যে তাদের প্রতিপালনের ভার বহন করা যাবে না এবং জীবিকার অভাববশতঃ তারা এক অসহনীয় বোঝা স্বরূপ হয়ে দাড়াবে। (৩) নিজেদের উপাস্য দেবদেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সন্তান-সন্ততি উৎসর্গ করা।

وَ لِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ط وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ

এবং | তারা যেন দুর্বোধ্যকরে | তাদের উপর | তাদের দ্বীনকে | এবং যদি | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ | না | তা তারা করত

فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَ قَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّ

অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও | এবং যাকিছু | তারা রচনা করছে | এবং তারা বলে | " এই | গবাদিপশুগুলো | ও

حَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَ

ক্ষেত ফসল | সুরক্ষিত | না | তা খাবে | এছাড়া | যাকে | "ইচ্ছা করিব আমরা | তাদেরধারণাঅনুযায়ী | এবং

اَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَ اَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُوْنَ

(কিছু) গবাদিপশু | নিষিদ্ধ করা হয়েছে | তার পিঠগুলোতে (কিছু উঠাতে) | ও | (কিছু) গবাদিপশু | না | তারা উচ্চারণ করে (জবাহ করার সময়)

اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ط سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا

নাম | আল্লাহর | তার উপর | তারা মিথ্যা রচনা করে | তার উপর | তাদের প্রতিফল দিবেন শীঘ্রই | একারণে যা

كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾

তারা মিথ্যা রচনা করতেছিল

এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহপূর্ণ বানিয়ে দেয়[৩৫]। আল্লাহ চাইলে তারা এরূপ করত না। কাজেই তাদের ছেড়ে দাও, তারা নিজেদের মিথ্যা রচনায় নিমগ্ন থাকুক।

১৩৮. তারা বলে ঃ এই জন্তু ও এই ক্ষেত-ফসল সুরক্ষিত! এই গুলি কেবল তারাই খেতে পারে যাদেরকে আমরা খাওয়াতে চাইব। অথচ এই বিধি-নিষেধ তাদের নিজেদেরই কল্পিত। এ ছাড়া কিছু জন্তু-জানোয়ার এমন আছে যেগুলির উপর সওয়ার হওয়া ও মাল বোঝাই করাকে হারাম করা হয়েছে। আর কিছু জন্তুর উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চরণ করেনা। আর এই সব কিছুই তারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে নিয়েছে। অতি শীঘ্র আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা রচনার প্রতিফল দান করবেন।

---

৩৫. জাহেলীয়াতের যুগের আরবগণ নিজেদেরকে হযরত ইবরাহিম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর অনুসারী বলতো ও মনে করতো এবং সেই হিসাবে তাদের ধারণা ছিল যে তারা যে ধর্মের অনুসারী তা আল্লাহতা'আলার প্রিয় ও পছন্দনীয় ধর্ম। কিন্তু এই দ্বীনের মধ্যে পরবর্তী যুগ সমূহে- তাদের ধর্মীয় নেতারা, গোত্রীয় সর্দাররা, বংশের বড় ও জেষ্ঠরা এবং বিভিন্ন লোকে নানা অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকান্ড ও প্রথা সংযুক্ত করতে থাকে; পরবর্তী বংশধরেরা সেগুলিকে মূল ধর্মের অংগ বলে মনে করেছে, এবং এইভাবে তাদের সমগ্র ধর্মটাই সন্দেহ-সংশয় যুক্ত হয়ে গেছে।
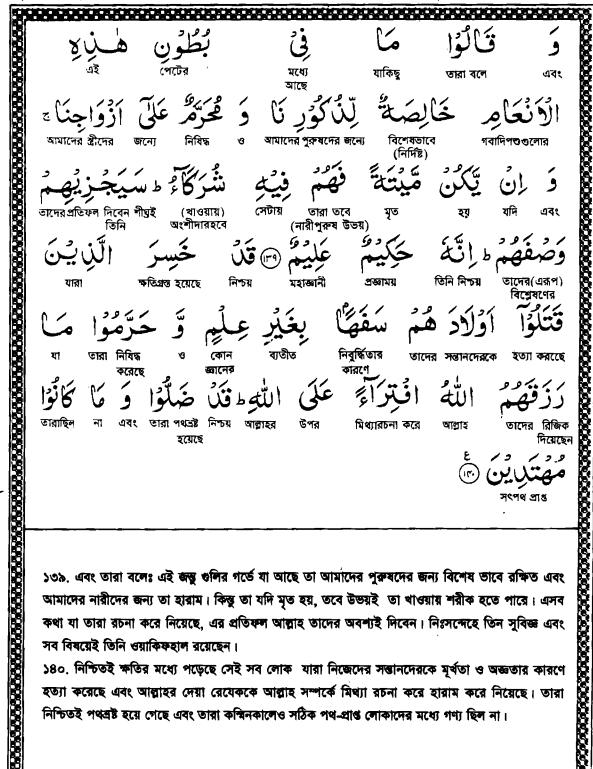
১৩৯. এবং তারা বলেঃ এই জন্তু গুলির গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত এবং আমাদের নারীদের জন্য তা হারাম। কিন্তু তা যদি মৃত হয়, তবে উভয়ই তা খাওয়ায় শরীক হতে পারে। এসব কথা যা তারা রচনা করে নিয়েছে, এর প্রতিফল আল্লাহ তাদের অবশ্যই দিবেন। নিঃসন্দেহে তিন সুবিজ্ঞ এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল রয়েছেন।

১৪০. নিশ্চিতই ক্ষতির মধ্যে পড়েছে সেই সব লোক যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর দেয়া রেযেককে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে হারাম করে নিয়েছে। তারা নিশ্চিতই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা কস্মিনকালেও সঠিক পথ-প্রাপ্ত লোকাদের মধ্যে গণ্য ছিল না।

وَ	هُوَ	الَّذِيْٓ	اَنْشَاَ	جَنّٰتٍ	مَّعْرُوْشٰتٍ
এবং	তিনিই	যিনি	সৃষ্টি করেছেন	উদ্যানসমূহ	মাচার উপর চড়ান (অর্থাৎ লতা জাতীয়)

وَّ	غَيْرَ	مَعْرُوْشٰتٍ	وَّ	النَّخْلَ	وَ	الزَّرْعَ	مُخْتَلِفًا	اُكُلُهٗ
ও	নয়	মাচার উপর চড়ান (অর্থাৎ কান্ড বিশিষ্ট)	এবং	খেজুর গাছ	ও	ফসল	বিভিন্ন	তার খাদ্যসম্ভার

وَ	الزَّيْتُوْنَ	وَ	الرُّمَّانَ	مُتَشَابِهًا	وَّ	غَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ
ও	যয়তুন	ও	আনার	সদৃশ	এবং	বৈসাদৃশ্যও

كُلُوْا	مِنْ	ثَمَرِهٖٓ	اِذَآ	اَثْمَرَ	وَ اٰتُوْا	حَقَّهٗ	يَوْمَ	حَصَادِهٖ ۖ
তোমরা খাও	থেকে	তার ফল	যখন	ফলবান হয়	তোমরা এবং দাও	তার হক (অর্থাৎ ওশর)	দিনে	তার কাটার

وَ	لَا	تُسْرِفُوْا ؕ	اِنَّهٗ	لَا	يُحِبُّ	الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٤١﴾	وَ	مِنَ
এবং	না	তোমরা অপব্যয় করো	তিনি নিশ্চয়	না	ভালবাসেন	অপব্যয়কারীদেরকে	এবং (তিনিই সৃষ্টিকরেছেন)	মধ্যহতে

الْاَنْعَامِ	حَمُوْلَةً	وَّ	فَرْشًا ؕ	كُلُوْا	مِمَّا	رَزَقَكُمُ	اللّٰهُ
গবাদিপশুর	ভারবাহী পশু (যেমনউট-গরু)	আবার	ক্ষুদ্রাকার পশু (যেমন ছাগল-ভেড়া)	তোমরা খাও	তাহতে যা	তোমাদের রিজিক দিয়েছেন	আল্লাহ

রুকূ-১৭

১৪১. তিনি আল্লাহই যিনি নানা প্রকারের লতা বিশিষ্ট ও স্বীয় কান্ডের উপর দন্ডায়মান বৃক্ষ-বিশিষ্ট বাগান পয়দা করেছেন । যিনি খেজুর গাছ ও ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছেন যা হতে নানা প্রকারের খাদ্য লাভ করা যায়। যিনি যয়তুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যার ফল বাহ্যিক রূপে পরস্পর সদৃশ এবং স্বাদ বিভিন্ন। তোমরা তার উৎপাদন খাও, যখন তা ফল ধারণ করবে এবং তাঁর (আল্লাহর) হক আদায় কর যখন এই সবের ফসল আহরণ করবে। আর তোমরা সীমা লংঘন করোনা। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারী লোকদের পছন্দ করেন না।

১৪২. সেই আল্লাহই গৃহপালিত জন্তুদের মধ্যে এমন জন্তুও সৃষ্টি করেছেন যা যাত্রী বহন ও তার বহনের কাজে ব্যবহৃত হয়, এবং যা খাদ্য ও বিছানার প্রয়োজন পূর্ণ করে[৩৬]। তোমরা খাও সেই সব জিনিস যা আল্লাহ তোমাদেরকে দান করেছেন

৩৬. অর্থাৎ তাদের চামড়া ও পশম থেকে বিছানা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।
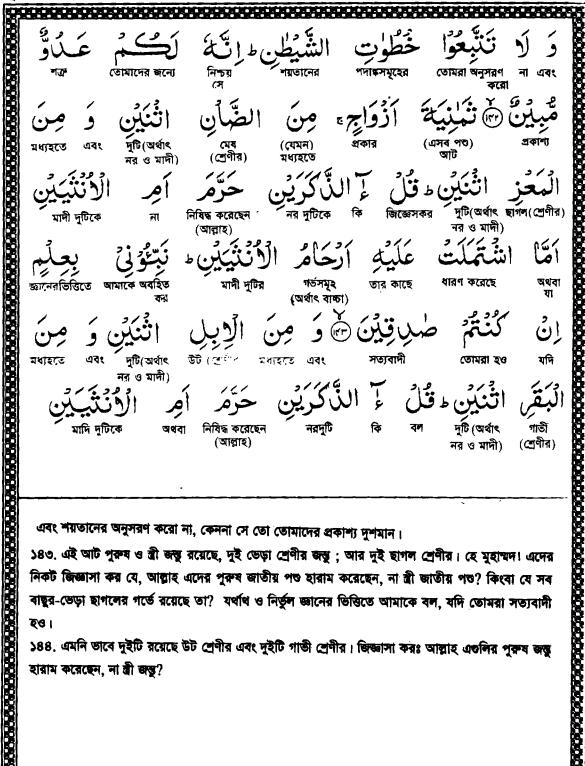
এবং শয়তানের অনুসরণ করো না, কেননা সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমান।

১৪৩. এই আট পুরুষ ও স্ত্রী জন্তু রয়েছে, দুই ভেড়া শ্রেণীর জন্তু ; আর দুই ছাগল শ্রেণীর। হে মুহাম্মদ! এদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আল্লাহ এদের পুরুষ জাতীয় পশু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জাতীয় পশু? কিংবা যে সব বাছুর-ভেড়া ছাগলের গর্ভে রয়েছে তা? যথার্থ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪৪. এমনি ভাবে দুইটি রয়েছে উট শ্রেণীর এবং দুইটি গাভী শ্রেণীর। জিজ্ঞাসা করঃ আল্লাহ এগুলির পুরুষ জন্তু হারাম করেছেন, না স্ত্রী জন্তু?
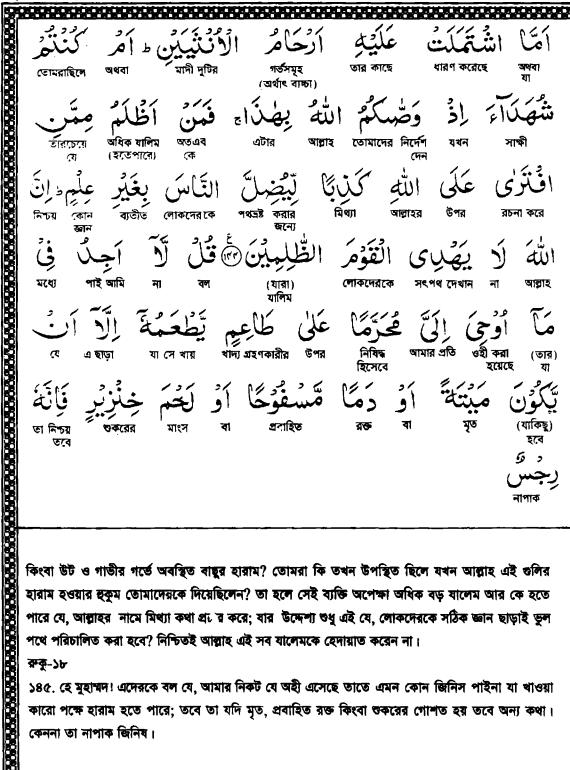
কিংবা উট ও গাভীর গর্ভে অবস্থিত বাচ্চার হারাম? তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ এই গুলির হারাম হওয়ার হুকুম তোমাদেরকে দিয়েছিলেন? তা হলে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় যালেম আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা প্রচার করে; যার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান ছাড়াই ভুল পথে পরিচালিত করা হবে? নিশ্চিতই আল্লাহ এই সব যালেমকে হেদায়াত করেন না।

রুকু-১৮

১৪৫. হে মুহাম্মদ! এদেরকে বল যে, আমার নিকট যে অহী এসেছে তাতে এমন কোন জিনিস পাইনা যা খাওয়া কারো পক্ষে হারাম হতে পারে; তবে তা যদি মৃত, প্রবাহিত রক্ত কিংবা শুকরের গোশত হয় তবে অন্য কথা। কেননা তা নাপাক জিনিষ।

أَوْ	فِسْقًا	أُهِلَّ	لِغَيْرِ	اللّٰهِ	بِهٖ	فَمَنِ	اضْطُرَّ	غَيْرَ
বা	অবৈধ(হওয়ার কারণ)	(জবাহ করার সময়) নাম নেওয়া হয়েছে	(অন্যের) ব্যতীত	আল্লাহ	তার উপর	তবে যে	নিরুপায় হয়ে (খায়)	না

بَاغٍ	وَّ	لَا	عَادٍ	فَاِنَّ	رَبَّكَ	غَفُوْرٌ	رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾	وَ	عَلَى	الَّذِيْنَ
অবাধ্য হয়ে	আর	না	সীমালংঘন করে	তবে নিশ্চয়	তোমার রব (সেক্ষেত্রে)	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	এবং	(তাদের) উপর	যারা

هَادُوْا	حَرَّمْنَا	كُلَّ	ذِىْ ظُفُرٍ	وَ	مِنَ	الْبَقَرِ	وَ	الْغَنَمِ
য়াহূদী হয়েছে	আমরা নিষিদ্ধ করেছিলাম	সব	নখর বিশিষ্ট (জন্তু)	এবং	মধ্যহতে	গরু	ও	ছাগলের

حَرَّمْنَا	عَلَيْهِمْ	شُحُوْمَهُمَآ	اِلَّا	مَا	حَمَلَتْ	ظُهُوْرُ	هُمَآ
আমরা হারাম করেছিলাম	তাদের উপর	উভয়ের চর্বি গুলো	তবে	যা	বহন করে	পৃষ্ঠ গুলো	উভয়ের

اَوِ	الْحَوَايَآ	اَوْ	مَا	اخْتَلَطَ	بِعَظْمٍ	ذٰلِكَ	جَزَيْنٰهُمْ	بِبَغْيِهِمْ
বা	অন্ত্র গুলো	অথবা	যা	মিলিত হয়েথাকে	হাড়ের সাথে (সেটা ভিন্ন কথা)	এটা	তাদেরকে আমরা শাস্তি দিয়েছি	তাদেরঅবাধ্যতার কারণে

কিংবা যদি ফিসক হয়- যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে তা যবেহ করা হয়ে থাকে[৩৭]। তারপরে কোন ব্যক্তি যদি একান্ত ঠেকায় পড়ে (এই সবের কোন একটি জিনিস খায়) কোনরূপ না- ফরমানীর ইচ্ছা না রাখে এবং প্রয়োজনের সীমা লংঘন না করে তবে নিশ্চিতই তোমার রব ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী ও করুনাময়।

১৪৬. আর যারা ইয়াহুদী মত অবলম্বন করেছে তাদের প্রতি আমরা সব ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু হারাম করে দিয়েছিলাম এবং গাভী ও ছাগলের চর্বিও - যা তাদের পৃষ্ঠদেশ ও অন্ত্রের মধ্যে লেগে রয়েছে, কিংবা যা হাড়ের সাথে যুক্ত রয়েছে তা ব্যতীত। এ ছিল তাদের সীমা লংঘনের জন্য তাদের প্রতি আমাদের শাস্তি[৩৮]।

৩৭. এর অর্থ এই নয় যে এ ছাড়া কোন খাদ্য-বস্তু শরীয়তে হারাম নয়, এর অর্থ হচ্ছে- সে সব জিনিস হারাম নয়, যেগুলিকে তোমরা হারাম করে নিয়েছ; বরং হারাম হচ্ছে এই জিনিসগুলি - সূরা মায়েদাঃ টীকা ২ এবং ৯ দ্রষ্টব্য।

৩৮. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৩৯; নিসা আয়াত- ১৬০ দ্রষ্টব্য।

وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ

এবং নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সত্যবাদী অতঃপর যদি তোমাকে তারা প্রত্যাখ্যান করে তবে বল তোমাদের রব মালিক

رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَ لَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ

দয়ার সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক কিন্তু না ফিরান যায় তাঁর শাস্তি থেকে লোকদের

الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ

(যারা) অপরাধী বলবে শীঘ্রই যারা শিরক করেছে যদি ইচ্ছে করতেন

اللّٰهُ مَآ اَشْرَكْنَا وَ لَآ اٰبَآؤُنَا وَ لَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ؕ

আল্লাহ না আমরা শিরক করতাম এবং না আমাদের পূর্ব পুরুষরা এবং না আমরা নিষিদ্ধ করতাম কোন কিছুই

كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذَاقُوْا بَاْسَنَا ؕ

এভাবে মিথ্যা বলেছে (তারাও) যারা তাদের পূর্বে (ছিল) যতক্ষণনা তারা স্বাদ নিয়েছে আমাদের শাস্তির

আর আমরা যা কিছু বলছি তা পূর্ণ মাত্রায় সত্যই বলছি।

১৪৭. এখন তারা যদি তোমাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখান করে তবে তাদেরকে বল যে, তোমাদের রব ব্যাপক রহমতের মালিক এবং অপরাধী লোকদের প্রতি তাঁর দেয়া আযাব প্রতি রোধ করা সম্ভব নয়।

১৪৮. এই মুশরিক লোকেরা (তোমার এই সব কথার জবাবে) অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে না আমরা শেরক করতাম, আর না করত আমাদের বাপ-দাদারা; আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম[৩৯]। বস্তুতঃ এই ধরনের কথা বলেই এদের পূর্বের লোকেরাও সত্যকে মিথ্যা নিরূপণ করেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত আমাদের দেয়া আযাবের স্বাদ তারা গ্রহণ করেছিল।

৩৯. অথাৎ তারা নিজেদের অপরাধ ও খারাব কাজ গুলোর জন্য সেই পুরাতন ওযর গুলিই পেশ করবে যেগুলো অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী লোকেরা চিরদিন পেশ করে থাকে। তারা বলবে- আমাদের জন্য আল্লাহর মশিয়তই হচ্ছে এই যে, আমরা শেরক করব এবং যে সব জিনিসকে আমরা হারাম করে রেখেছি সেগুলি আমরা হারাম করবো। কারণ আল্লাহ যদি না চাইতো যে আমরা এরূপ করি তবে কেমন করে এটা সম্ভব যে আমাদের দ্বারা ঐ কাজগুলি সংঘটিত হয়? সুতরাং যেহেতু আল্লাহর মশিয়ত অনুযায়ী আমরা এসব কিছু করছি, আমরা ঠিকই করছি। এর জন্য যদি দোষ হয়ে থাকে তবে সে দোষ আমাদের নয়, সে দোষ হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহতা'আলার। আর যা কিছু আমরা করছি তা করতে আমরা বাধ্য, কেন না এ ছাড়া অন্য কিছু করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

قُلْ	هَلْ	عِنْدَكُمْ	مِنْ عِلْمٍ	فَتُخْرِجُوهُ	لَنَا
বল	(আছে) কি	তোমাদের কাছে	কোন জ্ঞান	তবে তা তোমরা পেশ কর	আমাদেরকে

إِنْ	تَتَّبِعُونَ	إِلَّا	الظَّنَّ	وَ	إِنْ	أَنْتُمْ	إِلَّا	تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾
(প্রকৃতপক্ষে) না	তোমরা অনুসরণ কর	এছাড়া	অনুমানের	এবং	না	তোমরা	এছাড়া	মিথ্যা রচনা কর

قُلْ	فَلِلَّهِ	الْحُجَّةُ	الْبَالِغَةُ	فَلَوْ	شَاءَ	لَهَدَاكُمْ	أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾
বল	আল্লাহরই	যুক্তিপ্রমাণ	পরিপূর্ণও চূড়ান্ত	অতঃপর যদি	ইচ্ছে করতেন	তোমাদের অবশ্যই হেদায়াত দিতেন	সকলকে
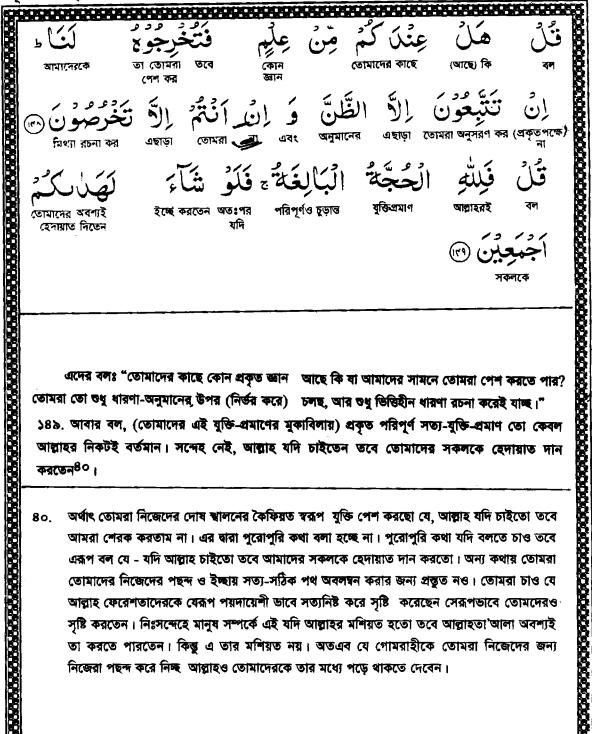
এদের বলঃ "তোমাদের কাছে কোন প্রকৃত জ্ঞান আছে কি যা আমাদের সামনে তোমরা পেশ করতে পার? তোমরা তো শুধু ধারণা-অনুমানের উপর (নির্ভর করে) চলছ, আর শুধু ভিত্তিহীন ধারণা রচনা করেই যাচ্ছ।"

১৪৯. আবার বল, (তোমাদের এই যুক্তি-প্রমাণের মুকাবিলায়) প্রকৃত পরিপূর্ণ সত্য-যুক্তি-প্রমাণ তো কেবল আল্লাহর নিকটই বর্তমান। সন্দেহ নেই, আল্লাহ যদি চাইতেন তবে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন[৪০]।

৪০. অর্থাৎ তোমরা নিজেদের দোষ স্খালনের কৈফিয়ত স্বরূপ যুক্তি পেশ করছো যে, আল্লাহ যদি চাইতো তবে আমরা শেরক করতাম না। এর দ্বারা পুরোপুরি কথা বলা হচ্ছে না। পুরোপুরি কথা যদি বলতে চাও তবে এরূপ বল যে - যদি আল্লাহ চাইতো তবে আমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতো। অন্য কথায় তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দ ও ইচ্ছায় সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত নও। তোমরা চাও যে আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে যেরূপ পয়দায়েশী ভাবে সত্যনিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন সেরূপভাবে তোমদেরও সৃষ্টি করতেন। নিঃসন্দেহে মানুষ সম্পর্কে এই যদি আল্লাহর মশিয়ত হতো তবে আল্লাহতা'আলা অবশ্যই তা করতে পারতেন। কিন্তু এ তার মশিয়ত নয়। অতএব যে গোমরাহীকে তোমরা নিজেদের জন্য নিজেরা পছন্দ করে নিচ্ছ আল্লাহও তোমাদেরকে তার মধ্যে পড়ে থাকতে দেবেন।

১৫০. এদের বল যে, 'তোমাদের সেই সাক্ষী উপস্থিত কর যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহই এই জিনিসগুলোকে হারাম করেছেন'। তারা যদি সাক্ষ্য দেয়ই তা হলেও তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দেবেনা[৪১]। এবং কস্মিনকালেও তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে চলবে না। যারা আমাদের আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে, আর যারা পরকাল অস্বীকারকারী এবং যারা অন্যান্যকে নিজেদের রবের সমতুল্য করে নিয়েছে।

রুকু-১৯

১৫১. হে মুহাম্মদ! এই লোকদের বল যে, তোমরা এস ,আমি তোমাদের শুনাব তোমাদের রব তোমাদের উপর কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন[৪২]। (তা হল) এই যে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না।

৪১. অর্থাৎ যদি তারা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব উপলব্ধি করে এবং এটা বোঝে যে, সাক্ষ্য সেই কথার দেয়া উচিত যে সম্পর্কে জ্ঞান আছে, তবে তারা কখনো এই সাক্ষ্যদান করার সাহস করবে না। কিন্তু যদি তারা শাহাদতের দায়িত্ব উপলব্ধি না করেই এতটা হঠকারিতা দেখায় যে আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দান করতে দ্বিধা না করে, তবে তাদের এই মিথ্যায় তুমি তাদের সহযোগী হয়ো না।

৪২. অর্থাৎ তোমরা যে বাধ্য-বাধকতার মধ্যে গ্রেফতার হয়ে আছ সেগুলি তোমাদের প্রভুর নির্দেশিত বাধ্য-বাধকতা নয়।

وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ

এবং | পিতামাতার সাথে | সদ্ব্যবহার করবে | এবং | না | তোমরা হত্যা করো | তোমাদের সন্তানদের

مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا

দরিদ্রতায় পড়ার ভয়ে | আমরা | তোমাদের আমরা রিয্‌ক দেই | এবং | তাদেরকেও | এবং | না | তোমরা নিকটে যেয়ো

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا

অশ্লীলতার | যা | প্রকাশ্য (হউক) | তা হতে | কিম্বা | যা | অপ্রকাশ্য (তাও) | এবং | না | তোমরা হত্যা করো

النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ

কোন প্রাণকে | যাকে | নিষিদ্ধ করেছেন | আল্লাহ | ব্যতীত | যথার্থ কারণ (যেমন জিহাদে) | এটা | তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন

بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۵۱﴾ وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا

তা সম্পর্কে | তোমরা যাতে | অনুধাবন কর | এবং | না | তোমরা নিকটেও যেয়ো | সম্পদের | য়াতীমের | তবে

بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۚ

এমনভাবে | যা | অতি উত্তম (যেমন তাদের ভরণ পোষণ) | যতক্ষণ না | পৌঁছে | তার বয়ঃপ্রাপ্ততায়

পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। নিজেদের সন্তানদের গরীবীর ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরও রেযেক দিই, আর তাদেরও দিব। নির্লজ্জতার বিষয় ও ব্যাপারের[৪৩] কাছেও যাবেনা, তা প্রকাশ্যই হোক, কি গোপন। কোন প্রাণ, আল্লাহ যাকে সম্মানীয় করেছেন, হত্যা করবেনা, অবশ্য সত্য ও ন্যায় সহকারে। এসব কথা, যা পালনের জন্য তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, সম্ভব্য তোমরা বুঝে-শুনে কাজ করবে।

১৫২. আরো এই যে তোমরা ইয়াতীমের মাল-সম্পদের নিকটেও যাবে না— অবশ্যই এমন নিয়ম ও পন্থায়, যা সর্বাপেক্ষা ভাল, যতদিন না সে জ্ঞান-বুদ্ধি লাভের বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

---

৪৩. মূলে শব্দ فَوَاحِش ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সকল কাজের প্রতি এই শব্দ প্রযুক্ত হয় যেগুলোর খারাবি অতি সুস্পষ্ট! যৌন ব্যভিচার ; লূত (আঃ)-এর জাতির অপকর্ম, সম-যোনি মৈথুন, নগ্নতা, মিথ্যা অপবাদ ও পিতার বিবাহিতার সংগে বিবাহ করাকে পবিত্র কোরআনে 'ফাহেশ' কাজের মধ্যে গন্য করা হয়েছে। হাদীসে মদ্যপান ও ভিক্ষা করাকে মোটামোটি 'ফাহেশ' কাজ বলা হয়েছে। এরূপে অন্যান্য সকল লজ্জাকর কাজও ফাহেশ কাজ বলে গণ্য এবং আল্লাহতা'আলার আদেশঃ এরূপ কাজ প্রকাশ্য বা গোপনে করা নিষিদ্ধ।
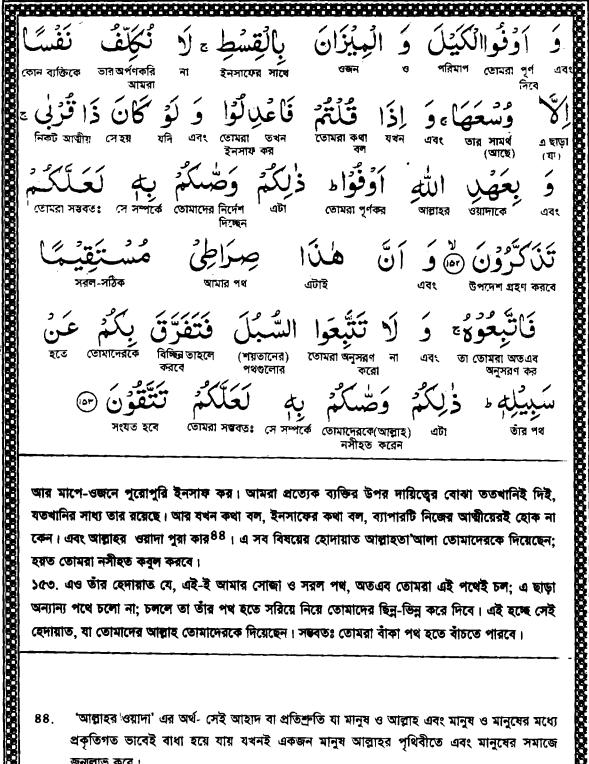
আর মাপে-ওজনে পুরোপুরি ইনসাফ কর। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর দায়িত্বের বোঝা ততখানিই দিই, যতখানির সাধ্য তার রয়েছে। আর যখন কথা বল, ইনসাফের কথা বল, ব্যাপারটি নিজের আত্মীয়েরই হোক না কেন। এবং আল্লাহর ওয়াদা পুরা কর[৪৪]। এ সব বিষয়ের হেদায়াত আল্লাহতা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন; হয়ত তোমরা নসীহত কবুল করবে।

১৫৩. এও তাঁর হেদায়াত যে, এই-ই আমার সোজা ও সরল পথ, অতএব তোমরা এই পথেই চল; এ ছাড়া অন্যান্য পথে চলো না; চললে তা তাঁর পথ হতে সরিয়ে নিয়ে তোমাদের ছিন্ন-ভিন্ন করে দিবে। এই হচ্ছে সেই হেদায়াত, যা তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তোমরা বাঁকা পথ হতে বাঁচতে পারবে।

৪৪. 'আল্লাহর ওয়াদা' এর অর্থ- সেই আহাদ বা প্রতিশ্রুতি যা মানুষ ও আল্লাহ এবং মানুষ ও মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবেই বাধা হয়ে যায় যখনই একজন মানুষ আল্লাহর পৃথিবীতে এবং মানুষের সমাজে জন্মলাভ করে।
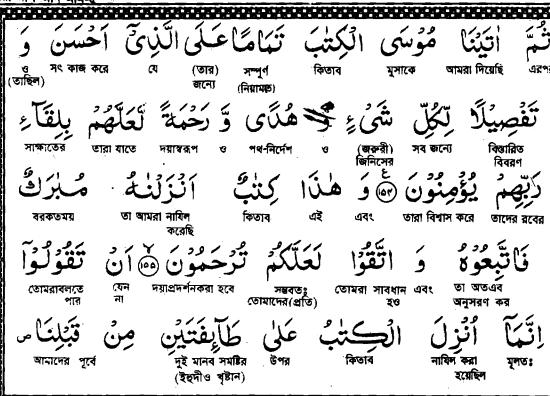
১৫৪. আবার আমরা মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম যা মঙ্গলজনক নীতি গ্রহণকারী মানুষের প্রতি ছিল নিয়ামতের পূর্ণতা বিধায়ক ও সকল জরুরী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা এবং পরিপূর্ণ হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ। (এবং বনী ইসরাঈলকে এই উদ্দেশ্যে তা দেয়া হয়েছিল যে,) হয়ত লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাত হওয়ার প্রতি ঈমান আনবে[৪৫]।

রুকু-২০

১৫৫. এমনিভাবে এই কিতাব আমরা নাযিল করেছি; এ এক বরকত ওয়ালা কিতাব। অতএব তোমরা তা অনুসরণ করে চল এবং তাকওয়াপূর্ণ নীতি-আচরণ গ্রহণ কর। হয়ত বা তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে।

১৫৬. এখন তোমরা বলতে পারনা যে, কিতাব তো আমাদের পূর্ববর্তী দুই মানব-সমষ্টিকে দেয়া হয়েছিল

৪৫. অর্থাৎ মানুষ যেন নিজেকে দায়িত্বহীন না ভাবে, এবং এ সত্য যেন তারা মেনে নেয় যে একদিন তাদেরকে তাদের প্রতিপালক প্রভুর সামনে হাযির হয়ে নিজেদের কাজের জবাব-দিহি করতে হবে।

وَ إِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ

এবং | নিশ্চয় | আমরাছিলাম | হতে | তাদের অধ্যয়ন | অবশ্যই অনবহিত | বা | তোমরা বল | যদি

أَنَّآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ أَهْدٰى مِنْهُمْ ج

বাস্তবিক | নাযিল করা হত | আমাদের উপর | কোন কিতাব | আমরা হতাম অবশ্যই | অধিকহেদায়াতপ্রাপ্ত | তাদের অপেক্ষা

فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ ج

এখন নিশ্চয় | কাছে এসেছে | তোমাদের | স্পষ্ট প্রমাণ | পক্ষহতে | তোমাদের রবের | ও | পথ-নির্দেশনা | ও | দয়াস্বরূপ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ صَدَفَ

অতএব কে | অধিক যালিম (হতেপার) | তারচেয়ে যে | মিথ্যারোপ করে | নিদর্শনাবলীকে | আল্লাহর | ও | বিমুখ হয়

عَنْهَا ط سَنَجْزِى الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا

তা থেকে | প্রতিফল দিব আমরা শীঘ্রই | (তাদেরকে) যারা | বিমুখ হয়েছে | হতে | আমাদের নিদর্শনাবলী

سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

নিকৃষ্ট | শাস্তি | একারণে যা | তারা মুখ ফিরাত

এবং আমরা কিছুই জানতাম না যে, তারা কি পড়ত ও পড়াত।

১৫৭. আর তোমরা এখন এই বাহানাও করতে পারনা যে, আমাদের উপর যদি কিতাব নাযিল করা হত তা হলে তাদের অপেক্ষা আমরা অধিক মাত্রায় সৎপথগামী প্রমানিত হতাম। বস্তুতঃ তোমাদের নিকট তোমাদের আল্লাহর নিকট হতে এক উজ্জলতম দলীল এবং হেদায়াত ও রহমত এসেছে। এখন যে লোক আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, অস্বীকার করবে এবং এ হতে বিমুখ হবে তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াত হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাদের এই বিমুখ হবার শাস্তি স্বরূপ আমরা তাদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি অবশ্যই দেব।
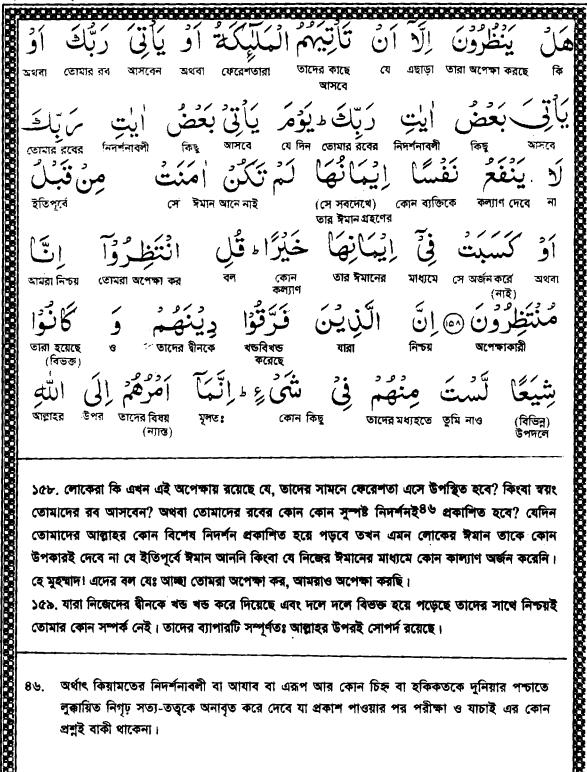
১৫৮. লোকেরা কি এখন এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, তাদের সামনে ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে? কিংবা স্বয়ং তোমাদের রব আসবেন? অথবা তোমাদের রবের কোন কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনই[৪৬] প্রকাশিত হবে? যেদিন তোমাদের আল্লাহর কোন বিশেষ নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন এমন লোকের ঈমান তাকে কোন উপকারই দেবে না যে ইতিপূর্বে ঈমান আননি কিংবা যে নিজের ঈমানের মাধ্যমে কোন কাল্যাণ অর্জন করেনি। হে মুহম্মাদ! এদের বল যেঃ আচ্ছা তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষা করছি।

১৫৯. যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড খন্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণতঃ আল্লাহর উপরই সোপর্দ রয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ কিয়ামতের নিদর্শনাবলী বা আযাব বা এরূপ আর কোন চিহ্ন বা হকিকতকে দুনিয়ার পশ্চাতে লুক্কায়িত নিগূঢ় সত্য-তত্ত্বকে অনাবৃত করে দেবে যা প্রকাশ পাওয়ার পর পরীক্ষা ও যাচাই এর কোন প্রশ্নই বাকী থাকেনা।
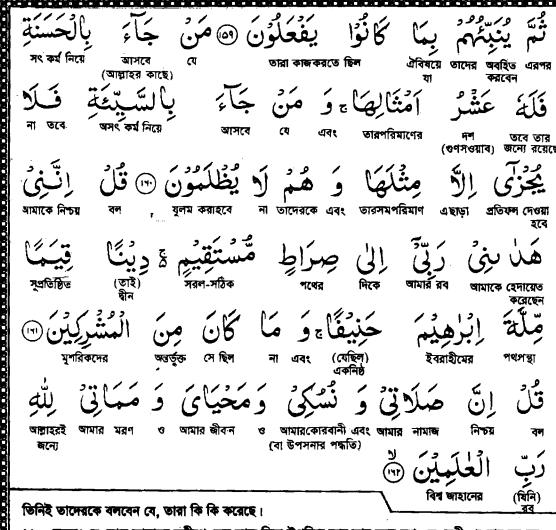
তিনিই তাদেরকে বলবেন যে, তারা কি কি করেছে।

১৬০. বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহর সমীপে নেক কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য দশ গুন বেশী পুরস্কার রয়েছে। আর যে পাপের কাজ নিয়ে আসবে তাকে ততখানি প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি সে অপরাধ করেছে। আর কারো উপর যুলুম করা হবে না।

১৬১. হে মুহম্মাদ! বলঃ আমার আল্লাহ নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভূল পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সম্পূর্ণ ও সর্বোত ভাবে নির্ভুল দীন, যাতে বক্রতার কোন স্থান নেই। এ ইবরাহীমের অবলম্বিত পথ ও পন্থা; যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল এবং সে মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

১৬২. বল, আমার নামায, আমার সর্ব প্রকার ইবাদত অনুষ্ঠানসমূহ[৪৭], আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সব কিছুই সারা জাহানের রব আল্লাহরই জন্য।

৪৭. এখানে 'নুসুক' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কোরবানীও হয় এবং সাধারণভাবে বন্দেগী-উপাসনার সকল প্রকার- পদ্ধতির উপরও এ শব্দ প্রযুক্ত হয়।

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ

নাই — কোন শরীক — তার — এবং — এভাবেই — আমি আদিষ্ট হয়েছি — এবং — আমি — প্রথম

الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا

আত্মসমর্পণকারীদের (মধ্যে) — বল — কি ব্যতীত — আল্লাহ — খুঁজব আমি — রব (অন্যকোন)

وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

অথচ — তিনিই — রব — সব — কিছুর — এবং — না — অর্জন করে (কোন পাপ বা পূণ্য) — প্রত্যেক — ব্যক্তি

إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ

এছাড়া — তারই উপর (তা বর্তিবে) — এবং — না — বোঝা উঠাবে — কোন বোঝা বহনকারী — বোঝা — অন্যের — এরপর — দিকে

رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

তোমাদের রবের — তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে) — তখন তোমাদের অবহিত করবেন — ঐবিষয়ে — তোমরাছিলে — যার মধ্যে — মত বিরোধ করতে

১৬৩. তাঁর শরীক কেউ নেই। আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সর্ব প্রথম আনুগত্যের মাথা অবনতকারী হচ্ছি আমি নিজে।

১৬৪. বল, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপর কোন রব তালাশ করব? অথচ তিনিই সব জিনিসেরই একমাত্র রব। প্রত্যেক ব্যক্তিই যা কিছু অর্জন করে, তার জন্য দায়ী সে নিজেই। কোন ভার বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করে না[৪৮]। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের যাবতীয় মত বিরোধের মূল অবস্থা তোমাদের সামনে উন্মুক্ত করে ধরবেন।

৪৮. অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই নিজের কাজের জন্য দায়ী, একের কাজের জন্য অন্যে দায়ী নয়।

১৬৫. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে অপর কোন কোন লোকের মোকাবেলায় অধিক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। এ উদ্দেশ্যে যেন তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা তিনি তোমাদেরকে যাচাই করতে পারেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের আল্লাহ শাস্তিদানের ব্যাপারেও খুবই সিদ্ধহস্ত এবং বিপুল ভাবে ক্ষমাকারী এবং রহমত দানকারীও।

معانى الفاظ
القرآن المجيد
المجلد الثانى
عربى - بنغالى
المترجم
مطيع الرحمن خان